আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ্ঃ) প্রণীত

'লাক্বতুল মারজ্বানি ফী আহ্কামিল জ্বান্ন্' গ্রন্থের
সহজ-সরল-সাবলীল অনুবাদ

জ্বিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মোহাম্মদ হাদীউজ্জামান

মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
শাখা ঃ ৫৫বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

যাবতীয় প্রশংসা অনন্ত মহান আল্লাহর প্রাপ্য
এবং
বুকভরা দুরূদ ও সালাম তাঁর রসূলের জন্য।

প্রসঙ্গ কথা

আস্‌সালামু আলাইকুম ও রহ্‌মাতুল্লাহ।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আমরা, মুসলমানরা, 'জ্বিন' এর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কারণ, মহাস্রষ্টা আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় জ্বিনের কথা উল্লেখ করেছেন সুস্পষ্ট ভাষায়। প্রিয়নবীজির প্রিয় হাদীসেও জ্বিন-বিষয়ক বহু আলোচনা পাওয়া যায়। তাই জ্বিনের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখার বিষয়টি ঈমান-আকীদা'র অংশ হয়েই দাঁড়ায়।

মূলতঃ অমুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে 'ভূত' নিয়ে অদ্ভুতরকমের বিভ্রান্তি। এদের মধ্যে একদল পণ্ডিত ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ওরা নিজেদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে নানান ধরনের যুক্তি প্রমাণ অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন। কিন্তু আরেকদল অমুসলিম পণ্ডিত ওগুলোকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেন।

আসলে উভয় দলই বিভ্রান্ত। কেননা 'ভূত' বলে কিছুই নেই। আছে 'জ্বিন'। জ্বিনদের বিভিন্ন কার্যকলাপ মাঝে-মধ্যে দেখে শুনে কেউ কেউ সেগুলোকে 'ভূতের কারসাজি' বলে মনে করেন এবং ওগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাতড়াতে থাকেন 'ভূতে অবিশ্বাসীরা'।

কিন্তু আমরা, যারা জ্বিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, জ্বিনদের বিষয়ে অনেক কিছুই জানি না। আমরা অনেকেই জানি না জ্বিনরা কী খায়, কোথায় থাকে, কীভাবে বংশ বাড়ায়, মরে গেলে ওদের দেহ কোথায় যায় ইত্যাদি-ইত্যাদি। তাই, সঙ্গত কারণেই আমাদের মনে জ্বিনদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অজস্র কৌতূহল দেখা দেয়। জানতে ইচ্ছা হয় জ্বিনবিষয়ক নানান খুঁটিনাটি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেকেরই এই স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূরণ হয় না। কারণ জ্বিনবিষয়ক নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক যেমন স্বল্প তেমনই দুষ্প্রাপ্য। বাংলায় তো ছিলই না।

আমাদের ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের প্রধানতম উৎস আরবীতে জ্বিনবিষয়ক গ্রন্থ লেখা হয়েছে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। সেগুলির মধ্যে অন্যতম আল্লামা বদরুদ্দীন শিবলী (রহ.) (৭২৯ হি.) প্রণীত আকামুল মারজানি ফী আহ্‌কামিল জ্বান্ন। বিষয়বস্তুর বিচারে গ্রন্থটি যথেষ্ট ভালো হলেও সাধারণ পাঠকদের পক্ষে

পুরোপুরি উপযোগী নয়। তাই এতে প্রয়োজনমতো সংযোজন বিয়োজন ও পরিবর্তন পরিবর্ধনের পর সাধারণের উপযোগী করে আরেকটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন আরেক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) (৯১১ হি.)। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর ওই পাণ্ডুলিপির নামকরণ করেন লাক্বতুল মারজ্বানি ফী আহ্‌কামিল জ্বান্ন। এটিকে জ্বিনবিষয়ক বিশ্বকোষও বলা যায়। তাই আমরা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এই আকর গ্রন্থটি বেছে নিলাম এবং সাধ্যমতো সহজ সরল সাবলীল অনুবাদের মাধ্যমে জ্বিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস নামে পেশ করলাম।

বাংলার পাঠকদের কথা মাথায় রেখে গ্রন্থটি আগাগোড়া হুবহু অনুবাদ করা হয়নি। কোনও কোনও বর্ণনা, একাধিকবার এসে যাওয়ার দরুন, বাদ দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও অংশ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকার কারণে। একই বিষয়ের বিক্ষিপ্ত বর্ণনাগুলো আনা হয়েছে একই পরিচ্ছেদের অধীনে। তাছাড়া পর্ব, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি বিন্যাস এবং সেগুলির শিরোনাম উপশিরোনাম প্রভৃতির নামকরণের অধিকাংশ করা হয়েছে নিজেদের তরফ থেকে।

গ্রন্থটির অনুবাদে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ইমদাদুল্লাহ আনওয়ার সাহেবের উর্দূ তরজমা 'তারীখে জ্বিন্নাত ওয়া শায়াত্বীন' থেকে যথেষ্ট সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে সংযোজিত বর্ণনাসূত্রগুলিও এতে ব্যবহার করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, এ গ্রন্থকে বলা যায় জ্বিনবিষয়ক বিশ্বকোষ, তাই এর মধ্যে কিছু 'যঈফ' এবং 'মাউযূ বর্ণনাও থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে অনেক বর্ণনা। সুতরাং আকায়িদ ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে গ্রন্থটিকে পুরোপুরি শরীয়তী গুরুত্ব দেওয়া চলবে না।

সাধ্যমতো সাবধানতা সত্ত্বেও, স্বল্প যোগ্যতার কারণে, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও থেকে যেতে পারে। কোনও সহৃদয় পাঠকের নযরে তেমন কিছু ধরা পড়লে জানিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রাখলাম।

আল্লাহ আমাদের সকলের মেহনত কবূল করুন।

৯ রবীউল আউয়াল
১৪২২ হিজরী

ওয়াসসালাম
আপনাদের দুআপ্রার্থী
মোহাম্মদ হাদীউজ্জামান

সূচীপত্র

জ্বিন সম্প্রদায়ের বিষয়ে হাজারো প্রশ্নের উত্তরমালা

মধ্য পর্ব

জ্বিনদের বিষয়ে আরও কিছু আজব ঘটনা

শেষ পর্ব

অভিশপ্ত শয়তানের বিষয়ে অসংখ্য ঘটনা ও বর্ণনা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পর্ব

জ্বিন সম্প্রদায়ের বিষয়ে হাজারো প্রশ্নের উত্তরমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

জ্বিনজাতির অস্তিত্ব

'জ্বিন' শব্দের অর্থ ও পরিচিতি

হযরত ইবনে দুরাইদ (রহঃ)[১] **বলেছেনঃ** 'জ্বিনজাতি মানুষদের থেকে আলাদা এক সৃষ্টি। জ্বিন শব্দের (মোটামুটি)অর্থ গুপ্ত, অদৃশ্য, লুক্কায়িত, আবৃত প্রভৃতি। জ্বিন্নাহ্, জ্বিন ও জ্বান বলতে একই জিনিস বোঝালেও 'জ্বিন' হলো জ্বিন্নাত বা জ্বিনজাতির এক বিশেষ প্রজাতি।

জ্বিন কারা

হযরত আবূ উমার আয্-যাহিদ[২] **বলেছেনঃ** জিন্নাত বা জ্বিনজাতির কুকুর ও ইতর শ্রেণীকে বলা হয় জ্বিন।

জ্বান কারা

হযরত জাওহারী[৩] **বলেছেনঃ** 'জ্বান' হলো জ্বিনজাতির বাপ বা আদিপিতা অর্থাৎ আবূল জ্বিন।

জ্বিনকে জ্বিন বলা হয় কেন

হযরত ইবনে আকীল হাম্বালী (রহঃ)[৪] **বলেছেনঃ** লুকিয়ে থাকা ও চোখের আড়ালে থাকার কারণে জ্বিনকে জ্বিন বলা হয়।[৫]

শয়তান কারা

আল্লামা ইবনে আকীল বলেছেনঃ শয়তানরা হলো এক শ্রেণীর জ্বিন যারা আল্লাহর অবাধ্য এবং এরা (অভিশপ্ত) ইবলীসের বংশধরদের অন্তর্গত।

মারাদাহ্ কারা

আল্লামা ইবনে আকীলের মতেঃ জ্বিনজাতির মধ্যে যারা অত্যন্ত অবাধ্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ের পথভ্রষ্ট তাদেরকে বলা হয় মারাদাহ্।

জ্বিনজাতির শ্রেণীবিভাগ

হাফিয ইবনে আবদুল বার্[৬] **বলেছেনঃ** ভাষাবিশারদদের মতে, জ্বিনদের কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে। যেমন–

১. জ্বিন ঃ অর্থাৎ সাধারণ জ্বিন
২. আমির (বহুবচনে উম্মার) ঃ মানুষের সাথে থাকে
৩. আর্‌ওয়াহ্‌ ঃ সামনে আসে
৪. শয়তান ঃ উদ্ধত, অবাধ্য
৫. ইফ্‌রীত্ব ঃ শয়তানের চাইতেও বিপজ্জনক।

জ্বিনজাতির অস্তিত্বের প্রতি সব মুসলমান একমত

শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়াহ্‌ (রহঃ) বলেছেনঃ দলমত নির্বিশেষে মুসলমানদের কেউ-ই জ্বিনজাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। অধিকাংশ কাফিরও জ্বিনদের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কেননা জ্বিনদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নবী-রসূলদের উক্তি লাগাতারভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌছেছে। যা আম-খাস নির্বিশেষে সকলের পক্ষে জেনে যাওয়া স্বাভাবিক। কেবল অজ্ঞ দার্শনিকদের নগণ্য এক গোষ্ঠী ছাড়া জ্বিনজাতির অস্তিত্বকে কেউ-ই অস্বীকার করে না।

'কাদ্‌রিয়া' ফির্‌কার অভিমত

কাযী আবূ বাকর বাকিলানী[৭] বলেছেনঃ 'কাদ্‌রিয়া' ফির্‌কার পুরানো যুগের অধিকাংশ মুরুব্বী তো জ্বিনজাতির অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। কিন্তু বর্তমানের মুরুব্বীরা অস্বীকার করেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে কিছু মানুষ এখনও জ্বিনদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন- জ্বিনদের শরীর সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে এবং ওদের মধ্যে রশ্মি প্রবাহের জন্য আমরা দেখতে পাই না। আবার ঐ ফির্‌কার কতক ব্যক্তির মতে, জ্বিনদের দেখা না যাওয়ার কারণ ওদের কোনও রং বা বর্ণ না থাকা। যেমন হাওয়ার কোনও রং নেই বলে দেখা যায় না।

প্রমাণসূত্রঃ

(১) মুহাম্মদ বিন হাসান আয্‌দী, ইমাম-উশ্‌-শু'আরা অল্‌-লুগাত, মৃত্যুসন ৩২১হিজরী।
(২) আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বাগদাদী, মৃত্যুসন ২৪৭ হিজরী।
(৩) ইব্‌রাহীম বিন সাঈদ আবূ ইসহাক মুহাদ্দিসে আজীম বাগদাদী, মৃত্যুসন ২৪৭ হিজরী।
(৪) মুহাম্মদ বিন আকীল বাগদাদী যাহিরী আবুল ওয়াফা, আলিমুল ইরাক, শায়খুল হানাবিলা।
(৫) কিতাবুল ফুনুন।
(৬) ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন মুহাম্মদ কুরতুবী মা-লিকী আবূ আমর, মুআরিখে আদীব, মুহাক্কিকে আযীম, মুসান্নিফে কুতুবে কাসীরহ্‌, হাফীযুল মাগ্‌রিব, মৃত্যুসন ৪৬৩ হিজরী।
(৭) মুহাম্মদ ইব্‌নুত্‌ ত্বইয়িব বিন মুহাম্মদ কাযী, মুতাকাল্লিমে ইসলাম, বাগদাদী, সমকালীন 'আশায়িরাহ্‌ দলের নেতা, মৃত্যুসন ৪০৩ হিজরী।

জ্বিনজাতির উৎপত্তি

জ্বিনদের সৃষ্টি হযরত আদমের (আঃ) ২০০০ বছর আগে

হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন উমার বিন খা-ত্ব (রাঃ) বলেছেনঃ

خُلِقَ الْجِنُّ قَبْلَ اٰدَمَ بِاَلْفَىْ عَامٍ

– জ্বিনজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে হযরত আদমের দু'হাজার বছর আগে।[১]

জ্বিনেরা পৃথিবীতে বাস করত মানুষের আগে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ জ্বিনেরা পৃথিবীতে এবং ফিরিশ্‌তারা আসমানে থাকত। এরাই ছিল আসমান ও যমীনের অধিবাসী। প্রত্যেক আসমানে আলাদা আলাদা ফিরিশ্‌তারা থাকত এবং প্রত্যেক আসমানবাসীর নামায, তাস্‌বীহ্‌ ও দু'আ ছিল নির্ধারিত। প্রতিটি উপরের আসমানের বাসিন্দারা তাদের নীচের আসমানবাসীদের চেয়ে বেশি দু'আ করত, বেশি নামায ও তাস্‌বীহ্‌ পড়ত। মোটকথা আসমানে বাস করত ফিরিশ্‌তামণ্ডলী ও যমীনের বুকে জ্বিনজাতি।[২]

আদি জ্বিনের আকাঙ্ক্ষা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আবূল জিন্নাত (বা জ্বিনজাতির আদিপিতা) 'সামূম'কে আগুনের শিখা দিয়ে সৃষ্টি করার পর বলেন- তুমি কিছু কামনা করো। সে বলে- 'আমার কামনা হলো এই যে, আমরা (সবাইকে) দেখব কিন্তু আমাদের যেন কেউ না-দেখে এবং আমরা যেন পৃথিবীতে অদৃশ্য হতে পারি আর আমাদের বৃদ্ধরাও যেন যুবক হয় (তারপর মারা যায়)।' অতএব তার এই কামনা পূরণ করা হয়। এজন্য জ্বিনেরা নিজেরাতো দেখতে পায়, কিন্তু অন্যদের চোখে পড়ে না এবং মারা গেলে যমীনের মধ্যে গায়েব হয়ে যায় আর জ্বিনেদের বুড়োরাও জোয়ান হয়ে মারা যায়।[৩]

ইবলীস পৃথিবীতে বাস করছে কবে থেকে

জুওয়াইবির ও উসমান নিজেদের সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা জ্বিনজাতিকে সৃষ্টি করার পর তাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করার নির্দেশ দিলেন। ওরা (এই পৃথিবীতে) আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়ে চলতে লাগল। অবশেষে, দীর্ঘকাল কেটে যাবার পর, ওরা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা শুরু করে দিল এবং খুন-খারাবী করতে লাগল। ওদের এক বাদশাহ্‌ ছিল, যার নাম ছিল

ইউসুফ। তাকেও ওরা মেরে ফেলল। তখন আল্লাহ ওদের উপর দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশ্তাদের এক বাহিনী পাঠালেন। ওই বাহিনীকে বলা হতো 'জ্বিন'। ওদের মধ্যে ইবলীসও ছিল। ইবলীস ছিল ৪০০০ জনের সর্দার। সে আসমান থেকে নেমে এসে যমীনের সমস্ত জ্বিন সন্তানকে খতম করল এবং বাকিদের মেরে কেটে সমুদ্রের দ্বীপগুলোর দিকে তাড়িয়ে দিল। তারপর ইবলীস তার বাহিনী সমেত এই যমীনেই থাকতে লাগল। তাদের পক্ষে আল্লাহ্র বিধি-বিধান মেনে চলা আসান হয়ে গেল এবং তারা পৃথিবীতে বসবাস করাকে পছন্দ করল।[৪]

মুহাম্মদ বিন ইসহাক– হযরত হাবীব বিন আবী সাবিত[৫] প্রমুখের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেনঃ ইবলীস (শয়তান) তার বাহিনীসহ পৃথিবীতে এসে ঠাঁই নিয়েছিল হযরত আদমের থেকে চল্লিশ বছর আগে।[৬]

ফিরিশ্তারা আদম-সৃষ্টিতে আপত্তি করেছিল কেন

হযরত মাকাতিল (রহঃ) ও হযরত জুওয়াইবির (রহঃ)– হযরত যাহ্হাকের সূত্রে– বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার মনস্থঃ করলেন, তখন ফিরিশ্তাদের বললেন– إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً

(অবশ্যই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চলেছি।)

ফিরিশ্তারা নিবেদন করল–

أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

(আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, সেখানে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে?)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এই ফিরিশ্তারা গায়েবের (বা ভবিষ্যতের) খবর জানত না বরং তারা আদম সন্তানদের কার্যকলাপের কথা অনুমান করেছিল জ্বিন সন্তানদের কার্যকলাপ দেখে। তাই তারা বলেছিল– আপনি কি পৃথিবীতে তাদের সৃষ্টি করতে চান যারা জ্বিনদের মতো অশান্তি (ফাসাদ) ঘটাবে এবং জ্বিনদের মতো খুনোখুনি করবে! কেননা জ্বিনেরা তো তাদের এক নবীকেও খুন করেছিল, যার নাম ছিল ইউসুফ।[৭]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনজাতির প্রতি একজন রসূল পাঠান, যিনি জ্বিন সম্প্রদায়কে নির্দেশ দেন আল্লাহ্র আনুগত্য করার, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করার এবং পরস্পর খুনোখুনী বন্ধ করার। কিন্তু যখন জ্বিনেরা আল্লাহ্র আনুগত্য ছেড়ে দিল এবং খুনোখুনী আরম্ভ করল তখন ফিরিশতারা বলেছিল – আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে ফাসাদ করবে ও রক্ত বওয়াবে।

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছিঃ উল্লেখিত দু'টি বর্ণনার সনদসূত্র জাল। আবু হুযাইফা মিথ্যুক (কায্যাব) এবং জুওয়াইবার পরিত্যাজ্য (মাত্রূক)। আর যাহ্হাক (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের থেকে সরাসরি শোনেননি। অবশ্য হাকিম (রহঃ)[৮] তাঁর মুস্তাদ্রকে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এই (অন্য একটি) বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে তিনি 'সহীহ' বলে স্বীকৃতিও দিয়েছেন।[৯] অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)– কোরআনের এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً

'হযরত আদমের (আঃ) সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত জ্বিন সম্প্রদায়। তারা পৃথিবীতে অশান্তি ছড়ায় এবং রক্তপাত ঘটায়। তখন আল্লাহ্ পাক একদল ফিরিশ্তা বাহিনী পাঠান। সেই বাহিনী জ্বিনদের মেরে-ধরে সমুদ্রের দ্বীপগুলোয় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। অতঃপর যখন আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি বানাব, তখন ফিরিশ্তারা বলতে থাকে, আপনি কি পৃথিবীতে এমন লোকদের সৃষ্টি করবেন যারা অশান্তি ছড়াবে এবং সেখানে রক্তারক্তি করবে।(যেমনটা করেছিল জ্বিনেরা)? তখন আল্লাহ্ বলেন– নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জান না।

জ্বিনজাতি সৃষ্ট হয়েছে কোন্ দিনে

হযরত আবূল আলিয়ার বর্ণনাঃ আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাদের সৃষ্টি করেছেন বুধবার, জ্বিনদের সৃষ্টি করেছেন বৃহস্পতিবার এবং হযরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবার...।[১০]

কার আগে কে

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বাচনিকে হযরত ওয়াহাবের বর্ণনাঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন–

জান্নাতকে	–	জাহান্নামের আগে
আপন রহমতকে	–	গযবের আগে
আসমানকে	–	যমীনের আগে
সূর্য ও চাঁদকে	–	নক্ষত্রদের আগে
দিনকে	–	রাতের আগে
পানিভাগকে	–	স্থলভাগের আগে
সমভূমিকে	–	পাহাড়-পর্বতের আগে
ফিরিশ্তাদেরকে	–	জ্বিনদের আগে
জ্বিনজাতিকে	–	মানবজাতির আগে
	এবং	
পুরুষ জাতিকে	–	স্ত্রী জাতির আগে।[১১]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) আল-মুবতাদায়ে ইসহাক বিন বশীর। কোনও কোনও আলেমের মতে, হাদীসটির রাবী আবূ হুযাইফা বিন বাশার 'যঈফ' ও 'মাতরূক'ঃ মীযান আল্-ইত্তিদাল, যাহাবী।

(২) এটি যহরত যাহ্হাক (রহঃ)-এর সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন জুওয়াইবার বিন্ সাঈদ আবুল ক্বাসিম বল্খী মুফাস্সির, যিনি চরম পর্যায়ের 'যঈফ' রাবীঃ তাকরীবুত্ তাহ্যীব; মীযান আল্-ইত্তিদাল।

(৩) অর্থাৎ মানবশিশু শেষ বয়সে বৃদ্ধ হয়ে মারা যায় কিন্তু জ্বিনেরা মারা যায় বৃদ্ধ থেকে ফের জোয়ান হবার পর।

(৪) তাফসীর জুওয়াইবির। তাফসীর উসমান বিন আবী শায়বাহ্।

(৫) তাবিঈ, ফকীহ্, মৃত্যুসন ১১৭ হিজরী।

(৬) তারীখ মুহাম্মদ বিন ইসহাক।

(৭) তাফসীর মাকাতিল বিন সুলাইমান। তাফসীর জুওয়াইবির। জ্বিনজাতির মধ্যে কেউ নবী হয়েছেন কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

(৮) মৃত্যুসন ৩২১ হিজরী।

(৯) মুস্তাদ্রকে হাকিম, ২ঃ২৬১। ইমাম যাহাবীও এই স্বীকৃতিদানকে সমর্থন করেছেন।

(১০) ইবনে জারীর (তাফসীরে ত্বারীয়। আবূ হাতিম। কিতাবুল আযামাহ, আবূ আশ্-শায়খ।

(১১) কিতাবুল আযামাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।

জ্বিন ও ইনসানের মূল উপাদান

আগুন আর মাটি

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

(১) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ

আমি আদমের আগে জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি 'লু'-এর আগুন (অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য অতুষ্ণ বায়ুতে পরিণত হয়েছে এমন আগুন) দিয়ে।(১)

(২) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

তিনি জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন বিশুদ্ধ (ধোঁয়াবিহীন) আগুনের শিখা থেকে।(২)

(৩) আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলার সময় ইবলীস বলেছে–

خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে এবং (আদম)-কে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দিয়ে।(৩)

আগুনের তৈরি জ্বিনকে আগুন জ্বালাবে কী ভাবে

আবুল ওয়াফা ইবনে আকীল বলেছেনঃ এক ব্যক্তি জ্বিনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করল– আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনদের বিষয়ে বলেছেন যে ওদের আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এও বলেছেন যে উল্কা ওদের ক্ষতি করে এবং জ্বালিয়েও দেয়-তা আগুন আগুনকে কী ভাবে জ্বালায়?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনজাতি ও শয়তানদের আগুনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন ওই অর্থে, যে অর্থে মানুষকে সম্পৃক্ত করেছেন মাটি, কাদা ও শুকনো ঝন্ঝনে মাটির সাথে। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির মুল উপাদান কাদামাটি হলেও মানুষ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাদামাটি নয়। তেমনই জ্বিনরাও আগুনের উপাদানে সৃষ্ট কিন্তু জ্বিন মানেই আগুন নয়।

'এর প্রমাণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই বাণীঃ

عَرَضَ لِيَ الشَّيْطَانُ فِيْ صَلٰوتِيْ فَخَنَقْتُهُ فَرَأَيْتُهُ بَرْدَ رِيْقِهِ عَلٰى يَدِيْ

শয়তান নামাযের মধ্যে আমার মুকাবিলা করেছে তো আমি তার গলা টিপে দিয়েছি এবং তার থুতুর শীতলতা নিজের হাতে অনুভবও করেছি।(৪)

সুতরাং যে স্বয়ং দাহ্য আগুন হবে তার থুতু ঠাণ্ডা হতে পারে কেমন করে! বরং তার থুতু তো না হবারই কথা। আশাকরি আমার বক্তব্যের যথার্থতা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)- ঐ থুতুকে এমন পানির সাথে উপমা দিয়েছেন যা কুয়া খোঁড়ার সময় বের হয়। কিন্তু যদি ওরা আগুনরূপী হত, তাহলে তিনি ওদের আকার-আকৃতি তথা অগ্নিশিখা ও জ্বলন্ত অঙ্গারের কথা উল্লেখ করেননি কেন!

কাযী আবূ বাকর বাকিলানী বলেছেনঃ জ্বিনজাতি আগুন থেকে সৃষ্টি হবার কারণে আমরা এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করি না যে– আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে (মানুষের সমাজে) প্রকাশ করবেন, ওদের শরীর স্থুল করে দেবেন, ওদের মধ্যে

এমন গুণাবলী সৃষ্টি করবেন, যেগুলি আগুনের গুণ বা ধর্মের চেয়ে অতিরিক্ত হবে, ফলে ওরা নিজেদের আগুন হওয়া থেকে অতিক্রম করে যাবে এবং আল্লাহ্ বিভিন্ন আকার-আকৃতিও সৃষ্টি করবেন ওদের জন্যে।

প্রমাণসূত্রঃ

(১) সূরাহ্ আল্-হিজরঃ আয়াত ২৭।

(২) সূরাহ্ আর-রহমানঃ আয়াত ১৫।

(৩) সূরাহ্ আল্-আ'রাফ ঃ আয়াত ১২।

(৪) মুস্নাদে আহ্মাদ, ৫ঃ ১০৪,১০৫। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বাইহাকী, ৭ঃ৯৯। ফাত্হুল বারী, ৬ঃ ৪৫৭। বুখারী। মুসলিম। দুররুল মান্সূর, ৫ঃ ৩১৩। সুনান আল্-কুবরা, বায়হাকী, ২ঃ ২১৯। কান্যুল উম্মাল, ১২৮৬।

জ্বিনজাতির আকার-আকৃতি

বিভিন্ন আকৃতি বিভিন্ন উক্তি

কাযী আবূ ইয়া'লা আল্-ফারা বলেছেনঃ জ্বিনদের আকার-আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয় কিন্তু শরীরের গঠনে একে অপরের সাথে মিল থাকে এবং এ-তথ্য ঠিক যে জ্বিনরা সূক্ষ্মদেহী, আবার এ কথাও ঠিক যে ওরা স্থূলদেহী। কিন্তু মুতাযিলা সম্প্রদায় এ মতের বিরোধী। ওঁদের মতে, জ্বিনদের দেহ স্থূল নয় সূক্ষ্মই এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলেই আমরা ওদের দেখতে পাই না।

জ্বিনদের দেখা যেতে পারে

কাযী আবূ বাকর বাকিলানী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'আমি বলছি, যেসব মানুষ জ্বিনদের দেখেছে, তারা প্রকৃতই দেখেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জ্বিনদের দৃশ্যরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ যেসব জিনিসের দৃশ্যরূপ সৃষ্টি করেননি তাদের কেউ দেখতে পারে না। এই জ্বিনেরা বিভিন্ন আকৃতির ও কোমল দেহ বিশিষ্ট হয়।'

জ্বিনদের শরীর সূক্ষ্ম

অধিকাংশ মুতাযিলা বলেনঃ জ্বিনদের শরীর সূক্ষ্ম এবং অবিমিশ্র।

কাযী আবু বাকর বাকিলানী (রহঃ) বলেছেনঃ আমাদের কাছে ওই মতও

গ্রহণযোগ্য, যদি ওই বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের কোনও প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই, কিন্তু এমন কোনও প্রমাণ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আমি (আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছিঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-র বাচনিকে উল্লেখ করেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

ফিরিশ্তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে অনুপম জ্যোতি (নূর) দিয়ে, জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা দিয়ে এবং আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে তাই দিয়ে যার কথা (পবিত্র কোরআনে) তোমাদের বলা হয়েছে (অর্থাৎ মাটি(।[১]

আল্লাহ বলেছেনঃ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

(এবং জ্বিনকে তিনি 'অগ্নিশিখা' থেকে সৃষ্টি করেছেন।)

এই আয়াতের তাফ্সীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'মা-রিজ্বিম্ মিন্ না-র' এর অর্থ করেছেন অগ্নিশিখা।[২]

এবং হযরত মুজাহিদ (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের তাফ্সীরে বলেছেনঃ জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের হলুদ ও সবুজ শিখা দিয়ে, যা দেখা যায় আগুন দাউদাউ করে জ্বলার সময়, উপরের স্তরে।[৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ইবলীস ছিল ফিরিশ্তাদের গোত্রগুলির মধ্যে একটি গোত্রের অন্তর্গত, যে গোত্রকে 'জ্বিন' বলা হত। ফিরিশ্তাদের এই গোত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যুষ্ণ বায়ু (লু)-র আগুন দিয়ে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বলেছেনঃ যেসব জ্বিনের কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ওদের সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা থেকে।[৪]

জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে সুন্দর আগুন দিয়ে

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ

(আমি আদমের আগে জ্বিন সৃষ্টি করেছি 'লু'র আগুন দিয়ে)[৫]

এই আয়াতের তাফ্সীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে খুবই সুন্দর আগুন দিয়ে।[৬]

জ্বিন সৃষ্টি নরকাগ্নির ১/৭০ অংশ দিয়ে

হযরত ইবনে মাস্উদ (রাঃ) বলেছেনঃ যা দিয়ে জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে সেই 'লু' এর আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ এবং এই দুনিয়ার

আগুন 'লু' এর আগুনে ৭০ ভাগের এক ভাগ।[৭]

জ্বিন ও শয়তানরা সূর্যের আগুনে সৃষ্টি

হযরত উমার বিন দীনার (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনজাতি ও শয়তানের সৃষ্টি করা হয়েছে সূর্যের আগুন থেকে।[৮]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং ৬০। মুসনাদে আহমাদ, ৬ঃ ১৫৩,১৬৮। জামিই সগীর, হাদীস নং ৩৯৩৬। মুজমাআ, ৮ঃ ১৩৪। দুররে মানসূর, ৬ঃ১৪৩। মিশকাত, ৫৭০১। মুসান্নিফে আব্দুর রায্যাক, ২৯০৪। আল-হাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক, ৯। যাদুল মাইয়াস্‌সার,৩ঃ৩৯৯, ৫ঃ৩৪৭। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩ ঃ ৩৮৮; ৫ঃ১৬৩; ৭ঃ ৪৬৭। তাফসীর কুরতুবী, ১০ঃ২৪। আল আস্‌মা অস্ সিফাত, ৩৪৩; ৩৮৬। বিদাইয়াহ্ অন-নিহাইয়াহ্, ১ঃ ৫৫৪;৫৫৫।তারীখে জুরজান, ১০৩। তাহযীবুত তারীখ, ইবনে আসাকির, ২ঃ ৩৪৩।

(২) ফারইয়াবী। ইবনে জারীর। ইবনুল মুনযীর। ইবনে আবী হাতিম।

(৩) ফারইয়াবী। আব্দ্ বিন হামীদ।

(৪) তাফসীরে ইবনে জারীর ত্ববারী।

(৫) সূরা আল-হিজর, আয়াত ২৭।

(৬) ইবনে আবী হাতিম।

(৭) ফারইয়াবী। ইবনে জারীর। ইবনে আবী হাতিম। ত্ববরানী। হাকিম। ও সিহ্হাহ্। শুআবুল ঈমান, বায় হাকী।

(৮) ইবনে আবী হাতিম।

জ্বিনদের প্রকারভেদ

জ্বিনরা তিন প্রকার

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-র বর্ণনা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

خَلَقَ اللّٰهُ الْجِنَّ ثَلَاثَةَ اَصْنَافٍ حَيَّاتٌ وَعَقَارِبُ وَخِشَاشُ الْاَرْضِ وَصِنْفٌ كَالرِّيْحِ فِى الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ عَلَيْهِمُ الْحِسَابُ وَالْعِقَابُ

আল্লাহ তা'আলা জ্বিন সৃষ্টি করেছেন তিন প্রকারঃ এক প্রকার জ্বিন হল সাপ, বিছে ও যমীনের পোকা-মাকড়, আর এক প্রকার জ্বিন থাকে শূন্যে হাওয়ার মতো এবং শেষ প্রকারের জ্বিনদের জন্য রয়েছে (পরকালের) হিসাব ও আযাব।[১]

'জ্বিনরা তিন প্রকার' বিষয়ক আরেকটি হাদীস

হযরত আবূ সাঅ্‌লাবা খুশান্নী (রাঃ) বলেছেন যে জনাব রসূলুল্লাহ(সঃ) বলেছেনঃ

اَلْجِنُّ ثَلَاثَةُ اَصْنَافٍ فَصِنْفٌ لَهُمْ اَجْنِحَةٌ يَطِيْرُوْنَ بِهَا فِى الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَحِلُّوْنَ وَيَظْعَنُوْنَ

জ্বিনরা তিন প্রকার– এক প্রকার জ্বিন হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়, এক প্রকার জ্বিন হলো সাপ ও কুকুর এবং আরেক প্রকার জ্বিন এমন আছে যারা এদিকে সেদিকে চলাচল করে।[২]

আল্লামা সুহাইলী (রহঃ) বলেছেনঃ (উপরের হাদীসে উল্লেখিত) ওই শেষোক্ত শ্রেণীর জ্বিনরা নিজেদের রূপ বদলে বিভিন্ন আকার-আকৃতি ধারণ করতে পারে।

কিছু কিছু কুকুরও জ্বিন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ কুকুররা এক প্রকার জ্বিন এবং এরা খুব দুর্বল শ্রেণীর জ্বিন। সুতরাং খাওয়ার সময় কারও কাছে কুকুর বসে গেলে তাকে কিছু দেওয়া অথবা সরিয়ে দেওয়া দরকার।[৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ কুকুর হলো এক প্রকার জ্বিন। যখন ও তোমাদের খাওয়ার সময় আসবে তো ওকে কিছু দেবে। কেননা ওরও একটা প্রবৃত্তি (নফ্‌স) আছে।[৪]

হযরত আবূ ক্বিলাবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَوْلَا اَنَّ الْكِلَابَ اُمَّةٌ لَاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَلٰكِنْ خِفْتُ اَنْ اُبِيْدَ اُمَّةً فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ اَسْوَدَ بَهِيْمٍ فَاِنَّهُ جِنُّهَا - اَوْ مِنْ جِنِّهَا -

যদি এই কুকুররা এক মাখ্‌লূক (আল্লাহর সৃষ্টিজীব) না হত, তবে আমি এগুলোকে কতল করার নির্দেশ দিতাম, কিন্তু কোনও মাখ্‌লুককে বিলীন করে দিতে আমার ভয় হয়। তবে তোমরা ওগুলোর মধ্যে সমস্ত কালো কুকুরকে কতল করে দেবে, কেননা ওরা হলো এক প্রকার শয়তান।[৫]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইবনে আবিদ দুনইয়া, পৃষ্ঠা ২৩। আল-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ দুনইয়া, পৃষ্ঠা ১১৩। আল্-মাজ্রুহীন, ইবনে আবী হাব্বান, ৩ঃ ১০৭। ত্বিবারানী, ২২ঃ২১৪। হাকিম, ২ঃ ৪৫৬। বায়হাকী, আল-আসমা অস্‌সিফাত, ৩৮৮। নাওয়াদিরুল উসূল, হাকীম তিরমিযী। কিতাবুল আযামাহ। দূররে মানসুর, ৩ ঃ ১৪৭। আত্‌হাফুস্ সা-দাহ, ৭ঃ২৮৯। হাদীসে মুনকার মীযান আল্-ইঅতিদাল। আল-জামিই্ আস্-সগীর, হাদীস নং ৩৯৩১। আল্-মুতালিবুল আলিয়াহ্, ৩৪০১। কানযুল উম্মাল, ১৫১৭৯, তায্‌কিরাতুল মাউযূআত, কইসারানী, ৪২৫। হিলইয়া,আবূ নুআইম, ৫ঃ ১৩৭। আল-জামিই্ আল-কাবীর, ১০৩৬৭।

(২) নাওয়াদিরুল উসূল। ইবনে আবী হাতিম। ত্বিবারানী। আবূ আশ্-শায়খ। হাকিম। আল্-আসমা অস্-সিফাত, বায়হাকী। জামিই্ সগীর, হাদীস নং ৩৬৫১। মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, ৮ঃ ১৩৬। জামিই্ কাবীর, হাদীস নং ১০৩৬৭। দাইলামী, হাদীস নং ২৬৪৩, ২ ঃ ১২৩। কান্‌যুল উম্মাল, ১৫১৭৮। আত্‌হাফুস্ সা-দাহী, ৭ ঃ ২৮৯। তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৬ ঃ ৪৮৭। মুস্‌তাদরক, ২ঃ ৪৫৬। আল জামিই্ আস-সগীর, ৩৬৫১। ইবনে হিব্বান, ২০০৭। মুশাক্কাল আল্-আসার, ৪ ঃ ৯৫। মিশকাত ৪১৪৮। হিল্‌ইয়াহ্, আবূ নুআইম, ৫ ঃ ১৩৭, ইবনে কাসীর, ৬ ঃ ৪৮৭। কুরতুবী, ১ ঃ ৩১৮।

(৩) আবূ উসমান সাঈদ ইবনুল আবূ আর-রাযী।

(৪) আবূ উসমান সাঈদ ইবনুল আর-রাযী।

(৫) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ৪৭। জামিই্ তিরমিযী, কিতাবুস সঈদ। আবূ দাউদ, কিতাবুল ইদ্বাহী। ইবনে মাজাহ্ কিতাবুস্ সঈদ। সুনানে নাসায়ী, কিতাবুস্ সঈদ। সুনানে দারিমী, কিতাবুস্ সঈদ। মুস্‌নাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৩৩৩; ৪ ঃ ৮৫, ৫ ঃ ৫৪, ৫৬, ৫৭, ১৫৮। ত্বিবারানী ও আবূ ইয়াঅ্‌লা, হযরত আয়িশার বর্ণনায়। জামিই্ আস্-সগীর, হাদীস নং ৭৫১৪। সিহ্‌হাহ্।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জ্বিনদের আকৃতি বদলানো

কালো কুকুর শয়তান

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ (নামাযীর সামনে দিয়ে) কালো কুকুর গেলে নামায ভেঙে যায়।(সাহাবীদের তরফ থেকে) তাঁকে নিবেদন করা হলোঃ লাল ও সাদার তুলনায় কালো কুকুরের অপরাধ কী, জনাব? তিনি বললেনঃ

اَلْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ– কালো কুকুর হলো শয়তান।[১]

জ্বিনরা কী কী রূপ ধরতে পারে

জ্বিনরা বহুরূপী হতে পারে এবং মানুষ, চতুষ্পদ পশু, সাপ, বিছে, উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং বিভিন্ন পশুপাখি প্রভৃতির আকার-আকৃতি ধারণ করতে পারে।

জ্বিন হত্যার পদ্ধতি

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ اَسْلَمُوْا فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِنْ هٰذَا الْعَوَامِّ شَيْئًا فَاٰذِنُوْهُ ثَلَاثًا ، فَاِنْ بَدَالَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

মদীনায় যে সকল জ্বিন ছিল তারা মুসলমান হয়ে গেছে। এবার থেকে তোমরা ওদের মধ্যে কাউকে দেখলে তিনবার সতর্ক করে দেবে, তা সত্ত্বেও যদি সামনে আসে, তবে তাকে কতল করে দেবে।[২]

জ্বিনদের আকৃতি বদলের রহস্য

কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা হাম্‌বালী (রহঃ) বলেছেনঃ শয়তানদের এমন কোনও এখতিয়ার নেই যে তারা নিজেদের রূপ বদলাবে এবং অন্যান্য রূপ ধারণ করবে; অবশ্য একথা ঠিক যে আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে কিছু বিশেষ কথা ও কাজ জানিয়ে দিয়েছেন, ফলে ওরা যখন সেই বিশেষ কথা ও কাজের প্রয়োগ ঘটায় তখন আল্লাহ ওদেরকে এক আকৃতি থেকে আরেক আকৃতিতে বদলে দেন।

সুতরাং 'শয়তান (ও জ্বিন) নিজের আকৃতি বদলাতে সক্ষম' বলার অর্থ, শয়তান (ও জ্বিন) তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও কাজের প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এক আকৃতি থেকে অন্য আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেন। এবং ওদের প্রকৃতিতে এই প্রক্রিয়া চলমান থাকে।

কিন্তু স্বয়ং নিজে থেকে নিজেকে বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ করা জ্বিন ও শয়তানদের পক্ষে অসম্ভব। কেননা নিজস্ব আকৃতি থেকে অন্য কোনও আকৃতিতে নিজেকে রূপান্তরিত করা মানে নিজের সৃষ্টির মূল উপাদান তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বদলে দেওয়া। জ্বিন ও শয়তানদের পক্ষে এটা কীভাবে সম্ভব?

কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা আরও বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তাদের বিভিন্ন রূপধারণের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। ইবলীসের সম্পর্কে বলা হয় যে, সে 'সুরাকাহ্' (নামক এক ব্যক্তি)-র রূপ ধরে বের হয়েছে এবং হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর সম্পর্কে বর্ণনা আছে যে, তিনি দিহ্‌ইয়া কাল্‌বী (নামক এক সাহাবী)-র রূপ ধরে

আসতেন। এগুলো ওই অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত, যে কথা আমি উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন এক বাণীকে ওদের আওতাধীন করে দিয়েছেন যা উচ্চারণ করলে আল্লাহ্ ওদেরকে এক আকৃতি থেকে অন্য আকৃতিতে বদলে দেন।

জাদুকর জ্বিন 'গইলান'

একবার হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর সামনে 'গইলান' এর কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বলেনঃ কারও এই ক্ষমতা নেই যে সে আল্লাহর সৃষ্টি করা আকৃতি বদলে দিতে পারবে, কিন্তু মানবসমাজের জাদুকরদের মতো জ্বিনদেরও জাদুকর হয়, ওদের দেখলে আযান দেবে।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে 'গইলান'-এর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ

هُمْ سَحَرَةُ الْجِنِّ– ওরা হলো জাদুকর জ্বিন।[৪]

গইলান দেখলে মানুষ কী করবে

হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছেনঃ

أُمِرْنَا إِذَا رَأَيْنَا الْغِيْلَانَ اَنْ نُنَادِىَ بِالصَّلٰوةِ

আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমরা গইলান দেখলে যেন আযান দিই।[৬]

শয়তানকে ছুরি মারার ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ আমি নামায শুরু করলে শয়তান হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রূপ ধরে আমার সামনে আসত। পরে হযরত ইবনে আব্বাসের একটি কথা আমার মনে পড়ায় আমি নিজের কাছে একটি ছুরি রেখে দিলাম। তারপর সেই শয়তান আমার কাছে আসলে আমি তার উপর চড়াও হলাম এবং তাকে ছুরিবিদ্ধ করলাম।(সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে) সে দড়াম করে পড়ে গেল।-এই ঘটনার পর আমি আর তাকে কখনও দেখিনি।[৭]

দু'আঙুল জ্বিন

হযরত উক্‌বার বর্ণনাঃ হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) একবার এমন এক মানুষকে হাওদার কাপড়ের উপর দেখলেন যার উচ্চতা মাত্র দু'আঙুল। হযরত ইবনে যুবাইর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কী? সে বলল, আমি বেঁটে বামন (اذب)। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বললেন, তুই তো জ্বিনদের অন্তর্গত। তারপর তার মাথায় ছড়ি দিয়ে এক ঘা মারতে সে পালিয়ে গেল।

জ্বিনদের অন্তর্গত কিছু কুকুর ও উট

কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা হাম্‌বালী (রহঃ) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুকুরের সম্পর্কে এ মর্মে বলেছেন যে 'কুকুর হলো শয়তান, যদিও কুকুর কুকুরের থেকে পয়দা হয়।' তেমনই উটের সম্পর্কে তাঁর উক্তি, উট হল জ্বিন যদিও সে উট থেকে জন্মায়।

ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সাঃ) কুকুর ও উটকে জ্বিন বলেছেন দৃষ্টান্ত বা উপমা স্বরূপ। অর্থাৎ তিনি জ্বিনের সাথে কুকুর ও উটের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। কেননা কালো কুকুর সাধারণত অন্যান্য কুকুরদের চাইতে বেশি দুষ্টু ও সবচেয়ে কম উপকারী হয় এবং উট কষ্ট সহ্য করা ও ভারি বোঝা বওয়ার দিক দিয়ে জ্বিনদের সাথে মিল রাখে।'

কতিপয় সাপও জ্বিন হয়

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছিঃ ইবনে আন্‌আম (রহঃ) বলেছেন –জ্বিনরা তিন প্রকার- প্রথম প্রকার জ্বিনদের (ভালো-মন্দ কাজের দরুন) সাওয়াবও আছে, আযাবও আছে, দ্বিতীয় প্রকার আসমান ও যমীনের মাঝখানে উড়ে বেড়ায় এবং তৃতীয় প্রকার জ্বিন হলো সাপ ও কুকুর।[৮]

সাপের আকারে রূপান্তরিত জ্বিন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخِنَازِيْرُ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

সাপ হলো রূপান্তরিত জ্বিন, যেমন বাঁদর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়েছিল বনী ইসরাঈল।[৯]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সাপ রূপান্তরিত যেমন বাঁদর ও শূকর রূপান্তরিত মানুষ। জ্বিনেরা হয় সাদা সাপ।[১০]

জাদুকর জ্বিনদের তদবীর

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَاِنَّ الْاَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ فَاِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيْلَانُ فَنَادُوْا بِالْاَذَانِ

তোমরা রাতের বেলা সফর করবে, কেননা রাতে যমীনকে সংকুচিত করে দেওয়া হয়।[১১] আর জাদুকর জ্বিন (গইলান) যখন তোমাদের পথ ভুলিয়ে দেবে, তখন তোমরা আযান দেবে।[১২] (যার বরকতে আল্লাহর ফিরিশ্‌তারা পথভোলা মানুষদের ঠিকপথে আনিয়ে দেয়।)

প্রমাণসূত্রঃ

(১) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সলাহ্ হাদীস নং ২৬৫। সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাহ্, বাব ১০৭। সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস্ সঈদ, বাব ১৬। সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল লিব্লাহ্, বাব ৭। ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল ইকামাহ্, বাব ৩৮। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ ঃ১৪৯, ১৫১, ১৫৬,১৫৮, ১৬০; ৬ ঃ ১৫৭, ২৮০। জামিই্ সগীর, হাদীস নং ৬৪৬১, হাদীস সহীহ্, বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ)।

(২) মুসলিম শরীফ, কিতাবুস্ সালাম, হাদীস নং ১৩৯, ১৪০। সুনানে আবূ দাউদ শরীফ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬১। মুআত্তায়ে ঈমাম মালিক, কিতাবুল ইস্‌তিযান, হাদীস নং ৩৩। মুসনাদে ইমাম আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ১২।

(৩) আল্-হাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক, পৃষ্ঠা ৪৩০।

(৪) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, হাদীস নং ২। মাসায়িবুল ইনসান মিন মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইবনে মুফলিজ মুকাদ্দাসী, পৃষ্ঠা ২। আকামুল মারজান পৃষ্ঠা ৩৩।

(৫) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, হাদীস নং ৩। আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ৩৩।

(৬) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, হাদীস নং ১০, সনদ যঈফ, আকামুল মারজান, ৩৩, ৩৪।

(৭) আবূ বাকর বাকিলানী।

(৮) ইবনে আবী হাতিম।

(৯) ত্ববারানী। আবুশ্ শায়খ, কিতাবুল উয্‌মাহ্। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ৩৪৮। আল্-জ্বামিই্ আস্ সগীর, হাদীস নং ৩৮৭১। মুজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ। ত্ববারানী, কাবীর, ১১ঃ ৩৪১। দুররে মানসুর ২ঃ ২৯০।

(১০) ইবনে আবী হাতিম।

(১১) অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে কষ্ট কম হয় বলে অল্প সময়ে বেশি পথ চলা যায়।—অনুবাদক।

(১২) ইবনে আবী শায়বাহ্। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ৩০৫, ৩৮২। সুনানে আবূ দাউদ। কিতাবুল জিহাদ, বাব ৫৭। মুস্‌তাদ্‌রকে হাকিম কিতাবুল হাজ্জ। সুনানুল কুব্‌রা, বায়হাকী। সবগুলির বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ)। জামিই্ সগীর, হাদীস নং ৫৫২৩।

সপ্তম অধ্যায়

জ্বিনদের খানাপিনা

জ্বিনরা পানাহার করে কি না

কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা (রহঃ) বলেছেনঃ মানুষদের মতো জ্বিনরা পানাহারও করে, পরস্পরের মধ্যে বিয়ে-শাদীও করে এবং প্রায় সকল জ্বিনই এতে শরীক আছে। বহু সংখ্যক আলেমের অভিমত এই। তবে এ বিষয়ে কিছু আলেমের মতভেদও রয়েছে।

কেউ কেউ বলছেন যে, জ্বিনদের খানাপিনা বলতে কেবলমাত্র শোঁকা ও হাওয়া টানা বোঝায়, চিবানো ও গিলে নেওয়া নয়। এটা এমন এক কথা, যার কোনও প্রমাণ নেই।

অধিকাংশ আলেম বলছেনঃ জ্বিনরা খাদ্যবস্তু চিবায় এবং গিলেও নেয়। আবার আলেমদের একটি দল এই মতের দিকে ঝুঁকছেন যে, কোনও জ্বিনই খায় না, পানও করে না।—একথা গ্রহণযোগ্য নয়।

আরেক দল বলছেন যে, এক শ্রেণীর জ্বিন পানাহার করে এবং আরেক শ্রেণী পানাহার করে না।

হযরত ওয়াহহাব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে জ্বিনরা পানাহার, মৃত্যুবরণ এবং পারস্পরিক বিয়ে-শাদী করে কি?
তিনি উত্তর দেনঃ জ্বিন কয়েক প্রকারের। এক প্রকার জ্বিন হলো হাওয়া (হাওয়ায় মিশে থাকে), ওরা না খায়-দায়, না মরে আর না বাচ্চা দেয়। আরেক প্রকার জ্বিন এমন যারা খায়, পান করে, মারা যায় এবং একে অন্যের সাথে বিয়ে-শাদীও করে।[১]

ইয়াযীদ বিন জাবির (তাবিঈ) বলেছেনঃ সকল মুসলমানের ঘর-বাড়ির ছাদে মুসলমান জ্বিনরা বসবাস করে। যখন বাড়ির মানুষদের জন্য খাদ্য-বস্তু রাখা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট বাড়ির জ্বিনরা নেমে এসে তাদের সাথে আহার করে এবং যখন বাড়ির লোকদেরকে রাতের খাবার দেওয়া হয় তখনও ওরা নেমে এসে তাদের সাথে রাতের খানা খায়। এই সব জ্বিনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দুষ্ট জ্বিনদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের হেফাযত করেন।[২]

জ্বিনরা কী খায়

হযরত আলকামাহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ আমি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে নিবেদন করি, আপনাদের মধ্যে কেউ 'লাইলাতুল জ্বিন' (অর্থাৎ জ্বিনের রাত)-এ

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন কি?' তো উনি বললেনঃ "আমাদের মধ্যে কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু এক রাতে আমরা তাঁকে মক্কায় অনুপস্থিত পেলাম। আমরা বললাম, (হয়তো) তিনি আচমকা (কাফিরদের হাতে) ধরা পড়েছেন এবং তাঁকে গুম করে ফেলা হয়েছে। আমাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের ওই রাতটা কাটল খুবই খারাপ অবস্থায়। যখন সকাল হলো, দেখা গেল, তিনি হিরা পর্বতের দিক থেকে আগমন করছেন। তারপর আমরা (সাহবীগণ) গত রাতের উদ্বেগের কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেনঃ

أَتَانِيْ دَاعِيْ الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ

একটি জ্বিন এসে আমাকে দাওয়াত দিয়েছে, সুতরাং আমি তার সাথে চলে গিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র কোরআন পড়ে শুনিয়েছি।

এরপর তিনি (নবীজী) (সাঃ) আমাদের নিয়ে গেলেন। জ্বিনদের নিদর্শন দেখালেন। ওদের আগুনের চিহ্ন দেখালেন। ওই জ্বিনরা তাঁর কাছে সফরের সামান (বা পাথেয়) চেয়েছিল, কেননা ওরা ছিল (বহুদূরের) কোনও দ্বীপের জ্বিন। তো প্রিয় নবীজী (সাঃ) বলেনঃ

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

তোমাদের খাদ্য এমন সব হাড়, যার প্রতি আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে।

(অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে বা বিস্মিল্লাহ বলে যবাহ্ করা পশুর হাড় জ্বিনরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবে।)

..... এবং সর্বপ্রকার গোবর হলো তোমাদের চতুষ্পদদের খাবার।' (৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ তিরমিযী শরীফে আছে, জ্বিনদের খাদ্য সেই পশুর হাড়, যে পশু যবাহ্ করার সময় বিস্মিল্লাহ্ বলা হয় না। সুতরাং মুসলিম ও তিরমিযীর হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সমতা হবে এভাবে যে মুসলিম শরীফের (উপরে বর্ণিত) হাদীসে মুসলমান জ্বিনদের খাবার এবং তিরমিযী শরীফের হাদীসে কাফির জ্বিনদের খাবারের কথা বলা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

فَلَا تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ -

তোমরা এই দু'টো জিনিস (হাড় ও গোবর)দিয়ে এসতেন্জা করো না, কেননা এ দু'টো হলো তোমাদের জ্বিন ভাইদের খোরাক।(৪)

আল্লামা সুহাইলী বলেছেন ঃ উপরে বর্ণিত উক্তি (অর্থাৎ হাড় ও গোবর জ্বিনদের খাবার) সহীহ্ হাদীসে এর সমর্থন আছে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তাঁকে (আবূ হুরাইরাকে) বলেন, আমার জন্য পাথর খুঁজে নিয়ে এসো, আমি এস্তেন্জা করব, হাড় কিংবা (শুকনো) গোবর নিয়ে এসো না যেন।' হযরত আবু হুরাইরাহ্ নিবেদন করেন, 'গোবর ও হাড়ের বিশেষত্ব কী'? তো নবীজী বলেন, এ দুটো জ্বিনদের খাদ্য। আমার কাছে নাসীবাইনের জ্বিনদের এক প্রতিনিধিদল এসেছিল। ওরা ছিল সৎ জ্বিন। ওরা আমার কাছে সফরকালীন পাথেয় চাইতে আমি ওদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলাম যে, তোমরা কোনও হাড় ও গোবরের কাছ দিয়ে গেলে তাতে নিজেদের খাদ্য মওজুদ পাবে।(৫)

জনৈক জ্বিনের আবেদন

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি একবার জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে একটি সাপ এল এবং তাঁর এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল। আমি তাকে নবীজীর কাছাকাছি করে দিলাম। সাপটি নবীজীর পবিত্র কানে যেন চুপিচুপি কিছু বলতে লাগল। নবীজী বললেন, ঠিক আছে। তারপর সাপটি চলে গেল। তখন আমি নবীজীর কাছে ব্যাপারটি কী জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ও ছিল এক জ্বিন। ও আমাকে বলে গেল, আপনি আপনার উম্মাত (মানুষ)-দের বলে দিন যে, ওরা যেন গোবর ও হাড় দিয়ে এসতেন্জা না করে, কেননা ওই দুটো জিনিসে আল্লাহ আমাদের আহার্য রেখেছেন।(৬)

জ্বিনদের খাদ্য হাড়, কয়লা, গোবর

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেছেনঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জ্বিনদের এক প্রতিনিধি দল এসে বলল, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনার উম্মতরা যেন হাড়, গোবর ও কয়লা দিয়ে এসতেন্জা না করে, কেননা আল্লা তা'আলা ওগুলোয় আমাদের রিযিক নির্ধারিত করে দিয়েছেন।(৭)

জ্বিন-দলের সাথে মহানবীর সাক্ষাৎ ও খাদ্য উপহার

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ (একবার) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিযরতের আগে মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গেলেন এবং আমার জন্য একটি রেখা টেনে দিয়ে বললেন, 'আমি না আসা পর্যন্ত কারও সাথে কোনও কথা বলবে না এবং কোনও কিছু দেখে একটুও ঘাবড়াবে না।' তারপর তিনি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বসলেন। তখন (দেখলাম) নবীজীর (সাঃ) সামনে একদল কালো মানুষ জমা হয়ে গেল। তারা যেন যিত্বর গোত্রের লোক (অর্থাৎ অত্যন্ত কালো)। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন- كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا - 'বহুসংখ্যক জ্বিন (কোরআন শোনার জন্য) নবীর কাছে ভীড়

জমিয়েছে।[৮] এরপর নবীজীর কাছ থেকে চলে গেল। আমি শুনেছি, ওরা বলছিল, ' হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমাদের দেশ বহু দূরে। এখন আমরা রওনা হচ্ছি। আপনি আমাদের পাথেয় (স্বরূপ কিছু) দান করুন।' তখন নবীজী বলেন, ' তোমাদের খাদ্য হলো গোবর (অর্থাৎ উট, ঘোড়া, গাধা, ছাগল প্রভৃতির বিষ্ঠা)। এবং তোমরা যেসব হাড়ের কাছ থেকে যাবে, সেগুলোয় তোমাদের জন্য গোশ্‌ত লাগানো পাবে এবং গোবর তোমাদের জন্য খেজুর হয়ে থাকবে (অর্থাৎ হাড় ও গোবর জ্বিনদের জন্য গোশ্‌ত খেজুরের মতো স্বাদবিশিষ্ট হবে) ওরা চলে যাবার পর আমি নবীজীকে নিবেদন করলাম, 'ওরা কারা?' নবীজী বললেন, ওরা ছিল নাসীবাইন (নামে বহু দূরের এক জায়গা)-র জ্বিন।[৯]

শয়তান খানাপিনা করে বাঁ হাতে

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ(স.)বলেছেনঃ

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

তোমাদের মধ্যে যখন কেউ আহার করে তখন যেন ডান হাত দিয়ে আহার করে এবং পান করার সময় যেন ডান হাত দিয়েই পান করে–কেননা শয়তান পানাহার করে বাম হাতে।[১০]

হাফিয ইবনে আবদুল বার্ (রহঃ) বলেছেনঃ এই হাদীসে প্রমাণ আছে যে, শয়তান খায় এবং পানও করে।

তবে একদল আলেম এই হাদীসকে রূপক বলে অভিহিত করেছেন, অর্থাৎ শয়তান বাম হাতে খেতে পছন্দ করে এবং এর দিকে ডাক দেয়। যেমন লাল রঙের বিষয়ে বর্ণনা আছে যে, লাল রঙ শয়তানের শোভা এবং কেবল মাথায় পাগড়ি বাঁধা হলো শয়তানের পাগড়ি। অর্থাৎ টক্‌টকে লাল কাপড় পরা এবং 'শামলা' (পাগড়ির সেই প্রান্ত যা মাথার পিছন দিকে ঝোলে) না রেখে পাগড়ি পরা শয়তানী কাজ। শয়তান এ কাজ করতে প্ররোচনা দেয়।(এই বক্তব্যে যে বর্ণনার হাওয়ালা আছে তা অত্যন্ত দুর্বল। হাদীসটি এই গ্রন্থের শেষের দিকে দেওয়া হয়েছে।)

ইবনে আব্দুল বার্ বলেছেন ঃ আমার কাছে ও কথার কোনও মূল্য নেই। যেখানে প্রকৃত অর্থ হওয়া সম্ভব সেখানে রূপক অর্থ নেওয়া অনর্থক।

খাওয়ার আগে 'বিস্‌মিল্লাহ' বললে শয়তানের খাওয়া বন্ধ

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে যখন আমরা কোনও খানার মজলিসে হাজির থাকতাম তখন তিনি শুরু না করা পর্যন্ত আমরা

কেউ-ই খাবারে হাত দিতাম না। একবারের ঘটনা। আমরা (নবীজীর সঙ্গে) খাওয়ার মজলিসে হাযির আছি। এমন সময় এক বেদুঈন এল। যেন তাকে কেউ খাবারের দিকে তাড়িয়ে এনেছে। সে এসেই খাবারের দিকে হাত বাড়াল। নবীজী তার হাত ধরে ফেললেন এবং তাকে বসিয়ে দিলেন। তারপর একটি মেয়ে (বালিকা) এল, তাকেও যেন হাঁকিয়ে আনা হলো। মেয়েটি এসে খাবারের পাত্রে হাত দিতে উদ্যত হলো। নবীজী তারও হাত ধরে ফেললেন। তারপর তিনি বললেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِيْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَجَاءَ بِهٰذِهِ الْمَرْأَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِيْ يَدَيَّ مَعَ أَيْدِيْهِمَا ـ

যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া (অর্থাৎ বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শুরু করা) হয় না, শয়তান তা নিজের জন্য হালাল করে নেয় (মানে, শয়তান সেই খাবরে শরীক হয়ে যায়)।(আমরা খাওয়া শুরু করিনি দেখে) শয়তান এই বেদুঈনের সাথে খেতে এসেছিল। আমি তার হাত ধরে ফেললাম।(ফলে শয়তান সুযোগ পেল না।) তাই সে ফের এই মেয়েটির সাথে এল এবং এর মাধ্যমে খাবারে ভাগ বসাতে চাইলে। এর হাতও আমি ধরে ফেললাম। যাঁর আয়ত্বে আমার জীবন সেই সত্তা (আল্লাহ্)-র কসম! এই দু'জনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও (এখন) আমার মুঠোর মধ্যে।[১১]

হযরত উমাইয়া বিন মুখ্‌শী (রাঃ) বলেছেনঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি খানা খাচ্ছিল।(খাওয়ার শুরুতে) সে বিস্‌মিল্লাহ্ বলেনি। শেষ পর্যন্ত সে সবই খেয়ে ফেলল, কেবলমাত্র একটি লোকমা (বা গ্রাস) বাকি ছিল। সেই শেষ গ্রাসটি মুখে তোলার সময় সে বললঃ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

বিস্‌মিল্লাহি আউ্‌ওয়ালাহু অ আ-খিরাহু

ভাবার্থ ঃ এই খাবারের আগে ও পরে আল্লাহর নাম নেওয়া হলো।

তখন নবীজী (সাঃ) হেসে ফেললেন এবং বললেনঃ

مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِسْتَقَاءَ مَا فِيْ بَطْنِهٖ

শয়তান ওর সাথে খাবারে শরীক ছিল, কিন্তু যখনই ও আল্লাহর নাম নিয়েছে, অমনই শয়তান যা কিছু তার পেটে গিয়েছিল সব বমি করে দিয়েছে।[১২]

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَ طَعَامَهُ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

শয়তান তোমাদের মধ্যে সকলের কাছে সকল সময় সকল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, এমনকী খাওয়ার সময়েও। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কারও খাদ্যের গ্রাস পড়ে গেলে তার ময়লা সাফ করার পর তা খেয়ে নিও, শয়তানের জন্য ছেড়ে দিও না যেন।[১৩]

হযরত জাবির (রাঃ) শুনেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنْ دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ ـ

যখন কোনও মানুষ নিজের বাড়িতে প্রবেশ করার সময় এবং খাওয়ার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে, তখন শয়তান (অন্যান্য শয়তানের উদ্দেশে) বলে, তোমাদের জন্য (এখানে) থাকা-খাওয়ার কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু কোনও মানুষ বাড়িতে প্রবেশের সময় যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার ও সাঁঝে খাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলে।[১৩]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) ইবনে জারীর।

(২) আবূ আশ্-শায়খ, কিতাবুল উয্‌মাহ্। মাকায়িদুশ্ শাইতান, হাদীস নং ৪। দুররুল মানসুর, ৩ ঃ ৪৭।

(৩) তিরমিযী, কিতাবুত্ তাফ্সীর, সূরা ৪৬, হাদীস ৩২৫৮। সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সলাহ্, হাদীস ১৫০। মুসনাদে আহ্মাদ, ১ ঃ ৪৩৬, ৪৫৭। দারকুতনী। মুস্তাদ্রকে হাকিম। বায়হাকী, ১ ঃ ১১, ১০৯। নাসবুর রাইয়াহ্, ১ঃ ২৩৯। ইবনে কাসীর, ৭ ঃ

২৭৫। ফাত্হুল বারী, ৭ ঃ ১৭২, ৬৭৩। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৪ ঃ ৪৬২।

(৪) এই জাতীয় হাদীস রয়েছে এইসব গ্রন্থেঃ বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাব ২০; ২১৭। মুসলিম, তাহারত, হাদীস ৭৫৮। আবূ দাউদ, তাহারত, বাব ৪। তিরমিযী, তাহারত, বাব ১৪। ইবনে মাজাহ্, তাহারত, বাব ১৬, নাসায়ী, তাহারত, বাব ৩৪-৩৫। দারিমী, কিতাবুল উযূ, বাব ১২,১৪। মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ২৪৭, ২৫০; ৫ ঃ ৪৩৮।

(৫) বুখারী, মনাকিবুল আন্সার, বাব ৩২, কিতাবুল উযূ, বাব ২০, ১ ঃ ৫০; ৫ঃ৫৯। বায়হাকী, ১ ঃ ১০৭, নাসবুর রাইয়াহ্, ১ ঃ ২১৯। ফাত্হুল বারী, ১ ঃ ২৫৫, ৭ঃ ১৭১।

(৬) ইব্নুল আরাবী কাযী।

(৭) আবূ দাউদ, ১ঃ ৬, কিতাবুত তাহারাত, বাব ২০, সহীহ্ বুখারী, মানাকিবুল আন্সার, বাব ৩২।

(৮) সূরা আল-জ্বিন, আয়াত ১৯।

(৯) দালায়িলুন্ নুবুউয়ত, আবূ নাঈম।

(১০) আল্-খাদিম, যারকাশী।

(১১) মুসলিম, কিতাবুল আশ্রিবাহ্, হাদীস নং ১০৫। সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল আত্ইমাহ্, বাব ১৯। সুনানে দারিমী, আত্ইমাহ্, বাব ৯। মুআত্তা, ইমাম মালিক, সিফাতুন্ নাবী, হাদীস নং ৬। মুসনাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ৩৩; ১০৬, ১২৮,১৩৫,১৪৬,৩২৫, ৫ ঃ ৩১১। সুনানে তিরমিযী, আত্ইমাহ্, বাব ৯ (?)। জামিই্ ছগীর, হাদীস নং ৪৮১।

(১২) সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল আত্ইমাহ্, বাব ১৫, হাদীস নং ৩৭৬৬। মুসনাদে আহ্মাদ ৫ঃ ৩২৮, ৩৯৮। মুসলিম শরীফ, কিতাবুল আশ্রিবাহ, হাদীস নং ১০২। জাম্উল জাওয়ামিই, হাদীস নং ৫৭২৭। কান্যুল উম্মাল, ৮০৭৩৯। কুরতুবী ১ ঃ ৯৮; ৬ঃ৭৫।

(১৩) আবূ দাউদ, কিতাবুল আত্ইমাহ্, বাব ১৫। মুসনাদে আহ্মাদ, ৪ ঃ ৩৬৬। আল্-আযকার, ২০৬।

(১৪) মুসলিম, আল্-আশ্রিবাহ্, হাদীস নং ১৩৪, ১৩৬। আবূ দাউদ, আল্-আত্ইমাহ্, বাব ১৩। তিরমিযী, আল্-আত্ইমাহ্, বাব ১৩। মুসনাদে ইমাম আহ্মাদ, ৩ ঃ ১০০, ১৭৭, ২৯০, ৩০১, ৩১৫, ৩৩১, ৩৬৬, ৩৯৪। জাম্উল জাওয়ামিই্, ৫৬১৯। কান্যুল উম্মাল ৪১১৬১। ফাতহুল বারী, ১০ঃ ৩০৬। কামিল, ইবনে আদী, ৩ ঃ ১১৭২। মাজমাউয্ যাওয়াঈদ, ৫ ঃ১৩০।

(১৫) মুসলিম, আল্-আশ্রিবাহ্, হাদীস নং ১০৩। আবূ দাউদ, আল-আত্ইমাহ্, বাব ১৫। ইবনে মাজাহ্, কিতাবুদ্ দু'আ, বাব ১৯, হাদীস নং ৩৮৮৭। মুসনাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৩৪৬। বায়হাকী, হাদীস নং ২৭৬১। মিশ্কাত, ৪১৬১। আল্-আদাবুল মুফ্রাদ, ১০৯৬। দুররুল মানসুর, ৫ঃ ৫৯। ফাত্হুল বারী, ১১ ঃ ৮৭, কানযুল উম্মাল, ৪১৫৩৮।

জ্বিনদের বিয়েশাদী ও বংশধারা

কোরআন থেকে প্রমাণ

জ্বিনেদের পারস্পরিক বিয়েশাদীর বিষয়ে নিচের আয়াতগুলোয় দলীল প্রমাণ রয়েছেঃ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ

তবে কি তোমরা আমাকে ছেড়ে শয়তানকে এবং ওর বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের দুশমন।[১]

এই আয়াত প্রমাণ করছে যে শয়তানরা বংশধর পাওয়ার জন্য পরস্পর বিয়েশাদী করে। অন্যত্র আল্লাহপাক বলেছেন ঃ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

ইতোপূর্বে ও (আনতনয়না স্বর্গসুন্দরী, হূর)-দের কাছাকাছি না কোনও মানুষ গিয়েছে আর না গিয়েছে জ্বিন।[২]

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, জ্বিনরা যৌনমিলনও করে।

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছিঃ আল্লাহর বাণী–'তবে কি তোমরা আমাকে ছেড়ে শয়তানকে এবং ওর বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ।' –এর তাফসীরে (বিখ্যাত মুফাস্‌সির তাবিঈ) হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের বংশধারা সেভাবেই চালু আছে, যেভাবে মানুষের। তবে জ্বিনদের জন্মহার অনেক বেশি।[৩]

জ্বিনদের বাচ্চা হয় বেশি সংখ্যায়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা মানবজাতি ও জ্বিন সম্প্রদায়কে মোট ১০ ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নয় ভাগ জ্বিন ও এক ভাগ মানুষ। যখন একটি মানবশিশু জন্মায়, জ্বিনদের তখন নয়টি বাচ্চা হয়।[৪]

হযরত সাবিত (রহঃ) বলেছেনঃ আমাদের কাছে এ কথা পৌছেছে যে, ইবলীস (আল্লাহকে) বলেছিল, হে প্রভু! আপনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার ও তার মধ্যে শত্রুতা ঘটিয়ে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাকে ওর উপর প্রবল করে দিন।' আল্লাহ বলেন, মানুষের বুক হবে তোর বাসা।' ইবলীস বলল, হে প্রভু! আরও বাড়িয়ে দিন।' আল্লাহ বললেন, তোর দশটা বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত

মানুষের কোনও বাচ্চাই জন্মাবে না।' ইবলীস বলল, হে প্রভু! আরও বাড়িয়ে দিন।' আল্লাহ বললেন, তুই ওদের প্রতি নিজের আরোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে আসবি এবং ওদের সম্পদ ও সন্তানে শরীক হয়ে যাবি।[৫]

ইবলীসের বউ আছে কি

ইমাম শা'অ্বী (রহঃ)-কে এক ইবলীসের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ওর কোনও স্ত্রী আছে কি? তিনি বলেনঃ ওর বিয়ের বিষয়ে আমি কিছুই শুনিনি।[৬]

ইবলীস ডিম পেড়েছে

হযরত শা'অ্বী (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস পাঁচটা ডিম পেড়েছে। ওর সমস্ত বংশধর ওই পাঁচটা ডিম থেকেই জন্মেছে। তিনি আরও বলেছেনঃ এই শয়তানের (বিপুল সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট) রবীআহ্ ও মুযির গোত্রের চাইতেও অধিক সংখ্যায় জড় হয় একজন মুমিন মানুষকে গুম্‌রাহ্ (বা পথভ্রষ্ট করার জন্য)।[৭]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরা আল্ কাহাফ, আয়াত ৫০।

(২) সূরা আর-রাহ্‌মান, আয়াত ৫৬।

(৩) ইবনে আবী হাতিম, আবূ আশ-শায়খ, কিতাবুল উয্‌মাহ।

(৪) আব্‌দুর রায্‌যাক। ইবনে জারীর। ইবনুল মুনযির। ইবনে আবী হাতিম।

(৫) শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(৬) ইবনুল মুনযির।

(৭) ইবনে আবী হাতিম।

জ্বিনদের সাথে মানুষের বিয়ে

জ্বিন-মানুষের বিয়ে কি সম্ভব

জ্বিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জ্বিনের বিয়ে সম্ভব। এর সম্ভাবনাও সঠিক। ইমাম সাঅ্‌লাবী (রহঃ) বলেছেনঃ মানুষের ধারণা, বিয়ে এবং গর্ভ হওয়া জ্বিন ও মানুষ উভয়ের মধ্যে ঘটতে পারে। (যেমন পবিত্র কোরআনে আছে) আল্লাহ্ (শয়তানকে) বলেছেনঃ - وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

তুই মানুষদের সম্পদে ও সন্তানে শরীক হয়ে যা।[১]

শয়তান মানুষের সন্তানে শরীক হয় কীভাবে

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ কোনও মানুষ আপন স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন শুরু করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ' না বললে জ্বিন তার প্রস্রাবের ছিদ্রপথে জড়িয়ে যায় এবং সেই পুরুষের সাথে সেও যৌনসঙ্গমে শরীক হয়। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেনঃ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

ইতোপূর্বে ওই স্বর্গসুন্দরী (হূর)-দের না কোনও মানুষ ব্যবহার করেছে আর না জ্বিন।[২]

হিজড়া জন্মায় কেমন করে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হিজড়ারা জ্বিনদের সন্তান। কোনও এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন যে এমনটা কেমন করে হতে পারে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন যে মানুষ যেন তার স্ত্রীর মাসিক স্রাব চলাকালে যৌনসঙ্গম না করে। সুতরাং কোনও মহিলার সঙ্গে তার ঋতুস্রাব চলার সময় সঙ্গম করা হলে শয়তান তার আগে আগে থাকে এবং সেই শয়তানের দ্বারা ওই মহিলা গর্ভবতী হয় ও হিজড়া সন্তান প্রসব করে।[৩]

শয়তান থেকে সন্তান রক্ষার উপায় কী

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا - فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আপন স্ত্রীর কাছে যেতে চাইবে তখন যেন সে (এই দু'আটি) বলেঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ্ শাইত্ব-না অজান্নিবাশ্ শাইত্ব-না মা রাযাক্বতানা।[৪] তাহলে সেই মিলনের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর তকদীরে কোনও সন্তান থাকলে, শয়তান কোনও কালেই সেই সন্তানের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।[৫]

জ্বিন-মানুষের যৌথ মিলনজাত সন্তানের নাম কী

আল্লামা সাআলাবী (রহঃ) বলেছেনঃ মানুষ ও জ্বিনের যৌথ মিলনজাত বাচ্চাকে বলা হয় 'খুন্নাস'।[৬]

জ্বিনের সঙ্গমে মহিলার গোসল

আবুল মাআলী ইবনুল মানজা হামবালী (রহঃ) বলেছেনঃ যদি কোনও মহিলা বলে যে, তার কাছে জ্বিন আসে যেমন স্বামী আসে স্ত্রীর কাছে, তবে তার পক্ষে গোসল করা আব্যশিক হয় না। কতিপয় হানাফী আলেমও এরকম বলেন। কেননা এক্ষেত্রে গোসল আবশ্যিক হওয়ার শর্ত অনুপস্থিত, আর তা হল লিঙ্গপ্রবেশ ও বীর্যস্খলন।[৭]

আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন শিবলী (রহঃ) বলেছেনঃ কথাটা আপত্তিকর। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহিলার প্রতি গোসল জরুরী হওয়া উচিত। কেননা 'লিঙ্গপ্রবেশ' না ঘটলে মহিলাটি জানতে পারত না যে জ্বিন তার সাথে পুরুষের মতো সহবাস করছে।

রাণী বিলকীসের মা ছিল জ্বিন

কথিত আছে ঃ বিলকীসের মা-বাপের মধ্যে একজন ছিল জ্বিন। ইবনুল কালবী বলেছেন, বিলকীসের বাপ জ্বিনদের মেয়েকে বিয়ে করেছিল, যার নাম ছিল 'রেহানা বিনতে সুকুন'এরই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়, এর নাম রাখা হয় 'বিলকিমাহ্'। বর্ণিত আছে যে বিলকীসের পায়ের সামনের অংশ ছিল চতুষ্পদ পশুদের খুরের মতো এবং তার গোড়ালিতে লোমও ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) তাকে বিয়ে করেছিলেন এবং শয়তানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা গোসলখানা ও লোম-বিনাশক পাউডার বানাও।[৮]

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছি--

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

أَحَدُ أَبَوَيْ بِلْقِيْسَ كَانَ جِنِّيًّا -

বিল্‌কীসের পিতা-মাতার মধ্যে একজন ছিল জ্বিন।[৯]

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ সাবার রানী (বিলকীস)-এর মা ছিল জ্বিন।[১০]

হযরত যুবাইর বিন মুহাম্মদ (রহঃ) বলেনঃ বিলকীসের 'মা ফারিআহ্' ছিল জ্বিন।[১১]

হযরত ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেনঃ বিলকীসের মা ছিল 'বিলফানাহ্'।[১২]

হযরত উসমান বিন হাযির (রহঃ) বলেনঃ বিলকীসের মা ছিল জ্বিনদের অন্তর্গত এবং তার নাম ছিল 'বিলকিমাহ্ বিনতে সাইসান'।[১৩]

ইবনে আসাকির (রহঃ) একজন জ্বিনকে এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে সাবার রানী বিলকীসের মা-বাপের মধ্যে কোনও একজন জ্বিন ছিল কি? জ্বিনটি উত্তর দেয়, জ্বিনরা বাচ্চা দেয় না। অর্থাৎ মানুষ মহিলা জ্বিন পুরুষের মিলনে গর্ভবতী হয় না।[১৪]

মানুষের মধ্যে জ্বিনের মিশাল

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ .

إِنَّ فِيكُمْ مُغَرِّبِينَ قِيلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُغَرِّبُوْنَ ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيْهِمُ الْجِنُّ

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে মুগ্‌রবীন আছে। নিবেদন করা হল, হে আল্লাহর রসূল! মুগ্‌রবীন কারা? তিনি বললেন– যেসব মানুষের মধ্যে জ্বিনেরা মিশে থাকে।[১৫]

ইবনে আসীর (রহঃ) বলেছেনঃ ওদের মধ্যে অন্য (প্রজাতির) নির্যাসও শামিল হয়ে যাবার কিংবা দূরবর্তী বংশধারায় জন্মানের কারণে ওদেরকে 'মুগ্‌রবীন' বলা হয়েছে।[১৬]

এও বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে জ্বিনের মিশাল থাকলে জ্বিন মানুষকে ব্যভিচারের প্ররোচনা দেয়। এই বিষয়ে আল্লাহর বাণী হলঃ

(ওহে শয়তান) তুই শরীক হয়ে বা মানুষের সম্পদে ও সন্তানে।([১৭]

জ্বিনের ছেলে

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি হযরত আলীর সাথে নাহরওয়ানে হুদুদিয়াদের হত্যাকার্যে শামিল ছিলাম। হযরত আলী (রাঃ) আমার কাছে 'তালীদ'কে সন্ধান করলেন কিন্তু তাকে পেলাম না। তখন তিনি বললেন, 'তাকে খোঁজো।' পরে তিনি স্বয়ং তাকে খুঁজে বের করলেন। তারপর বললেন, 'কে একে জানে?' উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল, 'একে আমি জানি। এ 'কাউস'। এর মা-ও আছেন এখানে।' হযরত আলী (রাঃ) তার মায়ের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর বাপ কে?' সে বলল, 'আমি জানি না, তবে শুধু এটুকু জানি যে, আমি অজ্ঞতার যুগে আপন সম্প্রদায়ের বকরী-পাল চরাচ্ছিলাম। এমন সময় এক ছায়ামূর্তি এসে আমার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করে, যার দ্বারা আমার গর্ভ হয়। এ হ'ল সেই গর্ভের সন্তান।[১৮]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরা বানী ইস্‌রাঈল, আয়াত ৬৪।

(২) সূরা আর-রহমান, আয়াত ৫৬।

(৩) তুরতুসী, কিতাবু তাহরীমুল ফাওয়াহিসশ মান্ আইয়ু আইয়িন ইয়াকূনুল মুখান্নাস।

(৪) বঙ্গার্থ ঃ আল্লাহর নামে (শুরু করছি) বাব, আল্লাহ গো, আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা কর।

(৫) বুখারী, বাদউল খল্‌ক, বাব ১১; আল-উযূ, বাব ৮; নিকাহ্‌, বা ৬৬; দাওয়াত, বাব ৫৫; তাওহীদ, বাব ১৩। মুসলিম কিতাবুত্‌ ত্বালাক্ব, হাদীস ১০৬। আবূ দাউদ, নিকাহ্‌, বাব ৪৫; তিরমিযী, নিকাহ্‌, বাব ৬। ইবনে মাজাহ্‌, নিকাহ, বাব ২৭। দারিমী, নিকাহ, বাব ২৯। আহমদ, ১ ঃ ২১৭, ২২০, ২৪৩, ২৮৩, ২৮৬। জামিই সগীর, সুয়ূতী, হাদীস নং ৭৪০৪, হাদীস সহীহ্‌। মিশকাত, ২৪১৬। ইবনে আবী শায়বাহ্‌, ৪ ৩১১। আল-বিদাইয়াহ্‌ অন-নিহা ইয়াহ্‌, ১ ঃ ৬২।

(৬) ফিকাতুল লুগাহ, আস্‌-সাআলাবী।

(৭) শারহুল্‌ হিদায়াহ, আবুল মা'আলী ইবনুল মানজা হাম্বালী (রহঃ)।

(৮) ইবনুল কালবী।

(৯) কিতাবুল উযমাহ্‌, আবূ আশ্‌-শাঈখ, ইবনে মারদুইয়াহ্‌। ইবনে আসাকির মীযানুল-ইই্‌তিদাল, ৩১৪৩। কান্‌যুল উম্মাল, ২৯১৬। কামিল, ইবনে আদী, ১২০৯।

(১০) ইবনে আবী শাঈবাহ। ইব্‌নুল মুনযির।

(১১) ইবনে আবী হাতিম।

(১২) ইবনে আবী হাতিম।

(১৩) হাকীম, তিরমিযী। নাওয়াদিরুল উসূল। ইবনে মারদুইয়াহ্‌।

(১৪) ইবনে আসাকির।

(১৫) হাকীম, তিরমিযী। নাওয়াদিরুল উসূল। কান্‌যুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪৫৪, হাদীস নং ৪৪৯০০।

(১৬) নাহাইয়াহ্‌, ইবনুল আসীর, ৩ ঃ ৩৪৯।

(১৭) সূরাহ্‌ বানী ইস্‌রাঈল, আয়াত ৬৪।

(১৮) নুযহাতুল মুযাকারাহ্‌।

জ্বিন-মানুষের বিয়ে ঃ শরয়ী মতভেদ

ইমাম মালিক (রহঃ)

জ্বিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জ্বিনের বিয়ে বৈধ হওয়ার বিষয়ে আলেম সম্প্রাদায়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আবূ উসমান সাঈদ ইবনুল আব্বাস রাযী (রহঃ) বলেছেন, আমাকে হযরত মাকাতিল (রহঃ) বলেছেন এবং মাকাত্তিলকে বলেছেন সাঈদ বিন আবূ দাউদ (রহঃ)

ইয়েমেনের লোকেরা ইমাম মালিক (রহঃ)-এর কাছে জ্বিনের সাথে বিয়ের বিষয়ে প্রশ্ন লিখে পাঠায় এবং বলে–আমাদের এখানে একজন জ্বিন আছে। সে আমাদের এক মেয়েকে বিয়ের পয়গাম (প্রস্তাববার্তা) দিয়ে চলেছে এবং বলছে, 'আমি হালাল জিনিসের প্রত্যাশী।'

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন ঃ এ বিষয়ে আমি ইসলামে কোনও বাধা দেখছি না, কিন্তু আমি এও পছন্দ করি না যে, কোনও মহিলা যখন গর্ভবতী হবে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমার স্বামী কে? তো সে বলবে (আমার স্বামী জ্বিন। ফলে ইসলামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। (১)

হাকাম বিন উতায়বাহ্ (রহঃ)

হযরত হাজ্জাজ বিন আর্তাতের বাচনিকে ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত হাকাম বিন উতায়বাহ জ্বিনের সাথে (মানুষের) বিয়ে করাকে মাক্রূহ্ বলতেন।

ইমাম যুহরী (রহঃ).

ইমামা যুহ্রী (রহঃ) বলেছেন ঃ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জ্বিনের সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।(২)

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ), হযরত হাসান বাস্রী (রহঃ)

হযরত উক্বাহ্ আর্-রুমানী (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-কে জ্বিনের সাথে বিয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলে উনি তা মাকরূহ বলেছেন এবং এ ব্যাপারে হযরত হাসান বাস্রী (রহঃ)-কে হিজ্ঞাসা করেছি, উনিও বলেছেন মাক্রূহ্।

হযরত উক্বাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ রহ বলেছেন ঃ একটি লোক হযরত হাসান বিন আবুল হাসান (রহঃ)-এর কাছে এসে নিবেদন করল– 'হে আবূ সাঈদ! জ্বিনের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমাদের এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে চলেছে। (এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী?) হযরত হাসান (রহঃ) বলেন– 'ওর সাথে মেয়ের বিয়ে দিও না এবং ওকে সম্মান করো না।' তারপর সেই লোকটি হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-এর কাছে এসে বলল– 'হে আবুল খাত্ত্বাব, জ্বিনদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমাদের এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে চলেছে।' তো হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-ও বলেন– 'তোমরা ওই জ্বিনের সাথে মেয়ের বিয়ে দিও না। কিন্তু যখন সে তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা বলবে, 'আমরা তোমার উপর চড়াও হব, যদি তুমি মুসলমান হও, তো আমাদের হতে দূর হয়ে যাও, আমাদের কষ্ট দিও না।' সুতরাং রাত হলে সেই জ্বিনটি এল এবং বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বলল,– 'তোমরা হয়ত হাসানের কাছে গিয়েছ এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছ। তিনি তোমাদের বলছেন, তোমরা ওর সাথে নিজেদের মেয়ের বিয়ে দিও না এবং ওকে সম্মান করো না।' তারপর তোমরা হযরত ক্বাতাদাহ্'র কাছে গিয়েছ এবং তাঁর কাছে জানতে চেয়েছ। তিনি তোমাদের বলেছেন, ওর সাথে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দিও না বরং বলবে, 'আমরা তোমার উপর চড়াও হব। যদি তুমি মুসলমান হও, তো আমাদের থেকে দূর হয়ে যাও, আমাদের কষ্ট দিও না।' বাড়ির লোকেরা সেই জ্বিনকেও ওই কথাই বলল। যার দরুন সে ওদের থেকে দূরে চলে গেল এবং আর কোনও কষ্ট দিল না।(৩)

হাজ্জাজ বিন আর্ত্বাত্ (রহঃ)

হযরত সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, হাজ্জাজ বিন আর্ত্বাত বলতেন, জ্বিনের সাথে বিয়ে করা মাক্রূহ।

উক্বাতুল আসর (রহঃ), ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)

হযরত উক্বাতুল আসম (রহঃ) ও হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-কে জ্বিনের সাথে বিয়ে করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ওঁরা তা মাক্রূহ বলে উল্লেখ করেন।

হযরত হাসান বাস্রী (রহঃ)

(যে ব্যক্তি জ্বিনের কাছ থেকে নিজেদের মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছে হযরত হাসানের কাছে মাস্আলা জানতে গিয়েছিল, তাকে ...) **হযরত হাসান (রহঃ) বলেন–** তোমরা ওদের বল– 'যদি এমন হয় যে তোমরা (জ্বিনেরা) আমাদের কথা এখন শুনছ এবং তোমাদের কওম আমাদের দেখছে (তাহলে শোন), আমরা তোমাদের উপর চড়াও হব (যদি তোমরা এই ঘৃণ্য আচরণ থেকে বিরত না হও।' তারা এরকমই করেছিল, যার দরুন সেই জ্বিন চলে গিয়েছিল।

ইসহাক বিন রাহূইয়াহ্ (রহঃ)

হযরত হার্‌ব বলেছেন ঃ আমি হযরত ইসহাক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি– 'এক ব্যক্তি সামুদ্রিক সফর করছিল, সফরকালে তার জাহাজ ভেঙে যায় এবং (ঘটনাক্রমে) সে এক জ্বিন মহিলাকে বিয়ে করে– এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?' উনি বলেন, 'জ্বিনকে বিয়ে করা মাকরূহ্।'

হানাফী মাযহাব

হানাফী ইমামদের মধ্যে **হযরত শায়খ জামালুদ্দীন সাজিস্তানী (রহঃ) বলেছেন** ঃ জাতিগত পার্থক্যের কারণে মানুষ, জ্বিন তথা সামুদ্রিক মানুষের সাথে বিয়ে করা জায়েয নয়।[৪]

ক্বাযীউল কুয্‌যাহ্ শার্‌ফুদ্দীন বারিযী হানাফী (রহঃ)

ক্বাযীউল কুয্‌যাহ্ শার্‌ফুদ্দীন বারিযী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসিত মাস্‌আরাগুলির **মধ্যে শায়খ জালালুদ্দীন আস্‌নুবী উল্লেখ করেছেন** ঃ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যদি কোনও মানুষ জ্বিন মহিলাকে বিয়ে করার সঙ্কল্প করে, তবে কাজটি তার জন্য বৈধ হবে না নিষিদ্ধ হবে'? কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে– তিনি তোমাদের (শান্তির) জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন।[৫]

অতঃপর ইমাম বারিযী (রহঃ) সৌজন্যস্বরূপ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ শান্তি পায়। সুতরাং আমরা যদি জ্বিন-মানুষের বিয়েকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিই, যেমনটি ইবনে ইউনুসের বরাত দিয়ে 'শারহুল ওয়াজাইয' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেবে। যেমন ঃ

(১)– জ্বিনকে (পুরুষ হোক অথবা স্ত্রী) বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত করে তোলা যাবে কি না?

(২)– মানুষ স্বামীর পক্ষে আকৃতি বদলাতে সক্ষম-এমন জ্বিন স্ত্রীকে মানুষের আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি অবলম্বনে বাধা দেওয়া কি বৈধ হবে? (কেননা বাধা দিলে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট হবে এবং বাধা না দিলে স্বামীর মনে ঘৃণা জন্মাবে।

(৩)– বিয়ে শুদ্ধ হবার শর্তাবলীর মধ্যে 'অলী' বা অভিভাবকের অনুমতি সম্পর্কে এবং বিয়ে অশুদ্ধ হবার বিষয়াবলী থেকে মুক্ত হবার ক্ষেত্রে জ্বিন মহিলার প্রতি আস্থা রাখা যেতে পারে কি না'?

(৪)– মানুষ যদি বিয়ে শুদ্ধ হবার বিষয়ে জ্বিনদের কাযীর অনুমোদন আছে কি না?

(৫)– মানুষ যদি তার জ্বিন স্ত্রীকে অপছন্দনীয় আকৃতিতে (বা অন্য কোন রূপে) দেখে এবং সেই স্ত্রী দাবি করে যে সে তারই স্ত্রী– তাহলে তখন সেই মহিলার কথা বিশ্বাস করা এবং তার সাথে যৌনমিলন করা বৈধ হবে কি না?

(৬)– মানুষ স্বামীর ঘাড়ে এই দায়িত্ব কি চাপবে যে তাকে তার জ্বিন স্ত্রীর খোরাক, যেমন হাড় প্রভৃতি, সম্ভব হোক বা না হোক যোগাড় করে দিতে হবে?

সুতরাং **আল্লামা বারিযী (রহঃ) বলেছেন,** মানুষের জন্য জ্বিনজাতির মেয়েদেরকে বিয়ে করা জায়েয নয়, কোরআনের এই দু'টি আয়াতের মর্মার্থের কারণে ঃ

(১) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন।[৬]

(২) وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন।[৭]

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ('জাআলা লাকুম মিন আন্‌ফুসিকুম'– অর্থাৎ– তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরই মধ্য হতে) এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন– তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের (মানুষের) জাতি, তোমাদের প্রজাতি ও তোমাদের আকৃতি-প্রকৃতি বিশিষ্ট করে। যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

তোমাদের মধ্য হতে অবশ্যই তোমাদের নিকট এক মহান রসূল এসেছে।[৮]

অর্থাৎ 'তোমাদেরই মধ্য হতে' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তিনিও 'মানুষ'।

'আকামুল মারজ্বান' গ্রন্থের লেখক ক্বাযী বাদ্‌রুদ্দীন শিব্‌লী (রহঃ) বলেছেন ঃ ইমাম মালিক (রহঃ)-এর সূত্রে যে বর্ণনা ইতোপূর্বে পরিবেশিত হয়েছে, সেটি মানুষের সাথে জ্বিন মহিলার বিয়ের বৈধতার প্রমাণ দিচ্ছে কিন্তু তার বিপরীতে, অর্থাৎ জ্বিন-পুরুষের সাথে মানুষ মহিলার বিয়ের বিষয়ে নেতিবাচক কথা বলছে। সুতরাং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জ্বিনদের সাথে আদৌ কোনও বিয়ের অনুমোদন নেই এবং (অনুমোদন না থাকার) কারণে ইসলামে ফেতনা-ফাসাদের আধিক্যও হবে না।

যাইদ আল্‌আমা (রহঃ)-এর দু'য়া

মারূযী বুযুর্গদের শায়খ মুহার্রক্ব (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত যাইদ আল-আমা (রহঃ)-কে এই দু'আ বলতে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ جِنِّيَّةً اَتَزَوَّجُهَا

আল্লাহ্! আমাকে একটি জ্বিনের মেয়ে দাও, আমি তাকে বিয়ে করব।

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, 'হে আবুল হাওয়ারী! মেয়ে জ্বিন নিয়ে কি করবেন আপনি?' তিনি বললেন, 'সে আমার সফরকালে সাথে থাকবে, যেখানে আমি থাকব সেখানে ও থাকবে। (কেননা, আমি অন্ধ, যাবতীয় কঠিন কাজে সে আমার সাহায্য করবে।)

জ্বিনদের মধ্যেও 'ফির্‌কা' আছে

ঘটনা ঃ ইমাম আ'মাশ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বাজীলাহ্ গোত্রের এক বৃদ্ধ আমাদের বলেছেন ঃ এক যুবক জ্বিন আমাদের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে। তারপর সে আমাদের কাছে মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় এবং বলে, 'আমি বিয়ে না করে ওর সঙ্গে (অবৈধ) যৌনক্রিয়া অপছন্দ করি।' সুতরাং আমরা তার সাথে মেয়েটির বিয়ে দিই। সে আমাদের সামনে আসত। আমাদের সাথে কথা বলত। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমরা কি?' সে বলে, 'আমরা তোমাদের মত উম্মত। আমাদের মধ্যেও তোমাদের মতো বংশ-গোত্র রয়েছে।' আমরা জানতে চাই, 'আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে ফির্‌কাও আছে কি?' সে বলে, 'হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে কাদ্‌রিয়া, শীআহ্, মারজিয়াহ্ প্রভৃতি সব রকমের ফির্‌কা রয়েছে।' আমরা প্রশ্ন করি, 'তুমি কোন্ ফির্‌কার সাথে সম্পর্ক রাখো?' সে বলে, 'আমি মারজিয়াহ্ ফির্‌কার অন্তর্ভুক্ত।'(৯)

জ্বিনদের মধ্যে বেশি খারাপ ফির্‌কা 'শীআহ্'

ইমাম আ'মাশ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাদের এলাকায় বিয়ে করেছিল এক জ্বিন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন্ খাদ্য খেতে বেশি পছন্দ কর? সে বলে, ভাত। আমি তাকে ভাত এনে দিলাম। দেখলাম, গ্রাস তো উঠছে কিন্তু (উঠানওয়ালা) কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে আমাদের মতো ফির্‌কাও আছে কি? সে বলল, জী হ্যাঁ। আমি জানতে চাইলাম, আচ্ছা তোমাদের মধ্যে রাফিযীদের অবস্থা কেমন? সে বলল, রাফিযীরা আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ফির্‌কা।(১০)

আশ্চর্য ঘটনা

ইমাম আ'মাশ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি এক জ্বিনের বিয়েতে 'কুই' নামক এক স্থানে উপস্থিত ছিলাম। বিয়েটি ছিল জ্বিনের সাথে এক মানুষের। জ্বিনদের

জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কোন খাদ্য তোমাদের বেশী পছন্দনীয়? ওরা বলল, ভাত তো লোকেরা জ্বিনদের কাছে ভাতের খাঞ্চা আনতে থাকছিল আর ভাত শেষ হতে থাকছিল কিন্তু (খানেঅলাদের) হাত দেখা যাচ্ছিল না।(১১)

খতরনাক জ্বিন স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আবূ ইউসুফ সারুজী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একবার এক মহিলা মদীনা শরীফে এক ব্যক্তির কাছে এসে বলল, 'আমরা তোমাদের বসতির কাছে নেমেছি, অতএব তুমি আমাকে বিয়ে করে নাও।' তো লোকটি সেই মহিলাকে বিয়ে করল। রাত হলে সে নারীর রূপ ধরে স্বামীর কাছে আসত। একবার সেই জ্বিন মহিলাটি স্বামীর কাছে এসে বলল, 'আমরা এবার চলে যাব, অতএব তুমি আমাকে তালাক দাও।'

(পরবর্তীকালে) একবার সেই লোকটি মদীনা শহরের কোনও এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল সেই জ্বিন মহিলাটি দানাশস্য বহনকারীদের থেকে রাস্তায় পড়ে থাকা দানা কুড়াচ্ছে। তা দেখে লোকটি বলল, 'আরে, তুমি এখানে দানা কুড়াচ্ছ?' একথা শুনে মহিলাটি তার দিকে চোখ তুলে তাকাল এবং বলল, 'তুমি কোন চোখ দিয়ে আমাকে দেখেছ?' লোকটি বলল, 'এই চোখ দিয়ে।' মহিলাটি তখন নিজের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করল যার ফলে লোকটির চোখ উপড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।(১২)

সুন্দরী জ্বিন স্ত্রীর ঘটনা

আকামুল মারজ্বানের গ্রন্থকার আল্লামা বাদ্‌রুদ্দীন শিবলী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ জনাব ক্বাযীউল কুযাহ্ জালালুদ্দীন আহমদ বিন ক্বাযীউল কুযাহ্ হিসামুদ্দীন রাযী হানাফী বলেছেন ঃ

আমার পিতা (কাযী হিসামুদ্দীন রাযী (রহঃ)) আপন পরিবার-পরিজনবর্গকে প্রাচ্য থেকে আনার জন্য আমাকে সফরে পাঠিয়ে দেন। যখন আমি 'বীরাহ' (একটি জায়গা) পার হলাম, তো বৃষ্টি আমাদের এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। আমি এক যাত্রীদলের সাথে ছিলাম। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখি, কেউ আমাকে জাগাচ্ছে। জেগে উঠে দেখলাম, আমার কাছে মাঝারি উচ্চতার এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ ছিল একটা লম্বা-লম্বি ফাটলের মতো, যা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম! সে বলল, 'তুমি ভয় পেওনা, আমি তোমার সাথে আমার চাঁদের মতো মেয়েকে বিয়ে দিতে এসেছি।' আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'আল্লাহ্ ভালো করুন।' তারপর দেখলাম, কিছু মানুষ আমার দিকে আসছে। তাদের আকৃতিও ওই মহিলার মতো। তাদের চোখও লম্বা ফাটলের মতো। তাদের সাথে এক ক্বাযীও ছিল এবং ছিল সাক্ষীও। সুতরাং ক্বাযী বিয়ের পয়গাম দিল এবং বিয়ে পড়িয়ে দিল, যা আমি (বাধ্য হয়ে)

কবুল করলাম। এরপর ওরা চলে গেল এবং সেই মহিলা ফের আমার কাছে এল। এবার তার সাথে এক সুন্দরী মেয়েও ছিল। তার চোখও ছিল তার মায়ের মতো। মেয়েটির মা মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে চলে গেল। ফলে আমার ভয়-ভীতি আর আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। আমি আমার সঙ্গীদের জাগানোর উদ্দেশ্যে কাঁকর ছুড়ে মারতে লাগলাম। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ উঠল না। তখন অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর দরবারে দু'আ-প্রার্থনা করতে লাগলাম। পরে, ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ার সময় এল। আমরা রওয়ানা দিলাম। কিন্তু সেই মেয়েটি আমাকে ছাড়ছিল না (সেও সঙ্গে রইল)। এই অবস্থায় তিন দিন কেটে গেল। চারদিনের মাথায় সেই আগের মহিলাটি এল এবং বলল, 'সম্ভবত এই মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়নি। মনে হয়, তুমি এর থেকে বিচ্ছেদ চাইছ।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম!' সে বলল, 'তবে একে তালাক দিয়ে দাও।' আমি তাকে তালাক দিলে সে চলে গেল। পরে আমি তাকে কখনও দেখিনি।

এই ঘটনা সম্পর্কে ক্বাযী শিহাব বিন ফায্লুল্লাহ্কে প্রশ্ন করা হয়, 'ক্বাযী জালালুদ্দীন আহ্মাদ কি ওই জ্বিন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছিলেন?' উনি বলেন, 'না'।[১৩]

হিংস্র জ্বিন মহিলার ঘটনা

হাফিজ ফাত্হুদ্দীন ইবনে সাইয়িদুন্ নাস (রহঃ) বলেছেন ঃ 'আমি তাকিউদ্দীন বিন দাকীকুল ঈদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, শায়খ ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস্ সালাম (রহঃ) বলেছেন ঃ

ক্বাযী আবূ বাকর ইবনুল আরাবী (মালিকী) জ্বিনের সাথে (মানুষের) বিয়েকে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন - 'জ্বিন সূক্ষ্ম আত্মাবিশেষ আর মানুষ স্থূল শরীরবিশিষ্ট, সুতরাং এরা উভয়ে একত্রিত হতে পারে না।' তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি এক জ্বিন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, যে তাঁর কাছে কিছুদিন ছিল। তারপর সে তাঁকে উটের হাড় ছুঁড়ে মেরে জখমী করে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাঁর চেহারার সেই ক্ষতচিহ্নও তিনি দেখিয়েছেন।[১৪]

হানাবিলাহ্ মাযহাব

ইবনুল আক্বাদ (রহঃ) বলেছেন (কবিতার মাধ্যমে) ঃ

وَهَلْ يَجُوْزُ نِكَاحُنَا مِنْ جِنِّيَّةٍ - مُؤْمِنَةٍ قَدْ اَيْقَنَتْ بِالسُّنَّةِ

عِنْدَ الْاِمَامِ الْبَارِزِىِّ يُمْتَنَعُ - وَقَوْلُهُ اِلَّا بِالدَّلِيْلِ يُنْدَفَعُ

অর্থাৎ

জ্বিনদের ওই মেয়ে বৈধ মোদের বিয়ের তরে,
যার ঈমান এবং ইয়াকীন আছে সুন্নাহ্'পরে।
ইমাম বারিযীর মতে কিন্তু ও-কাজ করতে মানা।
তাঁর মাস্আলা প্রমাণ ছাড়া রদ করাও চলবে না।[১৫]

শাফিঈ মাযহাব

জ্বিনদের সাথে মানুষের বিয়ে চলবে এবং এই মতই কোরআনের আয়াত দু'টির অনুকূল। পরবর্তী যুগের আলেমগণ (মুতাআখখিরীন) এই বিতর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। কতিপয় আলেম অবশ্য এ বিষয়ে মানা করেন এবং বলেন, পারস্পরিক বিয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হল সৃষ্টিগতভাবে জাতিগত মিল থাকা। কিন্তু পরিষ্কার কথা হল জ্বিনদের সাথে বিয়ে করা জায়েয, কেননা ওরা আমাদের ভাই।[১৬]

এই মাস্আলায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বিয়ে বৈধ। কেননা জ্বিনদেরও 'নাস' লোক এবং 'রিজাল' পুরুষ বলা হয়। এবং ওদেরকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আমাদের ভাই বলেছেন। জ্বিন-মানুষের বিয়ে বৈধ হবার ক্ষেত্রে আরও একটি প্রমাণ হল সাবার রাণী বিলকীসের সাথে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর বিবাহ। অথচ বিলকিসের মা ছিল জ্বিন। সুতরাং জ্বিনদের সাথে বিয়ে যদি জায়েয না হ'ত, তবে বিলকীসের সাথে কীভাবে জায়েয হল? কেননা যার মা বা বাপের মধ্যে কোনও একজন যদিও এমন হয় যার সাথে বিয়ে জায়েয নয়, তাহলে তার সাথেও বিয়ে হারাম হয়।[১৭]

এ বিষয়ে এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে যে, যদি জ্বিন আসে ও কথাবার্তা বলে এবং তার শরীর আমাদের চোখে না পড়ে, এমনিতেই আমরা তার উপস্থিতি টের পাই এবং তার মুমিন হওয়ার কথাও আমরা জানতে পারি, তবে তার সাথে বিয়ে শুদ্ধ হবে সংশয়ের সাথে।

আম্মাদ বিন ইউনুস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ জ্বিনদের সাথে বিয়ে বৈধ নয়, কারণ বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বর-কনে উভয়কে সৃষ্টিগতভাবে এক ও অভিন্ন জাতিভুক্ত (জিন্স) হওয়ার শর্ত আছে। কিন্তু জ্বিন-মানুষের বিয়ের ক্ষেত্রে ওই শর্তে সন্দেহ থাকে। তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন দলীলও নেই।

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক জ্বিনদের সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করা জারজ সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করে। এর ব্যাখ্যা আছে এই হাদীসে ঃ

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمْ اَوْلَادُ الْجِنِّ

তোমাদের মধ্যে জ্বিন-সন্তানের আধিক্য না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

'ফাওয়ায়িদুল আখবার'-এর গ্রন্থকার বলেছেন ঃ 'জ্বিন-সন্তান'-এর অর্থ জারজ সন্তান। কেননা জ্বিনদের দ্বারাও বর্বরতা হয় এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপ ঘটে। সুতরাং ব্যভিচারের দ্বারা জন্ম হওয়া মহিলাদের সঙ্গে বিয়ে না করার অর্থে ওই হাদীসটি গণ্য হবে।

এই পর্যন্ত সব আলোচনাই ইবনুল আম্মাদের।[১৮]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) আল-ইল্হাম অল-অস্অসাহ্, বাব নিকাহুল জ্বিন্নী, আবু উসমান সাঈদ বিন আব্বাস রাযী (রহঃ)।

(২) মাসায়েলে হার্ব বিন আল্-কিরমানী।

(৩) আল্-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, রিওয়াইয়াত নং ৬৮, পৃষ্ঠা ১২০। আকামুল মারজ্বান, পৃষ্ঠা ৭১।

(৪) মুনিয়াতুল মুফতী, শাইখ জামালুদ্দীন সাজিস্তানী।

(৫) সূরাহ্ আর-রূম, আয়াত ২১।

(৬) সূরাহ্ আন্-নাহল, আয়াত নং ৭২।

(৭) সূরাহ্ আররূম, আয়াত নং ২১।

(৮) সূরাহ আত্-তাওবাহ্, আয়াত ১২৮।

(৯) ইত্তিবাউস্ সুনান অল্-আসীর, ইমাম দারিমী।

(১০) আকামুল মারজ্বান, পৃষ্ঠা ৬৯।

(১১) হাওয়াতিফুল জ্বান অ আজায়িবু মা ইয়াহ্কী আনিল জ্বান, ইমাম আবু বাকর খরায়িত্বী।

(১২) ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(১৩) আকামুল মারজ্বান, পৃষ্ঠা ৬৯।

(১৪) তায্কিরাতুল সালাহুদ্দীন সফদী।

(১৫) আরজ্বাওয়াতু ইব্নুল আম্মাদ।

(১৬) শার্হুল ওয়াজ্বাইয আল্-ইয়ুনুসী।

(১৭) তাউক্বীফুল হুক্কাম আলা গওয়ামিদুল আহ্কাম।

(১৮) আরজ্বাওয়াতু ইব্নুল আম্মাদ।

জ্বিনদের বাড়িঘর

নোংরা জায়গা জ্বিনদের বাসস্থান

সাধারণত জ্বিনরা থাকে নাপাক-নোংরা জায়গায়। যেমন– খেজুরের ঝাড়, ময়লার গাদা-নর্দমা, গোসলখানা প্রভৃতি। এই কারণে গোসলখানা, উটা বসার জায়গা প্রভৃতি স্থানে নামায পড়তে মানা করা হয়েছে। কেননা এগুলো শয়তানদের থাকার জায়গা।

পায়খানা জ্বিনদের ঘর

হযরত যাঈদ বিন্ আর্কাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ هٰذِهِ الْحَشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

এই নোংরা জায়গাগুলো জ্বিন ও শয়তানদের থাকার জায়গা। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ যখন প্রস্রাব-পায়খানায় যায়, সে যেন (এই দু'আ) বলে– আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি অল্ খাবায়িস।– হে আল্লাহ্, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ জ্বিন ও দুষ্ট নারী জ্বিনের অনিষ্ট থেকে।[১]

প্রস্রাব–পায়খানায় যাবার সময় কোনও ব্যক্তি এই দু'আটি পড়লে তার ও জ্বিনদের মধ্যে আড়াল স্থাপিত হয়, ফলে জ্বিনরা তার লজ্জাস্থান বা নগ্ন অবস্থা দেখতে পায় না।

জ্বিনদের সামনে পর্দা 'বিসমিল্লাহ্'

হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذِهِ الْحَشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ

এই নোংরা জায়গাগুলো শয়তানদের থাকার জায়গা, সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পায়খানায় যাবে, সে যেন 'বিসমিল্লাহ্' বলে।[২]

হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

سِتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ اَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ

তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানায় যাবার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বললে, তা হবে জ্বিনদের চোখ আর আদম-সন্তানের লজ্জাস্থানের মধ্যে আবরণ।[৩]

নবীজী পায়খানায় যাবার সময় কী বলতেন

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পায়খানায় যাবার সময় বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি অল্-খাবায়িস]

হে আল্লাহ্! দুষ্ট পুরষ জ্বিন ও দুষ্ট মহিলা জ্বিনের (অনিষ্ট) থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৪]

ইমাম সাঈদ বিন মানসূর (রহঃ) এই দু'আর শুরুতে বিসমিল্লাহ্'র শব্দগুলিও বর্ণনা করেছেন।[৫]

নোংরা নালায় পেশাব নয়

হযরত ইব্রাহীম নাখ্ই (রহঃ) বলেছেন ঃ নোংরা-দুর্গন্ধময় নালায় প্রস্রাব করো না, এর দ্বারা কোন রোগ এসে গেলে তার চিকিৎসা করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।[৬]

মুসলিম ও মুশ্রিক জ্বিনের ঘর কোথায় কোথায়

হযরত বিলাল বিন হারিস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা নবীজীর সাথে এক সফরে কোন এক জায়গায় যাত্রা-বিরতি দিলাম। তিনি পায়খানায় গেলেন। আমি তাঁর কাছে পানির পাত্র নিয়ে গেলাম। (সেখানে) আমি কিছু লোকের ঝগড়া-বিবাদ ও চেঁচামেচি শুনলাম। ওই ধরনের চেঁচামেচি আগে কখনও শুনিনি। তো নবীজী ফিরে আসতে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমি আপনার কাছে লোকজনের ঝগড়া ও চেঁচামেচি শুনেছি। ওই ধরনের আওয়াজ মানুষের থেকে কখনও শুনিনি। নবীজী বললেন ঃ

اِخْتَصَمَ عِنْدِىْ : اَلْجِنُّ وَالْمُسْلِمُوْنَ وَالْجِنُّ الْمُشْرِكُوْنَ فَسَأَلُوْنِىْ اَنْ اُسْكِنَهُمْ . فَاَسْكَنْتُ الْجِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَلْسَ وَاَسْكَنْتُ الْجِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ الْغَوْرَ ـ

আমার কাছে মুসলমান জ্বিন ও মুশরিক জ্বিনরা ঝগড়া করছিল। তারা আমার কাছে আবেদন করল যে, আমি যেন ওদের বাসস্থান ঠিক করে দিই। তো আমি মুসলিম জ্বিনদের 'জালস' দিয়েছি এবং মুশরিক জ্বিনদের 'গওর' দিয়েছি।

আমি (আবদুল্লাহ্ বিন কাসীর, রাবী) জিজ্ঞাসা করলাম, এই 'জালস' ও 'গওর' কী? (হযরত বিলাল্ বিন হারীস) বললেন, জালস মানে বস্তি ও পাহাড় আর 'গওর মানে খাদ, গুহা ও সামুদ্রিক দ্বীপ।[৭]

দুষ্ট জ্বিনরা কোথায় থাকে

হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ) ইরাকে যাবার মনস্থ করলে হযরত কা'বে আহ্বার (রহঃ) নিবেদন করেন– হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ইরাকে যাবেন না। কারণ নব্বই শতাংশ জাদু ওখানে আছে, পাপী জ্বিনরা ওখানে থাকে এবং অচল করে দেবার মতো অসুখও ওখানে রয়েছে।[৮]

জ্বিনরা থাকে মাংসের চর্বি-লাগা কাপড়ে

হযরত জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَخْرِجُوْا مَنْدِيْلَ الْغَمَرِ مِنْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّهٗ مَبِيْتُ الْخَبِيْثِ وَمَجْلِسُهٗ

তোমরা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে মাংসের চর্বিযুক্ত কাপড় বের করে দাও

অর্থাৎ চর্বিওয়ালা কাপড় সত্বর সাফ করে নিও, কেননা) ও হল দুষ্ট জ্বিন (খবীস)-দের থাকার বসার জায়গা।[৯]

জ্বিনদের সামনে লজ্জাস্থানের পর্দার দু'আ

হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

سِتْرُمَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَطْرَحَ ثِيَابَهٗ : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ

জ্বিনদের চোখ ও মানুষের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা (করার উপায়) এই যে, মুসলমান মানুষ যখন কাপড় ছাড়বে, তখন বলবে, বিসমিল্লাহিল্ লাযী লা ইলাহা ইল্লাহূ।[১০]

গর্ত জ্বিনদের ঘর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস থেকে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) (এই হাদীসের রাবী)-কে জিজ্ঞাসা করে, গর্তে পেশাব করার অসুবিধার কারণ কী? তিনি বলেন, কথিত আছে, গর্তে জ্বিনরা থাকে।[১১]

জ্বিনরা পানিতেও থাকে

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ) কে (সম্ভবত গোসল করার সময়) দু'টি চাদরে জড়ানো অবস্থায় দেখে কৌতূহল বোধ করি (এবং ওঁদের কাছে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করি)। ওঁরা বলেন, হে আবূ সাঈদ! তুমি কি জান না, পানিতে কিছু মাখলুক থাকে।[১২]

হযরত (ইমাম বাকির) মুহাম্মদ বিন আলী থেকে বর্ণিত ঃ হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ) একবার সকালে এলেন। ওঁরা চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন। ওঁরা বলেন, পানিতেও (জ্বিন ও শয়তানরা) থাকে।[১৩]

রাতের পানি জ্বিনদের জন্য

কথিত আছে ঃ রাতের বেলা পানি জ্বিনদের। তাই এক সৃষ্টিজীব (জ্বিনজাতি)-র ভয়ে ওতে পেশাব করা এবং গোসল করা উচিত নয় যাতে ওদের তরফ থেকে কোনও কষ্ট না পৌঁছানো হয়।[১৪]

জলাভূমির বিলে জ্বিনরা থাকে

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-র বাচনিকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষকে নিষেধ করেছেন জলাভূমির মাঝে অবস্থিত তলায় চারাগাছ-ঘাস প্রভৃতি জন্মে থাকে– এমন ছোট ছোট বিলে ডুব দিতে, কেননা ওখানে জ্বিনরা থাকে।[১৫]

খালি মাথায় পায়খানায় নয়

ইবনে রফিআহ্ বলেছেন ঃ (শাফিঈ মাযহাবের) আলেমগণের মতে, খালি মাথায় পায়খানায় না যাওয়া মুস্তাহাব। যদি কোনও কিছু না পাওয়া যায়, তবে জ্বিনদের ভয়ে নিজের জামার হাতা-ই মাথায় রাখা দরকার।[১৬]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) আবূ দাউদ, কিতাবুত্ব ত্বহারত, বাব ৩। সুনান ইবনে মাজাহ্, ত্বহারত, বাব ৯। নাসায়ী, ত্বহারত, বাব ১৭। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৪ ঃ ৩৬৯, ৩৭৩। সহীহ্ ইবনে হিব্বান, ১২৬। মুস্তাদ্‌রকে হাকিম, ১ ঃ ১৮৭। বায়হাকী, ১ ঃ ৯৬। মিশকাত, ৩৫৭। ত্বিবারানী কাবীর, ৫ ঃ ২৩২, ২৩৬। আতহাফুস্ সাদাহ্, ২ ঃ ২৩৯। ইবনে খুযাইমাহ্, ৯৯। ইবনে আবী শায়বাহ্ ১ ঃ ১১, ৪৫৩। তারীখে বাগদাদ, ৪ ঃ ২৮৭; ১৩ ঃ ৩০১।

(২) ইব্‌নুস্ সুন্নী। আমালুল ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্, হাদীস নং ২০।

(৩) তিরমিযী, কিতাবুল জুমুআহ্, বাব ৭৩। ইবনে মাজা, কিতাবুত্ ত্বহারত, বাব ৯। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ২৫৩, ২৬৩। জামিউস সগীর, হাদীস নং ৪৬৬২। মুজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ২০৫।

(৪) বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাব ৯; কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব ১৪। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হাইয, হাদীস নং ১২২, ১২৩। ইবনে মাজাহ্, ২৯৬। তিরমিযী, ৫, ৬। আবূ দাউদ, ৪। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ৯৯; ৪ ঃ ৩৬৯, ৩৭৩। বায়হাকী, ১ ঃ ৯৫। দারিমী, ১ ঃ ১৭১। মিশকাত, ৩৩৭। তাগ্‌লুকুত্ তাঅ্‌লীক, ৯৭, ৯৮। আতহাফুস সাদাহ্, ২ ঃ ৩৩৯। আযকার, ২৭। আবী ইওয়ানাহ্, ১ ঃ ২১৬। ইবনে আবী শায়বাহ্ ১ ঃ ১।

(৫) সুনানে সাঈদ বিন মান্‌সুর। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৬ ঃ ৩২২। ইবনে আবী শায়বাহ্, ১ ঃ ১। কান্‌যুল উম্মাল, ১৭৮৭৪, ২৭২২০।

(৬) কিতাবুল অস্‌অসাহ্, আবূ বকর বিন আবী দাউদ।

(৭) ত্বিবারানী। কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবূ আশ-শাইখ। দালায়িলুন্ নবুয়ত, ইমাম বায়হাকী। মুজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ২০২। কান্‌যুল উম্মাল, ১৫২৩২।

(৮) মুআত্তা মালিক, কিতাবুল জ্বামিই,বাব আল্-ইস্‌তীযান হাদীস নং ৩০।

(৯) দাইলামী, হাদীস নং ৩৪৩। জ্বাম্‌উল জ্বাওয়ামিই, হাদীস ৮২০। কান্‌যুল উম্মাল, ৪১৪৯৭। জামিউস সগীর, সুয়ূতী, হাদীস ২৯৩।

(১০) ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্, বাব মা ইয়াকূলু ইযা খলাআ সাওবান, হাদীস নং ২৬৮, পৃষ্ঠা ৯০। আল্-জ্বামিই আল্ কাবীর, হাদীস নং '১৪৬২২; ২ ঃ ৩৩৯। মিশকাত, ৩৫৮। মুজমাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ১৫০।

(১১) আবূ দাউদ, কিতাবুত্ব ত্বহারত, বাব ১৬, ২৯। নাসায়ী, ত্বহারত, বাব ২৯। আহ্‌মাদ, ৫ ঃ ৮২। মুস্তাদ্‌রক। সহীহ ইব্‌নু খুযাইমা। বায়হাকী। ইব্‌নু সাকান। জ্বামিই সগীর, ৯৫৩১।

(১২) আল্-কিন্নী, লিদদাওয়ালাবী।

(১৩) মুসান্নিফ আব্‌দুর্ রায্‌যাক্ব।

(১৪) শার্‌হুর্ রাফিঈ।

(১৫) কামিল, ইবনে আদী। অনুবাদক কর্তৃক হাদীসের ভাবার্থটি উল্লেখিত।

(১৬) কিতাবুল কিনায়াহ্, আল্লামা ইব্‌নুর্ রফিআহ্।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনরা শরীয়তের অনুসারী

এ বিষয়ে সকলে একমত

জ্বিনরা শরীয়তের অনুসারী হওয়ার বিষয়ে ইসলামবিদ্গণের মতৈক্য রয়েছে।

হাফিয ইবনে আব্দুল বার্র্ (রহঃ) বলেছেন ঃ একদল আলেমের মতে, জ্বিনরা শরীয়তের অনুসারী এবং আওতাধীনও। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়![১]

তিনি আরও বলেছেন ঃ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ -

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?[২]

এই দু'টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং জানা গেল যে এরা উভয়ে শরীয়তের অনুসারী।

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেছেন ঃ সকল উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, সকল জ্বিন শরীয়ত অনুসারী।[৩]

ক্বাযী আব্দুল জব্বার (মুতাযিলী) বলেছেন ঃ জ্বিনরা শরীয়তের অনুসারী হওয়ার বিষয়ে ইসলামবিদ্গণের মধ্যে কারও দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আল্লামা ইযযুদ্দীন জুমাআহ্ বলেছেন ঃ শরীয়ত অনুসারীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত–

(১) যারা জন্মের শুরু থেকেই অনুসারী। এরা হল ফেরেশ্তা সম্প্রদায়, হযরত আদম এবং হাওয়া (আঃ)।

(২) যারা জন্মের শুরু থেকে পুরোপুরি অনুসারী নয়। এরা হল হযরত আদমের বংশধর।

(৩) শেষ শ্রেণীটি হল জ্বিন সম্প্রদায়। এদের শরীয়ত অনুসরণের সময় সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতে এরাও জন্মের শুরু থেকেই শরীয়তের অনুসারী।[৪]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরাহ্ আর-রাহ্মান।

(২) সূরাহ্ আর-রাহমান

(৩) তাফসীরে কাবীর, ইমাম রাযী।

(৪) শারহে বাদ্উল আমালী, আল্লামা ইযযুদ্দীন বিন জুমাআহ্।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনদের মধ্যে কেউ কেউ নবী হয়েছে কি না

অধিকাংশের মতে হয়নি

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলেমগণের অধিকাংশের মতে জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও নবী ও রসূল হয়নি। **হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হযরত কালুবী (রহঃ), হযরত আবূ উবাইদ (রহঃ)** প্রমুখের থেকেও এরকমই বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি তোমাদের কাছে রসূলগণ আসেননি?[১]

এই আয়াতের তাফ্সীরে **হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ** জ্বিনদের মধ্যে কেউ রসূল হয়নি। রসূল তো মানুষদের মধ্য থেকে হয়েছে। জ্বিনদের মধ্যে হয়েছে 'নায্যারাহ্' অর্থাৎ সতর্ককারী বা ভীতি প্রদর্শনকারী। এরপর তিনি আপন বক্তব্যের স্বপক্ষে কোরআন থেকে এই প্রমাণ পেশ করেন

فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ -

যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হল, ওরা (জ্বিনরা) ওদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।[২]

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত রুসুলুম্ মিন্‌কুম্ (অর্থাৎ তোমাদের, জ্বিন ও মানুষের, মধ্য হতে রসূলগণ...)-এর ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ এখানে রসূলদের পাঠানো দূতদের কথা বলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তিনি কোরআনের এই আয়াতাংশ উল্লেখ করেন ঃ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ -

(জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে হিদায়াতের কথা শোনার পর) ওরা ওদের সম্প্রদায়ের কাছে 'মুন্যিরীন' অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শনকারী বা সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।(৩)

হযরত যাহ্হাক্ (রহঃ)-এর মত

হযরত যাহ্হাক্ (রহঃ)- কে জ্বিনদের সম্পর্কে এ-মর্মে প্রশ্ন করা হয় যে, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে জ্বিনদের মধ্য থেকে কেউ নবী হয়েছে কি না?

তিনি বলেন- তুমি কি আল্লাহর এই কালাম শোননি ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

হে জ্বিন ও মানবগোষ্ঠী! তোমাদের কাছে কি তোমার মধ্য হতে কোনও রসূল আসেনি?'

এই আয়াতে আল্লাহ্ মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের রসূলদের কথা বলেছেন।(৪)

হযরত ইবনে জুরাইয বলেছেন, হযরত যাহ্হাক (রহঃ)-এর মতানুসারী আলেমগণ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন যে, জ্বিনদের মধ্যেও রসূল হয়েছে, যাদের রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল জ্বিনদের উদ্দেশে।

এঁদের মতে, যদি একথা ঠিক হয় যে, মানবজাতির রসূল বলতে প্রকৃতই মানবীয় রসূল বোঝায়, তাহলে এর দ্বারা এও জানা যায় যে, জ্বিনজাতির রসূলও রয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ)-এর মত

আল্লামা ইবনে হায্ম (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগে মানুষের মধ্য হতে কোনও নবী জ্বিনদের প্রতি প্রেরিত হননি, কেননা, জ্বিনজাতি মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কেননা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ (পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে) প্রত্যেক নবীকে কোনও-না-কোনও বিশেষ কওমের কাছে পাঠানো হত।(৫)

ইবনে হাযম (রহঃ) আরও বলেছেন ঃ একথা তো আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে ওদের সতর্ক বা ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আল্লাহর এই বাণী (তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি কোনও রসূল আসেনি?) থেকেও পরিষ্কার যে, ওদের মধ্যে নবীগণের আগমন ঘটেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফ্সীর

'আকামুল মারজ্জান'-এর গ্রন্থকার বলেছেন ঃ হযরত যাহ্হাকের মতের সমর্থন রয়েছে হযরত আব্বাস (রাঃ) কৃত আল্লাহ্র এই বাণী وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ-

(যমীন সপ্তাকাশের অনুরূপ)-র তাফ্সীরে। অর্থাৎ- যমীনও সাতটি। প্রতিটি যমীনে তোমাদের নবীর মতো একজন নবী আছেন। আদমের মতো এক আদম আছেন। নূহের মতো এক নূহ্ আছেন। ইব্রাহীমের মতো আছেন ইবরাহীম এবং ঈসার মতো ঈসা।(৬)

অধিকাংশ আলেম এর ব্যাখ্যা করেছেন এই রকম ঃ ওরা ছিল কতিপয় জ্বিন। ওরা আল্লাহর তরফ থেকে রসূল ছিল না। কিন্তু আল্লাহ ওদের যমীনের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং ওরা মানুষের মধ্য থেকে আবির্ভূত আল্লাহর রসূলদের বাণী ও পথ-নির্দেশনা শুনেছে। তারপর আপন জ্বিন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছে।

আল্লামা শিব্লী (রহঃ) ও ইমাম কালুবী (রহঃ)

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছি, আল্লামা শিবলী (রহঃ) ও ইমাম কালুবী (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে নবীগণ প্রেরিত হতেন মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রেরিত হয়েছেন জ্বিন ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে।(৭)

আল্লামা যামাখ্শারী (রহঃ) বলেছেন ঃ এই কথায় ইমাম যাহ্হাকের সমর্থন নেই যে, জ্বিনদের থেকেও রসূল হয়েছে, বরং এর অর্থ এই যে, মানব সম্প্রদায়ের রসূল ওদের মধ্যে বিশেষ কিছু জ্বিনকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন, গোটা জ্বিন সম্প্রদায়কে সম্বোধন করতেন না। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে কিছু জ্বিন হাজির হলে তিনি তাদের সামনে ইসলামের কথা পেশ করেছেন। অর্থাৎ জ্বিনরা সরাসরি অথবা কিছু কিছু মুমিন মানুষের মাধ্যমে নবী-রসূলদের কথা শুনত।(৮)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরাহ্ আল্-আন্আম। আয়াত ১৩০।

(২) সূরাহ্ আল্ আহ্ক্বাফ, আয়াত ২৯।

(৩) ইবনে মুন্যির।

(৪) ইবনে জারীর।

(৫) বাক্যটি একটি হাদীসের অংশ। হাদীসটি বর্ণিত আছে এইসব কিতাবে ঃ বুখারী, কিতাবুত্ তাইয়াম্মুম, বাব ১; কিতাবুস্ সলাহ্, ৫৬, জিহাদ, বাব ১২২; তা'বীরুর রুউইয়া, বাব ১১; আল্, ইই'তিসাম বাব ১। মুস্লিম, মাসজিদ, হাদীস নং ৩, ৫, ৭, ৮। তিরমিযী, কিতাবুস্ সিয়ার, বাব ৫। দারিমী, কিতাবুস্ সিয়ার, বাব ২৮। সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল গুসল, বাব ২৬; আল্-জিহাদ, বাব ১। মুসনাদ আহ্মাদ, ১ ঃ ৩০১; ২ ঃ ২২২,

২৬৪, ২৬৮, ৩১৪, ৩৯৬, ৪১২, ৪৫৫, ৫০১, ৩ ঃ ৩০৪; ৪ ঃ ৪৪১৬, ৫ ঃ ১৬২, ২৪৮, ২৫৬। বায়হাকী, ১ ঃ ২১২, ২ ঃ ৪৩৩। তাগ্লীকুত্ তাঅলীক্, ২৫৪। আত্হ্ফুস সাদাহ্, ১ ঃ ৪৮৮, ৪৮৯। ফাত্হুল বারী, ১ ঃ ৪৩৬, ৪৩৯, ৫৩৩। তাফসীর ইবনে কাসীর, ২ ঃ ২০, ১১২, ২৮১; ৩ ঃ ৪৯৩; ৪ ঃ ৩৪, ...

(৬) ইবনে জ্বারীর। ইবনে আবী হাতিম। হাকিম, সিহ্হাহ্। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। মুস্তাদ্রক হাকিম, ২ ঃ ৪৯৩।

(৭) শিবলী, ফী ফাতাওয়া। কালুবী, ফী মাহিকাতুয্ যামাখ্শরী।

(৮) তাফ্সীরে কাশ্শাফ্, যামাখ্শারী।

চর্তুদর্শ পরিচ্ছেদ

বিশ্বনবী ঃ জ্বিন-ইনসান সবার নবী

মহানবী মুহাম্মদ সা জ্বিন ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এ বিষয়ে দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলমান একমত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস (১) بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ আমি জ্বিন ও মানব-সম্প্রদায়ের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।

জ্বিনদের মু'মিন ও মুসলমান হওয়া জরুরী

শায়খ আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দুই 'সাক্বলাইন' (জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়)-এর রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। এবং উভয় সম্প্রদায়ের জন্য আবশ্যিক করেছেন জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনা, যা তিনি সাথে নিয়ে এসেছেন, তার (অর্থাৎ কোরআনের) অনুসরণ করা। আর তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল জানা ও তিনি যা হারাম করেছেন তা হারাম জানা এবং তাকে ভালোবাসা যাকে তিনি ভালোবেসেছেন ও তাকে অপছন্দ করা যাকে তিনি অপছন্দ করেছেন। এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যার রসূল হওয়ার বিষয়ে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, চাই সে মানুষ হোক অথবা জ্বিন, সে তাঁর প্রতি ঈমান না আনলে আল্লাহ্র আযাবের 'হকদার' হয়ে যাবে। যেমন সেই সব কাফির আল্লাহ্র আযাবের হকদার যাদের প্রতি আল্লাহ রসূল পাঠিয়েছিলেন। এটি এমন একটি বিধান যার প্রতি সাহাবী, তাবিঈ, ইমাম, আহ্লে সুন্নাত প্রমুখ দল-মত নির্বিশেষে মুসলমানদের সকল জামাআতের মতৈক্য আছে।

এক জ্বিন সাহাবীর শাহাদাতের আশ্চর্য ঘটনা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে সফর করছিলেন। এমন সময় এক ঘূর্ণি হাওয়া এসে তাঁদেরকে (কিছুটা) উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর তার চাইতেও জোরালো এক ঘূর্ণি হাওয়া এসে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর আমরা দেখলাম, একটি সাপ মরে পড়ে আছে। তো আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিজের চাদরকে দু'টুকরো করলেন এবং এক টুকরোয় সেই মরা মাপটিকে কাফন দিয়ে দাফন করে দিলেন। রাতের বেলায় দুই মহিলা (আমাদের কাছে এসে) জিজ্ঞাসা করছিলেন, আপনাদের মধ্যে কে উমার বিন জাবির (রাঃ)-কে দাফন দিয়েছেন? আমরা বললাম আমরা তো উমার বিন জাবিরকে জানি না। তখন সেই মহিলারা বললেন, আপনারা সাওয়াবের প্রত্যাশায় ওই কাজ করেছেন, তা আপনাদের পাওনা হয়ে গেছে। (তো শুনুন) কিছু পাপী জ্বিন মু'মিন জ্বিনদের সাথে লড়াই করেছে এবং ওরা উমার বিন জাবির (রাঃ)-কে হত্যা করেছে। উমার বিন জাবির রাাঃ ছিলেন সেই সাপের আকারে, যাকে আপনারা দেখেছেন (এবং দাফন করেছেন। উনি ছিলেন সেইসব সম্মানিত জ্বিনদের অন্তর্গত, যাঁরা জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর থেকে কোরআন শরীফ শুনেছিলেন এবং তারপর আপন সম্প্রদায়ের কাছে উপদেশদাতা হয়ে ফিরে এসেছিলেন।(২)

শহীদ জ্বিনের থেকে সুগন্ধি

হযরত মু'আয বিন উবাইদুল্লাহ বিন মুআম্মার (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি হযরত উসমান (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে একটি লোক এসে বলল, আমি আপনাকে এক বিস্ময়কর ঘটনা শুনাতে চাইছি ঃ আমি এক (সফরে) বিশাল মরুভূমির মধ্যে ছিলাম। এমন সময় আমার সামনে দু'টো ঘূর্ণি হাওয়া এল– একটা একদিক থেকে আরেকটা আরেক দিক থেকে। উভয়ের মধ্যে টক্কর লাগল এবং মুকাবিলা হল। তারপর ঘূর্ণি হাওয়া দু'টো আলাদা হয়ে গেল। উভয় ঘূর্ণির মধ্যে একটা ছিল আরেকটার চেয়ে বেশি জোরালো। ঘূর্ণি দু'টো যেখানে মিলিত হয়েছিল, সেখানে আমি যেয়ে দেখতে পেলাম যে, ওখানে বহু সংখ্যক সাপ পড়ে রয়েছে। এক সাথে এত সাপ আমার চোখে কখনও দেখিনি। ওই সাপগুলোর মধ্যে কোনও এক সাপের শরীর থেকে মৃগনাভীর খুশবূ আসছিল। এবং ওখানে একটি হালকা সবুজ রং এর সাপও পড়েছিল। আমি ওই সাপটাকে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলাম, যাতে বুঝতে পারি যে কোন সাপের গা থেকে সুগন্ধি আসছে। তো জানা গেল, ওই সুগন্ধি সেই হালকা সবুজ রঙের সাপটির গা থেকে আসছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এটা ওর কোনও সৎকাজের কারণে হচ্ছে। সুতরাং আমি ওই সাপটিকে

নিজের পাগড়িতে জড়িয়ে দাফন করে দিলাম। এরপর আমি (নিজের গন্তব্যে) যাচ্ছিলাম। এমন সময় এক ঘোষকের কণ্ঠস্বর শুনলাম। যাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! এ তুমি কী করলে?' আমি ওকে সব কথা বললাম, যা-কিছু দেখেছি। সে বলল, 'তুমি ঠিকই করেছ। ওরা (ওই দুই ঘূর্ণি হাওয়া) ছিল জ্বিনদের দুটি গোত্র।– বনূ শাইআন ও বনু আকিয়াশ। ওদের উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও লড়াই হয়েছে। ওদের নিহতদের মধ্যে একজন ছিলেন সেই ব্যক্তিও যাকে তুমি দেখেছ (এবং কাফন-দাফন দিয়েছ) উনি ছিলেন সেই সম্মানিত জ্বিনদের অন্তর্গত, যাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে পবিত্র কোরআন শুনেছিলেন।[৩]

এক সাহাবী জ্বিনের মৃত্যুর ঘটনা

হযরত কাসীর বিন আব্‌দুল্লাহ্ আবূ হাশিম তাজী (রহঃ) বলেছেন ঃ আমরা হযরত আবূ রিজা আতারদ্দী (রহঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাস করি যে, আপনার কাছে সেই জ্বিনদের কোনও খবর আছে কি, যারা মহানবী (সাঃ)-এর হাতে বায়য়াত (দীক্ষা বা আনুগত্যের শপথ) গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল? এ প্রশ্ন শুনে তিনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন, আমি সেই কথা বলছি, যা আমি খোদ দেখেছি এবং শুনেছি। ঘটনা হল এই যে, আমরা এক সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে পানি পাওয়া যায়- এমন এক জায়গায় আমরা যাত্রাবিরতি দিলাম এবং নিজেদের তাঁবু ফেললাম। দুপুরে আমি আরাম করার জন্য আমার তাঁবুতে চলে গেছি। এমন সময় দেখি তাঁবুর বাইরে একটি সাপ ছটফট করছে। আমি পানি পাত্র দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিলে সে শান্ত হল। যখন আসরের নামায আদায় করি তখন সাপটি মারা গেল। আমি আমার থলে থেকে একটা সাদা কাপড় বের করে সাপটিকে জড়াই এবং গর্ত খুঁড়ে তাতে দাফন করে দেই। তারপর বাকি দিন ও রাত আমরা সফর চালু রাখি। পরের দিন বেলা বাড়লে আমরা এক পানির জায়গায় যাত্রাবিরতি দিই এবং তাঁবু ফেলি। তারপর দুপুরে যখন আমি আরাম করছি এমন সময় (বহুলোকের কণ্ঠ) দু'বার আসসালামু আলাইকুম এর আওয়াজ শুনলাম। ওই সালামদাতারা এক, দশ, একশ হাজার ছিল না বরং ছিল তার চেয়েও বেশি। আমি উদের ওদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কারা?' ওরা বলল, 'আমরা জ্বিন। আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন। আপনি আমাদের এমন একটি কাজ করে দিয়েছেন, যার প্রতিদান দেবার সাধ্য আমাদের নেই।' আমি জানতে চাইলাম, 'আমি তোমাদের কী কাজ করে দিয়েছি?' ওরা বলল, 'যে সাপটি আপনার সামনে ইন্তেকাল করেছেন তিনি ছিলেন সেইসব শেষ জ্বিনদের অন্তর্গত যাঁরা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বায়আতের সৌভাগ্য হাসিল করেছিলেন।'[৪]

মহানবীর কাছে এসেছিল জ্বিনদের কয়েকটি প্রতিনিধি দল

আকামুল মারজ্বানের গ্রন্থকার ইমাম শিব্‌লী (রহঃ) বলেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হিজরতের পর মক্কা ও মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর কাছে জ্বিনদের প্রতিনিধিদল কয়েকবার এসেছিল।

আসমান থেকে শয়তানদের তথ্য চুরি বন্ধ হল কবে থেকে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ عَامِدِيْنَ اِلٰى سُوْقِ عِكَاظٍ وَقَدْحِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ اِلٰى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِالسَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوْا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ اِلَّا شَىْءٌ حَدَثَ. فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَا هٰذَا الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْطَلَقُوْا يَضْرِبُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا- فَانْصَرَفَ اُولٰئِكَ النَّفَرُ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْ نَحْوَتِهَا مَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهٖ صَلٰوةَ الْفَجْرِ. فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ اِسْتَمِعُوْا اِلَيْهِ فَقَالُوْا هٰذَا وَاللّٰهِ الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِالسَّمَاءِ فَهُنَالِكَ لَمَّا رَجَعُوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ قَالُوْا: اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا-

জনাব রসূলুল্লাহ সা একবার তাঁর সাহাবীদের নিয়ে উকাযের বাজারের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সেই সময় শয়তানদের সামনে আসমানে যাওয়া ও সেখান থেকে খবরাদি সংগ্রহ করে আনার কাজে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল। এবং তাদের উপর

উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হল। সেই শয়তানরা যখন তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গেল, বলল ঃ তোমাদের এবং আসমানের খবরাদি সংগ্রহের মধ্যে কোন জিনিস বাধা হতে পারে না। মনে হচ্ছে, কোনও নতুন কিছু ঘটেছে। তোমরা পৃথিবীর পূর্বে-পশ্চিমে, চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করো এবং দেখ যে, কোন্ জিনিস তোমাদের ও আসমানের খবর সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তারা (বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে) পৃথিবীর পূর্বে, পশ্চিমে অনুসন্ধান করতে লাগল। তাদের মধ্যে একটি দল 'তিহামার' দিকে ঘুরতে ঘুরতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর দিকে এল। তিনি সেই সময় আপন সাহাবীদের নিয়ে 'নাখলা' নামক স্থানে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জ্বিনের দলটি নবীজীর মুখে কোরআন পাক শুনে তাঁর প্রতি মনোযোগী হল। এবং বলতে লাগল ঃ আল্লাহর কসম! এই সে বিষয়, যা তোমাদের ও আসনমানের তথ্য সংগ্রহের মধ্যে রাখা হয়েছে। এরপর তার নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলতে লাগল ঃ হে আমাদের (জ্বিন) সম্প্রদায়! 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি, যা সঠিক পথনির্দেশ করে, তাই আমরা এতে ইমান এনেছি এবং আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে কোনও শরীক স্থাপন করবো না।(৫)

বিশ্বনবীর সঙ্গে নাসীবাইনের জ্বিন প্রতিনিদিধলের মুলাকাত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ (একবার) আহলে সুফ্ফার লোকদের মধ্যে সকলকে কেউ না কেউ খাওয়ানোর জন্য নিয়ে গেছে। থেকে গেছি আমি একা। আমাকে কেউ নিয়ে যায়নি। আমি মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন। তাঁর হাতে ছিল খেজুরের ছড়ি। তা দিয়ে তিনি আমার বুকে (মৃদু) আঘাত করলেন এবং বললেন, আমার সাথে চলো।' এর পরে তিনি রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গী হলাম। যেতে যেতে আমরা 'বাকীয়ে গরক্বদ' পর্যন্ত পৌছে গেলাম। ওখানে তিনি নিজের ছড়ি দিয়ে একটা রেখা টানলেন এবং বললেন, 'এর মধ্যে বসে যাও, আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবে।' এরপর তিনি চলতে শুরু করলেন। আমি তাঁকে খেজুর-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে দেখতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত একটা কালো কুয়াশা ছেয়ে যেতে আমার ও তাঁর যোগাযোগ কেটে গেল। আমি (নিজের জায়গায় বসেই) শুনতে পাচ্ছিলাম, নবীজী তাঁর ছড়ি ঠুকছিলেন এবং বলছিলেন, 'বসে যাও, বসে যাও।' অবশেষে সকাল হতে শুরু হ'ল। কুয়াশা উঠতে লাগল। 'ওরা' চলে গেল এবং মহানবী (সাঃ) আমার কাছে এলেন। বললেন, 'তুমি যদি ওই বৃত্ত থেকে, আমি নিরাপত্তা দেবার পরও, বের হতে, তবে ও (জ্বিন)-দের মধ্যে কেউ তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। আচ্ছা, তুমি কিছু দেখেছিলে কি?' আমি নিবেদন করলাম, 'আমি কিছু কালো মানুষকে ধুলোমলিন সাদা পোশাকে

দেখেছি।' তিনি বললেন, 'ও ছিল নাসীবাইনের জ্বিনদের প্রতিনিধি দল। ওরা আমার কাছে সফর-কালীন পাথেয় চেয়েছে। আমি ওদের (বলে) দিয়েছি, সবরকমের হাড় এবং গোবর ও নাদি।' আমি আরয করলাম, 'ওগুলো ওদের কী কাজে লাগবে?' নবীজী বললেন, 'ওরা যে হাড়ই পাবে, তাতে সে রকমই মাংস পাবে, যে রকম মাংস হাড়টি খাওয়ার সময় ছিল এবং ওরা যে গোবর পাবে, তাতে ওরা সেই আনাজ পাবে, যা থেকে ওই গোবর হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন হাড় দিয়ে এস্তেন্জা না করে।(৬)

বিশ্বনবী কর্তৃক জ্বিনদের সামনে সূরাহ্ রহমান্ তিলাওয়াত

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার সাহাবীগণের কাছে এলেন। এবং ওঁদের সামনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা আর্-রাহমান আবৃত্তি করলেন। সাহাবীগণ চুপচাপ রইলেন। নবীজী বললেন, 'তোমরা নীরব হয়ে গেছ কেন? আমি এই সূরাটি লাইলাতুল জ্বিনে (বা জ্বিন-রজনীতে) জ্বিনদের সামনে পড়লে ওরা তোমাদের চাইতে বেশি ভালো জবাব দিয়েছে। যখন আমি আল্লাহ্র বাণী فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?- পর্যন্ত পৌছেছি, তখন ওরা বলেছে,- 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কোনও নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারি না। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য।'(৭)

শয়তানের প্রপৌত্রের বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত উমর (রাঃ)-এর বর্ণনা ঃ আমরা জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে 'তিহামা'র পাহাড়গুলির মধ্যে একটি পাহাড়ে বসেছিলাম। এমন সময় হাতে লাঠি নিয়ে এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম জানাল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তার ভাষাতেই তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? 'সে বলল, 'আমি হামাহ্ বিন হাইম বিন লাকীস বিন ইবলীস।' নবীজী বললেন, 'তোমার আর ইবলীসের মধ্যে তাহলে শুধু দুই পুরুষের ব্যবধান। আচ্ছা, তুমি কত যুগ পার করেছ? সে বলল, 'আমি দুনিয়ার আয়ু শেষ করে ফেলেছি। কেবল সামান্য কিছু বাকি আছে। কাবীল যখন হাবিলকে হত্যা করেছিল সেই সময় আমি ছিলাম কয়েক বছরের বাচ্চা। কথা বুঝতে পারতাম। ছোট ছোট পাহাড়ে, টিলায় লাফালাফি করতাম। খাবার খারাপ করে দিতাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলার হুকুম দিতাম ...।' সেই সময় জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী বৃদ্ধ এবং অলসতা সৃষ্টিকারী যুবকের কাজ বড় জঘন্য।' (সেই আগন্তুক বৃদ্ধ) অমন বলে উঠল, আমাকে এ বিষয়ে মাফ করুন।

আমি আল্লাহর কাছে তওবা করেছি। আমি হযরত নূহ্ (আঃ)-এর সাথে তাঁর মসজিদে সেইসব লোকের সাথে ছিলাম যারা তাঁর কওমের মধ্য থেকে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। আমি সকল সময় হযরত নূহকে, আপন সম্প্রদায়কে দ্বীনের দাওওয়াত দেবার জন্য তিরস্কার করতাম। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বয়ং কেঁদে ফেললেন এবং আমাকেও কাঁদিয়ে ছাড়েন। তিনি বলেন, (যদি আমি তোমার কথা শুনে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ছেড়ে দেই) তাহলে লজ্জিত অবস্থায় পতিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' আমি নিবেদন করেছিলাম, 'হে নূহ, আমি হলাম তাদের একজন, যারা কাবীল বিন আদম কর্তৃক ভাগ্যবান শহীদ হাবীলের হত্যাকার্যে শরীক ছিল। আপনি কি মনে করেন, আল্লাহ্র দরবারে আমার তওবা কবুল হবে?' তিনি বলেন, 'ওহে হামাহ্, পুণ্যের সঙ্কল্প কর এবং দুঃখ-অনুতাপে ভেঙে পড়ার আগে সৎকাজে লেগে যাও। আল্লাহ তাআলা আমার উপর যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে আমি পড়েছি, যে ব্যক্তি পুরোপুরি দ্বীনদারীর সাথে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে– তাওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করেন। ওঠো, উযূ করে দু'রাক্আত নামায পড়ো।' সুতরাং তখনই আমি হযরত নূহের নির্দেশ অনুযায়ী আমল শুরু করি। অতঃপর তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'মাথা তোলো। তোমার তাওবা (কবুল হওয়ার খবর) আসমান থেকে নাযিল হয়েছে।' সুতারাং আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এক বছর যাবৎ সাজ্দায় পড়ে থাকলাম। আমি হযরত হুদ (আঃ)-এর সাথেও সাজ্দায় শরীক ছিলাম, যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে সাজদা করেছিলেন। তাঁকে আমি তাঁর (অজ্ঞ) সম্প্রদায়কে (বারবার) দ্বীনের দাওয়াত দেবার জন্য ভর্ৎসনা করতাম। শেষ পর্যন্ত আপন কওমের কথা ভেবে তিনিও কাঁদেন এবং আমাকে কাঁদান। আমি হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর সাথেও দেখা করতাম এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দরবারে বিশ্বস্ততার পদে আসীন ছিলাম। হযরত ইল্ইয়াস (আঃ)-এর সাথে উপত্যকায় সাক্ষাৎ করতাম এবং এখনও তাঁর সাথে দেখা করি।[৮] হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথেও আমার মুলাকাত হয়েছিল। তিনি আমাকে তাওরাত শিখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'যদি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে আমার সালাম বলবে।' তা আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর সালামও তাঁকে জানিয়েছি। হযরত ঈসা (আঃ) আমাকে বলেছিলেন, 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে যদি তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে আমার তরফ থেকে সালাম নিবেদন করবে।' একথা শুনে জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অশ্রু-সজল হয়ে গেলেন এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'ঈসা (আঃ)-এর প্রতিও দুনিয়া থাকা পর্যন্ত সালাম শান্তি নেমে আসুক এবং হে হামাহ্, আমানত পৌঁছার জন্য তোমার প্রতিও সালাম।' হামাহ তখন বলে, 'হে আল্লাহ্র রসূল, আপনি আমার সাথে

তাই করুন, যা করেছিল হযরত মূসা বিন ইম্রান (আঃ)। তিনি আমাকে তাওরাত শিখিয়েছিলেন।' তো রসূল (সাঃ) তাকে শেখালেন সূরাহ্ ওয়াক্বিআহ্, সূরাহ্ মুরসালাত, সূরাহ্ আম্মা ইয়াতাসাআলূন, সূরাহ ইযাশ্ শাম্সু কুউ্বিরত্ এবং 'মুআউওয়াযাতাইন' (সূরাহ্ ফালাক্ব-নাস) ও কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। এবং বলেন, 'হে হামাহ্, আপন প্রয়োজনের কথা আমাকে বল আর আমার সাথে সাক্ষাৎ করা ছেড়ে দিও না।' হযরত উমারার (রাঃ) বলেছেন, পরে জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরলোকগমনের হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটল। এবং তার খবর আর আমরা পেলাম না। জানিনা সে জীবিত আছে না মারা গেছে।[৯]

উল্লেখিত হাদিসটি 'যাওয়াইদুয্ যুহদ' গ্রন্থে. হযরত আনাস (রাঃ)-এর বাচনিক গ্রথিত করেছেন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ইমাম আহ্মাদ এবং এটি উল্লেখ করেছেন আক্বীলী (কিতাবুদ্ব দুআফা-য়), শিরাযী (কিতাবুল আলকাবে), আবূ নুআইম (দালাইলে) তথা ইবনে মারদুইয়াহ্-ও। তাছাড়া এই বর্ণনাটি আল্লামা ফাকিহী 'কিতাবে মাক্কা'-য় উদ্ধৃত করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বাচনিকে। হাদীসটির কয়েকটি তরক আছে, যার দরুন এটি হাসানের স্তরে পৌঁছায়।[১০]

ইবলীসের প্রপৌত্র জান্নাতে

হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ هَامَةَ بْنُ هَيْمِ بْنِ لَا قِيْسَ فِى الْجَنَّةِ

হামাহ্ বিন হাইম বিন লাকীস জান্নাতে যাবে।[১১]

দুই নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী জ্বিন সাহাবী

হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ তাস্তারী (রহঃ) বলেছেন– আমি 'আদ' সম্প্রদায়ের কোনও এক এলাকায় গিয়েছিলাম। ওখানে একটা গুহা দেখেছি, যেটি খনন করা হয়েছিল। সেই গুহার মাঝখানে ছিল পাথরের এক মহল, যাতে জ্বিনরা থাকত। তাতে আমি প্রবেশ করে দেখলাম, এক দৈত্যাকার বৃদ্ধ কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ছেন। তাঁর গায়ে ছিল চকচকে এক পশমের জুব্বা। তাঁর বিশালকায় চেহারা আমাকে খুব বেশি অবাক করেনি, যত করেছে তাঁর জুব্বার উজ্জ্বলতা ও সজীবতা। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন– 'হে সাহল, পোশাককে শরীর পুরানো করে না বরং পোশাককে পুরানো করে পাপের দুর্গন্ধ আর হারাম খাদ্য। এই জুব্বা আমি সাতশ' বছর ধরে পরেছি। এটি পরে আমি হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং ওঁদের প্রতি ঈমান

এনেছি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম– 'আপনি কে?' তিনি বললেন– 'আমি সেই ব্যক্তি (জ্বিন)-দের অন্তর্গত, যাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল কোরআনের (সূরাহ্ জ্বিনের) এই আয়াতঃ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

বলুন, প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, জ্বিনদের একটি দল কোরআন পাঠ শ্রবণ করেছে ...।'(১২)

জান্নাতে জ্বিনদের বিয়ে

মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে বিয়ে-শাদীও করবে কি না, এ সম্পর্কে কোন হাদীস আমি পাইনি। কিন্তু জ্বিনদের জান্নাতে প্রবেশের স্বপক্ষে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে কোরআন পাকের এই আয়াত দিয়েঃ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ـ

ইতোপূর্বে ও (স্বর্গসুন্দরী)-দের স্পর্শ করেনি কোনও মানুষ অথবা জ্বিন।(১৩)

সুতরাং জ্বিনরা যদি জান্নাতে প্রবেশ করে, তাহলে ওদের পুরুষরাই সেইরকমই বিয়ে করবে, যে রকম বিয়ে করবে মানুষরা। কিন্তু মানুষ যেমন ডাগর-নয়না স্বর্গসুন্দরী (হূরুন ঈন)-দের বিয়ে করবে, তেমনই জ্বিন মহিলাদেরও বিয়ে করবে, অথচ মুমিন জ্বিনরা বিয়ে করবে শুধু হূরুন ঈন ও জ্বিন মহিলাদের (মানব মহিলাদের সঙ্গে নয়)। কেননা, জান্নাতে কোনও মানবী স্বামীহারা থাকবে না। অবশ্য জ্বিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জ্বিনের বিয়ে একটি বিতর্কিত বিষয়।

জ্বিনদের প্রতি জুলুম করা হারাম

জ্বিনের প্রতি মানুষের এবং মানুষের প্রতি জ্বিনের, অর্থাৎ একে অপরের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা হারাম। হাদীসে আছেঃ

يَا عِبَادِيْ اِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا

হে আমার বান্দারা, আমি স্বয়ং নিজের উপরেও জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও করেছি, সুতরাং তোমরা একে অন্যের প্রতি জুলুম করো না।(১৪)

আর এ কথা তো আমরা জানি যে, যে ব্যক্তি জুলুম-অত্যাচার করে, তাকে সতর্ক করা এবং যথাসাধ্য প্রতিরোধ করা জরুরী।

দুষ্ট জ্বিন তাড়ানোর পদ্ধতি

আমাদের শায়খের কাছে যখন কোনও মৃগী (জ্বিনে-ধরা) রুগীকে আনা হত, তাকে তিনি মৃগীর বয়ান শোনাতেন এবং 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ'-সূচক কথা বলতেন। এর দ্বারা সেই জ্বিন যদি আয়ত্তে আসত এবং মৃগীর রুগিকে ছেড়ে যেত, তাহলে তিনি তার থেকে প্রতিশ্রুতি নিতেন যে, সে আর কখনও আসবে না। কিন্তু সহজ কথায় কোনও জ্বিন যদি ছাড়তে না চাইত, তখন তিনি তাকে না-ছাড়া পর্যন্ত মারতে থাকতেন। বাহ্যত মার পড়ে মৃগী রুগির গায়ে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আঘাত লাগে সেই জ্বিনের, যার কারণে মৃগী হয়। এই কারণে কষ্টবোধ করে ও চিৎকার করে এবং মৃগী রুগিকে, জ্ঞান ফিরার পর মার খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে কিছুই বলতে পারে না।

জ্বিনদের বিষয়ে বিভিন্ন মাস্‌আলা

হযরত আবুল মাআলী (রহঃ) বলেছেনঃ নির্জনে ফেরেশ্‌তা ও জ্বিনদের থেকে উলঙ্গের পর্দা করার বিষয়ে (শাফিঈ) ফিকাহ্‌বিদ্‌গণের সাধারণ মত হল এই যে, জ্বিনদের ক্ষেত্রেও পর্দা করতে হবে, কেননা, ওরা অনাত্মীয়দের বিধানের অন্তর্গত। তবে জ্বিনদের ক্ষেত্রে এই পর্দা সেই সময় করতে হবে, যখন ওদের উপস্থিতি জানা যাবে।

কোনও জ্বিন যদি মৃতকে গোসল দেয়, তার দেওয়া গোসল যথেষ্ট হবে। কারণ সেও শরীয়তের আওতাধীন এবং ওদের দ্বারা ফারযে কিফায়া বিষয়ক বিধানও সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে কেবলমাত্র জ্বিনদের আযান মানুষের জন্য যথেষ্ট হয় না এবং যদি ওদের দ্বারা আযান দিয়ে দেবার খবর সত্য হয়, তবে সে আযানও যথেষ্ট হবে।

কেননা আযান যথেষ্ট হওয়ার বিষয়ে কোনও বাধা নেই এবং কোনও প্রতিবন্ধকতা না থাকলে ওদের যবাহ-করা পশুও হালাল।(১৬)

প্রমাণসূত্রঃ

(১) মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৩, কিতাবুল মাসজিদ। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ১ঃ২৫০...। ইবনে হাব্বান, হাদীস নং ২০০। মুজমাউয্ যাওয়াইদ, ৬ঃ২৫...। ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'আদ, ১ঃ১...। আল্ বিদায়াহ্ অন্ নিহাইয়াহ্, ২ঃ১৫৪। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৬ঃ১০০...। কুরতুবী ১ঃ৪৯।

(২) ইবনুস্ সালাম।

(৩) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, কিতাবুল হাওয়াতিফ, ১৫৮, পৃষ্ঠা ১১৪। আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ৪৩।

(৪) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, ৩৫, পৃষ্ঠা ৩৯। হিল্‌ইয়া, আবূ নুআইম, ২ঃ৩০৪। দালায়িলুন

নুবুয়ত, আবূ নুআইম ইসবাহানী, ২ ঃ ১২৭।

(৫) বুখারী শরীফ, কিতাবুল আযান, বাব ১০৫; কিতাবুত তাফসীর, তাফসীর সূরাহ্ ৭২। সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সলাহ্, হাদীস নং ১৪৯। সুনানে তিরমিযী, তাফসীর সূরাহ্ ৭২।

(৬) ইবনে জারীর। তাফসীর ত্ববারী। আবূ নূআইম। নাস্‌রুর, রাইয়াহ্, ১ ঃ ১৪৫। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৭ঃ ২৮২।

(৭) সুনানে তিরমিযী, তাফসীর সূরা ৫৫। দালায়িলুন নুবুয়াতয়াত, বাইহাকী, ২ ঃ ২৩২, ১৭, ৪৭৩। দুর্‌রুল মানসুর, ৬ ঃ ১৪০। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং ২৮২৩, ৪১৪৬। মুস্‌তাদ্‌রক হাকিম, ২ ঃ ৪৭৩। আশ্‌শুক্‌র, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, হাদীস নং ৩৭। তাহ্‌যীব তারীখ দামিশ্‌ক, ইবনে আসাকির, ২ঃ ২০৪; ৫ঃ ৩৯৭। মীযান আল্ ইঈতিদীল, ২৯১৮। যাদুল মাইয়াস্‌সার, ৮ ঃ ১১২। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৭ ঃ ২৮৫।

(৮) কারও কারও মতে, হযরত ইল্‌ইয়াস ও হযরত খিযির এই উভয়ের রূহকে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছানুসারে আকৃতি বদলানোর ক্ষমতা দিয়েছেন এবং বর্তমানেও তাঁদের রূহ্ কোনও না কোনও অলী, পুণ্যবান প্রমুখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।(তাফসীর মাযহারী ঃ উদ্ধৃতি, হযরত মুজাদ্দিদ আলফি সানী (রহঃ))

(৯) কিতাবুদ্ব দ্বআফা আক্বীলী। আবূ নুআইম। বাইহাকী। দালায়িলুন্ নুবুয়াত, আবূ নুআইম আস্‌বাহানী, ১৩১।

(১০) আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ)।

(১১) কিতাবুস্ সুনান, আবূ আলী বিন আশ্‌আস। তাযকিরাতুল মাউযূআত ১১১। লা আলী মাস্‌নূআহ্ ১ ঃ ৯২।

(১২) সিফাতুস সফওয়াহ্, ইবনে জাওযী (রহঃ)।

(১৩) সূরা আর-রাহমান, আয়াত ৫৬।

(১৪) তাগ্‌লীকুত্ তাঅ্‌লীক, ইবনে হাজার ৬০, ৫৬০। তার্‌গীব ও তার্‌হীব, ২ ঃ ৪৭৫। আত্‌হাফুস্ সাদাহ, ৫ ঃ ৬০। আত্‌হাফুস্ সন্নিয়াহ্, ২৯৪। তাহ্‌যীব তারীখ দামিশ্‌ক, ইবনে আসাকির, ৭ ঃ ২০৫। আযাকারে ইমাম নাওবী, হাদীস নং ৩৬৭। মিশ্‌কাত শরীফ, হাদীস ২৩২৬। যাদুল মাইয়াস্‌সার, ৩ ঃ ৩৭০।

(১৫) এই পরিচ্ছেদে 'লাক্বতুল মারজ্বান'এর বিশেষ অংশ অনুবাদ করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের পুরোপুরি আগ্রহ বজায় থাকে। সবিস্তারে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ মূলগ্রন্থটি দেখতে পারেন। অনুবাদক।

জ্বিনদের আকায়িদ ও ইবাদাত

জ্বিনরা কাফির না মুসলমান

আল্লাহ্‌র এই বাণী (১)– كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী-র তাফ্‌সীরে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিন সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত ছিলঃ ১. মুসলমান ও ২. কাফির।(২)

জ্বিনদের বিভিন্ন ফির্‌কা

উপরে বর্ণিত আয়াতের তাফ্‌সীরে হযরত কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের মধ্যেও বিভিন্ন ফির্‌কা রয়েছে।

হযরত সাররী (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের মধ্যেও রয়েছে কদ্‌রিয়াহ্, মুর্‌জিয়াহ্, রাফিযী ও শীআহ্ ফিরকা।(৩)

সুন্নাহ্-অনুসারী মানুষ জ্বিনদের কাছে অধিক শক্তিশালী

হাম্মাদ বিন শুআইব (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এমন এক ব্যক্তির বাচনিক, যিনি জ্বিনদের সাথে কথা বলতেন। জ্বিনেরা বলে-সুন্নাত অনুসারে চলনেওয়ালা মানুষেরা আমাদের কাছে বেশি ভারি।(৪)

জ্বিনরা তাহাজ্জুদের নামায পড়ে

হযরত ইয়াযীদ রিক্কাশী (রহঃ) বলেছেনঃ হযরত সাফ্‌ওয়ান বিন মুহ্‌রিয মাযনী যখন তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য রাতে উঠতেন, তো তাঁর সাথে বাড়িতে বাসকারী জ্বিনেরাও উঠত এবং তাঁর সঙ্গে ওরাও নামায পড়ত। তাঁর কোরআন পাঠও তারা শুনত। হযরত সাররী (রহঃ) একবার হযরত ইয়াযীদ রিক্কাশী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ওসব কথা সাফ্‌ওয়ান (রহঃ) কীভাবে জানতে পারতেন? হযরত ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনলে হযরত সাফ্‌ওয়ান (রহঃ) ঘাবড়ে যেতেন, তখন ওদের আওয়াজ আসত–' হে আল্লাহ্‌র বান্দা, ঘাবড়াবেন না। আপনার ভাইয়েরা আপনার সাথে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়িয়েছে।' এরপর ওই জ্বিনদের বিষয়ে হযরত সাফ্‌ওয়ানের ভয়-ভীতি দূর হয়ে গিয়েছিল।(৫)

জ্বিনরা কোরআন পাঠ শোনে

হযরত মাআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ صَلّٰى مِنْكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهٖ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّىْ بِصَلَاتِهٖ وَتَسْمَعُ لِقِرَائَتِهٖ وَاِنَّ مُؤْمِنِى الْجِنِّ الَّذِيْنَ يَكُوْنُوْنَ فِى الْهَوَاءِ وَجِيْرَانُهٗ مَعَهٗ فِىْ مَسْكَنِهٖ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهٖ وَيَسْتَمِعُوْنَ لِقِرَاءَتِهٖ وَاِنَّهٗ لَيَطْرُدُهٗ بِجَهْرِهٖ بِقِرَاءَتِهٖ مِنْ دَارِهٖ وَمِنَ الدُّوْرِ الَّتِىْ حَوْلَهٗ فُسَّاقُ الْجِنِّ وَمَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ -

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতের নামায আদায় করে, তার উচিত উঁচু আওয়াজে ক্বিরাআত পড়া। কেননা তার নামাযের সাথে ফিরিশ্তারাও নামায পড়ে এবং তার কোরআন পাঠ শোনে মু'মিন জ্বিনরা, যারা বাতাসে থাকে কিংবা তার পাশে বাস করে, তারাও তার সাথে নামায পড়ে এবং তারা কোরআন তিলাওয়াত শোনে। আর মানুষের জোরে কোরআন পাঠ তার নিজের এবং আশেপাশের ঘরবাড়ি থেকে দুষ্ট জ্বিন ও অবাধ্য শয়তানদের ভাগিয়ে দেয়।(৬)

জ্বিন ও শয়তানরা কোরআন পাঠ করে কি

ইমাম ইবনে স্বলাহ্ (শাফিঈ মতাবলম্বী)-কে এ মর্মে প্রশ্ন করা হয় যে, জনৈক ব্যক্তি বলছে, শয়তান ও তার দলবলের নামায পড়ার এবং কোরআন পড়তে পারার ক্ষমতা রয়েছে– এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

তিনি উত্তরে বলেন- কোরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য (যাহিরী) প্রমাণ থেকে শয়তানদের কোরআন পড়ার কথা জানা যায় না। এর দ্বারা ওদের নামায না পড়ার কথাও জানা যাচ্ছে। কেননা নামাযের এক জরুরী অংশ হল কোরআন পড়া। আর একথা তো প্রামাণ্য যে সম্মানিত ফিরিশ্তা সম্প্রদায়কেও কোরআন পাঠের সৌভাগ্য দেওয়া হয়নি। যদিও ওঁরা মানুষের থেকে কোরআন পাঠ শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। এই কোরআন পাঠ এমন এক সৌভাগ্যের বিষয়, যা কেবল মানুষকেই দান করা হয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, জ্বিনদের কোরআন পড়ার খবরও আমাদের কাছে পৌঁছেছে।(৭)

জ্বিনদের মসজিদ

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ জ্বিনরা জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিবেদন করল- আমরা আপনার সাথে নামায পড়ার জন্য

আপনার মসজিদে কীভাবে আসব? আমরা তো আপনার থেকে বহু দূর দূরের এলাকায় থাকি।

তখন কোরআনের আয়াত নাযিল হলঃ

اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

সমস্ত মসজিদ আল্লাহ্র সুতরাং (যেখানে খুশি নামায পড়ে নেবে। নবীর মসজিদে এসে নামায পড়া জরুরী নয়। কেবল এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে যে) আল্লাহ্র সাথে অন্য কারও ইবাদত করবে না (যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা করে)।(৮)

সাপের রূপে উম্রাহ্কারী জ্বিন

হযরত আবূ আয্-যুবাইর (রহঃ) বলেছেনঃ আমরা হযরত আবদুল্লাহ বিন সাফ্ওয়ানের সাথে কাবাঘরের কাছে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি একটি সাপ ইরাকী দরজা দিয়ে প্রবেশ করল এবং সাতবার বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করল। তারপর হাযরে আস্ওয়াদ এর কাছে এসে তাকে চুমু দিল। তা দেখে হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাফ্ওয়ান বললেন– ওহে জ্বিন, তুমি তোমার উমরাহ্ তো এখন পূর্ণ করেছ, অতএব, এবার চলে যাও, কেননা আমাদের বাচ্চারা তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে।' সুতরাং সাপটি যেখান থেকে এসেছিল, সে দিকেই ফিরে গেল।(৯)

উমরাহ্কারী আরও এক জ্বিন

বর্ণনাকারী হযরত তলাক্ব বিন হাবীবঃ আমরা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর সাথে (কাবা ঘরের কাছে) এক পাথুরে জমিতে বসেছিলাম। ক্রমশ ছায়া ছোট হয়ে গেল এবং মজলিস ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ আমরা দেখলাম, বারীক' থেকে একটি সাপ বানী শাইবাহ্ দরজা দিয়ে বের হল। লোকেরা চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল। সাপটি কাবাঘরের চারদিকে সাতবার তাওয়াফ করল এবং মাকামে ইব্রাহীম এর পিছনে (তাওয়াফের) দু'রাক্আত নামায পড়ল। তখন আমরা তার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম– হে উমরাহ্ পালনকারী। আল্লাহ্ তোমার উম্রাহ্ পূর্ণ করে দিয়েছেন। এখানে আমাদের গোলাম, বাচ্চা এবং মেয়েরাও রয়েছে। ওদের জন্য আমরা তোমাকে ভয় করছি। একথা শুনে সাপটি তার মাথা দিয়ে মক্কার এক ছোট টিলায় লাফিয়ে উঠল এবং তার লেজটাও সেখানে নিয়ে গেল। তারপর সেটি আসমানের দিকে উড়ে গেল এবং আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।(১০)

তাওয়াফকারী জ্বিন-হত্যার বদলায় দাঙ্গা

বর্ণনাকারী হযরত আবূ তুফাইল (রহঃ) জাহিলিয়াতের যুগে যী তুওয়া উপত্যকায় থাকত এক জ্বিন মহিলা। তার কেবল একটি ছেলে ছিল। আর কোনও সন্তান ছিল না। জ্বিন মহিলাটি তার সেই একমাত্র ছেলেকে খুব

ভালবাসত। ছেলেটি তার গোত্রের মধ্যেও ছিল বড় সম্মানের পাত্র। একসময় ছেলেটি বিয়ে করে। স্ত্রীর কাছে যায়। তারপর সাতদিন পার হতে তার মাকে বলে– মা আমি কাবাঘরে দিনের বেলা সাতবার তাওয়াফ করতে চাই। তার মা বলে– খোকা, তোমার (তাওয়াফের) কথা শুনে কুরাইশ বংশের নাদানদের ব্যাপারে আমার ভয় হচ্ছে। ছেলেটি বলে– আশা করি আমি নির্বিঘ্নে নিরাপদে ফিরে আসব। সুতরাং তার মা তাকে অনুমতি দিল এবং সে এক সাপের রূপ ধরে রওনা হল। সাতবার বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করল এবং মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে নামায আদায় করল। তারপর ফিরে আসতে লাগল। তখন বানী সাহম গোত্রের এক যুবক (তাকে দেখতে পেয়ে) তার কাছে এগিয়ে এল এবং তাকে মেরে ফেলল। ফলে মক্কায় দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠল। এমনকী পাহাড় পর্যন্তও দেখা যাচ্ছিল না।

হযরত আবূ তুফাইল (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেনঃ আমরা শুনেছি, অমন মর্যাদার লড়াই খুব বড় ধরনের মান্যগণ্য জ্বিনের হত্যার বদলাতেই সংঘটিত হয়। সকাল হতে দেখা গেল, বানী সাহম গোত্রের বহু মানুষ আপন আপন বিছানায় মরে পড়ে আছে। সেই যুবক ছাড়া সত্তরজন বুড়োও শেষ হয়েছিল।[১১]

উমরাহ্ পালনকারী আরেকটি জ্বিন সাপ

বর্ণনাকারী হযরত আতা বিন আবী রবাহ্ (রহঃ) আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ)-এর সাথে মাস্‌জিদুল হারামে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক সাদা কালো রঙের সাপ এল এবং কাবা শরীফের (চারদিকে) সাতবার তাওয়াফ করল। তারপর মাকামে ইব্‌রাহীমের কাছে এল (তারপর এমন করল,) যেন সে নামায পড়ছে। তখন হযরত আব্‌দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তার কাছে আসেন। এবং দাঁড়িয়ে বলেন- ওহে সাপ, আশা করি, তুমি উমরাহ্‌র বিধান সম্পন্ন করেছ। এখন আমি তোমার বিষয়ে আপন এলাকার অল্পবুদ্ধিদের ভয় করছি।(অর্থাৎ তারা তোমাকে মেরে ফেলতে পারে, তাই তুমি এবার এখান থেকে চলে যাও।) সুতরাং সাপটি মুখ ঘোরাল এবং আকাশের দিকে উড়ে গেল।[১২]

কোরআন খতমে জ্বিনদের উপস্থিতি

হযরত ইবনে ইমরান আন-নিমার বলেছেন ঃ আমি একদিন ফজরের আগে হযরত হাসান (বস্‌রী (রহঃ))-এর মজলিসের উদ্দেশে বের হয়ে দেখি, মসজিদের দরজা বন্ধ এবং এক ব্যক্তি দু'আ চাইছে ও গোটা জামা'আত তার দু'আর প্রতি আমীন বলছে। সুতরাং আমি বসে গেলাম। অবশেষে মু'আয্‌যিন এল, আযান দিল এবং মসজিদের দরজা খুলে দিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, ওখানে হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) একা রয়েছেন। তাঁর মুখ ক্বিব্‌লার দিকে। আমি আরয করলাম, আমি ফজর হওয়ার আগে এসেছি। সেই

সময় আপনি দু'আ করছিলেন এবং লোকেরা আমীন আমীন বলছিল। কিন্তু এখন ভিতরে ঢুকে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন'? তিনি বললেন, ওরা ছিল নাসীবাইনের জ্বিন। ওরা জুমআর রাত্রে কোরআন খতমে আমার কাছে আসে। তারপর চলে যায়।[১৩]

জ্বিনদের নামায পড়ার জায়গা

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَحَدَّثُوْا فِى الْقَرَعِ فَاِنَّهُ مُصَلَّى الْخَافِيْنَ

তোমরা ঘাসওয়ালা জমিতে পায়খানা করো না, ওটা হল জ্বিনদের নামায পড়ার জায়গা।[১৪]

নবীজীর থেকে কোরআন শুদ্ধ করে নিয়েছে জ্বিনদের প্রতিনিধি

বর্ণনাকারী হযরত জাবির (রাঃ) আমরা রসূলুল্লাহ, (সাঃ)-এর সঙ্গে (কোথাও) যাচ্ছিলাম। পথে এক বিশাল বড় অজগর সামনে এল এবং তার মাথাটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কানের কাছে নিয়ে গেল। তারপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মুখ সেই সাপের কানে নিয়ে গেলেন এবং কানে-কানে কিছু বললেন। তারপর এমন মনে হল, যেন যমীন সেই সাপটিকে গিলে নিল (অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল) আমরা নিবেদন করলাম- হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো আপনার বিষয়ে ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তিনি বললেন-ও ছিল জ্বিনদের প্রতিনিধি দলের সর্দার। জ্বিনরা (কোরআনের) একটি সূরাহ্ ভুলে গিয়েছিল। তাই আমার কাছে ওদেরকে পাঠিয়েছে। আমি ওদের কোরআন পাকের নির্দিষ্ট জায়গা জানিয়ে দিয়েছি।[১৫]

লেবু থাকা ঘরে জ্বিনরা প্রবেশ করে না

কাযী (আলী বিন হাসান বিন হুসাইন) খলঈর জীবনীতে আছেঃ জ্বিনরা তাঁর কাছে যাতায়াত করত। একসময় বেশ কিছুদিন ওরা আসেনি। তো ক্বাযী সাহেব ওদের কাছে তার (অতদিন দেরি করে আসার) কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ওরা বলল– আপনার বাড়িতে লেবু ছিল বলে আসিনি। কেননা, যে বাড়িতে লেবু থাকে, তাতে আমরা ঢুকি না।[১৬]

নবীজীর নামে জ্বিনের সালাম

বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তি খইবার থেকে আসছিল। দু'জন তার পিছু নিল। ওই দু'জনের পিছনে লেগে গেল অন্য একজন। সবার পিছনে যে ছিল সে খালি বলছিল– তোমরা দু'জন ফিরে এসো! তোমরা দু'জন ফিরে এসো! শেষ পর্যন্ত সেই দু'জনকে সে ধরে ফেলল। তারপর প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে মিলল এবং বলল এরা দু'জন শয়তান। আমি এদের পিছু নিয়ে শেষ পর্যন্ত

তোমার থেকে এদেরকে হটিয়ে দিয়েছি। তুমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হাজির হবে, তাঁকে আমার সালাম বলবে এবং নিবেদন করবে যে, আমরা সদাকা জমা করার কাজে লেগে আছি। সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা সেগুলি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব। লোকটি মদীনায় পৌঁছানোর পর নবীজীর কাছে উপস্থিত হল এবং তাঁকে ওই ঘটনা শোনাল। তখন থেকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একা একা (বনজঙ্গল, মরুভূমি জাতীয় পথে) সফর করতে নিষেধ করে দেন। (কেননা এর ফলে মানুষের পক্ষে গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ার, বিপদে পড়ার এবং জ্বিন শয়তানদের অনিষ্টের শিকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।[১৭]

মুহাদ্দিসের সাথে এক জ্বিনের সাক্ষাতের বিস্ময়কর ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আবূ ইদ্‌রীসের পিতাঃ হযরত অহাব ও হাসান বস্‌রী (রহঃ) হজ্জের মওসূমে মসজিদে খইফ-এ মিলিত হতেন। একবার কিছু লোক আচমকা পড়ে যায় এবং তাদের চোখে ঘুম জড়িয়ে যায়। ওই দুই হযরাত (অহাব ও হাসান বস্‌রী)-এর কাছে দু'জন লোক এমনি বসেছিল, যারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। এমন সময় এক ছোট্ট মতো পাখি সামনে এসে হযরত অহাবের এক পাশে মজলিসে বসে গেল এবং সালাম জানাল। হযরত অহাব তার সালামের জবাব দিলেন এবং বুঝতে পারলেন যে ও এক জ্বিন। তারপর সে তাঁর দিকে ফিরে হাদীস বয়ান করতে লাগল। হযরত অহাব জানতে চাইলেন, ওহে যুবক তুমি কে? সে বলল, আমি একজন মুসলমান জ্বিন। প্রশ্ন করা হল, এখানে তোমার কী দরকার? সে বলল, আপনারা কি এটা ভালো মনে করেন না যে, আমরা আপনাদের মজলিসে বসি এবং আপনাদের থেকে ইল্‌ম হাসিল করি। আমাদের মধ্যে তো আপনাদের সূত্রে পাওয়া ইল্‌ম বর্ণনাকারী অনেক রয়েছে। আমরা আপনাদের সাথে নামায, জেহাদ, রুগির দেখভাল, জানাযা, হজ্জ, উমরাহ্ প্রভৃতি বহু কাজে অংশ নিয়ে থাকি। আমরা আপনাদের থেকে ইল্‌ম অর্জন করি এবং আপনাদের কোরআন পাঠও শুনি। হযরত অহাব প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, তোমাদের জ্বিনদের মধ্যে কোন রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) সবার সেরা? সে হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর দিকে ইশারা করে বলল, এই শাইখের রাবী। ইতোমধ্যে হযরত অহাবকে একটু অন্য দিকে মনোযোগী হতে দেখে হযরত হাসন বাসরী (রহঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন হে আবূ আবদুল্লাহ্! আপনি কার সাথে কথা বলছেন? তিনি বলেন, এই মজলিসের হাজির থাকা কোনও এক ব্যক্তির সাথে। সেই জ্বিনটি চলে যাবার পর হযরত অহাব (রহঃ) জ্বিনের ঘটনাটি বললেন এবং তিনি আরও বললেন, আমি এক জ্বিনের সাথে প্রতি বছর হজ্জের সময় সাক্ষাৎ করি। ও আমাকে প্রশ্ন করে। আমি উত্তর দিই। এক বছরে তাওয়াফরত অবস্থায় ওর সাথে আমার (প্রথম) দেখা হয়। তাওয়াফ সম্পন্ন

করার পর মাসজিদুল হারামের এক কোণে আমরা উভয়ে বসে যাই। আমি ওকে বলি, আমাকে তোমার হাত দেখাও। তো সে তার হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। তা ছিল বিড়ালের থাবার মতো। তাতে লোমও ছিল। তারপর আমি নিজের হাত তার কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে যেতে ডানার স্থানটি অনুভব করি। ফলে আমি ঝট করে নিজের হাত সরিয়ে নিই। তারপর দু'জনে কিছুক্ষণ কথাবার্তায় মশগুল থাকি। পরে ও আমাকে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনিও আপনার হাত আমাকে দেখান। যেমন আমি আপনাকে আমার হাত দেখিয়েছি। আমি ওকে নিজের হাত দেখাতে ও এত জোরে মর্দন করল যে, আমার চেঁচিয়ে ওঠার উপক্রম হল। তারপর সে হাসতে লাগল। (এই ঘটনার পর থেকে) প্রতি বছর হজ্জের মওসূমে আমি ওর সাথে সাক্ষাৎ করতাম। এবারের হজ্জে ওর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। আমার ধারণা, সে মারা গেছে। হযরত অহাব (রহঃ) সেই জ্বিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের জন্য কোন্ জিহাদ উত্তম? সে বলেছিল, আমাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে জিহাদ সর্বোত্তম।[১৮]

দুই জ্বিনের সুসংবাদ

এক যুবক সাহাবীর বর্ণনাঃ (একবার) আমি অন্ধকার রাতে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে ক্বুল্ ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন পড়তে শুনে বললেন, এই ব্যক্তি শির্‌ক থেকে বেঁচে গেল। তারপর আমরা চলতে লাগলাম। ফের এক ব্যক্তিকে ক্বুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ পড়তে শুনে নবীজী বললেন, এই ব্যক্তিকে মাগ্‌ফিরাত করে দেওয়া হয়েছে। আমি আমার সওয়ারী পশুকে রুখে দিলাম যে, একটু দেখে নিই ওই ব্যক্তিটি কে। কিন্তু ডাইনে-বামে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না।[১৯]

জ্বিনদের প্রতি হজ্জে ইব্‌রাহিমী আহ্বান

বর্ণনায় হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) বাইতুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অহীর মাধ্যমে জানালেন যে, জনসমাজে হজ্জের ঘোষণা করে দাও। সুতরাং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) জনসমাজে এ মর্মে ঘোষণা করলেন- হে জনমন্ডলী, তোমাদের পালনকর্তা এক গৃহ নির্মাণ করছেন, তোমরা তার হজ্জ করো। তাঁর এই আওয়াজ শুনে মু'মিন মানুষ ও মু'মিন জ্বিনরা বলেছিল-লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক- আমরা হাজির আছি, হে আল্লাহ আমরা হাজির।[২০]

এক ভয়ঙ্কর ঘটনা

বর্ণনায় হযরত ইবনে আক্বীল (রহঃ) আমাদের একটি বাড়ি ছিল। তাতে যখনই কোনও লোক থাকত, সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যেত। একবার মরক্কোর এক লোক এল। ঘরটি সে পছন্দ করে ভাড়ায় নিল। তারপর রাত

কাটাল। সকালে দেখা গেল, সে পুরোপুরি বহাল তবিয়তেই রয়েছে। তার কিছুই হয়নি। তা দেখে প্রতিবেশীরা অবাক হল। লোকটি বেশ কিছুকাল ওই ঘরে থাকল। তারপর অন্য কোথাও চলে গেল। ওকে ওই ঘরে নিরাপদে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ও বলেছিল-আমি যখন ওই ঘরে (প্রথম দিন) রাতে থাকি, তখন ইশার নামায পড়েছি, কোরআন পাক থেকে কিছু পড়েছি। এমন সময় হঠাৎ দেখি, এক যুবক কুঁয়ো থেকে উপরে উঠছে। সে আমাকে সালাম দিল। আমি তাকে দেখে ভয় পেলাম। সে বলল, ভয় পেও না। আমাকেও কিছু কোরআন পাক শেখাও। অতএব আমি তাকে কোরআন শেখাতে শুরু করে দিই। পরে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, এই ঘরের রহস্যটা কী? সে বলে, আমরা মুসলমান জ্বিন। আমরা কোরআন পাঠও করি, নামাযও পড়ি। কিন্তু এই ঘরে বেশিরভাগ সময়ে বদমাশ লোকেরা থাকে, যারা মদপানের মজলিস বসায়। তাই আমরা ওদের গলা টিপে দিই। আমি তাকে বললাম, রাতের বেলা আমি তোমাকে ভয় পাই। তুমি দিনের বেলায় আসবে। সে বলল, খুব ভাল। তারপর থেকে সে দিনের বেলা কুঁয়ো থেকে বের হত। একবার সে কোরআন পাক পড়ছিল। এমন সময় বাইরে এক ওঝা এল এবং আওয়াজ দিয়ে বলল, আমি সাপে কাটা, বদনজর লাগা ও জ্বিনে ধরার ফুঁক দিই গো! - ওকথা শুনে জ্বিনটি বলল ও আবার কে? আমি বললাম, ও হল ঝাড়ফুঁককারী, ওঝা। সে বলল, ওকে ডাকো। আমি উঠে গিয়ে তাকে ডেকে আনলাম। এসে দেখলাম, সেই জ্বিনটি বিরাট বড় সাপ হয়ে ঘরের (ভিতরের) ছাদে উঠে রয়েছে। ওঝা এসে ঝাড়ফুঁক করতে সাপটি ঝটপট করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ঘরের মেঝেয় পড়ে গেল। তখন তাকে ধরে ঝাঁপিতে ভরে নেবার জন্য ওঝা উঠল। কিন্তু আমি তাকে মানা করলাম। সে বলল, 'তুমি আমাকে আমার শিকার ধরতে মানা করেছ।' আমি তাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা (আশ্‌রাফী) দিতে সে চলে গেল। তখন সেই অজগর নরড়াচড়া করল এবং জ্বিনের রূপে প্রকাশ পেল। কিন্তু সে তখন দুর্বলতার দরুন হলদে হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, ওই ওঝা আমাকে পাক ইসমের মাধ্যমে শেষ করে ফেলেছে। আমি বাঁচব বলে আর বিশ্বাস হচ্ছে না। যদি তুমি এই কুঁয়ো থেকে চিৎকারের শব্দ শুনতে পাও, তবে এখান থেকে চলে যেও। সেই রাতেই আমি (কুঁয়োর ভিতর থেকে) এই আওয়াজ শুনলাম, তুমি এবার দূরে চলে যাও।

(বর্ণনাকারী) ইবনে আকীল (রহঃ) বলেন, তারপর থেকে ওই ঘরে লোক থাকা বন্ধ হয়ে গেছে।[২১]

জ্বিনদের পিছনে মানুষের নামায

শাইখ আবুল বাকা আক্‌বারী হাম্‌বালী (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, জ্বিনের পিছনে (মানুষের) নামায শুদ্ধ হবে কি না?

তিনি বলেন, শুদ্ধ হবে। কেননা ওরাও শরীয়ত-অনুসারী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওদের প্রতিও নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।[২২]

জ্বিনের সাথে মানুষের নামায

বর্ণনায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে (একবার) মক্কা শরীফে বসেছিলাম। তাঁর সাথে তাঁর সাহাবীদের একটি দলও মওজুদ ছিল। হঠাৎ তিনি বললেন- তোমাদের মধ্য থেকে কোনও একজন আমার সাথে উঠে দাঁড়াও কিন্তু এমন কেউ উঠবে না, যার মনে সামান্য পরিমাণ দ্বিধা রয়েছে। সুতরাং আমি তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ালাম এবং পানির একটি পাত্র নিলাম। আমার ধারণা, তাতে পানিও ছিল। অতএব আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। যখন আমরা মক্কার উপকণ্ঠে পৌছলাম, দেখলাম, বহু সংখ্যক সাপ জড় হয়ে আছে। নবীজী আমার জন্য একটি রেখা টেনে দিলেন। এবং বললেন-আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে থাকবে। সুতরাং আমি সেখানে বসে গেলাম এবং নবীজী ওদের দিকে অগ্রসর হলেন। আমি দেখলাম, সেই সাপ (জ্বিন) গুলো নবীজীর কাছাকাছি সরে আসছিল। নবীজী ওদের সাথে রাত ভ'র কথাবার্তা বলতে থাকলেন। অবশেষে ফজরের ওয়াক্তে উযূ করলেন। যখন নামাযের জন্য দাঁড়ালেন, সেই জ্বিনদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তি তাঁর কাছে এল। এবং নিবেদন করল ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ), আমরা চাই, আপনি আপনার নামাযে আমাদের ইমামত করুন। সুতরাং আমরা তাঁর পিছনে কাতার দিলাম। তিনি নামায পড়ালেন। তারপর নামায শেষ করতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! ওরা কারা? তিনি বলেন ওরা ছিল নাসীবাইনের জ্বিন। ওদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। তা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। এবং আমার কাছে সফরের পাথেয় চেয়েছিল। তো আমি ওদের সফরের পাথেয়ও দিয়েছি। আমি(ইবনে মাসউদ (রাঃ)) আরয করলাম-আপনি ওদের কী পাথেয় দিয়েছেন? তিনি বললেন-গোবর ও নাদি। ওরা যেখানেই গোবর পাবে, তাতে খেজুরের স্বাদ পাবে এবং যেখানেই কোন ও হাড় পাবে, তাতে ওরা খাবার পাবে। সেই সময় থেকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোবরও হাড় দিয়ে ইস্‌তিন্‌জা করতে নিষেধ করেছেন।[২৩]

মুআয্‌যিনের স্বপক্ষে জ্বিন সাক্ষ্য দেবে কিয়ামতে

হযরত ইবনে আবী স্বঅ্স্বআহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমাকে দেখেছি যে তুমি ছাগপাল চরাতে ও জনহীন প্রান্তরে থাকতে পছন্দ কর। তুমি যখন নিজের ছাগপালের মধ্যে থাকবে বিংবা কোনও জনশূন্য প্রান্তরে থাকবে, তখন যদি নামাযের আযান দাও, তবে উঁচুগলায় আযান দেবে। কেননা যতদূর পর্যন্ত জ্বিন, ইনসান ও অন্যান্য বস্তু

আযানের আওয়াজ শুনবে, কিয়ামতের দিন সকলে তার সাক্ষ্য দেবে। আমি (হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)) একথা জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে শুনেছি।(২৪)

নামাযীর সামনে দিয়ে জ্বিন গেলে কী হবে

নামাযীর সামনে দিয়ে কোনও জ্বিন গেলে নামায ভাঙবে কি না, এ বিষয়ে ইমাম আহ্‌মাদ বিন হামবাল (রহঃ)-এর কয়েকটি বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্‌বাল (রহঃ) কর্তৃক উল্লেখিত এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ এক্ষেত্রে নামায ভেঙে যাবে। কেননা জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিধান দিয়েছেন যে, নামাযীর সামনে থেকে কালো কুকুর গেলে নামায ভেঙে যাবে এবং এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, কালো কুকুর হল শয়তান।

ইমাম আহ্‌মাদের সূত্রে উল্লেখিত অন্য এক বর্ণনায় একথাও বলা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে নামায ভাঙবে না। আর নবীজীর এই যে উক্তি– গত রাতে এক শক্তিমান জ্বিন (ইফরীত্ব) আমার নামায ভাঙার চেষ্টা করেছে।(২৫)–এতে এই সম্ভাবনা আছে যে, ওই জ্বিন সামনে দিয়ে গেলে নামায ভেঙে যেত এবং তা এভাবে হত যে, তাকে আটকানোর জন্য নবীজীকে এমন কাজ করতে হত যার দরুন নামায ভাঙত।

* **প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,** হানাফী ফিকাহ্ অনুসারে, নামাযীর সামনে থেকে জ্বিন বা শয়তান গেলে মানুষের নামায ভাঙে না এবং জ্বিন নামাযীর সামনে থেকে জ্বিন গেলেও তার নামায নষ্ট হয় না। এই নামায নষ্ট হওয়া বা না-হওয়ার প্রশ্ন তখনই বিবেচ্য হবে, যখন নামাযী জানতে পারবে যে তার সামনে দিয়ে জ্বিন গিয়েছে। আর নামাযী যদি তার সামনে দিয়ে জ্বিন যাবার কথা বুঝতে না পারে, তবে ধরতে হবে যে কোনও জ্বিন যায়নি। তবে নামাযীর সামনে দিয়ে কোনও জ্বিন কিংবা মানুষ গেলে নামাযের কোনও ক্ষতি হয় না, যে যায় তার অবশ্যই গুনাহ্ হয়।

হাদীস বর্ণনাকারী জ্বিন

বর্ণনায় হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) মক্কার উদ্দেশে সফর করছিল একদল যাত্রী। একসময় তারা রাস্তা ভুলে গেল। (এবং খাদ্যপানীয় ফুরিয়ে যাবার কারণে) তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেছে অথবা তারা মৃত্যুর কাছাকাছি এসে গেছে। তাই তারা কাফন পরে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শুয়ে পড়ল। এমন সময় এক জ্বিন গাছের ভেতর থেকে তাদের সামনে বেরিয়ে এল এবং বলল– আমি এই সম্মানিত জ্বিনদের মধ্যে অবশিষ্ট থেকে যাওয়া ব্যক্তি, যাঁরা জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর থেকে কোরআন পাঠ শুনেছিলেন। আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি।ঃ

اَلْمُؤْمِنُ اَخُوالْمُؤْمِنِ (وَعَيْنَهُ) وَدَلِيْلُهُ لَا يَخْذُلُهُ

(এক) মু'মিন (অপর) মু'মিনের ভাই ও তার দেখভালকারী, একে অপরকে অসহায় অবস্থায় না ছাড়া হল ওই সম্পর্কের দাবী।

এরপর সেই জ্বিন মরণাপন্ন যাত্রীদলকে পানি দিল এবং পথের সন্ধান জানিয়ে দিল।(২৬)

আরও এক জ্বিনের ঘটনা

মাওলানা আব্দুর রহমান বিন বিশরের বর্ণনাঃ তখন হযরত উস্‌মান (রাঃ)-এর খিলাফতকাল। একদল যাত্রী হজ্জের উদ্দেশে যাচ্ছিল। রাস্তায় তাদের পিপাসা লাগল। তারা একটু পানির জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন বলল, তোমরা যদি এ জায়গাটি ছেড়ে এগিয়ে যাও, তো ভাল হয়। আমার ভয় হচ্ছে যে এই পানি খেলে আমাদের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া সামনেও পানি রয়েছে। সুতরাং তারা ফের চলতে শুরু করল। অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিন্তু পানির কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, হায় যদি সেই কটু পানির দিকেই ফিরে যাওয়া যেত, এরপর তারা রাতভর সফর চালু রাখল। অবশেষে তারা এক বাবলা গাছের কাছে গিয়ে থামল। তখন তাদের কাছে এক কালো মোটাতাজা জওয়ান দেখা দিল। সে বলল, হে যাত্রীদল, আমি শুনেছি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِفَلْيُحِبَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ وَيَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهٖ

যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে তার উচিত মুসলমানদের জন্য তাই পছন্দ করা যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং মুসলমানদের জন্য তাই অপছন্দ করা যা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে।

অতএব, তোমরা এখান থেকে রয়াওনা হয়ে যাও। যেতে যেতে তোমরা এক টিলার কাছে পৌঁছবে, তোমরা তার ডানদিকে বাঁক নেবে। ওখানে তোমরা পানি পেয়ে যাবে।

অন্য একজন বলল, শয়তান এ ধরনের কথা বলে না, যে ধরনের কথা ও বলেছে। নিশ্চয়ই ও কোনও মু'মিন জ্বিন। সুতরাং সেই আগন্তুকের কথা মতো ওরা এগিয়ে গেল। এবং সেখানে পানিও পেল।(২৭)

আরও এক হাদীস বর্ণনাকারী জ্বিন

আপন পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইবনে হিব্বানঃ কোনও এক এলাকায় সফর করছিল, তাইম গোত্রের একদল যাত্রী। পথে তাদের প্রচণ্ড পিপাসা লাগে।

তখন তারা (অদৃশ্য থেকে) শুনতে পায় এক ঘোষকের কণ্ঠ—

আমি শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُوا الْمُسْلِمِ وَعَيْنُ الْمُسْلِمِ

মুসলমান মুসলমানের ভাই ও তার তত্ত্বাবধায়ক। অতএব, অমুক স্থানে একটি কুয়ো আছে। তোমরা সেখানে চলে যাও এবং সেখান থেকে পানি পান করো।(২৮)

রাস্তায় মৃত জ্বিন

একবার হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে আপন সহযাত্রীদের সাথে সফর করছিলেন। যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় পড়ে থাকা এক মৃত জ্বিনের কাছে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি বাহন থেকে নেমে পড়ে হুকুম দিলেন, একে রাস্তা থেকে সরিয়ে দাও। তারপর তার জন্য একটি গর্ত খনন করালেন এবং তাতে তাকে চাপা দিলেন। তারপর গন্তব্যে রওয়ানা হলেন। হঠাৎ এক জোরালো গলার আওয়াজ শুনলেন, যদিও তিনি কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। সে বলছিলঃ

হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর তরফ থেকে আপনার কল্যাণ হোক। আমি এবং আমার ওই সাথী— যাকে আপনি এইমাত্র দাফন করলেন— সেই (জ্বিন) দলের অন্তর্গত, যাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন—

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

(হে নবী) আমি তোমার প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম যারা কোরআ পাঠ শুনছিল।(২৯)

যখন আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার ওই সাথীকে বলেছিলেন—

أَمَا إِنَّكَ سَتَمُوتُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ يُدْفِنُكَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ

তুমি বিদেশে মারা যাবে। সেখানে তোমাকে দাফন করবে (সেই সময়ের) পৃথিবীর সেরা ব্যক্তি।(৩০)

আরও একটি বিবরণ

হযরত আব্বাস বিন আবূ রশিদ তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একবার হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) আমাদের মেহ্মান হন। তিনি ফিরে

যাবার সময় আমার গোলাম আমাকে বলল, 'আপনিও ওর সঙ্গে সওয়ার হয়ে যান এবং ওঁকে 'আল বিদা' জানিয়ে আসুন। সুতরাং আমিও সওয়ার হয়ে গেলাম। আমরা এক উপত্যকার কাছ থেকে যাবার সময় দেখতে পেলাম, ওখানে রাস্তার উপর ছুঁড়ে দেওয়া একটি মরা সাপ পড়ে আছে। তা দেখে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয নেমে পড়লেন এবং তাকে একদিকে সরিয়ে (মাটি) চাপা দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বাহনে উঠলেন। আমরা ফের চলতে শুরু করলাম। এমন সময় অদৃশ্য থেকে কাউকে বলতে শুনলাম, 'হে খরক্কা, হে খরক্কা!' আমরা ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে দেখলাম। কিছুই চোখে পড়ল না। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) তার উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি যদি প্রকাশ্যদের অন্তর্গত হয়ে থাকো, তবে আমাদের সামনে প্রকাশ হও; এবং অপ্রকাশ্যদের অন্তর্গত হয়ে থাকলে আমাদের 'খরক্কা'র বিষয়ে জানাও।' সে বলল, 'ওই যে সাপটিকে আপনি ওখানে দাফন করলেন, ওর সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ওকে বলেছিলেন—

يَا خَرْقَاءُ تَمُوتِينَ بِفُلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَيُدْفِنُكَ خَيْرُ مُؤْمِنٍ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ

হে খরক্কা, তুমি মারা যাবে জনশূন্য প্রান্তরে এবং তোমাকে দাফন করবে সেই যুগের পৃথিবীর সেরা ব্যক্তি।'

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বয়ং একথা নবীজীকে বলতে শুনেছ কি? সে বলল, জী, হ্যাঁ। তখন হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তারপর আমরা ফিরে যাই।(৩১)

নবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী শয়তান নিহত হয়

হযরত আব্বাস বিন আমির বিন রবীআহ্ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা (মহানবীর মাধ্যমে প্রচারিত) ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মক্কায় ছিলাম। সেই সময় মক্কার এক পাহাড়ে এক অদৃশ্য ঘোষক মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এবং (কাফির সম্প্রদায়কে) ক্ষেপিয়ে তোলে। নবীজী বলেন—'ও হচ্ছে শয়তান। এবং যে শয়তানই কোনও নবীর বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছে, তাকেই আল্লাহ কতল করে দিয়েছেন। ফের কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন—আল্লাহ তা'আলা ওকে এক শক্তিশালী জ্বিনের হাতে কতল করিয়েছেন। যার নাম সাম্জাহ্। আমি ওর নাম রেখেছি আব্দুল্লাহ। সন্ধ্যা হতে আমরা সেই আগের জায়গায় এক অদৃশ্য কণ্ঠ থেকে শুনতে পেলাম এই কবিতাঃ

نَحْنُ قَتَلْنَا مُسْعِرًا لَمَّا طَغٰى وَاسْتَكْبَرَا - وَصَغَّرَ الْحَقَّ وَسَنَّ الْمُنْكَرَا بِشَتْمِهِ نَبِيَّنَا الْمُظَفَّرَا

'মুস্ইর'কে আমরা খুন করেছি
চরম সীমা পেরিয়ে যেতে
চেয়েছে সে পাপের প্রসার
এবং সত্য মিটিয়ে দিতে
মোদের সফল নবীর নামে
যা তা কথা রটিয়ে দিয়ে।[৩২]

সূরা ইয়াসীনের ফায়দা

আবদুল্লাহ (পূর্বনাম সাম্জাহ্, এক জ্বিন সাহাবী) বলেছেন–আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ

مَامِنْ مَرِيْضٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ سُوْرَةُ يٰسٓ اِلَّا مَاتَ رَيَّانًا وَاُدْخِلَ قَبْرَهُ رَيَّانًا وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَيَّانًا

যে রুগির কাছে সূরা ইয়াসীন পড়া হয়, মৃত্যুকালে সে পিপাসামুক্ত থাকবে, আপন কবরেও পিপাসামুক্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিনেও সে পিপাসামুক্ত থাকবে।[৩৩]

চাশ্ত নামাযের দরখাস্ত

আবদুল্লাহ সাম্জাহ্ (জ্বিন সাহাবী) বলেছেনঃ আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ

مَامِنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّيْ صَلٰوةَ الضُّحٰى ثُمَّ تَرَكَهَا اِلَّا عَرَجَتْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى عَزَّوَجَلَّ فَقَالَتْ يَارَبِّ اِنَّ فُلَانًا حَفِظَنِيْ فَاحْفَظْهُ وَاِنَّ فُلَانًا ضَيَّعَنِيْ فَضَيِّعْهُ

যে ব্যক্তি চাশ্তের নামায পড়তে থাকে তারপর ছেড়ে দেয়, তো সেই নামায আল্লাহর কাছে গিয়ে বলে– হে প্রভু! অমুক ব্যক্তি আমাকে হিফাযত করেছে, আপনিও ওকে হিফাযত করুন এবং (পরে) ওই ব্যক্তি আমার ক্ষতি করেছে, আপনিও ওর ক্ষতি করুন।[৩৪]

সূরা আন্ নাজমে নবীজীর সাথে সাজ্দা করেছে জ্বিন

বর্ণনা করেছেন হযরত উসমান বিন সালিহ্ঃ আমাকে উমার নামে এক জ্বিন সাহাবী বলেছেন– আমি নবীজীর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সূরা আন্-নাজ্ম তিলাওয়াত করেন এবং (ওই সূরার শেষে সাজ্দা থাকায়) তিনি সাজ্দা করেন। আমিও তাঁর সাথে সাজ্দা করি।[৩৫]

সূরা হাজ্জে নবীজীর সাথে দুই সাজ্দা করেছে জ্বিন

বর্ণনায় হযরত উসমান বিন সালিহ্ঃ উমর বিন ত্বলাক্ব নামের জ্বিন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি– আপনি কি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দর্শনলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন? তিনি বলেন–হ্যাঁ, আমি তাঁর থেকে বাইয়াতও পেয়েছি। ইসলামও কবুল করেছি। এবং তাঁর পিছনে ফজরের নামাযও পড়েছি। তিনি (এই নামাযে) সূরা হাজ্জ তিলাওয়াত করেছেন এবং তাতে দু'টি (তেলাওয়াতের) সাজ্দা দিয়েছেন।[৩৬]

এক জ্বিন সাহাবীর মৃত্যু হয়েছে ২১৯ হিজরীতে

হাফিয ইবনে হাজার আস্কালানী (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত উসমান বিন সালিহ্, (জ্বিন সাহাবী) ২১৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। কোনও জ্বিন যদি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করে, তবে তার সত্যায়ন করা হবে। সুতরাং যে সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের একশ' বছর পর পৃথিবীর বুকে কোনও ব্যক্তি (সাহাবী) জীবিত থাকবে না– একথা কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, জ্বিনদের সম্পর্কে নয়।[৩৭]

সাপরূপী জ্বিন নিহত হলে কিসাস নেই

প্রথম ঘটনাঃ নূরুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ (মৃত ৮১ হিজরী) এর সম্পর্কে কথিত আছে যে, একবার তাঁর সামনে এক বিশালকায় অজগর বের হয়েছিল। তা দেখে তিনি ভয় পান এবং সেটাকে মেরে ফেলেন। অমনই তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং তিনি পরিবার-পরিজনদের থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁকে রাখা হয় জ্বিনদের সাথে। অবশেষে তাঁকে পেশ করা হয় জ্বিনদের কাযীর কাছে। এবং নিহতের ওয়ারিস তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করতে তিনি তা অস্বীকার করেন।(অর্থাৎ, তিনি কোনও জ্বিনকে হত্যা করেননি)। তখন কাযী সেই ওয়ারিস জ্বিনকে জিজ্ঞাসা করেন, নিহত কোন্ আকৃতিতে ছিল? বলা হয়, সে ছিল অজগরের আকারে। কাযী তাঁর পাশে বসে থাকা ব্যক্তির দিকে মনোযোগী হলেন। তিনি বললেন-আমি জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– مَنْ تَزَيَّالَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

তোমাদের সামনে যে তার আকৃতি পাল্টে আসবে, তাকে তোমরা হত্যা করবে।[৩৮]

সুতরাং জ্বিন কাযী তাঁকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। এবং তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।[৩৯]

প্রসঙ্গত, অন্য এক বর্ণনায় হাদীসের ভাষা আছে এইঃ

مَنْ تَزَيَّا بِغَيْرِ زِيِّهٖ فَقُتِلَ فَدَمُهٗ هَدْرٌ

যে তার আকৃতি পাল্টে অন্য কোনও আকৃতি ধারণ করে, তাকে কতল করা হলে, তার খুন মাফ।[৪০]

দ্বিতীয় ঘটনাঃ একবার এক ব্যক্তি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিল তার এক সাথীকে নিয়ে। রাস্তায় লোকটি তার সাথীকে কোনও এক কাজে পাঠায়। সে ফিরতে দেরি করে। সারা রাত কেটে যায়। অবশেষে যখন সে আসে, তখন তার পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য ছিল না। লোকটি তার সেই সাথীর সাথে কথা বলল। কিন্তু সে উত্তর দিল যথেষ্ট দেরি করার পর। লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার এমন অবস্থা কেমন করে হল? সে বলল, আমি এক পোড়ো বাড়িতে পেশাব করতে ঢুকেছিলাম। ওখানে একটা সাপ দেখতে পেয়ে সেটাকে আমি মেরে ফেলি। সাপটাকে মেরে ফেলার পর আমাকে কেউ ধরে যমীনে নামিয়ে নিয়ে গেল। তারপর একটি দল আমাকে ঘিরে ধরল। তারা বলতে লাগল, 'এই ব্যক্তি অমুককে হত্যা করেছে। আমরাও একে খুন করব।' কোনও একজন বলল, 'একে শাইখের কাছে নিয়ে চলো।' সুতরাং ওরা আমাকে শাইখের কাছে নিয়ে গেল। শাইখের ছিল খুব সুন্দর আকার-আকৃতি। সাদা, লম্বা দাড়ি। তারা আমাকে দাঁড় করিয়ে দেবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী?' তারা তখন মামলা পেশ করল। শাইখ জিজ্ঞাসা করলেন, ' সে কোন্ আকৃতিকে বের হয়েছিল?' ওরা বলল, 'সাপের আকৃতিতে।' তখন শাইখ বললেন,'আমি জনাব রসূলুল্লাহ, (সাঃ)-এর থেকে শুনেছি, তিনি লাইলাতুল জ্বিনে (বা জ্বিন-রজনীতে) আমাদের বলেছিলেনঃ

مَنْ تَصَوَّرَ مِنْكُمْ فِيْ صُوْرَةِ غَيْرِ صُوْرَتِهٖ فَقُتِلَ فَلَا شَيْءَ عَلٰى قَاتِلِهٖ

তোমাদের মধ্যে যে আপন আকৃতি বদলে অন্য কোনও আকৃতি অবলম্বন করে, তারপর নিহত হয়, তাহলে তার হত্যাকারীর ক্ষেত্রে (মৃত্যুদণ্ড বা প্রতিশোধ গ্রহণের আইন প্রভৃতি) কিছুই প্রযোজ্য হবে না।[৪১]

অতএব, একে ছেড়ে দাও।' তাই ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।[৪২]

জ্বিনের হাদীস বর্ণনার মানদণ্ড

হযরত উসমান বিন সালিহ্ (জ্বিন সাহাবী)-র হাদীসের সম্বন্ধে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেনঃ যে জ্বিন ওই হাদীস বর্ণনা

করেছে, সে সত্যই বলেছে।' ইবনে হাজারের এই উক্তি এ কথার প্রমাণ দেয় যে, জ্বিনের হাদীস বর্ণনায় বিলম্ব করতে হবে। কেননা হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যে ন্যায়নীতি ও নিয়ন্ত্রণ দু'টোই শর্ত। তাই যে ব্যক্তি সাহাবী হবার দাবী করবে তার পক্ষেও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। আর জ্বিনদের ন্যায়-ইনসাফের কথা জানা যায় না। তাছাড়া শয়তানদের সম্পর্কে (বিভিন্ন হাদীসে) সতর্ক করা হয়েছে যে, ওরা (কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে) জনসমাজে এসে (নিজেদের তরফ থেকে মনগড়া) হাদীস বয়ান করবে।[৪৩]

ইবলীস মিথ্যা হাদীস শোনাবে হাটে-বাজারে

হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন আসক্বঅ, (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَطُوْفَ اِبْلِيْسُ فِى الْاَسْوَاقِ

وَيَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত ঘটবে না যতক্ষণ না ইবলীস হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে বলবে 'অমুকের পুত্র অমুক আমাকে বর্ণনা করেছেন এই এই হাদীস।[৪৪]

শয়তান মানুষের রূপ ধরে দ্বীনে ইসলামে অশান্তি ছড়াবে.

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

يُوْشِكُ اَنْ تَظْهَرَ فِيْكُمْ شَيَاطِيْنُ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوٗدَ اَوْثَقَهَا

فِى الْبَحْرِ يُصَلُّوْنَ مَعَكُمْ فِىْ مَسَاجِدِكُمْ وَيَقْرَءُوْنَ مَعَكُمُ الْقُرْاٰنَ

وَيُجَادِلُوْنَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّهُمْ لَشَيَاطِيْنُ فِىْ صُوْرَةِ الْاِنْسَانِ -

হযরত দাউদের পুত্র সুলাইমান (আঃ) শয়তানদেরকে সমুদ্রে নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই জামানা নিকটবর্তী, যাতে শয়তানরা তোমাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে। তোমাদের সাথে তোমাদের মসজিদে নামায পড়বে। তোমাদের সাথে কোরআন পাঠ করবে এবং তোমাদের সাথে দ্বীনে ইসলামের বিষয়ে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করবে। সাবধান! ওরা হবে মানুষরূপী শয়তান।[৪৫]

উপরোক্ত বর্ণনার অতিরিক্ত বিবরণ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ اَوْثَقَ شَيَاطِيْنَ فِى الْبَحْرِ فَاِذَا كَانَتْ سَنَةُ

خَمْسٌ وَّثَلَاثِيْنَ وَمِائَةٍ خَرَجُوْا فِيْ صُوَرِ النَّاسِ وَاَبْشَارِهِمْ فِي الْمَجَالِسِ وَالْمَسَاجِدِ وَنَازَعُوْهُمُ الْقُرْاٰنَ وَالْحَدِيْثَ

হযরত সুলাইমান বিন দাউদ (আঃ) শয়তানদেরকে সমুদ্রে অন্তরীন করে দিয়েছিলেন। ১৩৫ সাল হলে ওই শয়তানরা মানুষের আকার আকৃতিতে মসজিদে ও মজলিসে প্রকাশ পাবে এবং মসজিদ-মাদ্রাসার লোকদের সাথে কোরআন-হাদীস নিয়ে দ্বন্দ্ব বিবাদ করবে।(৪৬)

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

যে শয়তানগুলোকে হযরত দাউদের পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ) সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে বন্দী করে রেখেছিলেন, তারা বের হবে। তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশ ইরাকের দিকে মুখ করবে ও ইরাকবাসীদের সাথে কোরআন নিয়ে অশান্তি ছড়াবে এবং ১০ শতাংশ শয়তান যাবে সিরিয়ার দিকে।(৪৭)

মসজিদে খইফ'-এ গল্প-বলিয়ে জ্বিন

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেনঃ আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন যে, তিনি এক গল্পকারীকে মাসজিদে খইফে গল্প বলতে দেখেছেন। তিনি বলেছেন-আমি ওই গল্পকারীকে ডেকে পাঠাতে দেখলাম যে সে এক শয়তান।(৪৮)

মিনার মসজিদে মনগড়া হাদীস বয়ানকারী শয়তান

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেছেনঃ আমাকে ওই ব্যক্তি বলেছেন, যিনি স্বয়ং দেখেছেন যে শয়তান মিনার মসজিদে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে (মনগড়া) হাদীস শোনাচ্ছিল এবং লোকেরা তার থেকে হাদীস শুনে লিখে নিচ্ছিল।(৪৯)

মাসজিদুল হারামে মনগড়া হাদীস শোনানেঅলার ঘটনা

হযরত ঈসা বিন আবূ ফাতিমাহ্ ফিয্‌যারী (রহঃ)-এর বর্ণনাঃ আমি মসজিদুল হারামে এক মুহাদ্দিসের কাছে বসে হাদীস লিখছিলাম। সেই মুহাদ্দিস যখন বললেন– আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শাইবানী...। –তখন (ওখানে উপস্থিত) থাকা এক ব্যক্তি বলল, আমাকেও শাইবানী হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস বললেন, ইমাম শাঅ্‌বী হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই ব্যক্তি বলল, আমাকেও ইমাম শাঅ্‌বী হাদীস বয়ান করেছেন। মুহাদ্দিস বললেন, হারিস রিওয়াইয়াত করেছেন। সেই ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি হারিসের সাথে সাক্ষাৎও করেছি এবং তাঁর থেকে হাদীসও শুনেছি। মুহাদ্দিস বললেন, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা আছে। সেই ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম, আমি হযরত আলীর

সাথেও মুলাকাত করেছি এবং তাঁর সঙ্গে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শরীকও থেকেছি।'

আমি (ঈসা বিন আবু ফাতিমাহ্) ওর মুখে এইরকম কথা শুনে 'আয়াতুল কুর্‌সী' পড়া শুরু করি এবং 'অলা ইয়াউদুহূ হিফ্‌যুহুমা-' পর্যন্ত পৌছে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি কেউ নেই।(৫০)

হাদীস বর্ণনার একটি মূলনীতি

ইমাম শাঅবাহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ যদি তোমাদের কাছে এমন কোনও মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করে। যার চেহারা তোমাদের নজরে না পড়ে, তবে তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস তোমরা গ্রহণ করবে না। হতে পারে সে শয়তান এবং মুহাদ্দিসের রূপ ধরে এসে বলছে– হাদ্দাসানা অ আখ্‌বারানা...।

প্রমাণসূত্রঃ

(১) সূরা জ্বিন, আয়াত১১।

(২) আব্‌দ বিন হামীদ।

(৩) আন্ নাসিখ অল্-মান্‌সূখ, ইমাম আহ্‌মাদ। কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।

(৪) আল্ ইবানাহ্, আবূ নাসর সান্‌জারী।

(৫) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, আল্ হাওয়াতিফ, (১০৭),পৃষ্ঠা ৯২।

(৬) মুসনাদে বায্‌যার। তার্‌গীব অ তার্‌হীব, ১ ঃ ৪৩১। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ২ ঃ ২৬৬। আল্ হাবী লিল্ ফাতাওয়া, ২ ঃ ৩০।

(৭) ফাতাওয়া ইবনে সলাহ্।

(৮) তাফসীর হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)। মা আরিফুল কোরআন, ৮ ঃ ৫৭৭–সূত্র তাফসীর মাযহারী।

(৯) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, আল্ হাওয়াতিফ (১৫৭), পৃষ্ঠা ১১৪।

(১০) তারীখে মাক্কাহ্, আয্‌রক্কী, ২ ঃ ১৭।

(১১) তারীখে মাক্কাহ।

(১২) দালায়িলুন্ নুবুউঅত, আবূ নুআইম আস্‌বাহানী।

(১৩) আল্-মাজালিস, ইমাম দীনূরী।

(১৪) নিহায়াহ্, ইবনে আসীর। মাজমাউল বাহারুল আন্‌ওয়ার, ৪ ঃ ২৫৩।

(১৫) মালিক, খত্বীব বাগ্‌দাদী। তারীখে জুরজান সাহ্‌সী হাদীস নং ৫২৬।

(১৬) তারজুমাতুল কাযী আল্ খলঈ।

(১৭) মুস্‌নাদে আহমাদ, ১ ঃ ২৭৮,২৯৯। দালায়িলুন নুবুউঅত, ইমাম বাইহাকী, ৭ ঃ ১১২।

(১৮) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া।

(১৯) বাইহাকী, দালায়িলুন্ নুবুউঅত, ৭ ঃ ৮৬। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৪ ঃ ৬৪, ৬৫; ৫ ঃ ৩৭৬, ৩৭৮। দূররে মান্‌সুর, ৬ ঃ ৪০৫।

(২০) ইবনে জারীর।

(২১) কিতাবুল ফুনূন, ইবনে আক্বীল।

(২২) ফাওয়াইদ ইবনে সীরনী হারানী হাম্‌বলী। এই অনুসরণ (ইক্‌তিদা) তখনই শুদ্ধ

হবে, যখন জ্বিনকে দেখা যাবে, কেবল আওয়াজ শুনে ইক্তিদা করা শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ ইমামতকারী জ্বিনকে দেখা গেলে তবে তার পিছনে ইক্তিদা করা শুদ্ধ হবে, নতুবা নয়। আল্লাহই ভাল জানেন। –অনুবাদক।

(২৩) নাওয়াদির, ইবনে সীরনী, সূত্র তবারানী ও আবূ নুআইম। তবারানী ও আবূ নুআইম। ত্বাবারানী, ১০ ঃ ৭৯। মাজমাউয্ যাওয়াঈদ, ৮ ঃ ৩১৩। মুস্নাদে আহমাদ, ১ ঃ ৪৫৮। বাইহাকী, ১ঃ ৯।

(২৪) বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব ৫; বাদউল খলক্ব, বাব ১২; আত্ তাওহীদ, বাব ৫২। নাসায়ী, আযান, বাব ১৪। ইবনে মাজা, বাব ৫। মুআত্তা মালিক, আন-নিদা লিস্সলাত, হাদীস ৫। মুস্নাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৬, ৩৫, ৪৩। মিশ্কাত, ৬৫৬। তাল্খীসুল জ্বিয়ার, ১ ঃ ১০৮। আযকারে নাওবী, হাদীস ৩৫। আতহাফুস সাদাহ্ ৩ঃ ৫।

(২৫) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সলাহ্, বাব ৭৫; আল্ আমবিয়া, বাব ৪০; তাফ্সীরে সূরা ৩৮। মুসলিম, মাসজিদ, হাদীস ৩৯। মুস্নাদে আহ্মাদ,২ঃ২৯৮।

(২৬) দালায়িলুন্ নুবুউঅত, আবূ নুআইম, ১২৮।

(২৭) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, আল্ হাওয়াতিফ (১০৪), পৃষ্ঠা ৯০।

(২৮) মাকারিমুল আখ্লাক্ব খরায়িতী।

(২৯) সূরা আল আহক্বাফ, আয়াত ২৯।

(৩০) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, আল্ হাওয়াতিফ, পৃষ্ঠা ৩৮, হাদীস নং ২৪।

(৩১) দালায়িলুন্ নুবুউঅত, বাইহাকী,৬ঃ৪৯৪, ৪৯৫। ইবনে কাসীর, ৬ঃ ২৪৮।

(৩২) কিতাবু মাক্কাহ্ ফাকিহী।

(৩৩) রুবাইয়্যাত, আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আশ্ শাফিঈ।

(৩৪) আবূ বকর আশ্ শাফিঈ, ফী রুবাইয়াহ্। কান্যুল উম্মাল, হাদীস নং ২১৫২৬। মুসনাদ আল-ফিরদাউস, দাইলামী, ৪ ঃ ২১, হাদীস নং ৬০৬০। যাহ্রুল ফিরদাউস, ৪ ঃ ১১। তাজরুবাতুস্ সাহাবা, ১ ঃ ২৩৮, হাদীস ২৪৯৯।

(৩৫) তবারানী কাবীর।

(৩৬) কামিল, ইবনে আদী।

(৩৭) আল্ আসাবাহ্, ইবনে হাজার আস্কালানী (রহঃ)।

(৩৮) আন্বাউল গমার, ইবনে হাজার। ফাতহুল বারী, ২১।

(৩৯) আনবাউল গমার, ইবনে হাজার।

(৪০) আস্রারুল মারফুআহ্, ৩৩৮। তায্কিরাতুল মাউযূআত-১৫৮।

(৪১) তাগ্লীকুত্ তাঅলীক, ইবনে হাজার আসকালানী। ফাত্হুল বারী। তাহ্যীবে তারীখে দামিশ্ক, ইবনে আসাকির, ৪ ঃ ১৫৫।

(৪২) তারীখে ইবনে আসাকির।

(৪৩) আনবাউল গমার।

(৪৪) ইবনে আদী, কামিল, ১ঃ৫৯,৯৭। বাইহাকী দালায়িলুন্ নুবুউঅত ৬ঃ১৫৫।

(৪৫) তবারানী। জামিই কাবীর, সুয়ূতী ১ ঃ ১০১৯। কান্যুল উম্মাল, ১০ ঃ ২৯১২৬। দালায়িলুন্ নুবুউঅত, বাইহাকী, ৬ ঃ ৫৫০।

(৪৬) সিরাযী, ফিল-আলকাব। জামিই কাবীর, সুয়ূতী, ১ঃ ১০১৯। কান্যুল উম্মাল, ১০ঃ ২৯১২৭।

(৪৭) কান্যুল উম্মাল, হাদীস নং ২৯১২৮, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২১৩ (সূত্রঃ আকীলী, ইবনে আদী, আল ইবানাহ, আবু নাসর, সানজারী, ইবনে আসাকির, ইবনে জাওযী ফীল মাউযূআত)। আকীলী ফীয্ যুআফা, ২ ঃ ২১৩। ইবনে আদী, ৪ ঃ ১৪০৩। তান্যিয়াতুশ্ শারইয়াহ, ১ ঃ ৩১৩। ফাওয়াইদে মাজমুআহ্, ৫০৪।

(৪৮) তারীখে কাবীর। বুখারী। দালায়িলুন্ নুবুউঅত, বাইহাকী, ৬ ঃ ৫৫১।

(৪৯) ইবনে আদী।

(৫০) ইবনে আদী। দালায়িলুন্ নুবুউঅত, বাইহাকী, ৬ ঃ ৫৫১।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনদের সাওয়াব ও আযাব

কাফির জ্বিনরা জাহান্নামে যাবে

ইসলামের আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে কাফির জ্বিনদেরকে পরকালে শাস্তি দেওয়া হবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ জাহান্নাম-ই তোমাদের বাসস্থান।(১)

আল্লাহ আরও বলেছেনঃ وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

(জ্বিনদের মধ্যে) যারা অত্যাচারী, তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।(২)

মু'মিন জ্বিনদের বিধান

মু'মিন জ্বিনদের সম্বন্ধে কয়েকটি মত বা মাযহাব আছে।

প্রথম মাযহাব ঃ ওদের কোনও সাওয়াব মিলবে না। কেবল জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতিই হবে ওদের পুরস্কার। তারপর ওদের নির্দেশ দেওয়া হবে, তোমরাও পশুদের মতো মাটি হয়ে যাও।–এই মত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-র।(৩)

হযরত লাইস বিন আবূ সালীম (রহঃ) বলেছেন ঃ জ্বিনদের প্রতিদান হল জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান। তারপর ওদের বলা হবে, তোমরা মাটিতে পরিণত হও।(৪)

হযরত আবুয্ যুনাদ (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা মু'মিন জ্বিন ও ব্যক্তী সমস্ত সৃষ্টিকে হুকুম দেবেন যে, তোমরা মাটি হয়ে যাও। সুতরাং সবাই মাটি হয়ে যাবে। সেই সময় কাফিরও বলবে।(৫) يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا

হায়! আমিও যদি মাটি হতাম।(৬)

দ্বিতীয় মাযহাব ঃ জ্বিনরা আল্লাহর আনুগত্যের পুরস্কার পাবে এবং অবাধ্যতার শাস্তিও ভোগ করবে। এই মত ইবনে আবী লাইলাহ্, ইমাম মালিক, ইমাম আওযাঈ, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও তাঁদের ছাত্রদের। এবং (অন্য এক বর্ণনায়) হযরত ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর দুই প্রখ্যাত ছাত্র (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) থেকে এই মতই উদ্ধৃত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাযম বলছেন– মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে যাবে।(৭)

ইবনে আবী লাইলাহ্

ইমাম ইবনে আবী লাইলাহ্ বলেছেনঃ জ্বিনরা পরকালে পুরস্কারও পাবে।– এর সমর্থন পাওয়া যায় কোরআনের এই আয়াতে (৮)ঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا

এবং প্রত্যেক (জ্বিন ও ইনসান)-এর জন্য তাদের কাজ অনুসারে (জান্নাতে ও জাহান্নামে) স্থান রয়েছে।(৯)

হযরত খুযাইমাহ্ বলেছেনঃ (১০) হযরত ইবনে অহাবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-যা আমিও শুনেছিলাম–জ্বিনদের শ্রমফল প্রদান ও শাস্তিদান হবে কি না? উত্তরে ইবনে অহাব বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْا خَاسِرِيْنَ ـ

এবং (কুফরের উপর অটল থাকার কারণে) ওদের উপরেও ওদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও ইনসানের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।(১১)

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا

এবং প্রত্যেক (জ্বিন ও মানুষ)-এর জন্য তাদের কর্ম অনুযায়ী (জান্নাতে ও জাহান্নামে) জায়গা আছে।(১২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সৃষ্টিকুল চার প্রকার–এক প্রকার সৃষ্টি জান্নাতে যাবে ও এক প্রকার সৃষ্টি জাহান্নামে যাবে এবং দু'প্রকার সৃষ্টি জান্নাতে ও জাহান্নামে যাবে। সুতরাং যে সৃষ্টি পুরোপুরি জান্নাতে যাবে, তারা হল ফিরিশ্তামণ্ডলী ও যারা সকলেই জাহান্নামে যাবে, তারা হল শয়তানের দল এবং যে দু'প্রকার সৃষ্টি জান্নাতে ও জাহান্নামে যাবে তারা হল জ্বিনজাতি ও মানব

সম্প্রদায়। জ্বিন ও ইনসানের মধ্যে মুসলমানরা পুরস্কার পাবে আর কাফিররা পাবে শাস্তি।(১৩)

মুগীস বিন সাম্মী (রহঃ)

হযরত মুগীস বিন সাম্মী বলেছেনঃ আল্লাহ্র সমস্ত সৃষ্টি জাহান্নামের ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে থাকে কিন্তু দুই প্রকার সৃষ্টি (জ্বিন ও ইনসান)-এর জন্য রয়েছে পুরস্কার অথবা শাস্তি।(১৪)

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)

হযরত হাসান বস্‌রী বলেছেনঃ জ্বিনরা ইবলীসের বংশধর এবং মানুষ হযরত আদমের বংশধর। এদের মধ্যেও ঈমানদার আছে, ওদের মধ্যেও ঈমানদার আছে। এরা পুরস্কার তথা শাস্তির ক্ষেত্রেও অংশীদার। সুতরাং এই উভয় প্রকার সৃষ্টির মধ্যে মু'মিনরা হবে আল্লাহর বন্ধু এবং উভয় প্রকার সৃষ্টির মধ্যে কাফিররা হবে শয়তান।(১৫)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরা আল-আন্‌আম, আয়াত ১২৮।

(২) সূরা জ্বিন, আয়াত ১৫।

(৩) ইবনে হাযম, আল্- মিলাল অন্ নিহাল।

(৪) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৫) সূরা আন্-নাবা, আয়াত ৪০।

(৬) আবদ্ বিন হামীদ। ইব্নুল মুন্যির। কিতাবুল 'আজ্বাইব অল্-গরাইব, ইমাম ইবনে শাহীন।

(৭) আল্-মিলাল অন্-নিহাল।

(৮) সূরা আল-আন্আম, আয়াত ১৩২।

(৯) ইবনে আবী হাতিম।

(১০) কিতাবুল উয্মাহ, আবূ আশ্-শাইখ।

(১১) সূরা হামীম সাজ্দাহ্, আয়াত ২৫।

(১২) সূরা আন্আম, আয়াত ১৩২। সূরা আল্-আহক্বাফ, আয়াত ১৯।

(১৩) কিতাবুল উয্মাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।

(১৪) কিতাবুল উয্মাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।

(১৫) ইবনে আবী হাতিম। আবূ আশ্-শাইখ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনরা জান্নাতে যাবে কি

হযরত যাহ্হাক বলেছেন ঃ জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং পানাহারও করবে।[১]

হযরত আরতাত বিন মুন্যির বলেছেন ঃ আমরা হযরত হাম্যাহ্ বিন হাবীবের মজলিসে এ প্রসঙ্গটি তুলেছিলাম যে, জ্বিনরা জান্নাতে যাবে কি না? উনি বলেনঃ জ্বিনরা জান্নাতে যাবে। এর সমর্থন আছে কোরআন পাকের এই আয়াতে([২])–

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

ইতোপূর্বে ও (স্বর্গসুন্দরী)-দের না স্পর্শ করেছে কোনও মানুষ আর না কোনও জ্বিন।

জ্বিনদের জন্য থাকবে জ্বিন রমণী আর মানুষদের জন্য মানবী।[৩]

জান্নাতে মানুষরা জ্বিনদের দেখবে, জ্বিনরা মানুষদের নয়

আল্লামা মুহাসিবী (রহঃ) বলেছেন ঃ যে সকল জ্বিন জান্নাতে যাবে, তাদেরকে মানুষরা দেখতে পাবে। কিন্তু জ্বিনরা মানুষদের দেখতে পাবে না, ওখানে থাকবে দুনিয়ার বিপরীত ব্যবস্থা।

জ্বিনরা জান্নাতে আল্লাহ্র দর্শন পাবে কি

শাইখ ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস্ সালাম কিছু যুক্তি প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন ঃ মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু আল্লাহ্র দর্শনের সৌভাগ্য তাদের হবে না। আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য কেবলমাত্র মু'মিন মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট। এবং একথা সুস্পষ্ট যে, সম্মানিত ফিরিশ্তা সম্প্রদায়ও জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে সমর্থ হবে না। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়, জ্বিনরাও আল্লাহকে জান্নাতে দেখবে না।[৪]

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলছিঃ ফিরিশ্তারা আল্লাহকে দেখবে, এর প্রমাণ রয়েছে। ইমাম বাইহাকীও এই মতই ব্যক্ত করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর 'কিতাবুর রুউ্ইয়া'গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদও লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫]

কাযী জালালুদ্দীন বুল্কিনী–নিজের পক্ষ থেকে বিশ্লেষণ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন– সাধারণ যুক্তি-প্রমাণ এ কথাই বলে যে, জ্বিনরা আল্লাহর দর্শন

করবে। –এ কথাটি 'শারহি আল্ জাওযিহী ফিল জ্বিন্ন' গ্রন্থে ইবনে ইমাদ তাঁর ওস্তাদ শাইখ সিরাজুদ্দীন বুল্কিনীর থেকেও উদ্ধৃত করেছেন।[৬]

কিন্তু হানাফী ইমাম হযরত ইসমাঈল সিফারের 'আস্আলাতুস্ সিফার' গ্রন্থে আছেঃ জ্বিনরা জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে সক্ষম হবে না।[৭]

জ্বিনরা জান্নাতে খাবে কী

হযরত মুজাহিদকে মু'মিন জ্বিনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, ওরা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বলেনঃ ওরা জান্নাতে যাবে কিন্তু খানা-পিনা করবে না। ওদেরকে কেবল আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনার প্রেরণা দেওয়া হবে, যা জান্নাতী মানুষেরা খানা-পিনার সময় উচ্চারণ করবে।[৮]

একটি ভিন্ন মত

জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং জান্নাতের এক নিচু এলাকায় থাকবে, সেখানে মানুষ ওদের দেখতে পাবে কিন্তু ওরা মানুষদের দেখতে সক্ষম হবে না।

হযরত লাইস বিন আবূ সালীম বলেছেন ঃ মুসলমান জ্বিনরা না জান্নাতে যাবে আর না জাহান্নামে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ওদের বাপ (ইবলীস)-কে জান্নাত থেকে (চিরকালের জন্য) বের করে দিয়েছিলেন তাই তাকে দ্বিতীয়বার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং তার বংশধরদেরও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।[৯]

জ্বিনরা থাকবে 'আ'অ্রাফ' নামক স্থানে

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ مُؤْمِنِى الْجِنِّ لَهُمْ ثَوَابٌ وَعَلَيْهِمْ عِقَابٌ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ثَوَابِهِمْ فَقَالَ عَلَى الْاَعْرَافِ وَلَيْسُوْفِى الْجَنَّةِ مَعَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَسَأَلْنَاهُ وَمَا الْاَعْرَافُ ؟ قَالَ حَائِطُ الْجَنَّةِ تَجْرِىْ فِيْهِ الْاَنْهَارُ وَ تَنْبُتُ فِيْهِ الْاَشْجَارُ وَالثِّمَارُ۔

'মু'মিন জ্বিনদের জন্য সওয়াবও আছে, আযাবও আছে।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা কী সওয়াব পাবে? তিনি বললেন, 'ওরা থাকবে আ'অ্রাফে, জান্নাতে উম্মতে মুহাম্মাদের সাথে থাকবে না।' আমরা নিবেদন করলাম, 'আ'অ্রাফ কী?' তিনি বললেন, 'আ'অ্রাফ হ'ল জান্নাতের প্রাচীর, যাতে নদী-নালা বয়ে যাবে, গাছপালা উদ্গত হবে এবং ফলমূল উৎপন্ন হবে।[১০]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) তাফসীর, সুফ্‌ইয়ান সাওরী। তাফসীর, মুন্‌যির বিন সাঈদ। তাফ্‌সীর, ইব্‌নুল মুন্‌যির। আবু আশ্‌-শাইখ।

(২) সূরা আর-রাহমান, আয়াত ৫৬।

(৩) ইব্‌নুল মুন্‌যির। আবূ আশ্‌-শাইখ।

(৪) আল্‌-ক্বাওয়াইদুস্ সুগরা, ইবনে আব্‌দুস্ সালাম।

(৫) কিতাবুর্ রুউইয়া।

(৬) শার্‌হি আলজাওযিহী ফিল্ জ্বিন্ন।

(৭) আস্‌আলাতুস্ সিফার।

(৮) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া।

(৯) আবু আশ্‌-শাইখ, ফিল উয্‌মাহ। আল্‌-বাদূরুস্ সাফ্‌রহ্, হাদীস নং ১২৮৫।

(১০) আবূ আশ্‌-শাইখ। আল্ বাঅস্ অন-নুশূর, বাইহাকী, হাদীস নং ১১৭। তাফসীর, ইবনে কাসীর, ৩ ঃ ৪১৬। বাইহাকী। ইবনে আসাকির।

জ্বিনদের মৃত্যু

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)-এর মত

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের মৃত্যু হবে না। তখন আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন[১]ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ

এদের পূর্বে যে সমস্ত জ্বিন ও ইনসান গত হয়েছে তাদের মতো এদের প্রতিও আল্লাহর শাস্তি অবধারিত।[২]

'আকামুল মারজ্জান'-এর গ্রন্থকার আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন শিবলী (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত হাসান বস্‌রীর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, ইব্‌লীসের যখন মৃত্যু হবে, তখন ওদেরও মৃত্যু হবে। কিন্তু একথার কোনও প্রমাণ নেই যে, সমস্ত জ্বিনকে (কিয়ামত পর্যন্ত) অবকাশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এর আগের বহু (উল্লেখিত) বর্ণনা থেকে জ্বিনদের মৃত্যুর কথা প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মত

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন যে, জ্বিনরাও কি মরে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু ইবলীস মরে না। আর এই যেসব সাপকে তোমরা 'জান্নুন' বলো, ওরা হল ক্ষুদে জ্বিন।[৩]

ইবলীসের বার্ধক্য ও যৌবন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ বেশ কিছুকাল কেটে যাবার পর ইবলীস বুড়ো হয়ে যায়, তারপর ফের ও ত্রিশ বছরের বয়সে ফিরে আসে।[৪]

মানুষের সাথে কতজন শয়তান থাকে এবং তারা কখন মরে

হযরত আসিম আহ্‌ওয়াল (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি হযরত রবীঅ্ বিন আনাস (রহঃ) কে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষের সাথে যে শয়তান থাকে সে কি মরে না? উনি বলেন-মানুষের সাথে একাধিক শয়তান থাকে। মুসলমানকে গুম্‌রাহ্ (পথভ্রষ্ট) করার জন্য তো (বহুসংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট) রবীআহ্ ও মুযার গোত্রের সমসংখ্যক শয়তান তার মুকাবিলায় লেগে থাকে।[৫]

শয়তানের বাপ-মা ছিল কুমার-কুমারী

হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিসের বাচনিকে হযরত কাতাদাহ বর্ণনা করেছেনঃ

জ্বিনরাও মরে কিন্তু শয়তান যুবক থাকে, ও মরে না। হযরত কাতাদাহ বলেছেনঃ শয়তানের বাপ কুমার ছিল, শয়তানের মাও ছিল কুমারী এবং ওদের থেকে শয়তানও জন্মেছে চিরকুমার হয়ে।[৬]

দীর্ঘ আয়ুর এক আজব ঘটনা

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একবার খবর পেয়েছিলেন যে, চীনদেশে এমন একটি বাড়ি আছে, যার পাশ দিয়ে যাবার সময় কোনও লোক রাস্তা ভুলে গেলে ভিতর থেকে আওয়াজ আসত-'রাস্তা অমুক দিকে।' কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া যেত না।-এই খবর শুনে হাজ্জাজ কিছু লোককে চীনে পাঠালেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন- ' তোমরা ইচ্ছে করে রাস্তা হারিয়ে ফেলবে। যখন ওরা তোমাদের বলবে, 'রাস্তা অমুক দিকে' অমনই ওদের উপর হামলা করবে এবং দেখবে, ওরা কারা।' সুতরাং হাজ্জাজের পাঠানো লোকেরা ওরকমই করল। এবং ওদের উপর হামলা চালাল। ওরা তখন বলল, ' তোমরা আমাদের কক্ষণো দেখতে সক্ষম হবে না।' এরা বলল, তোমরা এখানে কত বছর ধরে রয়েছ? ওরা বলল, 'আমরা সন-তারিখের হিসেব রাখি না। তবে হ্যাঁ, এখানে আমাদের থাকা অবস্থায় চীনদেশ আটবার ধ্বংস হয়েছে এবং আটবার আবাদ হয়েছে।[৭]

জ্বিনদের প্রাণ হরণকারী ফিরিশ্‌তা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ মানুষ ও ফিরিশ্‌তাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে আছেন 'মালাকুল মউত' এবং জ্বিনদের (প্রাণহরণকারী) ফিরিশ্‌তা আলাদা, শয়তানদের আলাদা এবং পশু-পাখি, মাছ ও পতঙ্গ–এদের ফিরিশ্‌তা আলাদা।–এরা মোট চারশ্রেণীর ফিরিশ্‌তা।[৮]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরা আল্-আহকাফ, আয়াত ১৮।
(২) ইবনে আবিদ দুন্ইয়া। ইবনে জ্বারীর।
(৩) কিতাবুল উয্মাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।
(৪) গরাইবুস্ সুনান, ইবনে শাহীন।
(৫) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া।
(৬) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া। আবূ আশ্-শাইখ, কিতাবুল উয্মাহ্।
(৭) কিতাবুল আজ্বাইব, আবূ আবদুর রহ্মান বিন মুন্যির মাআরবী আল্-মাঅরূফ। কিতাবুন্ নাওয়াদির আবুশ্-শাইখ।
(৮) তাফসীর জুওয়াইবার।

করীন ঃ মানুষের সঙ্গী শয়তান

শয়তান থাকে সকলের সাথে

বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ) একরাতে জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার কাছ থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন। আমার চিন্তা হল (যে, হয়তো তিনি অন্য কোনও স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন)। তিনি ফিরে এসে আমাকে (জাগ্রত ও চিন্তিত অবস্থায়) দেখে বললেন–তোমাকে তোমার শয়তান (অস্অসা-য়) ফেলেছে। আমি নিবেদন করলাম– 'আমার সাথেও শয়তান আছে?' তিনি বললেন–'হ্যাঁ, শয়তান তো সকল মানুষের সাথে থাকে।' আমি নিবেদন করলাম– ' হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার সঙ্গেও আছে কি?' তিনি বলেন –'হ্যাঁ, কিন্তু আমার পালনকর্তা আমাকে সহায়তা করেছেন, অবশেষে সে মুসলমান হয়ে গেছে।'[১]

নবীজীর সাথে থাকা-শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে

হযরত ইবনে মাস্উদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوْا : وَاِيَّاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَاِيَّاىَ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَا يَاْمُرُنِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ .

'তোমাদের মধ্যে এম কোনও ব্যক্তি নেই যার সাথে জ্বিনদের মধ্য থেকে একজন সাথী ও ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে একজন সাথী নিযুক্ত করা হয় না।' সাহাবীগণ বললেন–' হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথেও আছে কি?' তিনি বললেন-'হ্যাঁ, আমার সাথেও, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং সে মুসলমান হয়ে গেছে। এখন সে সৎকাজ ছাড়া অন্য কিছুর কথা আমাকে বলে না।[২]

হযরত শরীক বিন তারিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهٗ شَيْطَانٌ ـ قَالَ وَلَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَلِىْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ

'তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের সাথে শয়তান আছে।' এক সাহাবী বলেন –হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার সাথেও কি আছে? তিনি বলেন– 'হ্যাঁ, আমার সাথেও আছে, তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং সে মুসলমান হয়ে গেছে।[৩]

নবীজী ও আদমের শয়তানের মধ্যে পার্থক্য

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

فُضِّلْتُ عَلٰى اٰدَمَ بِخَصْلَتَيْنِ : كَانَ شَيْطَانِىْ كَافِرًا فَاَعَانَنِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ حَتّٰى اَسْلَمَ وَكَانَ اَزْوَاجِىْ عَوْنًالِىْ وَكَانَ شَيْطَانُ اٰدَمَ كَافِرًا وَزَوْجَتُهٗ عَوْنًا عَلٰى خَطِيْئَتِهٖ

আদমের চেয়ে আমাকে এই দু'টি শ্রেষ্ঠত্বও দান করা হয়েছে–(১) আমার শয়তান কাফির ছিল, আল্লাহ তা'আলা তার বিরুদ্ধে আমাকে মদদ করেছেন,

শেষ পর্যন্ত সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং (২) আমার পত্নীগণ আমার সহায়তাকারিণী থেকেছে।(অপরদিকে) আদমের শয়তান ছিল কাফির এবং তাঁর স্ত্রী ছিল তাঁর পদস্খলনের অংশীদার।[৪]

এই হাদীসটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর করীন (সঙ্গী শয়তান)-এর ইসলাম কবুলের সুস্পষ্ট প্রমাণ। এবং এটি নবীজীরই বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত হাদীসের একটি অর্থ এটাও যে, আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে সাহায্য করেছেন এমনকী তিনি সঙ্গী-শয়তানের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকতেন।

মানুষের সঙ্গী ফিরিশ্‌তা ও শয়তান কী করে

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً - فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيَاطِيْنِ فَإِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَءَ (اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ...)

মানুষের সাথে শয়তানদের সম্পর্ক থাকে, ফিরিশ্‌তাদেরও সম্পর্ক থাকে। শয়তানদের সম্পর্ক হল মন্দের দিকে প্ররোচিত করা ও সত্যকে মিথ্যা বানানো। এবং ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্ক হল সৎকাজের প্রতি প্রেরণা দেওয়া এবং সত্যকে স্বীকার করা। সুতরাং যে ব্যক্তি এটা বুঝতে পারবে (যে, সে ফিরিশ্‌তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে), তাহলে তার উচিত এটাকে আল্লাহ্‌র বিশেষ দান মনে করা এবং এজন্য আল্লাহর গুণগান করা। আর যে ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত হবে, সে যেন শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতঃপর নবীজী (কোরআন পাকের এই আয়াতটি) পড়েন[৫]-(যার অর্থ) শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায়.....।[৬]

মু'মিন তার শয়তানকে নাজেহাল করে দেয়

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِيْ شَيْطَانَهُ كَمَا يُنْضِيْ أَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ فِي السَّفَرِ

মু'মিন মানুষ তার শয়তানকে এমন জব্দ করে দেয় যেমন তোমাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি সফরকালে তার উটকে ক্লান্ত করে ছাড়ে।[৭]

মু'মিনের শয়তান দুর্বল হয়ে যায়

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেনঃ মু'মিনের শয়তান দুর্বল ও পেরেশান হয়ে থাকে।[৮]

এক বর্ণনাসূত্রে এরকম আছে ঃ একবার এক মু'মিনের শয়তানের সাথে এক কাফিরের শয়তানের সাক্ষাৎ হল। মু'মিনের শয়তান ছিল রোগা-দুর্বল। আর কাফিরের শয়তান ছিল মোটাতাজা। কাফিরের শয়তান বলল–'ব্যাপারটা কী, তুমি এত কমজোর কেন?' মু'মিনের শয়তান বলল– কী আর বলি, ওর কাছে আমার ভাগ্যে কিছুই নেই। যখন ও ঘরে ঢোকে, আল্লাহর নাম স্মরণ করে। খাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়। পান করার সময় আল্লাহর নাম নেয়।(ফলে, আমি কোনও সুযোগই পাই না)' কাফিরের শয়তান বলল– 'কিন্তু আমি তো ওর সাথেই খাই। ওর সাথে পানও করি।(এইজন্যই তো এমন মোটাতাজা হয়েছি।)'[৯]

শয়তান কুকুরছানা থেকে চড়ুইপাখি

বর্ণনায় হযরত ক্কইস বিন হাজ্জাজ (রহঃ) আমার শয়তান আমাকে বলেছে– 'যখন আমি আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম, তখন কুকুরছানার মতো ছিলাম কিন্তু বর্তমানে চড়ুই পাখির মতো হয়ে গেছি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরকম হয়েছ কেন?' সে বলল, 'আপনি কোরআনের মাধ্যমে (অর্থাৎ কোরআন পাঠ ও তদনুযায়ী কাজ করে) আমাকে গলিয়ে দিয়েছেন।'[১০]

শয়তান মানুষের সাথে খায়-দায় ও ঘুমায়

হযরত অহাব বিন মুনাব্বিহ্‌ (রহঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক মানুষের সাথে তার শয়তান থাকে। কাফিরের শয়তান কাফিরের সাথে খায়-দায় ও তার সাথে বিছানায় শোয়। কিন্তু মু'মিনের শয়তান মু'মিনের থেকে দূরে থাকে। এবং ওঁৎ পেতে থাকে যে, কখন মু'মিন মানুষ উদাসীন হবে এবং সে তার থেকে ফায়দা তুলবে। বেশি খায় ও বেশি ঘুমায় এমন লোককে শয়তান বেশি পছন্দ করে।[১১]

কাফিরের শয়তান জাহান্নামে

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ

আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে যে উদাসীন হয়, আমি তার উপর এক শয়তানকে চাপিয়ে দিই, যে তার (সার্বক্ষণিক) সঙ্গী হয়ে যায়।[১২]

এই আয়াতের তাফ্‌সীরে হযরত সাঈদ জ্বারীরী বলেছেনঃ আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, কিয়ামতের দিন কাফিরকে যখন জীবিত করা হবে, তখন

তার শয়তান তার সামনে সামনে চলতে থাকবে, তার থেকে পৃথক হবে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনকেই জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেবেন। সেই সময় শয়তান আশা করবে- يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

হায়! আমার দুর্ভাগ্য! তোর আর আমার মধ্যে যদি পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমান দূরত্ব থাকতো!

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মুসলিম, ফাযায়েলে সাহাবা, হাদীস নং ৮৮। সিফাতুল মুনাফিকীন, বাব তাহরীশুশ্ শাইত্বান, হাদীস নং ৭০। বাইহাকী, দালায়িলুন নুবুউঅত, ৭ ঃ ১০২।

(২) মুসলিম, ফী সলাতিল মুসাফিরীন, হাদীস নং ৬৯। সুনানে দারিমী, কিতাবুর রিক্বাব, বাব ২৫। মুস্নাদে আহ্মাদ, ১ ঃ ৩৮৫, ৩৯৭, ৪০১, ৪৬০। বাইহাকী, দালায়িলুন নুবুউঅত, ৭ ঃ ১০০। দুররে মানসুর, ৬ ঃ ১৮। মুশকিলুল্ আসার, ১ ঃ ২৯। কান্যুল্ উম্মাল্, ১২৪১। আত্হাফুস্ সাদাহ, ৫ ঃ ৩১৩, ৭ ঃ ২৬৭। মিশ্কাত ৯৭। তবারানী, ১০ঃ ২৬৯। দালায়িলুন্ নুবুউঅত, আবূ নুআইম, ১ ঃ ৫৮। আল্ বিদাইয়াহ্ অন্-নিহাইয়াহ্, ১ ঃ ৫২, ৬৭। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪ ঃ ৩৬১, ৮ ঃ ৫৫৮। ক্বুরতুবী, ৭ ঃ ৬৮।

(৩) ইবনে হিব্বান, ২১০১। তবারানী। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৭ ঃ ২২৭। দালায়িলুন নুবুউঅত, বাইহাকী ৭ ঃ ১০১। কানযুল উম্মাল, ১২৭৭।

(৪) দালায়িলুন্ নুবুউঅত, বাইহাকী, ৫ঃ ৪৮৮। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৫ ঃ ৩১৩। দুররুল মান্সুর, ১ ঃ ৫৪। কানযুল উম্মাল, ৩১৯৩৬। তারীখে বাগদাদ ৩ঃ ৩৩১। তাখরীজে ইরাকী, ২ঃ ৩২। আলাল মুতানাহিইয়াহ্, ১ ঃ ১৭৬।

(৫) সূরাহ্ আল-বাকারাহ্; আয়াত ২৬৮।

(৬) আল্-জ্বামিই আস্-সগীর, হাদীস নং ২৩৮৪। তিরমিযী, ২৯৮৮। তাফসীর ইবনে কাসীর।

(৭) মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ৩৮০। নাওয়াদিরুল উসূল, হাকীম তিরমিযী, ২৬। মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, হাদীস নং ২০। আকামুল মারজ্বান, ১২৪। জ্বামিই সগীর হাদীস ২১১০। ফইযুল ক্বাদীর, ২ঃ ৩৮৫। কান্যুল উম্মাল, ৭০৬। মাজ্মাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ১১৬।

(৮) মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, হাদীস নং ১৯। আকামুল মারজ্বান, ১২৪। ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ২৯।

(৯) মাসায়িবুল ইনসান, ইবনে মুফ্লিহ্ মুকাদ্দিসী, পৃষ্ঠা ৬৮।

(১০) মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, হাদীস নং ১৮। আকামুল মারজ্বান, ১২৪। ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ২৯।

(১১) কিতাবুয্ যুহ্দ, ইমাম আহ্মাদ।

(১২) সূরাহ আয্ যুখরুফ, আয়াত ৩৬।

শয়তানের অস্অসা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

(হে নবী! আপনি মানবজাতিকে এই দুআটি) বলে দিন ঃ আমি মানুষের পালনকর্তা, মানুষের বাদশাহ্ ও মানুষের উপাস্যের কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি 'খান্নাস' (শয়তান)-এর 'অস্অসা'র অনিষ্ট থেকে, যে অস্অসা দেয় মানুষের অন্তরে, চাই সে জ্বিনদের মধ্য হতে হোক কিংবা মানুষের মধ্য থেকে।(১)

অস্অসা কি এবং কোথা থেকে দেয়া হয়

কাযী আবূ ইয়া'লা (রহঃ) বলেছেন ঃ অস্অসার বিষয়ে একটি বিশেষ মত হল, এ একটি উহ্য কথা বিশেষ, যা অন্তরে অনুভূত হয়। অন্য এক মতানুযায়ী অস্অসা হল এমন বিষয়, যা চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অনুভূত হয় এবং এ দ্বারা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্পর্শন, সঞ্চালন ও প্রবেশন ঘটে। একদল ভাষ্যকার অবশ্য মানবদেহে শয়তানের অনুপ্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, এক দেহে দুই আত্মার উপস্থিতি বৈধ নয়।

তাঁদের প্রমাণ হল আল্লাহর এই বাণী ঃ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

যে মানুষের অন্তরে (বাইরে থেকে) প্ররোচনা (অস্অসা) দেয়।

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوْبِهِمْ شَيْئًا

শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মতো চলাফেরা করে। তাই আমার ভয় হয় যে, সে ওদের মন-মগজে ধ্বংসাত্মক কিছু নিক্ষেপ না করে বসে।(২)

ইব্‌নে আকীল (রহঃ) বলেছেন ঃ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইবলীসের অস্‌অসা কীরূপ হয় এবং সে মানুষের মন-মগজ পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছায়? তবে উত্তর এই যে, অস্‌অসা হল এমন এক উহ্য কথা, যার দিকে প্রবৃত্তি ও মনের গতি-প্রকৃতি আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া এই উত্তরও দেওয়া হয়েছে যে, শয়তান মানুষের অবচেতনে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে– কেননা সে সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট এবং অস্‌অসা দেয়। আর অস্‌অসা হল মন-মগজকে বাতিল চিন্তা-চেতনার প্ররোচনা দেওয়া।[৩]

অস্‌অসায় নবীজীর দুআ

হযরত মুআবিয়া বিন আবূ তাল্‌হা (রাঃ) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعْمِرْ قَلْبِىْ مِنْ وَسَاوِسِ ذِكْرِكَ وَاطْرُدْعَنِّىْ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ

হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌রের অনুভূতি দিয়ে সমৃদ্ধ করো আমার মন-মগজকে এবং শয়তানের প্ররোচনাকে দূরীভূত করে দাও আমার থেকে।[৪]

'আল্‌-অস্‌ওয়াসিল খান্নাস' এর তাফ্‌সীর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ শয়তানের দৃষ্টান্ত এমন নেউল বা বেজীর মতো, যে (মানুষের) অন্তরের গর্তে নিজের মুখ রাখে এবং তা দিয়ে (অন্তরে) অস্‌অসা দেয়। মানুষ যখন আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান পিছু হটে। এবং যখন নীরব থাকে তখন সে ফিরে আসে। একেই বলে **'আল্‌-অস্‌ওয়াসিল খান্নাস'**।[৫]

শয়তান কখন এবং কিভাবে অস্‌অসা দেয়

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে এ মর্মে দু'আ করেন যে, মানবদেহে শয়তানের থাকার জায়গাটি তাকে দেখিয়ে দেওয়া হোক। সুতরাং আল্লাহ্ তাঁর কাছে বিষয় প্রকাশ করেন। ফলে হযরত ঈসা (আঃ) দেখেন, শয়তানের মাথা সাপের মতো। অন্তরের মুখগহ্বরে রাখে, যখন মানুষ আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, তখন সে দূরে হটে যায় মানুষ আল্লাহ্‌র যিক্‌র ছেড়ে দিলে, সে তার ধ্যান-ধারণা ও প্ররোচনা (অস্‌অসা) দিতে শুরু করে দেয়।[৬]

শয়তান মন-মগজকে মুখের গ্রাস বানিয়ে নেয়

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خِطْمَةً عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَلَسَ وَاِنْ نَسِىَ اللّٰهَ اِلْتَقَمَ قَلْبَهٗ

মানুষের অন্তরে শয়তান তার শুঁড় রাখে, মানুষ যখন আল্লাহর যিকর করে, তখন সে দূরে সরে যায় এবং যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন শয়তান তার মন-মগজকে মুখের গ্রাস বানিয়ে নেয়।[৭]

অস্‌অসা দেওয়া শয়তানের আকৃতি

হযরত উমর বিন আব্‌দুল আযীয (রহঃ)-এর বর্ণনা ঃ একবার একটি লোক আল্লাহ্‌র কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করেন যে, তাকে (মানবদেহে) শয়তানের জায়গাটি দেখিয়ে দেওয়া হোক। ফলে তাকে একটি বিস্ময়কর (মানব)-দেহ দেখানো হয়, যার দেহের ভিতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল এবং শয়তান ব্যাঙের আকৃতিতে হৃদপিণ্ডের সামনে দুই কাঁদের সন্ধিস্থলে বসে ছিল। তার নাক ছিল মশার নাক (শুঁড়)-এর মতো' যা দিয়ে সে অন্তরে অস্‌অসা দিচ্ছিল।[৮]

নবীজীর শেষ নবীসুলভ বিশেষ নিদর্শন (মোহর) কাঁধে ছিল কেন

আল্লামা সুহাইলী (রহঃ) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শেষ নবীসুলভ মোহর (মোহরে খাত্‌মে নবুওয়ত) দুই কাঁধের সন্ধিস্থলে ছিল এই কারণে যে, তিনি শয়তানের অস্‌অসা থেকে মুক্ত ছিলেন। আর শয়তান ওই জায়গায় থেকে মানুষকে অস্‌অসা দেয়।[৯]

অস্‌অসার দরজা

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া বিন আবী কাসীর (রহঃ) বলেছেন ঃ মানুষের বুকে অস্‌অসার একটি দরজা আছে, যেখান থেকে (শয়তান) অস্‌অসা দেয়।[১০]

শয়তানকে মন থেকে সরানোর উপায়

হযরত আবুল জ্বাওয়া (রহঃ) বলেছেন[১১] ঃ শয়তানের মন-মগজের সাথে লেপ্টে থাকে, যার কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে পারে না। তোমরা কি দ্যাখো না, মানুষ হাটে-বাজারে ও নানান আড্ডায় সারাদিন কাটিয়ে দেয়, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না, কিন্তু কেবল কসম করার সময় আল্লাহর নাম নেয়। যাঁর আয়ত্তে আমার জীবন সেই সত্তা (আল্লাহ্)-র কসম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনও কিছুই শয়তানকে মনমগজ থেকে সরাতে পারে না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন এই আয়াতটি ঃ

وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا

যখন তুমি কুরআন থেকে তোমার প্রভুর কথা উল্লেখ করো, তখনও (কাফির শয়তান প্রভৃতি)-রা পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করে।[১২]

ঝগড়া বিবাদের মূলে শয়তানী পাঁয়তারা

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রহঃ)-এর পিতা বলেছেন ঃ আমার মনে খুব অস্‌অসা হয়। একথা আমি হযরত আলা বিন যিয়াদ (রহঃ)-কে বলি। উনি বলেন ঃ খোকা! অস্‌অসা হল চোরের মতো। চোর যখন এমন ঘরে ঢোকে, যাতে মাল-সামান থাকে। তখন সে ওগুলো চুরি করার চেষ্টা করে। আর কোনও ঘরে যদি সে কিছু না পায় তবে সে ঘর ছেড়ে চলে যায়।[১৪]

নির্ভেজাল মু'মিনও অস্‌ওয়ার শিকার হয়

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন ঃ সাহাবীগণ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অস্‌অসার অনুযোগ করলে তিনি বলেনঃ অস্‌অসা হল বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ।[১৫]

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যাইদ বিন আসিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ কতিপয় সাহাবী নিজেদের অস্‌অসা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এ মর্মে নিবেদন করেন– 'আমাদের পক্ষে অস্‌অসা-সহকারে কথা বলার চাইতে 'সারিয়া' থেকে পড়ে যাওয়া কি ভালো নয়?'

উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَاتِى الْعَبْدَ فِيْمَا دُوْنَ ذٰلِكَ فَاِذَا عَصَمَ مِنْهُ وَقَعَ فِيْمَا هُنَالِكَ

এ (অস্‌অসা হল বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণস্বরূপ। শয়তান মানুষের উপর বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে হামলা করে। যখন মানুষ সে-সব থেকে বেঁচে যায়, তখন সে অন্তরে আক্রমণ চালায় (এবং অস্‌অসা দেয়)।[১৬]

অস্‌অসা ঈমানের প্রমাণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমাদের মধ্যে কেউ নিজের অন্তরে কিছু খট্‌কা অনুভব করে।' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জবাবে বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّكَيْدَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি শয়তানের প্রতারণাকে প্ররোচনা (অস্‌অসা)-য় পর্যবসিত করেছেন।[১৭]

অযূর অস্‌অসা থেকে সাহায্য প্রার্থনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ وَسْوَسَةِ الْوُضُوْءِ

অযূর অস্‌অসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।[১৮]

অযূর শয়তান 'অল্‌হান'

হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهٗ . اَلْوَلْهَانُ . فَا تَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

অযূরও এক শয়তান আছে, যার নাম 'অল্‌হান'। সুতরাং তোমরা পানির অস্‌অসা থেকে বাঁচো।[১৯]

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেন ঃ অযূর শয়তানের নাম অল্‌হান। এ মানুষের সাথে অযূর সময় হাসি ঠাট্টা করে।

হযরত ত্বাউস (রহঃ) বলতেন ঃ অযূর শয়তান হল সমস্ত শয়তানের চাইতে বেশি শক্তিশালী।[২০]

অস্‌অসা শুরু হয় উযূ থেকে

হযরত ইব্‌রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেছেন ঃ অযূ থেকে অস্‌অসার সূচনা ঘটে।[২১]

অস্‌অসা-রোগ হয় গোসলখানায় পেশাব করলে

হযরত আব্‌দুল্লাহ্ বিন্ মাগ্‌ফাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِهٖ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ

তোমরা কখনই গোসলখানায় প্রস্রাব করো না। সাধারণত এ থেকেই অস্‌অসা-রোগের সৃষ্টি হয়।[২২]

অস্‌অসা না হবার এক অবস্থা

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)-এর ভাই হযরত সাঈদ বিন আবুল হাসান (রহঃ) বলেছেন ঃ গোসলখানায় প্রস্রাব করলে অস্‌অসা বাড়ে। অবশ্য পানির প্রবাহমান স্রোতে প্রস্রাব করলে কোনও দোষ নেই।[২৩]

'খিন্‌যির' শয়তানের বিবরণ

হযরত উস্‌মান বিন আবুল আস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি (জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে) নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! শয়তান আমার এবং আমার নামায ও ক্বিরাআতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ক্বিরাআতে সন্দেহ সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন ঃ

ذٰلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهٗ خِنْزِبُ . فَاِذَا اَحْسَسْتَهٗ

فَتَعَوَّذْ بِا للّٰهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلٰى يَسَارِكَ ثَلَاثًا

এ হল শয়তান, যাকে বলে 'খিন্‌যিব'। তুমি যখন (ওর উপস্থিতি) অনুভব করবে, তো ওর থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাঁদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে। (এখানে 'থুথু নিক্ষেপ' বলতে মুখ দিয়ে থুথু) ফেলার মতো হাওয়া ছাড়ার কথা বলা হয়েছে।)[২৪]

শয়তানের জন্য ছুরি

হযরত আবুল মাইলাহ (রহঃ)-এর পিতার বর্ণনা ঃ জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করে– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! আমি আপনার কাছে এই অনুযোগ নিয়ে এসেছি যে, আমার অন্তরে অস্‌অসার উদয় হয়, যখন আমি নামাযে দাঁড়াই, তখন আমার স্মরণ থাকে না যে দু'-রাক্‌আত না তিন-রাক্‌আত।' উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

وَإِذَا وَجَدْتَ ذٰلِكَ فَارْفَعْ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ الْيُمْنٰى فَاطْعَنْهُ فِيْ

فَخِذِكَ الْيُسْرٰى وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فَإِنَّهَا سِكِّيْنُ الشَّيْطَانِ

যখন তোমার এরকম অবস্থা ঘটবে, তখন শাহাদাত (তর্জনী আঙুল দিয়ে বাম পায়ের গোছায় মারবে এবং বলবে– **'বিস্‌মিল্লাহ্'**– এ হল শয়তানের ছুরি (অর্থাৎ এরকম করলে শয়তান পালাবে)।[২৫]

অস্‌অসার চিকিৎসা

হযরত আবূ হাযিম (রহঃ)-এর কাছে এক যুবক এসে বলে– আমার কাছে শয়তান আসে এবং আমাকে অস্‌অসা দেয়। আমি নিজেও তাকে আমার কাছে আসতে দেখি। ওই শয়তান আমাকে বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছ।' হযরত আবূ হাযিম বলেন– 'তুমি কি কাছে এসে নিজের স্ত্রীকে তালাক দাওনি?' সে বলে– 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনার কাছে তাকে আদৌ তালাক দিইনি।' তখন আবূ হাযিম বলে– 'ব্যাস, শয়তানের সামনেও এমন শপথ করবে, যেমন আমার সামনে করলে।'[২৬]

অস্‌অসা অনুযায়ী কাজ করা অধিক বিপজ্জনক

উমর বিন মুরয়াহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ যেসব অস্‌অসা তোমাদের চোখে পড়ে, সেগুলি স্ব স্ব কাজের চইতে বেশি চিত্তাকর্ষক নয়।[২৭]

খান্নাস গুজব রটায়

হযরত উমর ফারূক (রহঃ)-এর মনে একবার এক মহিলার কথা খেয়াল হয়। কিন্তু তিনি সেকথা কাউকে বলেন নি। এমন সময় তাঁর কাছে একটি লোক এসে বলে– 'আপনি অমুখ মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন। ও খুব সুন্দরী, ভদ্র এবং

সদ্বংশীয়।' হযরত উমর বলেন– 'তোমাকে এ কথা কে বলেছে?' সে বলল– 'লোকেরা তো বলাবলি করছে।' তিনি বললেন– 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো একথা কারও সামনে প্রকাশ করিনি। তা স্বত্ত্বেও লোক জানল কীভাবে? লোকটি বলে– 'আমি জানি খান্নাস এই গুজব রটিয়েছে।'[২৮]

অস্‌অসার আরেকটি ঘটনা

হযরত আবুল জাওযা (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি আমার স্ত্রীকে একবার এক-তালাক দিয়েছিলাম এবং মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম যে, জুম্‌আর দিন তাকে রুজূউ ক'রে (ফিরিয়ে) নেব। কিন্তু একথা কাউকেও ফাঁস করিনি। আমার স্ত্রী বলে– 'আপনি আমাকে জুম্‌আর দিন রুজূউ্ করার সঙ্কল্প করেছেন।' আমি বললাম– 'একথা তো আমি কাউকে বলিনি।' তারপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা আমার মনে পড়ল– (তিনি বলেছেন)– 'একজন মানুষের অস্‌অসা আরেকজন মানুষের অস্‌অসাকে জানিয়ে দেয়, তারপর গুজব ছড়িয়ে যায়।'[২৯]

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ঘটনা

হাজ্জাজের সামনে একবার এক ব্যক্তিকে পেশ কর হয়, যার প্রতি জাদুর অভিযোগ ছিল। হাজ্জাজ তাকে প্রশ্ন করেন– 'তুমি কি জাদুকর?' সে বলে– 'না।'হাজ্জাজ তখন একমুঠো কাঁকর নিয়ে সেগুলো গণনা করেন। তারপর প্রশ্ন করেন– 'আমার হাতে কতসংখ্যক কাঁকর আছে?' লোকটি বলে– 'এত সংখ্যক।' হাজ্জাজ তখন সেগুলো ফেলে দেন। তারপর ফের একমুঠো কাঁকর নেন এবং সেগুলো না গুণেই জিজ্ঞাস করলেন– 'এখন আমার হাতে ক'টা কাঁকর আছে?' সে বলে– 'আমি জানি না।' হাজ্জাজের প্রশ্ন– 'প্রথমবারে তুমি ঠিকঠিক বলে দিলে, কিন্তু দ্বিতীয়বারে পারলে না, কেন?' লোকটির উত্তর– 'প্রথমবার আপনি জেনেছিলেন। এর দ্বারা আপনার অস্‌অসাও জেনেছে। তারপর আপনার অস্‌অসা আমার অস্‌অসাকে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবারে আপনি জানেননি। তাই আপনার অস্‌অসাও তা জানতে পারেনি। ফলে আপনার অস্‌অসা আমার অস্‌অসাকে বলেনি। যার দরুন আমিও জানতে পারিনি।[৩০]

আমীরে মুআবিয়ার ঘটনা

হযরত মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তাঁর মুনশীকে একবার একটি গোপন রেজিস্ট্রার তৈরি করার নির্দেশ দেয়। মুনশী যখন লিখছিলেন, এমন সময় একটি মাছি এসে বসে সেই রেরিস্ট্রারের কিনারে বসে। মুন্‌শী কলম দিয়ে মাছিটিকে মারেন, যার ফলে মাছিটির হাত-পা কিছুটা কেটে যায়। এরপর মুনশী বাইরে বের হতেই লোকেরা মহলের দরজাতেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, 'আমীরুল মুমেনীন আপনাকে দিয়ে এই এই লিখিয়েছেন?' তিনি বলেন–

'তোমরা কীভাবে জানলে?' তারা বলে– 'আমাদের সামনে দিয়ে যে খোঁড়া হাবসী গেল, ওই তো আমাদের বলল।' মুনশী তখন হযরত মুআবিয়ার কাছে ফিরে এসে ওকথা বলতে তিনি বললেন– 'যাঁর আয়ত্বে আমার জীবন সেই সত্তা (আল্লাহ্)-র কসম! ওই হাবশী হল সেই মাছি, যাকে তুমি মেরেছিলে।[৩১]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) তাফসীরুল কোরআন, আব্দুর রায্‌যাক, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ১৯৬। ইব্‌নুল মুন্‌যির।

(২) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ১৫৬, ২৮৫। দারিমী, ২ ঃ ৩২০। মুশকিলুল আসার, ১ ঃ ২৯। ফাত্‌হুল্ বারী, ৪ ঃ ২৮২; ৩৩১; ১৩ ঃ ১৫৯। যাদুল মাইয়াস্‌সার, ৯ ঃ ২৭৮। আল্ আদাবুল্ মুফ্‌রাদ, ১২৮৮। কুরতুবী, ১ ঃ ৩০১, ৩১১; ২০ ঃ ২৬৩। ইবনে কাসীর, ৮ ঃ ৫৫৮। আত্‌হ্বাফুস্,, ৫ ঃ ৩০৫, ৬ ঃ ৪, ২৭৩; ৭ ঃ ২৬৯, ২৮৩, ৪২৯। বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্ ১ ঃ ৫৯। আত্-ত্বিব্বুন্, সওম, বাব ৬৫। বুখারী, কিতাবুল আহকাম বাব ২১। বাদ্‌উল্ খল্‌ক্ব, বুখারী শরীফ, বাব ১১। বুখারী, ই'অতিকাফ, বা ১১, ১২।

(৩) কিতাবুল ফুন্দন আল্লামা ইবনে আকীল।

(৪) যাম্মুল আস্‌ওয়াসাহ্, ইবনু আবী আবূ বক্‌র। দুররুল মান্‌সূর ৬ ঃ ৪২০।

(৫) যাম্মুল আস্‌ওয়াসাহ্, ইবনু আবী দাউদ।

(৬) সাঈদ বিন মান্‌সুর। আল্-অস্‌অসাহ্, ইবনে আবূ দাউদ।

(৭) মাকায়িদুশ্ শাইতান। আবূ ইয়া'অলা। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। যাম্মুল হাওয়া, ইবনে জাওযী, ১৪৪। তালবীসুল ইব্‌লীস ২৬। আকামুল মার্‌জ্বান ১৯৭। ফাওয়ুল ক্বাদীর ২ ঃ ৩৫৫। আল্ জ্বামিল আস্-সগীর ৩০২। ইহ্‌ইয়াউল উলূম ৩ ঃ ২৭। দুররুল মান্‌সূর ৬ ঃ ৪২০। আল্-মুতালিবুল আলিয়াহ্, হাদীস নং ৩৩৮৪। কামিল, ইবনে আদী ৩ ঃ ১০৪৪। হুলইয়াতুল আউলিয়া ৬ ঃ ২৬৮। তার্‌গীব অ তার্‌হীব, মুনযিরী ২ ঃ ৪০০। মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইবনে আবী দুনিয়া, হাদীস নং ২২, পৃষ্ঠা ৪৩।

(৮) আবুল কাসিম সুহাইলী। মাকায়িদুশ্ শায়তান ৯৮, রিওয়ায়ত নং ৭৯। মাসায়িবুল ইন্‌সান ১০৯।

(৯) আবুল কাসিম সুহাইলী।

(১০) ইবনে আবিদ দুন্‌ইয়া। মাকায়িদুশ্ শাইতান ৭০, পৃষ্ঠা ৯১।

(১১) ইবনে আবিদ্ দুনইয়া। আকামুল মারজান ১৯৬। যাম্মুল হাওয়া, ইবনে জাওযী ১৪৪। মাকায়িদুশ্ শাইতান ২৩ ঃ পৃষ্ঠা ৪৪। হুল্‌ইয়াতুল আউলিয়া ৩ ঃ ৮০।

(১২) আল্-কোরআন ১৭ ঃ ৪৬।

(১৩) ইবনে আবিদ দুন্‌ইয়া। মাকায়িদুশ্ শায়তান ৪৬। আকামুল মারাজান ১৬৪।

(১৪) আল্-অস্‌ওয়ায়াসাহ্, ইববে আবী দাউদ।

(১৫) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ২৫৬; ৬ ঃ ২৯৬। শার্‌হুস্ সুন্নাহ, বাগবী, ১ ঃ ১০৯। মুশকিলুল আসার ২ ঃ ২৫১। দুররুল মানসূর ১ ঃ ৩৭৬। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস ১৭১৫।

(১৬) মুসনাদে বায্‌যার। মুশকিলুল আসার ২ ঃ ২৫১। আত্‌হাফুস্ সাদাহ্ ৮ ঃ ২৯৫। দুররুল মান্‌সূর ১ ঃ ৩৭৬। কান্‌যুল উম্মাল ১৭১৫। তাখ্‌রীজে ইরাকী ৩ ঃ ৩০৫।

(১৭) আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১০৯। নাসায়ী। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ১ ২৩৫। মুশকিলুল আসার ২ ঃ ২৫২। মুতালিবি আলিয়াহ্, হাদীস নং ২৯৮০। তাখ্‌রীজে ইরাকী ৩ ঃ ৩০৬।

(১৮) কিতাবুল অস্‌অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

(১৯) তিরমিযী। ইবনে মাজাহ্। হাকিম। বায়হাকী ১ ঃ ১৯৭। সহীহুল ইবনে খুযাইমাহ্ ১২২। তাল্‌খীসুল হ্বাইন ১ ঃ ১০১। মিশকাত ৪১৯। আত্‌হ্বাফুস্ সাদাহ্ ৭ ঃ ২৮৮। তাখ্‌রীজে ইরাকী ৩ ঃ ২৭। মিযানুল ইই্‌তিদাল ২৩৯৭।

(২০) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়তান ২৯, পৃষ্ঠা ৫০। তিরমিযী ৫৭। ইবনে মাজাহ্ ৪২১। মুস্‌তাদ্‌রকে হাকিম ১ ঃ ১৬২। ইবনে খুযাইমাহ্, হাদীস নং ২২।

(২১) ইব্‌নে আবী শায়বাহ্।

(২২) আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৭। নাসায়ী ১ ঃ ৩৪। ইবনে মাজাহ্, হাদীস ৩০৪। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ৫ ঃ ৩৬। বায়হ্বাকী ১ ঃ ৯৮। মুস্‌তাদ্‌রকে হাকিম ১ ঃ ১৬৭, ১৮৫। আব্দুর রায্‌যাক, হাদীস ৯৭৮। মিশকাত, হাদীস ৩৫৩। আত্‌হ্বাফুস্ সাদাহ্, ২ ঃ ৩৩৮ প্রভৃতি।

(২৩) আল্-অস্‌অসাহ্, ইবনু আবী দাউদ। আকামুল মার্‌জান, পৃষ্ঠা ১৬৫।

(২৪) মুসলিম, ইসলাম ৬৮। নাসায়ী, ইমান, বাব ১২। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ১ ঃ ১৮৭, ২১৬। তবারানী কাবীর ৯ ঃ ৪৩, ৪৪। মুশকিলুল আসার ১ ঃ ১৬০, ৭৭৫। মুসান্নিফে আব্দুর রায্‌যাক ২৫৮২।

(২৫) জামিই কাবীর ১ ঃ ৯২, সূত্র ঃ হাকীম, তিরমিযী, ত্ববারানী। কান্‌যুল উম্মুল, হাদীস ১২৭৩। তবারানী ১ ঃ ১৬০। মীযানুল ইই্‌তিদাল ৬ ঃ ৮৮। মিসানুল মীযান ৬ ঃ ৩৬৩।

(২৬) কিতাবুল অস্‌অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

(২৭) ইব্‌নে আবী শায়বাহ্।

(২৮) আল্-অস্‌অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

(২৯) প্রাগুপ্ত।

(৩০) আল্-অস্‌অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

(৩১) আল্-অস্‌অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্বিন-ঘটিত মৃগীরোগ

জ্বিন কি মৃগীরুগির শরীরে প্রবেশ করে

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের একটি শাখা মৃগীরুগির শরীরে জ্বিনওদের প্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করে।

হযরত ইমাম আবুল হাসান আশ্আরী (রহঃ) বলেছেন ঃ আহলে সুন্নাত অল্-জামাআতের মতে, জ্বিন মৃগীরুগির শরীরে প্রবেশ করে।[১]

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ -

যারা সুধ খায়, তারা সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে।[২]

ইমাম আহ্মাদের মত

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ইমাম আহ্মাদ (রহঃ) বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলি, একদল মানুষ বলছে যে, জ্বিনরা নাকি মৃগীরুগির শরীরে প্রবেশ করে না। (এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?) তিনি বলেন, ওরা মিথ্যা বলছে, জ্বিনরাই তো মৃগীরুগির মুখ দিয়ে কথা বলে।

নবীজী মৃগীরুগির থেকে জ্বিন বের করেছেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ একবার এক মহিলা তার ছেলেকে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এসে বলে- 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমার এই ছেলেটি পাগল। এবং এর পাগলামি জাগে সকালে ও সন্ধ্যায়। এ আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে হুযূর!' তখন নবীজী ছেলেটির বুকে হাত বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য দু'আ করেন। ফলে সে ব'মি করে ফেলে। বমির সাথে তার পেট থেকে একটি কালো কুকুরছানা বের হয়ে পালিয়ে যায়। (যেটি আসলে ছিল কুকুরছানারূপী জ্বিন)।[৩]

নবীজী এক বাচ্চার জ্বিন ছাড়িয়েছেন

হযরত উম্মে আব্বান বিনতে আল্-ওয়াযাঅ্ (রহঃ)-এর পিতামহ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিজের একটি পাগল বাচ্চাকে নিয়ে যেতে নবীজী বলেন, 'ওকে আমার কাছাকাছি নিয়ে এসো এবং ওর পিঠটি আমার সামনে কর। তারপর নবীজী তার উপর নীচের কাপড় ধরে পিঠে মারতে মারতে বলেন- 'ওরে আল্লাহ্র দুশ্মন! বেরিয়ে যায়!' ফলে বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে চোখ খোলে।[৪]

নবীজীর জ্বিন ছাড়ানোর আরেকটি ঘটনা

(হাদীস) হযরত উসামা বিন যাইদ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হজ্জের জন্য (মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হয়েছি। 'বাত্বনে রওহা' নামক স্থানে এক মহিলা নিজের বাচ্চাকে সামনে এনে বলে- 'হে আল্লাহ্র রসূল! এ আমার ছেলে। যখন থেকে আমি ওকে প্রসব করেছি তখন থেকে এখন পর্যন্ত এর রোগ সারেনি।' তো জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাটির কাছ থেকে বাচ্চাকে নিয়ে নিলেন। এবং তাকে নিজের বুক ও পায়ের মাঝখানে রেখে, তার মুখে থুথু দিয়ে বলেন- 'ওহে আল্লাহ্র দুশ্মন! বেরিয়ে যা! আমি আল্লাহ্র রসূল।' এরপর নবীজী বাচ্চাটিকে তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলেন- 'একে নিয়ে যাও। এখন ওরে কোনও কষ্ট নেই।'[৫]

ইমাম আহ্মাদের জ্বিন ছাড়ানোর ঘটনা

আবুল হাসান বিন আলী বিন আহ্মাদ বিন আলী আস্কারী (রহঃ)-এর পিতামহ বলেছেন ঃ আমি একবার ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বালের মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে (বাদশাহ্) মুতাওয়াক্কিল তাঁর এক মন্ত্রীকে একথা জানানোর জন্য পাঠালেন যে, শাহ্যাদীর মৃগীরোগ হয়েছে। তাই তিনি যেন ওরে সুস্থতার জন্য দু'আ করেন। তো হযরত ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল অযূ করার জন্য খেজুরপাতার ফিতে লাগানো খড়ম বের করলেন এবং সেই স্ত্রীকে বললেন- 'আমীরুল মুমেনীনের বাড়িতে গিয়ে, মেয়েটির কাছে বসে বলো- ইমাম আহ্মাদ বলেছেন- তুমি কি এই মেয়েটির থেকে বেরিয়ে যেতে চাও, নাকি ইমাম আহ্মাদের হাতে সত্তর (৭০) জুতো খেতে চাও?' সুতরাং মন্ত্রী জ্বিনের কাছে গিয়ে ওকথা বললেন। তখন সেই দুষ্ট জ্বিন মেয়েটির মুখ দিয়ে বলল- 'আমি শুনব এবং মানব। এমনকি, যদি তিনি আমাকে ইরাকে না থাকার নির্দেশ দেন, তবে আমি ইরাকও ছেড়ে দেব। উনি (ইমাম আহ্মাদ) তো আল্লাহর অনুগত। এবং যিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করেন, সমস্ত সৃষ্টি তাঁর অনুগত হয়।' তারপর সেই জ্বিন মেয়েটিকে ছেড়ে চলে যায়। এবং মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে মেয়েটির ছেলেপুলেও হয়।

ইমাম আহমাদের ইন্তিকালের পর সেই জ্বিন ফের মেয়েটির কাছে আসে। তখন (বাদশাহ্) মুতাওয়াক্কিল তাঁর মন্ত্রীকে ইমাম আহ্মাদের ছাত্র হযরত আবূ বকর

মারূযী (রহঃ)-র কাছে পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনা শোনালেন। হযরত মারূযী (রহঃ) একটা জুতো নিয়ে মেয়েটির কাছে গেলেন। দুষ্ট জ্বিনটা তখন মেয়েটির মুখ দিয়ে বলল– 'আমি একে ছেড়ে যাব না। আমি তোমার কথা মানব না। ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্‌বাল (রহঃ) তো আল্লাহর অনুগত ছিলেন। তাঁর ওই আনুগত্যের জন্যেই তো আমি তাঁর হুকুম মেনেছিলাম।[৬]

জ্বিন কেন মানুষকে ধরে

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ রহ্ বলেছেন ঃ মানুষের উপর জ্বিনের হামলা হয় কামোত্তেজনা ও প্রেম-ভালোবাসার কারণে। কখনও বা শত্রুতা বা বদলা নেবার জন্যেও জ্বিনেরা মানুষকে আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে মানুষের দোষ হল জ্বিনের গায়ে পেশাব করা, নতুবা গায়ে পানি ফেলা, কিংবা মেরে ফেলা, যদিও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানুষ জেনেশুনে জ্বিনকে মারে না। আবার কখনও কখনও স্রেফ খেল-তামাশার ও কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যেও জ্বিন মানুষকে ধরে। যেমন, কিছু কিছু মানুষও এমন করে থাকে।

প্রথম (প্রেম-ভালোবাসা ও যৌন উত্তেজনা ঘটিত) ক্ষেত্রে জ্বিন কথা বলে ও জানা যায় যে, তা হারাম ও গুনাহের কারণে ঘটে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রতিশোধ নেবার ক্ষেত্রে, মানুষ জানতে পারে না।

এবং যে মানুষের মনে জ্বিনদের কষ্ট দেবার ইচ্ছা থাকে না, সে জ্বিনদের তরফ থেকে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলেও গণ্য হয় না। এমন মানুষ তার নিজের ঘরবাড়ি ও জায়গা-জমির মধ্যে জ্বিনদের কষ্টদায়ক কোনও কাজ করলেও জ্বিনরা একথাই বলে যে– এ জায়গা ওর মালিকানাধীন, এখানে সব রকম কাজের অধিকার ওর আছে। এবং তোমরা (জ্বিনরা) মানুষের মালিকানাধীন এলাকায় ওদের অনুমতি ছাড়া থাকতে পারে না। বরং তোমাদের জন্য রয়েছে সেইসব জায়গা, যেখানে মানুষ থাকে না। যেমন পোড়োবড়ি, জনমানবশূন্য এলাকা প্রভৃতি।[৭]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মাজ্‌মালউল ফাতাওয়া, ইব্‌নে তাইমিয়াহ্ (রহঃ) ২৪ ঃ ২৭৬; ১৯ ঃ ১২।

(২) আল-কোরআন, সূরাতুল বাকারহ্ ঃ আয়াত ২৭৫।

(৩) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ। দারিমী। ত্বাবারানী। আবূ নুআইম, দালায়িলুন্ নবুয়ত॥ বায়হাকী, দালায়িলুন্ নবুয়ত।

(৪) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ। আবূ দাউদ। তবারানী।

(৫) আবূ ইয়াঅ্‌লা। আবূ নুআইম, দাল্লায়িলুন্ নুবুয়ত। বায়হাকী, দালায়িলুন্ নবুয়ত ৬ ঃ ২৫। মুজমাউয্ যাওয়াদি ৯ ঃ ৭।

(৬) তবাকাতে হানাবিলাহ্, কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা হাম্‌বালী (রহঃ)।

(৭) মাজ্‌মাউল্ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহঃ) ১৯ ঃ ২৯।

কীভাবে জ্বিন ছাড়াতে হবে

জ্বিন ছাড়ানোর অযীফা

যিক্‌র, দুআ, 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' ও নামাযের দ্বারা জ্বিনদের মুকাবিলা করা যেতে পারে। যদি জ্বিনদের কারণে কিছু মানুষের রোগ-ব্যাধি কিংবা মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে তারা হবে নিজেরাই দায়ী।

জ্বিনদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়ার বিষয়ে সবচেয়ে বড় উপায় হল 'আয়াতুল কুর্‌সী' পড়া। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা এটি বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে। মানুষের থেকে শয়তানকে তাড়ানোর কাজে 'আয়াতুল্ কুর্‌সী'র মধ্যে আশ্চর্য রকমের কার্যকারিতা রয়েছে। তাছাড়া মৃগীরুগির জন্য, জ্বিনদের প্রতিরোধ করতে এবং ওদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতেও আয়াতুল কুর্‌সী অত্যন্ত ক্রিয়াশীল।[১]

শরীয়ত-বিরুদ্ধ তদ্‌বীর চলবে না

জ্বিনদের বিরুদ্ধে শরীয়ত-বিরোধী ঝাড়ফুঁক, শরীয়ত-বিরুদ্ধ তাবীয – যার মানে-মতলব বোঝা যায় না – সব না-জায়েয। সাধারণ তাবীয-তদ্‌বীরকারীরা সাধারণত যা কিছু পড়ে থাকেন, সেসবের মধ্যেও শির্‌ক হয়ে যায়। এসব থেকে বাঁচা জরুরী।[২]

জ্বিন ছাড়ানোর একটি পদ্ধতি

হযরত আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি ও জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা শরীফের একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় (দেখলাম) একটি লোকের মৃগী হল। আমি তার কাছে গিয়ে তার কানে (কোর্‌আনের আয়াত) তিলাওয়াত করলাম ফলে সে সুস্থ হল। জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন– 'তুমি ওর কানে কী পড়লে?' আমি বললাম– আফাহাসিব্‌তুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসাউঁ অ আন্নাকুম ইলাই্‌না লা তুরজ্বাউন (সূরাহ্ মু'মিনূন, আয়াত ১১৫) থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেছি।' নবীজী বললেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ رَجُلًا مُّؤْمِنًا قَرَأَ بِهَا عَلٰى جَبَلٍ لَزَالَ

যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! কোনও মুমিন মানুষ যদি এই কোনও পাহাড়ের উপরেও পড়ে, তবে সে পাহাড়ও হটে যাবে।[৩]

জ্বিন ছাড়ানোর এক বিস্ময়কর ঘটনা

আবূ ইয়াসীনের বর্ণনা ঃ বানী সালম গোত্রের এক গ্রাম্য লোক একবার মসজিদে এসে হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করায়, আমি জানতে চাইলাম, 'ওঁর সঙ্গে তোমার কী দরকার?' সে বলল, 'আমি গ্রামে থাকি। আমার এক ভাই ছিল আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাহ্‌লোয়ান্। তাকে এমন এক মুসীবত ঘিরে ধরল যে, ছাড়ার আর নামই নিচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে বাধ্য হলাম। সেই সময় একবার আমরা পারস্পরিক কথাবার্তা বলছিলাম। হঠাৎ অদৃশ্য থেকে শুনতে পেলাম– 'আস্‌সালামু আলাইকুম।' আমরা সালামের জবাব দিলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তখন ও (জ্বিন)-রা বলল, আমরা আপনাদের প্রতিবেশী। আপনাদের প্রতিবেশী হয়ে আমরা কোনও অসুবিধা বোধ করিনি। কিন্তু আমাদের এক নির্বোধ আপনাদের এই সাথীর মোকাবেলা করে। আমরা ওকে ছেড়ে দিতে বলি। কিন্তু ও ছাড়তে অস্বীকার করে। আমরা সেকথা জানতে পেরে আপনাদের কাছে কারণ দর্শাতে এসেছি।'

এরপর সেই জ্বিনরা তার ভাইকে (অর্থাৎ আমাকে) বলল, 'অমুক দিন আপনি আমপনার গোষ্ঠীর লোকজনকে জড়ো করে আপনার ভাইকে রীতিমতো মজবুতভাবে জড়িয়ে বাঁধবেন। যদি না পারেন তাহলে আর কখনও ওকে এবং ওর জ্বিনকে জব্দ করতে পারবেন না। তারপর ওকে একটা ওটের পিঠে বসিয়ে অমুক ময়দানে নিয়ে যাবেন। এবং ওই ময়দানের চারাগাছ নিয়ে বেটে ওর গায়ে প্রলেপ দেবেন। আর একটা বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, ওর বাঁধন যেন খুলে না যায়। খুলে গেলে কিন্তু ওরে আর কক্ষণো আপনারা কাবু করতে পারবেন না।'

আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন। ওই ময়দান ও চারাগাছ আমাকে কে চিনিয়ে দেবে?'

ওরা বলল, 'যখন নির্দিষ্ট দিনটি আসবে, তখন আপনারা একটি আওয়াজ শুনতে পাবেন। এবং সেই আওয়াজ অনুসরণ করে আপনারা এগিয়ে যাবেন।'

সুতরাং সেই দিনটি আসতে আমি আমার ভাইকে একটি উঠের পিঠে বসালাম। এমন সময় সামনে একটি শব্দ শুনতে পেলাম। ফলে সেই শব্দের পিছনে পিছনে চলতে শুরু করলাম। তারপর এক সময় অদৃশ্য থেকে আমাকে বলা হল, 'এই ময়দানে নামো এবং এই গাছ তোলো। তারপর এই এই করো।'

যা যা বলা হল, তাই করলাম। যখন সেই ওষুধ ভাইয়ের পেটে পড়ল, অমনি সে জ্বিনের হাত থেকে এবং আপন মুসীবত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। চোখ মেলে তাকাল। সেই সময় পথ-দেখানো জ্বিনটি বলল, 'এবার এর রাস্তা ছেড়ে দাও। এবং এর শিকল খুলে দাও।

আমি বললাম, 'আমার ভয় লাগছে, ছাড়া পেলে যদি ও পালিয়ে যায়।'

সে বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! ওই জ্বিন কিয়ামত পর্যন্ত এর কাছে আর ঘেঁষবে না।' বললাম, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আপনি আমার বিরাট বড় উপকার করেছেন। এখন একটা জিনিস বাকি আছে। সেটাও বলে দিন।'

– 'সেটা আবার কী?'

– 'যখন আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তখন আমি মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ্ যদি আমার ভাইকে আরোগ্য করে দেয়, তবে আমি নাকে উটের লাগাম লাগিয়ে পায়ে হেঁটে হজ্জের সফর করব। (এ বিষয়ে আপনার রায় কী?)।'

– 'এ বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। তবে আমি আপনাকে বলছি, আপনি এখান থেকে বাস্‌রায় গিয়ে হযরত হাসান বস্‌রীকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি একজন পুণ্যবান মানুষ।'(৪)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ মূল কিতাবে ঘটনাটির বিবরণ না থাকার দরুন 'ইব্‌নে আবিদ্ দুন্‌ইয়া'র 'আল্-হাওয়াতিফ' গ্রন্থ থেকে পরবর্তী বিবরণটুকু উল্লেখ করা হল ঃ গ্রাম্য লোকটির মুখে ওকথা শুনে হযরত আবূ ইয়াসীন তাকে হযরত হাসান বস্‌রীর কাছে নিয়ে গেলেন। হযরত হাসান বস্‌রী বললেন– 'নাকে লাগাম দেওয়া তো শয়তানের কাজ। তুমি ওকাজ করো না। কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দিও। এবং বাইতুল্লাহ্‌র দিকে পায়ে হেঁটে হজ্জ করো। এভাবে নিজের কাফ্‌ফারা পূরণ করো।(৫)

এক কবি-পত্নীকে জ্বিনে-ধরার ঘটনা

এক কবি-পত্নীকি জ্বিনে ধরল। কবি সেই ঝাঁড়ফুঁক করলেন, যা তদ্‌বীরকারীরা করে থাকেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি মুসলমান না ইহুদী না নাসারা (খৃস্টান)?' শয়তান তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে বলল, 'আমি মুসলমান।' কবি বললেন, 'তাহলে তুমি আমার স্ত্রীর উপর ভর করাকে হালাল ভাবলে কীভাবে, আমিও তো তোমার মতো মুসলমান?' সে বলল, 'আমি একে ভালোবাসি বলে।' কবি ফের প্রশ্ন করলেন, 'কেন তুমি এর উপর চড়াও হয়েছ?' জ্বিন বলল, 'এ বাড়ির মধ্যে মাথা খুলে চলাফেরা করছিল বলে।' কবি বললেন, 'তুমি যখন এতই লজ্জাশীল, তো জুরজান থেকে ওর জন্য একটা ওড়না আনলে না কেন, যা দিয়ে এর মাথা ঢেকে দেওয়া যেত?'(৬)

রাফিযীকে জ্বিনে-ধরার ঘটনা

হুসাইন বিন আব্‌দুর রহ্‌মান বলেছেন ঃ একবার আমি (হজ্জের সময়) 'মিনা'য় এক মৃগীরোগে আক্রান্ত উন্মাদকে দেখেছিলাম। যখন সে হজ্জের কোনও বিশেষ কর্তব্য পালনের কিংবা আল্লাহ্‌র যিকরের উদ্দেশ্য করত, অমনই তার মৃগী হয়ে যেত। সুতরাং লোকেরা এক্ষেত্রে যা বলে থাকে, আমিও তাই বললাম।

অর্থাৎ – 'যদি তুমি ইয়াহূদী হও, তবে হযরত মূসার দোহাই, ঈসায়ী (খৃস্টান) হলে হযরত ঈসার দোহাই এবং মুসলমান হলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দোহাই দিয়ে বলছি, একে ছেড়ে দাও।' তখন তার মুখ দিয়ে জ্বিন বলল, 'আমি ইয়াহূদী নই, খৃস্টানও নই। আমি দেখেছি এ হতভাগা হযরত আবূ বক্র (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাই আমি একে এমন গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য (হজ্জ) পালন করতে দিইনি।[৭]

এক মু'তাযিলীকে জ্বিনে ধরার ঘটনা

বর্ণনায় হযরত সাঈদ বিন ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ঃ আমি একবার হিম্স্ শহরে এক পাগলকে মৃগী অবস্থায় দেখেছিলাম। তার কাছে লোকদের ভিড় ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম– 'এর উপর হামলা করার অধিকার কি আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন, না তুমি নিজে থেকেই দৌরাত্ম্য করছ?' সে (জ্বিন) মৃগীরুগির মুখ দিয়ে বলল – 'আমি আল্লাহ্র প্রতি দুঃসাহস দেখাচ্ছি না। আপনারা একে ছেড়ে দিন, যারা এ মারা যায়। কেননা এ বলে, কোর্আন আল্লাহ্র সৃষ্টি।'[৮]

জ্বিনগ্রস্থ আরেক মুতাযিলী

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (আজারী, নীশাপুরী (রহঃ)) বলেছেন ঃ একবার আমি এমন এক মানুষের কাছে গিয়েছিলাম, যাকে শয়তান মৃগীরোগে আক্রান্ত করে দিয়েছিল। আমি তার কাছে আযান দিতে শুরু করলে শয়তান ভিতর থেকে ডেকে আমাকে বলল– 'আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি একে খতম করে ফেলব। কেননা এ বলছে, কোর্আন পাক হল মাখ্লূক।[৯]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মাজমূআহ্ ফাতাওয়া, ইব্নে তাইমিয়াহ্ ১৯ ঃ ৫৪, ৫৫, ২৪ ঃ ২৭৭।

(২) মাজমুআহ্ ফাতাওয়া, ইব্নে তাইমিয়াহ্ (রহঃ) ১৯ঃ৪৬, ৫৫, ২৪ঃ২৭৭।

(৩) হাকিম, তিরমিযী। আবূ ইয়া'লা। ইবনে আবী হাতিম। আকীলী। হুল্ইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম। ইবনে মার্দুইয়াহ্। দুররুল মানসুর। কুরতুবী। মাউযূআত, ইবনে জাওযী।

(৪) আল্-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, পৃষ্ঠা ১১৬।

(৫) আল্-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, পৃষ্ঠা ১১৮।

(৬) তায্কিরায়ে হামদূনিয়্যাহ্।

(৭) আকলাউল মাজ্বানীন, ইবনুল জাওযী (রহঃ)।

(৮) আকুলাউন মাজ্বানীন সূত্রে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৯) রিসালায়ে কুশাইরিয়াহ্, ইমাম আবুল কাসিম কুশারইরী (রহঃ)।

জ্বিন কর্তৃক মানুষ অপহরণ

প্রথম ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আব্দুর রহ্মান বিন আবী লাইলা ঃ ওঁর (বর্ণনাকারীর) স্বগোত্রীয় একটি লোক ইশারায় নামায পড়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হবার পর নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ লোকটির স্ত্রী হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। হযরত উমর (রাঃ) নিরুদ্দিষ্টের স্ত্রীকে (অন্যত্র বিয়ের বিষয়ে) চার বছর প্রতীক্ষা করার নির্দেশ দেন। মহিলাটি তা পালন করে। তারপর হযরত উমর (রাঃ) তাকে অন্যত্র বিয়ে করার অনুমতি দেন। দ্বিতীয় বিয়ের কিছুদিন পর মহিলাটির প্রথম স্বামী ফিরে আসে। লোকেরা তখন তার কথা হযরত উমর (রাঃ)-কে গিয়ে বলে। হযরত উমর (রাঃ) বলেন – 'এমন ঘটনা কি ঘটে না যে, তোমাদের মধ্যে কোনও লোক বেশ কিছুকাল নিখোঁজ থাকে এবং সেই সময় তার বাড়ির লোকজনেরা জানতে পারে না যে, সে মারা গেছে না বেঁচে আছে?' তখন সেই নিখোঁজ থাকা লোকটি বলল– 'আমার (নিখোঁজ থাকার) পক্ষে একটি গ্রহণযোগ্য কারণ ছিল।' হযরত উমর (রাঃ) বলেন– 'কী সেই কারণ?' লোকটি বলে– 'আমি ইশারায় নামাযের জন্য বের হতে জ্বিনরা আমাকে ধরে বন্দী করে। এবং তাদের সাথে দীর্ঘকাল থাকতে বাধ্য হই। পরে, সেই দুষ্ট জ্বিনদের সাথে মু'মিন জ্বিনরা যুদ্ধও করে। যুদ্ধে মু'মিন জ্বিনরা জয়লাভও করে এবং তারা দুষ্ট জ্বিনদের দ্বারা আটক থাকা মানুষের কাছেও পৌছে যায়, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তারা আমাকে আমার ধর্ম জিজ্ঞাসা করলে, আমি বললাম ইসলাম। তারা বলল, তবে তো তুমি আমাদেরই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমাকে বন্দী রাখা আমাদের পক্ষে হালাল বা বৈধ নয়। এরপর তারা আমাকে ওখানে থাকার বা না থাকার এখ্তিয়ার দেয়। আমি ফিরে আসাকে পছন্দ করি। তারা রাতে আমার সাথে মানুষের রূপে থাকত এবং দিনে হতো ঘূর্ণি বা বায়ুর মতো। আমি ওদের পিছনে পিছনে চলতাম।' হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন– 'তুমি কি খেতে?' লোকটি বলে– 'সে সমস্ত খাবার, যেগুলোয় আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়।' হযরম উমর (রাঃ) দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন – 'তুমি কী পান করতে?' সে বলে – 'মদে পরিণত হয়নি এমন রস।'

এরপর হযরত উমর (রাঃ) সেই লোকটিকে এই এখতিয়ার দেন যে, সে তার স্ত্রীকে ফের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারে অথবা তালাক দিতেও পারে।[১]

একটি মেয়েকে অপহরণ করার ঘটনা

বর্ণনায় হযরত নযর বিন উমর হারিসীর সূত্রে ইমাম শা'বী (রহঃ) ঃ জাহিলিয়্যাতের যুগে আমাদের এলাকায় একটি কুয়া ছিল। আমি আমার মেয়েকে একটি পেয়ালা দিয়ে ওই কুয়া থেকে পানি আনতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফিরে আসতে দেরি করে। আমরা তাকে খুঁজতে বের হই। অবশেষে হতাশ হয়ে পড়ি এবং তাকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিই। আল্লাহ্র কসম! এক রাতে আমি ঘরের ছাদে বসেছিলাম। এমন সময় একটি ছায়ামূর্তি নজড়ে পড়ল। কাছে আসতে দেখলাম, সে ছিল আমার সেই মেয়ে। আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তুমি কি আমার মেয়ে?' সে বলল, 'জী হ্যাঁ, আমি তোমার মেয়ে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত দিন কোথায় ছিলে তুমি?' সে বলল, 'তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে, তুমি এক রাতে আমাকে কুয়ার পানি আনতে পাঠিয়েছিলে। সেই সময় একটা জ্বিন আমাকে তুলে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাই আমি তার কাছেই ছিলাম। শেষ পর্যন্ত তার ও একদল জ্বিনের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তখন সেই জ্বিন আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে যদি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে যায়, তবে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। সুতরাং সে জিতে গেছে, তাই আমাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

আমি দেখলাম, মেয়েটির ফর্সা রং কালচে হয়ে গিয়েছিল। চুল ঝড়ে গিয়েছিল এবং শরীর শুকিয়ে গিয়েছিল দড়ির মতো। পরে আমাদের কাছে থাকতে থাকতে সে সুস্থ হয়ে উঠে। এক সময় ওর চাচাত ভাই ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ফলে আমি ওকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দিই।

সেই জ্বিনটা (মেয়ের সাথে দেখা করার জন্য) মেয়েকে একটা বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন জানিয়ে রেখেছিল। মেয়েটি যখন সেই চিহ্ন দেখত, তখন বুঝতে পারত যে, জ্বিন তাকে ইশারা করছে।

মেয়েটির স্বামী কিন্তু তাকে সবসময় নিন্দা করত। একদিন মেয়েকে তার স্বামী বলে– 'তুমি মানুষ নও, হয় জ্বিন, না হয় শয়তান।' এমন সময় গায়েব থেকে কেউ বলে উঠল– 'ও তোমার কী ক্ষতি করেছে, হে? ওর দিকে এগুলে তোমার চোখ ফুটো করে দেব। জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি আমার মর্যাদা-মাহাত্ম্যের কারণে ওকে রক্ষা করেছি। এবং মুসলমান হবার পর ইসলামের খাতিরে ওকে হিফাযত করব।'

যুবকটি তখন বলল – 'তুমি আমাদের সামনে আসছ না কেন? তাহলে আমরাও তোমাকে দেখলাম।'

জ্বিন বলল– 'আমরা অমনটা করতে পারি না। কেননা আমাদের দাদা আমাদের জন্য তিনটা প্রার্থনা করেছিলেন – ১) আমরা নিজেরা সবাইকে দেখব কিন্তু কাউকে আমাদের দেখতে দেব না। ২। আমরা মাটির আর্দ্র স্তরে থাকব। এবং ৩) আমাদের প্রত্যেককে বৃদ্ধ হবার পর ফের যুবক হয়ে উঠবে।'

যুবকটি বলল– 'আচ্ছা তুমি কি পালাজ্বরের ওষুধ জানো?'

জ্বিন বলল– 'কেন জানব না! মাকড়সার মতো প্রাণী পানিতে দেখেছ তো? তাই একটা ধরবে। এবং তার যে কোনও একটা পা নিয়ে তুলোর সুতায় জড়িয়ে বাম কাঁধে বাঁধবে।'

যুবকটি অমন করল। ফলে তার পালাজ্বর একেবারের মতো ছেড়ে গেল। যুবকটি সেই জ্বিনকে এই কথাও বলেছিল– 'হে জ্বিন! তুমি কি সেই মানুষের ওষুদের কথা বলবে না, যে মেয়েদের মতো ইচ্ছা করে?'

জ্বিন জানতে চায়– 'তার ফলে কি পুরুষদের কষ্ট হয়?'

যুবক বলে – 'হ্যাঁ।'

জ্বিন বলে– 'অমনটা যদি না হত, তবে আমি তোমাকে ওর ওষুধটাও বাৎলে দিতাম।'[২]

জ্বিনদের বিস্ময়কর তথ্যাবলী বর্ণনাকারী

হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঃ জনাব রসুলুল্লাহ (সাঃ) একরাতে তাঁর পুণ্যময়ী সহধর্মিণীদের কাছে একটি ঘটনা শোনান। তাঁর এক স্ত্রী বলেন, 'এ কথা তো 'খুরাফাহ্'-র মতো।' তিনি বলেন, 'তোমরা কি জান, খুরাফাহ্ কে? খুরাফাহ ছিল একজন মানুষ, যাকে জাহিলিয়্যাত-যুগে জ্বিনরা ধরে বন্দী করে রেখেছিল। এবং সে দীর্ঘকাল যাবত ওদের মধ্যে ছিল। তারপর জ্বিনরা তাকে মানব সমাজে ফিরিয়ে দিয়েছিল। (ফিরে এসে) সে জ্বিনদের মধ্যে যেসব বিস্ময়কর ব্যাপার-স্যাপার দেখেছিল, সেসব কথা লোকজনকে বলত। লোকেরা তাই (কোন আশ্চর্য কথা শুনলে) বলে, এ কথা তো 'খুরাফাহ্'র মতো।'[৩]

প্রমাণ সূত্র ঃ

(১) আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ৭৮। আল্-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, পৃষ্ঠা ৯৬।

(২) আল্-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, পৃষ্ঠা ৯৪।

(৩) মুস্নাদে আহ্মাদ ৬ ঃ ১৫৭। কান্যুল উম্মাল ৩ ৮২৪৪। নিহায়াহ্, ইব্নে আসীর ২ ঃ ২৫। জাম্উল আসায়িল, শার্হে শামায়িল, মুল্লাআলী কারী ২ ঃ ৫৮। মীযানুল ই'অ্তিদাল ৩ ঃ ৫৬। লিসনুল মীযান ৪ ঃ ১৫৪।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনের দ্বারা প্লেগ রোগ

প্লেগ হয় কেন

হযরত আবূ মূসা আশ্আরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

فَنَاءُ أُمَّتِى بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ - قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الطَّعْنُ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُوْنُ ؟ قَالَ وَخَزُ اَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ -

'আমার উম্মত আন্ত্রিক ও প্লেগের দ্বারা ধ্বংস হবে।' সাহাবীগণ বলেন – হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আন্ত্রিক রোগ তো আমরা জানি, কিন্তু প্লেগ কী জিনিস?' তিনি বলেন– 'তোমাদের শত্রু জ্বিনদের হামলা বিশেষ।'[১]

প্লেগে মারা পড়া ব্যক্তি শহীদ

(হাদীস) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

فِى الطَّاعُوْنِ وَخْزَةٌ تُصِيْبُ أُمَّتِى مِنْ اَعْدَائِهِمْ مِنَ الْجِنِّ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْاِبِلِ مَنْ اَقَامَ عَلَيْهَا كَانَ مُرَابِطًا ، وَمَنْ اُصِيْبَ بِهِ كَانَ شَهِيْدًا، مَنْ فَرَّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ -

প্লেগ রোগে প্রচণ্ড কষ্ট আছে। যা আমার উম্মতকে চাপিয়ে দেয়া হবে তাদের শত্রু জ্বিনদের তরফ থেকে। সেই জ্বিনদের কুঁজ হবে উটের কুজের মতো। যে ব্যক্তি প্লেগ-পীড়িত এলাকায় থাকবে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী (মুজাহিদের মতো) হবে। প্লেগে ভুগে যে মারা পড়বে, সে শহীদের মর্যাদা পাবে। এবং যে মানুষ প্লেগ প্রভাবিত এলাকা ছেড়ে পালাবে, সে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ময়দান ছেড়ে পলায়নকারীর মতো অপরাধী বলে গণ্য হবে।[২]

জ্বিনদের বদ্‌নজর

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তাঁর ঘরে একটি বাচ্চা মেয়েকে দেখেন, যার জ্বিনের বদ্‌নজর লেগেছিল। তিনি বলেন – 'একে অমুকের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক করিয়ে নাও, এর বদ্‌নজর লেগেছে।'[৩]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ্। মুসান্নিফে ইবনে আবী শায়বাহ্। কিতাবুত্ব তাওয়াঈন, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া। বায্‌যার। আবূ ইয়াঅ্‌লা। ইবনে কুযাইমাহ্। তবারানী। হাকিম ও সিহ্‌হাহ্। দালায়িলুন নুবুয়ত, বায়হাকী প্রভৃতি।

(২) আবূ ইয়াঅ্‌লা। তবারানী। বায্‌যার।

(৩) বুখারী, কিতাবুত্, ত্বিব্ব, বাব ৩৫। সহীহ্ মুসলিম কিতাবুস্ সালাম, হাদীস ৮৫। মুস্‌তাদ্‌রকে হাকিম ৪ ঃ ২১২। মাসাবীহ্‌স্ সুন্নাহ্ ১৩ ঃ ১৬৩। মুসান্নিফে আব্‌দুর রায্‌যাক ১৯৭৬৯। মিশকাতুল মাসাবীহ্, হাদীস ৪৫২৮।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্বিন ও শয়তানদের থেকে সুরক্ষার উপায়

'আউযূ বিল্লাহ্'র দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা

আল্লাহ বলেছেনঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞ।[১]

চোর শয়তানের থেকে সুরক্ষার উপায়

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার আমাকে রমযানের যাকাত (ফিতরা-সামগ্রী) পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত করেন। সেই সময় (রাতে) আমার কাছে এক আগন্তুক এসে খাদ্যবস্তু নিয়ে মুঠোয় ভরতে শুরু করে। আমি তাকে ধরে ফেলে বলি, ' তোমাকে নবীজীর

হাতে তুলে দেব।' সে বলে, 'আমি গরীব, আমার পরিবার-পোষ্য বেশি এবং আমি খুবই অভাবী।' ওকথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিই। সকালে যখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হই, তিনি বলেন, 'গতরাতে তোমার কয়েদী কী করেছে?' আমি বলি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমাকে তার প্রচণ্ড অভাব ও পোষ্য-পরিজনের কথা বলতে আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' নবীজী বলেন, 'আল্লাহর কসম! ও মিথ্যা বলেছে। অতি সত্বর ও ফের আসবে।' কথাটি আমি মাথায় রাখলাম। এবং তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে ফের এল। এবং মুঠো মুঠো খাদ্যশস্য ভরতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, 'এবার তোমাকে নবীজীর খেদমতে অবশ্যই পেশ করব।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বড়ই অভাবী। এবং আমার পোষ্য অনেক বেশি। আর কক্ষণো আসব না আমি।' ওকথা শুনে ফের আমার দয়া হল। তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলায় নবীজী বললেন, ' তোমার কয়েদী কী করল?' আমি নিবেদন করলাম, ' হে আল্লাহর রসূল! সে তার অভাব আর পোষ্যের কথা বলতে আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' নবীজী বললেন, 'আল্লাহর কসম! ও তোমাকে মিথ্যা বলেছে। অতি সত্বর ও ফের আসবে। সুতরাং তৃতীয়বারে তাকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে বসে রইলাম। সে ফের এল, খাদ্যশস্য মুঠোয় ভরতে লাগল। তখন তাকে ধরলাম। বললাম, এবারে তোমাকে নবীজীর দরবারে অবশ্যই হাজির করব। এটা হল তৃতীয়বার এবং শেষবার। তুমি দু'দু'বার আসবে না বলেছ, তা সত্ত্বেও ফের আসছ! সে তখন বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে একটি জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি, যার দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে উপকৃত করবেন।' আমি বললাম, তা কী? সে বলল, 'যখন আপনি বিছানায় পিঠ রাখবেন (অর্থাৎ শোবার সময়) আয়াতুল কুরসী–আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত-পড়বেন। এমন করলে আল্লাহর তরফ থেকে আপনার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে। যার ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।' (সকালে) নবীজী বলেন, 'ও মিথ্যাবাদী হলেও এই কথাটি সত্য বলেছে।'(২)

আরেকটি চোর জ্বিনের ঘটনা

(হাদীস) হযরত উবাই ইবনু কাবে (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তাঁর কাছে এক মশক খেজুর ছিল। সেগুলি তিনি যথেষ্ট হিফাযতে রাখতেন। তা সত্ত্বেও তা ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। একরাতে তিনি সেই খেজুর পাহারা দিতে থাকেন। এমন সময় তাঁর সামনে একটি প্রাণী আসে যার আকৃতি সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলের মতো। হযরত উবায় (রাঃ) বলেছেনঃ আমি তাকে সালাম দিতে সে সালামের জবাব দেয়। আমি জানতে চাই, 'তুমি কে? জ্বিন না মানুষ?' সে বলে, 'জ্বিন।' এরপর

আমি বলি, 'তুমি নিজের হাত আমার হাতে ধরিয়ে দাও।' সে তার হাত আমার হাতে ধরিয়ে দিতে আমার মনে হচ্ছিল, তা কুকুরের হাত (পা) এবং কুকুরের লোমের মতো। আমি তখন বলি, 'জ্বিনরা কি জন্ম থেকেই এরকম হয়?' সে বলে, 'আমি জানি, জ্বিনদের মধ্যে আমার চাইতেও শক্তিশালী জ্বিন রয়েছে।' আমি বলি, 'একাজ করতে তোমাকে বাধ্য করেছে কে?' সে বলে, 'আমি জানি, আপনি দান-খয়রাত করতে পছন্দ করেন। তাই আমিও আপনার খাবার থেকে নিজের জন্য কিছু নিতে চাইলাম।' এরপর হযরত উবায় (রাঃ) প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা তুমি বলো তো, তোমাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের হিফাযতে রাখতে পারে এমন আমল কী?' সে বলে, 'আয়াতুল কুরসী (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম থেকে আয়াতটির শেষ পর্যন্ত)।' হযরত উবায় তখন তাকে ছেড়ে দেন। তারপর তিনি নবীজীর কাছে গিয়ে সবকথা বলতে, নবীজী বলেন, 'খবীস তোমাকে সত্য কথাই বলেছে।'(৩)

চোর জ্বিনের তৃতীয় ঘটনা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবুল আস্ওয়াদ দুয়িলী (রহঃ) আমি হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ)-কে অনুরোধ করেছিলাম, আপনি আমাকে সেই শয়তানের ঘটনা শোনান, যাকে আপনি গ্রেফতার করেছিলেন।' তিনি বলেন, 'আমাকে একবার জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদের দান-খয়রাতের সম্পদ-সামগ্রী দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি (দান-সামগ্রীর মধ্য হতে) খেজুরগুলো একটি ঘরে রেখেছিলাম। পরে দেখলাম, খেজুর ক্রমশ কমে যাচ্ছে। একথা নবীজীকে বলতে উনি বলেন, 'খেজুর যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সে হল শয়তান।' এরপর আমি সেই কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দেখলাম, ভীষণ এক অন্ধকার এসে দরজায় ছেয়ে গেল। তারপর সেটা হাতীর আকার ধারণ করল। পরে অন্য একটা রূপ ধরল। তারপর দরজার ছিদ্র দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। আমিও সাহস সঞ্চয় করলাম। সে যখন খেজুর খেতে শুরু করল, আমি তখন লাফ দিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। এবং তার দিকে হাত বাড়ানোর সময় বললাম, 'ওরে আল্লাহর দুশমন!' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি একজন বৃদ্ধ। পোষ্য অনেক অথচ দরিদ্র্য এবং আমি নাসীবাইনের জ্বিনদের অন্তর্গত। যে মহল্লায় আপনাদের নবী আবির্ভূত হয়েছেন, ওখানে আগে আমরা থাকতাম। ওঁর আবির্ভাবের পর আমাদের ওখান থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। এরপর আর কক্ষণো আমি আপনার কাছে আসব না।' (ওর কথা শুনে) আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। (ওদিকে) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হযরত জিব্রাঈল এসে ঘটনাটি জানিয়ে দিলেন। নবীজী ফজরের নামায পড়ালেন। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করলেন–'মুআয বিন জাবাল কোথায়?' আমি উঠে দাঁড়ালাম। তখন নবীজী বললেন ' তোমার কয়েদী

কি করল'?' আমি তাঁকে (সমস্ত ঘটনা) নিবেদন করলাম। তিনি বললেন, 'ও ফের আসবে, তুমি তৈরি থেকো।'

সুতরাং আমি ফের (পরের রাতে) সেই কামরায় প্রবেশ করলাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম। সেও ফের এল। এবং দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকল। তারপর খেজুর খেতে শুরু করল। আমিও আগের মতোই তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এরপর আর কক্ষণো আসব না।' আমি বললাম, 'ওহে খোদার দুশমন! তুমি তো আগেও বলেছিলে যে, এরপর আর কক্ষণো আসবে না!' সে বলল, 'এরপর আর আমি কোনও মতেই আসব না। এবং এর নিদর্শন (হিসেবে আপনাকে বলছি), যে ব্যক্তি সূরাহ্ 'আল্ বাক্বারাহ্‌র শেষ অংশ পড়বে, রাতে তার ঘরে আমাদের জ্বিনদের মধ্যে কেউই ঢুকতে পারবে না।'[৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত মুআয বলেছেন, 'সেই জ্বিন আয়াতুল কুরসী ও সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্‌র শেষাংশ (আমানার রসূলু থেকে শেষ পর্যন্ত) পড়ার কথা উল্লেখ করে। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিই এবং সকালে নবীজীর কাছে হাজির হয়ে তার কথা উল্লেখ করি। তিনি (সাঃ) বলেন, 'ওই মিথ্যুক খবীস, একথাটি সত্যই বলেছে।' হযরত মুআয বলেন, আমি (রাতে) আয়াত দু'টি পড়তাম। ফলে খেজুর আর কমতে দেখতাম না।[৫]

চোর জ্বিনের চতুর্থ ঘটনা

(হাদীস্) হযরত আবূ আইয়ুব আন্সারী (রাঃ)-এর একটি দেরাজ ছিল। তাতে তিনি খেজুর রাখতেন। একটি জ্বিন আসত। এবং সে খেজুর চুরি করে নিয়ে যেত। হযরত আবূ আউয়ুব আনসারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অনুযোগ করলেন। তিনি (সাঃ) বললেন, 'তুমি যাও। এবং তাকে দেখলে বলো আল্লাহ'র নামে (বলছি), তুমি আল্লাহর রসূলের কাছে হাজির হও।' এভাবে তিনি সেই জ্বিনকে ধরে ফেললেন। তখন সেই জ্বিন শপথ করে বলল যে, সে আর কখনও আসবে না। তাই হযরত আবূ আইয়ুব আন্সারী (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর নবীজীর কাছে যেতে তিনি বললেন, তোমার কয়েদী কী করল?' হযরত আবূ আইয়ুব বললেন, ' সে শপথ করেছে যে পুনরায় আর আসবে না। নবীজী বললেন, 'সে মিথ্যা বলেছে। এবং মিথ্যুক হওয়ার কারণে সে ফের আসবে। তো হযরত আবূ আইয়ুব (রাঃ) তাকে ফের ধরে ফেলেন এবং বলেন, 'এবারে তোমাকে ছাড়ছি না। চলো, নবীজীর দরবারে চলো।' সে বলে, 'আমি আপনাকে আয়াতুল কুর্সীর কথা বলে দিচ্ছি। এটি আপনি আপন বাড়িতে পড়বেন। তাহলে শয়তান প্রভৃতি কেউই আপনার কাছে আসবে না।' এরপর হযরত আবূ আইয়ুব (রাঃ) নবীজীর কাছে যেতে তিনি জানতে চাইলেন, 'তোমার কয়েদী কী করল'?' তো হযরত আবু আইয়ুব তাই বললেন, যা সেই জ্বিনটি বলেছিল। শুনে নবীজী বলেন, ও মিথ্যাবাদী হলেও তোমাকে সত্য কথাই বলে গেছে।'[৬]

আবূ উসাইদ (রাঃ)-এর চোর জ্বিন

(হাদীস) হযরত আবূ উসাইদ সাআদী (রাঃ) পাঁচিলের কাছাকাছি গাছের ফল পেড়ে সেগুলি রাখার জন্য একটি কামরা বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জ্বিন অন্য পথ দিয়ে তাঁর ফল চুরি করত এবং নষ্ট করত। তিনি সে বিষয়ে জনাব রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করেন। নবীজী বলেন, ও হল জ্বিন। ওর সাড়া পেলে তুমি বলবে- بِسْمِ اللّٰهِ اَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ আল্লাহর নাম নিয়ে (বলছি), রসূলুল্লাহ্‌র সামনে হাজির হও। (সুতরাং আবূ উসাইদ (রাঃ) অমন করলে) জ্বিনটি বলে, 'আমাকে মাফ করুন। নবীজীর কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে কষ্ট দেবেন না। আমি আপনার কাছে আল্লাহর নাম নিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি যে, আর কখনও আপনার ঘরে আসব না এবং আপনার খেজুর চুরি করব না। আর, আপনাকে একটি জিনিস বলে দিচ্ছি। সেটি যদি আপনি বাড়িতে পড়েন, তবে যে (জ্বিন, শয়তান) আপনার বাড়িতে আসবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তা যদি আপনি কোনও পাত্রে পড়েন (অর্থাৎ পড়ে ফুঁক দেন), তবে তার ঢাকনা (জ্বিন-শয়তানরা) খুলবে না।' এভাবে জ্বিনটি হযরত আবূ উসাইদকে এমন ভরসা দেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। এবং বলেন, 'তুমি যে আয়াতের কথা বললে, সেটি কী, বলো তো শুনি।' জ্বিন বলল, সেটি হল আয়াতুল কুর্সী।' তারপর সে তার নিতম্ব উঁচু করে বায়ু নিঃসরণ করল। ঘটনাটি নবীজীর কাছে নিবেদন করার পর হযরত আবূ উসাইদ (রাঃ) বলেন, ' সে ফিরে যাবার সময়েও একবার বাতকর্ম করেছে।' নবীজী বলেন, ও তোমাকে সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী।'[৭]

হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)-এর চোর জ্বিন

হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) একদিন তাঁর (বাগান অথবা বাড়ির) পাঁচিলের কাছে লাফানোর আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, কী ব্যাপার?' তখন এক জ্বিন বলে, 'আমাদের উপর দুর্ভিক্ষ পড়েছে। তাই আমি আপনার ফল থেকে কিছু নিতে চাচ্ছি। উপহার স্বরূপ আপনি কিছু দেবেন কি?' হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) বলেন, কেন দেব না।' এরপর তিনি বলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি সেকথা আমাদের বলবে না, যার মাধ্যমে আমরা তোমাদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকব'?' তো জ্বিনটি বলে, 'তা হল আয়াতুল কুর্সী।'[৮]

গাছের উপর শয়তান

বর্ণনায় হযরত অলীদ বিন মুসলিম (রহঃ) একবার একটি লোক একটা গাছে কিছু আওয়াজ শুনলেন। এবং (কৌতুহলবশত আওয়াজকারী জ্বিনের সাথে) কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু সে কোনও সাড়া দিল না। লোকটি তখন 'আয়াতুল কুর্সী' পড়লেন। ফলে তাঁর কাছে একটা শয়তান নেমে এল। লোকটি তাকে

জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের মধ্যে একজন (সম্ভবত জ্বিনঘটিত কারণে) অসুস্থ হয়ে আছে, আমরা কীসের দ্বারা তার চিকিৎসা করব?' শয়তান বলল, 'যদ্দ্বারা আপনি আমাকে গাছ থেকে নামালেন।'(৯)

সূরা বাকারাহ্-পড়া বাড়িতে শয়তান ঢোকে না

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ
تُقْرَاُ فِيْهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ

তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িকে কবরখানায় পরিণত করো না) যে ঘরে সূরা আল-বাকারা পড়া হয়, সে ঘরে শয়তান ঢুকতে পারে না।(১০)

হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক শয়তানকে আছাড় মারা

বর্ণনায় হযরত ইবনে মাস্উদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে কোনও একজন কোথাও গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে শয়তানের সাক্ষাৎ হয়। এবং বেশ সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত নবীজীর সাহাবী শয়তানকে আছাড় মেরে ধরাশায়ী করে ফেলেন। শয়তান তখন বলে, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন এক আশ্চর্যজনক কথা বলছি, যা আপনি পছন্দ করবেন।' তো সেই সাহাবী তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর সে কথা বলতে বললেন। কিন্তু শয়তান তখন বলল, 'না বলব না।' ফলে ফের মুকাবিলা হল। এবং নবীজীর সাহাবী তাকে ফের আছড়ে ফেললেন। শয়তান বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন জিনিস বলছি, যা আপনার পছন্দ হবে।' তো তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। এবং বললেন, 'বলো, কী কথা বলতে চাও।' সে বলল,'না বলব না।' ফলে তৃতীয়বারেও মুকাবিলা হল। এবারেও নবীজীর সাহাবী তাকে আছড়ে ফেললেন এবং তার উপর চড়ে বসে তার আঙুল ধরে চিবুলেন। শয়তান তখন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন।' সাহাবী বললেন, 'এবারে না বলা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না।' শয়তান তখন (নিরুপায় হয়ে) বলল, 'সূরা আল্ বাকারাহর প্রতিটি আয়াত এমন, যা পড়লে শয়তান পালিয়ে যায়। এবং যে ঘরে এই সূরাহ্ পড়া হয়, সে–ঘরে শয়তান ঢুকতে পারে না।;

(বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে তাঁর ছাত্রদের পক্ষ থেকে) প্রশ্ন করা হয়, হে আবূ আব্দুর রহমান! ওই সাহাবী কে ছিলেন? তিনি বলেন, 'হযরত উমর বিন খত্তাব (রাঃ) ছাড়া তোমরা অন্য কাউকে ভাবছ নাকি? ।(১১)

শয়তানের ওষুধ দু'টি আয়াত

(হাদীস) হযরত নুমান বিন বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ
بِاَلْفَىْ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقْرَءَ اِنِ
فِىْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرُبُهَا الشَّيْطَانُ

আল্লাহ তা'আলা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, তা থেকে এমন দু'টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যা দিয়ে সূরা আল-বাকার সমাপ্ত করেছেন। যে বাড়িতে এই আয়াত দু'টি তিনরাত পড়া হবে, শয়তান তার কাছাকাছিও ঘেঁষতে পারবে না।'(১২)

শয়তানের আরেকটি তদ্বীর

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَرَاَ حٰمٓ غَافِر اِلٰى قَوْلِهٖ (اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ) وَاٰيَةَ الْكُرْسِى حِيْنَ
يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُمْسِىَ وَمَنْ قَرَاهُمَا حِيْنَ يُمْسِىْ حُفِظَ
بِهِمَا حَتّٰى يُصْبِحَ -

যে ব্যক্তি সকালে (সূরা) হা-মীম সাজ্দাহ্ (শুরু থেকে ইলাইহিল মাসীর'; পর্যন্ত) এবং আয়াতুল কুর্সী পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই উভয় আয়াতের মাধ্যমে তাকে হিফাযত করা হবে। এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় ও দু'টি তিলাওয়াত করবে, সকাল পর্যন্ত তাকে উভয়ের মাধ্যমে হিফাযত করা হবে।(১৩)

কোরআন পাকের প্রভাব

বর্ণনায় হযরত আবূ খালিদ ওয়ালবী (রহঃ) একবার আমি স্ত্রী-পুত্র সমেত হযরত উমর (রাঃ)-এর দরবারে হাজির হবার উদ্দেশ্যে কাফেলা-রূপে যাত্রা শুরু করি। যেতে যেতে এক জায়গায় আমারা যাত্রা বিরতি করি। আমার পরিবার-পরিজনরা তখনও পিছনে ছিল। অথচ আমি সেখানে বাচ্চাদের শোরগোল শুনতে পাই। তখন আমি উচ্চস্বরে কোরআন পড়ি। ফলে উপর থেকে কোনও জিনিস নীচে পড়ার শব্দ পাই। জানতে চাই, 'তুমি কে?' সে বলে, 'শয়তানেরা আমাকে ধরেছিল এবং আমার সাথে খেল-তামাশা করছিল। আপনি সশব্দে কোরআন পড়তে ওরা আমাকে ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়েছে।(১৪)

শয়তান সরানোর উপায়

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَاكَ حَتّٰى يُمْسِيَ -

যে ব্যক্তি দৈনিক একশ'বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্কু অলাহুল্ হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর পড়বে, তার দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পাওনা হবে, একশ' নেকী লেখা হবে ও একশ' গুনাহ মুছে দেওয়া হবে; এবং এই কলিমা তাকে ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে হিফাযতে রাখবে।[১৫]

শয়তানের সামনে 'যিক্রুল্লাহ'র কেল্লা

(হাদীস) হযরত হারিস আশ্আরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

.. اَلْحَدِيْثُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ يَحْيٰى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ وَفِيْهِ : وَاٰمُرُكُمْ اَنْ تَذْكُرُوا اللّٰهَ فَاِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِيْ اَثَرِهِ سِرَاعًا حَتّٰى اَتٰى عَلٰى حِصْنٍ حَصِيْنٍ فَاَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) কে পাঁচটি বিষয়ে হুকুম দিয়েছেন।... সেগুলোর মধ্যে একটি হল এই যে, তোমরা আল্লাহর যিকর করো। কেননা যিক্র ও যিকরকারীর দৃষ্টান্ত হল মজবুত কেল্লা ও শত্রুতাড়িত ব্যক্তির মতো-অর্থাৎ শত্রুতাড়িত ব্যক্তি যেমন মজবুত কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নিজে সুরক্ষিত করে, তেমনই কোনও মানুষ নিজেকে শয়তানের থেকে রক্ষা করতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহর যিকরের-ই মাধ্যমে।[১৬]

শয়তানের সিংহাসন

বর্ণনায় আবুল আস্মার আব্দীঃএক ব্যক্তি রাতের বেলা কুফার উদ্দেশে রওনা হল। (যেতে যেতে পথের মাঝখানে সে দেখল) সিংহাসনের মতো একটি জিনিস

তার সামনে এসে গেল। সেটার আশে-পাশে কিছু ভিড়ও ছিল, যা তাকে ঘিরে রেখেছিল। লোকটি দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাপারটি কী দেখতে লাগল। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সেই সিংহাসনে বসল। লোকটি শুনতে পেল, সিংহাসনে বসা ব্যক্তিটি বলল, 'উরওয়াহ্ বিন মুগীরাহ্র খবর কী?' ভিড়ের ভিতর থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওকে আমি আপনার সামনে পেশ করব?' সিংহাসনারোহী বলল, 'এই মুহূর্তে হাজির করো।'

সে তখন মদীনা শরীফের দিকে মুখ করল। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, 'উরওয়াহ্র উপর আমার কোনও ছলাকলা খাটেনি।'

– 'কারণ?'

– 'কারণ, উনি সকালে ও সন্ধ্যায় এমন একটি 'কালাম' পড়েন, যার জন্য ওঁর গায়ে হাত দেওয়া যায় না।'

এরপর সভা ভেঙে গেল। যে লোকটি কাছ থেকে দেখছিল, (কুফায় না গিয়ে) ঘরে ফিরে এল। সকালে সে একটি উট কিনে মদীনার উদ্দেশে রওনা হল। এক সময় মদীনায় পৌঁছেও গেল। তারপর (সাহাবী) হযরত উরওয়াহ বিন মুগীরাহ্ (রাঃ)-এর সঙ্গে মুলাকাত করল। এবং তিনি সকাল-সন্ধ্যায় কী 'কালাম' পড়েন, তা জানতে চাইল। সেই সাথে তাঁর সামনে ঘটা (জ্বিন-শয়তানদের) ঘটনাও উল্লেখ করল।

তখন হযরত উরওয়াহ্ বিন মুগীরাহ্ (রাঃ) বললেন, আমি সকালে ও সন্ধ্যায় (তিনবার) এটি পড়ি।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি আল্লাহ ও তাঁর একত্বের প্রতি; অস্বীকার করছি মূর্তি, জাদুকর ও আল্লাহ্ বিরোধী সব কিছুকে এবং অবলম্বন করছি মজবুত রশি (অর্থাৎ কোরআন, হাদীস তথা ইসলাম)-কে, যা ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহই তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।[১৭]

এক মেয়ে জ্বিনের ভয়ঙ্কর ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (রহঃ) আশ্জাঅ্ গোত্রের দু'জন লোক একবার তাদের এক আত্মীয়ের বিয়েতে শরীক হবার জন্য যাচ্ছিল। পথের মাঝখানে জায়গায় তাদের সামনে একজন মহিলা আসে। এবং বলে, তোমরা কী চাও। ওরা বলে, আমরা এক বিয়েতে উপঢৌকন দিতে যাচ্ছি।' মেয়েটি বলে, ' সে কথা আমার ভালোরকম জানা আছে। ফেরার পথে তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যাবে।'

সুতরাং ফেরার পথে উভয়ে মেয়েটির কাছে গেল। সে বলল, 'আমি তোমাদের পিছনে পিছনে যাব।' তখন তারা দু'টো উটের মধ্যে একটার উপর দু'জন সওয়ার হল এবং অন্য উটটাকে পিছনে পিছনে চালাতে লাগল। এভাবে যেতে যেতে একসময় তারা বালির এক টিলায় এসে পৌঁছল। সেই সময় মেয়েটি বলল, 'এখানে আমার একটু দরকার আছে।' তো ওরা তার জন্য উট বসিয়ে দিল। (মেয়েটি উট থেকে নেমে টিলার আড়ালে চলে গেল।) ওরা উভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মেয়েটির ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে দু'জনের মধ্যে একজন তার পায়ের দাগ ধরে ধরে খুঁজতে গেল। কিন্তু তারও ফিরতে দেরি হতে লাগল। তখন বাকি লোকটি তার সঙ্গীকে খুঁজতে বের হল। একজায়গায় গিয়ে সে (দূর থেকে) দেখতে পেল, সেই মেয়েটি তার সঙ্গীর পেটের উপর চড়ে বসে তার কলিজা বের করে চিবিয়ে খাচ্ছে। তা দেখে লোকটি ফিরে এল। এবং তার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে নিজের রাস্তা ধরল। এমন সময় মেয়েটি তার সামনে এসে বলতে লাগল, 'তুমি এত তাড়াহুড়ো করছ কেন?' লোকটি বলল, 'তুমি কেন এত দেরি করলে?' মেয়েটি তখন লোকটিকে ধরল। লোকটি চিৎকার করে উঠল। মেয়েটি বলল, 'কী হল তুমি, চিৎকার করছ কেন?' লোকটি বলল, 'আমার সামনে এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির অত্যাচারী বাদশাহ্ আছে।' মেয়েটি বলল, আমি তোমাকে একটি দু'আ বাতলে দিচ্ছি। তুমি যদি সেই দু'আ সহকারে প্রার্থনা করো, তবে তা সেই জালিমকে ধ্বংস করে দেবে এবং তার থেকে তোমার হক আদায় করিয়ে দেবে।' লোকটি বলল, ' সেই দু'আটি কী? মেয়েটি বলল, 'সেই দু'আটি হল এই–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَمَا اَظَلَّتْ ، وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذَرَّتْ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ ، اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ تَاْخُذُ لِلْمَظْلُوْمِ مِنَ الظَّالِمِ حَقَّهٗ فَخُذْلِيْ حَقِّيْ مِنْ فُلَانٍ فَاِنَّهٗ ظَلَمَنِيْ

(ভাবানুবাদ) হে আল্লাহ! (আপনি তো) আসমান ও তার নিম্নস্থ যাবতীয় বস্তুর প্রভু। এবং পৃথিবী ও তার উপরিস্থ সকল কিছুরই পালনকর্তা। আর বায়ুমণ্ডল ও তাতে ভাসমান বস্তুসমূহের প্রতিপালক। এবং শয়তানদল ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদেরও পালনকর্তা। আপনি পরম উপকারী, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা তথা অতুলনীয় প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। আপনি তো অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারিতের অধিকার আদায় করিয়ে দেন। সুতরাং অমুকের থেকে আমার হক আদায় করিয়ে দিন, কেননা, সে আমার উপর জুলুম করেছে।

লোকটি বলল, 'ওই দু'আটি তুমি ফের একবার আমাকে শোনাও।' মেয়েটি ফের একবার দু'আটি বলল। ফলে লোকটি তা মুখস্থ করে নিল। তারপর সে ওই মেয়ের বিরুদ্ধেই দু'আটি করল। এবং এভাবে বললঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّهَا ظَلَمَتْنِيْ وَاَكَلَتْ اَخِيْ

আল্লাহ গো! এই মেয়েটি আমার উপর জুলুম করেছে এবং আমার ভাইকে খেয়ে ফেলেছে।

অমনই আকাশ থেকে একটি আগুনের গোলা নেমে এল। এবং সেটা মেয়েটির লজ্জাস্থানের উপর পড়ল। ফলে মেয়েটির দেহ দুটুকরো হয়ে গেল। এবং দু'টো টুকরো দু'দিকে গিয়ে পড়ল। মেয়েটি ছিল মানুষখেকো মেয়ে-জ্বিন।(১৮)

জ্বিনের আরেকটি খতরনাক ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আবুল মুনযির (রহঃ) একবার আমরা হজ্জ্ করার পর এক বড় পাহাড়ের গুহায় গিয়ে পৌঁছিই। যাত্রী (কাফেলা) দলের ধারণা, ওই গুহায় জ্বিনরা বাস করে। সেই সময় এক বয়স্ক মানুষকে (পাহাড়ী ঝর্ণার) পানির দিক থেকে আসতে দেখে আমি বলি, হে আবূ শামীর! এই পাহাড়ের বিষয়ে আপনার অভিমত কী? আপনি এই পাহাড়ে বিশেষ কিছু ঘটতে দেখেছেন? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, একবার আমি নিজের তীর-ধনুক নিয়ে ভয়ের চোটে এই পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠি। এবং পানির ঝর্ণার কাছে গাছের ডাল-পাতা দিয়ে একটি ঘর বানিয়ে তাতে বাস করতে লাগি। সেই সময় একদিন আমি হঠাৎ কিছু পাহাড়ি ছাগলকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখি। সেগুলো কোনও কিছুকে ভয় পাচ্ছিল না। সেগুলো এই ঝর্ণা থেকে পানি পান করল। তারপর এর আশেপাশে বসে গেল। যেগুলোর মধ্যে একটা মেষকে আমি তীর মারি। তীরটা তার বুকে গিয়ে লাগে। অমনই এক চিৎকারকারী সজোরে চিৎকার করে। ফলে পাহাড় থেকে ভয়ে সবাই পালিয়ে যায়। তখন এক শয়তান আমার সম্বন্ধে অপর শয়তানকে বলল, তুই ধ্বংস হ! ওকে খতম করে ফেলছিস না কেন?' দ্বিতীয় শয়তান বলল, ওকে খতম করার ক্ষমতা আমার নেই!' প্রথম শয়তান বলল, তুই ধ্বংস হ! ক্ষমতা নেই কেন? দ্বিতীয় শয়তান বলল, 'কারণ, ওই ব্যক্তি পাহাড়ে ওঠার সময় (কিংবা পাহাড়ে ঘর বাঁধার সময়) আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বৃদ্ধ বলছেন) একথা শোনার পর আমি নিশ্চিন্ত হই।(১৯)

সূরাহ ফালাক-নাসের দ্বারা জ্বিন-ইনসান থেকে সুরক্ষা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) জ্বিন ও মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অবশেষে (কোরআনপাকের) সর্ব শেষ সূরাহ দু'টি অবতীর্ণ হতে তিনি ও দু'টি পড়তে শুরু করেন এবং বাকি দু'আগুলি ছেড়ে দেন।(২০)

উযূ-নামাযের মাধ্যমে শয়তান থেকে সুরক্ষা

'আকামুল মারজ্বান' গ্রন্থের লেখক আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন শিব্‌লী (রহঃ), বলেছেনঃ শয়তানের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য উযূ-নামাযও একটি আমল। কেননা হাদীস শরীফে আছে ঃ

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

ক্রোধ (উৎপন্ন হয়) শয়তান থেকে এবং শয়তান সৃষ্ট আগুন থেকে আর আগুন নেভানো হয় পানি দিয়ে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কারোর ক্রোধ এলে সে যেন উযূ করে।[২১]

আরও একটি উপায়

অনর্থক দৃষ্টিপাত, অপ্রয়োজনীয় বাক্যব্যয়, অতিরিক্ত পানাহার ও আজেবাজে লোকদের সাথে সাক্ষাৎ হতে বিরত থাকাও শয়তানের থেকে হিফাযতের একটি পদ্ধতি। কেননা এই চারটি দরজা দিয়ে শয়তান মানুষের উপর চড়াও হয়।

কুদৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকার পুরস্কার

(হাদীস) হযরত হুযাইফাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللّٰهِ اَثَابَهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ

ইব্‌লীসের বিষাক্ত তীরগুলির একটি হল কুদৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুদৃষ্টি ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।[২২]

শয়তানী চক্রান্ত বাতিল করার তদ্‌বীর

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِىْ فَقَالَ : اِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيْدُكَ فَاِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ

হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বলেনঃ এক শক্তিশালী জ্বিন আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। সুতরাং যখনই আপনি বিছানায় শয়ন করবেন, 'আয়াতুল কুর্‌সী' পড়ে নেবেন।[২৩]

'আয়াতুল কুর্‌সী'র দুই ফিরিশতা

(হাদীস) হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَرَءَ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَحْفَظَانِهِ حَتّٰى يُصْبِحَ

যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণের সময় 'আয়াতুল কুর্‌সী' পড়ে, তার কাছে দু'জন ফিরিশ্‌তাকে মোতায়েন করা হয়, যারা তাকে সকাল পর্যন্ত হিফাযত করে।[২৪]

আয়াতুল কুর্‌সীর মাহাত্ম্য

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-র বাচনিকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا اٰيَةٌ سَيِّدَةُ اٰىِ الْقُرْاٰنِ لَا تُقْرَأُ فِىْ بَيْتٍ وَفِيْهِ شَيْطَانٌ اِلَّا خَرَجَ مِنْهُ : اٰيَةُ الْكُرْسِىِّ

সূরাহ্ বাকারাহ্য় এমন একটি আয়াত আছে যেটি কোরআনের সমস্ত আয়াতের সর্দার। যে ঘরে শয়তান থাকে, সে ঘরে আয়াতটি পড়লে শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আয়াতটি হল–'আয়াতুল কুর্‌সী।[২৫]

শয়তানকে বাড়িতে ঢুকতে না দেবার উপায়

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ) যে ব্যক্তি সূরা বাকারাহ্'র দশ আয়াত রাতের বেলায় পড়বে, সেই রাতে শয়তান তার ঘরে ঢুকতে পারবে না। চার আয়াত সূরাহ্'র শুরুতে, এক আয়াত 'আয়াতুল কুর্‌সী', দু'আয়াত আয়াতুল কুর্‌সীর পরের দু'আয়াত এবং বাকি তিন আয়াত হল সূরাহ্'র শেষে লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতি থেকে।[২৬]

দারিমী ও ইবনু যুরাইসের বর্ণনায় হযরত ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ)-এর বাচনিকে এরকমও বর্ণিত হয়েছে-যে ব্যক্তি সূরাহ্ বাকারাহ্'র প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুর্‌সী ও তার পরের দু'আয়াত এবং সূরাহ্ বাকারাহ্'র শেষ তিন আয়াত পড়বে-সে দিন তার কাছে শয়তান আসবে না, তার বাড়ির লোকজনদের কাছেও আসবে না এবং তার পরিবার-পরিজনদের কোনও অনিষ্ট হবে না ও তার ধন-সম্পদেরও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হবে না। এই আয়াতগুলি কোনও পাগলের উপর পড়লে তারও ফায়দা হবে।[২৭]

বদ্‌নজর থেকে বাঁচার উপায়

(হাদীস) হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَاٰيَةُ الْكُرْسِيِّ لَا يَقْرَأُهَا عَبْدٌ فِيْ دَارٍ فَتُصِيْبُهُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ عَيْنُ اِنْسٍ اَوْجِنٍّ -

যে ব্যক্তিই বাড়িতে সূরা ফাতিহাহ্ ও আয়াতুল কুর্‌সী পড়বে, সেই দিন তার জ্বিনের অথবা মানুষের বদনজরঘটিত কোনও বিপদ হবে না।[২৮]

শয়তানদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক দু'টি আয়াত

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ لَيْسَ شَيْءٌ اَشَدُّ عَلٰى مَرَدَةٍ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِيْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ (وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ...) الْاٰيَتَيْنِ

দুষ্ট জ্বিনদের পক্ষে সূরাহ্ বাকারাহ্'র ('অ ইলাহুকুম ইলাহুঁউ' ওয়াহিদ' থেকে) দু'টি আয়াতের চেয়ে বেশি মারাত্মক আর কোনও আয়াত নেই।[২৯]

হযরত হাসান (রহঃ)-এর যামানত

হযরত হাসান্ (রাঃ) বিন আলী (রাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই পঁচিশটি আয়াত প্রত্যেক রাতে পড়বে, আমি তার জামিনদার যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে প্রত্যেক অত্যাচারী শাসক, প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান, প্রত্যেক হিংস্র পশু ও প্রত্যেক ঝানু চোর থেকে হিফাযত করবেন। (সেই আয়াতগুলি হল) আয়াতুল কুর্‌সী, সূরা আল-আ'রাফের (ইন্না রাব্বাকুমুল লাযী খলাকাস্ সামাওয়াতি অল্-আর্‌দ্ব থেকে) দশ আয়াত, সূরা সা-ফ্‌ফাতের (গোড়ার) দশ আয়াত, সূরা আর্-রহমানের ইয়া মাঅ্‌শারল, জ্বিন্নি অল্-ইন্‌সি থেকে তিন আয়াত এবং সূরা হাশরের শেষ আয়াত।[৩০]

মদীনা থেকে জ্বিনদের বহিষ্কারকারী আয়াত

বর্ণনায় হযরত সাঅ্‌দ বিন ইস্‌হাক্ব বিন কাঅ্‌ব বিন উজ্‌রহ (রহঃ) ইন্না রাব্বাকুলুল্লা-হুল্ লাযী খালাকাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন এক বিশাল বড় জামাআত হাজির হয়। তাদের দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল যে তারা আরবীয়। সাহাবীগণ তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কারা?' তারা বলে, 'আমরা জ্বিন। আমরা পবিত্র মদীনা থেকে চলে গেছি। এবং ওই আয়াতটি আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিয়েছে।'[৩১]

রাতভর ফিরিশ্‌তার ডানার তলায় থাকার উপায়

হযরত আব্‌দুল্লাহ বিন আবী মারযূক বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শোবার সময় ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হুল্ লাযী খালাকাস্ সামা-ওয়া-তি অল্-আরদ্ব থেকে পুরো আয়াতটি পড়বে, তাকে এক ফিরিশ্‌তা নিজের ডানা দিয়ে সকাল পর্যন্ত (যাবতীয় বিপদ-বিপর্যয়) থেকে আগলে রাখবে।[৩২]

সূরা ইয়াসীনের কার্যকারিতা

হযরত উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন উমর আদ্-দাব্বাগ (রহঃ) বলেছেনঃ একবার আমি এমন এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে জ্বিন ভূত থাকত। যেতে যেতে হঠাৎ দেখি আমার সামনে একটি মেয়ে এল। মেয়েটির পরণে ছিল হলুদ রঙের কাপড়। সে নিজে বসে ছিল একটি আসনে। এবং কিছু প্রদীপ জ্বলছিল তার চারদিকে। মেয়েটি আমাকে ডাকছিল। তা দেখে আমি সূরাহ্ ইয়া-সীন পড়তে শুরু করে দিই। ফলে তার সব প্রদীপ নিভে যায়। এবং তখন সে বলতে থাকে, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার সাথে এ তুমি কী করলে!' এভাবে আমি তার হাত থেকে বেঁচে যাই।[৩৩]

সূরা ইয়াসীনের আরেকটি উপকারিতা

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) একজন উন্মাদকে সূরাহ্ ইয়াসীন পড়ে ফুঁক দিতে সে সুস্থ হয়ে ওঠে।[৩৪]

সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তাকে নিরাপত্তারক্ষী করার উপায়

(হাদীস) হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ اٰخِرَ سُوْرَةِ الْحَشْرِ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَطْرُدُوْنَ عَنْهُ شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِنْ كَانَ لَيْلًا حَتّٰى يُصْبِحَ وَاِنْ كَانَ نَهَارًا حَتّٰى يُمْسِيَ -

যে ব্যক্তি তিনবার 'আউযূ বিল্লাহ'.... পড়ার পর সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা মোতায়েন করে দেন, যারা তাকে জ্বিন ও মানুষরূপী শয়তানদের থেকে হিফাযত করে। রাতে পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং দিনে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিফাযত করে।[৩৫]

সূরা হাশরের শেষাংশের কার্যকারিতা

আবূ আইয়ুব আন্‌সারী (রাঃ)-এর বাড়িতে খেজুর শুকানোর জন্য আলাদা একটি জায়গা ছিল। তিনি সেখান থেকে খেজুর কমতে দেখে এক রাতে পাহারায় থাকেন। সেই রাতে একজন লোককে সেখানে আসতে দেখেন। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে?' সে বলে, 'আমি একজন পুরুষ জ্বিন। এই ঘরে আমার আসার উদ্দেশ্য, আমাদের কাছে খাবার মতো কিছু নেই। তাই আমরা আপনার খেজুর নিচ্ছি। আপনার জন্য আল্লাহ এতে কম করবেন না।' হযরত আবু আইয়ুব আন্‌সারী (রাঃ) বলেন, 'যদি তুমি (নিজেকে জ্বিন বলার বিষয়ে) সাচ্চা হও, তবে তোমার হাত আমাকে ধরিয়ে দাও।' সে নিজের হাত ধরিয়ে

দিল। হযরত দেখলেন, সেটা ছিল কুকুরের পায়ের মতো লোমযুক্ত। তো হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেন, 'তুমি আমার যতটা খেজুর এর আগে নিয়েছ, সব মাফ করে দিলাম। এখন তুমি সেই সেরা আমলটি বাতলে দাও, যার মাধ্যমে মানুষ জ্বিনের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।' জ্বিনটা বলে, 'তা হল সূরাহ্ আল্-হাশরের শেষ আয়াত।(৩৬)

সূরা ইখলাসের উপকারিতা

(হাদীস) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ صَلّٰى صَلٰوةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتّٰى يَقْرَأَ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) عَشَرَ مَرَّاتٍ لَمْ يُدْرِكْهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ وَاُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ -

যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করার পর কোনও কথা না বলে দশবার সূরা ইখ্লাস (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) পড়বে, সে ওই দিন কোনও বিপদ-আপদে পড়বে না এবং শয়তানের থেকেও নিরাপদে থাকবে।(৩৭)

হযরত জিব্রাঈলের অযীফা

হযরত ইব্নু মাস্উদ (রাঃ) বলেছেনঃ যে রাতে জ্বিনদের একটি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হাজির হয়, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। একদল জ্বিন আগুনের গোলা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর হামলা করতে উদ্যত হলে তাঁর কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাজির হয়ে নিদেবন করেন, ' হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমি কি আপনাকে এমন 'কালিমা' বলে দেব না, যা পড়লে ওদের আগুনের গোলা নিভে যাবে এবং ওরা মাথা মুখ গুঁজে পড়ে যাবে?– আপনি পড়ুনঃ

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِهِ التَّامَّةِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ النَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ

(ভাবানুবাদ) আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর মহত্ত্ব মাহাত্ম্য ও তাঁর পরিপূর্ণ বাণী সহকারে, যে বাণীর চেয়ে অগ্রবর্তী হতে পারে না আসমান থেকে পতিত কিংবা আসমানের দিকে উত্থিত কোনও বিপদাপদ ও ভালো মন্দ এবং (আশ্রয় প্রার্থনা করছি) সে সবের অনিষ্ট থেকে, যা জমিনে প্রবেশ করে এবং জমিন থেকে

বের হয় এবং দিন ও রাতের ফিত্নার অনিষ্ট থেকে ও রাত দিনের মঙ্গল আনয়ণকারী ছাড়া অমঙ্গল আনয়ণকারীদের অনিষ্ট থেকে। হে পরম দয়াবান।(৩৮)

শয়তানের হামলা ও নবীজীর প্রতিরক্ষা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবুত্ তাইয়াহ্ (রহঃ)! আব্দুর রহমান বিন হুবাইশ রহ, কে এমর্মে প্রশ্ন করা হয় যে, শয়তানরা যখন জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর হামলা করেছিল, তখন তিনি কীভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন? হযরত আবদুর রহমান উত্তর দেন, 'শয়তানরা পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা-প্রান্তর থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর হামলা করেছিল। ওদের মধ্যে একটা শয়তানের হাতে আগুনের একটা মশাল ছিল। মশালধারী শয়তানের মতলব ছিল, মশালের আগুন দিয়ে নবীজীকে জ্বালিয়ে দেওয়া। এমন সময় নবীজীর কাছে হযরত জিবরাঈল এসে নিবেদন করেন হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি পড়ুন।(৩৯)

وَاَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقٌ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওই 'কালিমাত' পড়তে শয়তানের আগুন নিভে যায় এবং আল্লাহ তাআলা সেই শয়তানদের জ্বালিয়েও দেন।(৪০)

'আউযূ বিল্লাহ্'র প্রভাব

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِىَ -

যে ব্যক্তি সকালে 'আউযু বিল্লাহিস্ সামীঈল্ আলীমি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম' পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে সুরক্ষিত রাখা হবে।(৪১)

হযরত খিযির ও ইলিয়াস (আঃ)-এর শেষকথা

(হাদীস) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

يَلْتَقِي الْخِضْرُ وَإِلْيَاسُ كُلَّ عَامٍ فِي الْمَوَاسِمِ وَيَفْتَرِقَانِ عَنْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَسُوْقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللّٰهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّوْءَ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ -

হযরত খিযির (আঃ) ও হযরত ইলিয়াস (আঃ) উভয়ে প্রতিবছর হজ্জের মওসুমে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ে বিদায় নেবার সময় বলেন-(বিসমিল্লাহি মা শা আল্লাহি থেকে শেষ পর্যন্ত যার অর্থ-) আল্লাহর নামে। আল্লাহ যা চান (তাই হয়)। মঙ্গল কেবল আল্লাহরই পক্ষ থেকে আসে। যাবতীয় নিয়ামাতও আসে আল্লাহরই তরফ থেকে। আল্লাহ্র নামে। আল্লাহ যা চান (তাই-ই হয়)। বিপদাপদ দূর করতে পারেন কেবলই আল্লাহ! আল্লাহ্ যা যান (তাই-ই হয়)। শক্তি সামর্থ কারোরই নেই কেবল আল্লাহ ছাড়া।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই দুআটি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে পানিতে ডোবা, আগুনে পোড়া, চুরি হওয়া, শয়তানী বিপদে পড়া এবং শাসনকর্তার জুলুমের শিকার হওয়া ও সাপ-বিচ্ছুর কামড় থেকে সুরক্ষিত রাখবেন।[৪১]

যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকার উপায়

(হাদীস) হযরত আবদুর রহমান বিন গনাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ

عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর পা তোলার আগে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু অলাহুল হামদু বি ইয়াদিহিল খাইরু ইয়ুহ্য়ী অ ইয়ুমীতু অ হুওয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন কাদীর[৪৩] দশবার পড়বে, প্রত্যেকবার পড়ার দরুন তার দশটা নেকী হবে, দশটা গুনাহ মাফ হবে, দশটা মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং সে প্রত্যেক বিপদাপদ ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে।[৪৪]

কালিমায়ে তাম্‌জীদের আরও ফায়দা

(হাদীস) হযরত আম্মার বিন শুবাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - عَلٰى أَثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُوْنَهُ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ حَتّٰى يُصْبِحَ -

যে ব্যক্তি মাগরিব-নামাযের পর লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু অলাহুল হাম্‌দু ইয়ুহ্য়ী অ ইয়ুমীতু অ হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর পড়বে, আল্লাহু তাআলা তার জন্য কিছু মুহাফিয্ পাঠিয়ে দেবেন, যারা তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে হিফাযত করবে।[৪৫]

জ্বিনদের থেকে হিফাযতের তাওরাতী অযীফা

বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হযরত কাবে (আহ্বার (রাঃ)) আমাদের বলেছেন যে, উনি অবিকৃত তাওরাতে একথা লেখা থাকতে দেখেছেন– যে ব্যক্তি এই 'কালিমা' পড়বে, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছাকাছিও ঘেঁষতে পারবে না।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ وَأَعُوْذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ عَذَابِكَ وَشَرِّ عِبَادِكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ

بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ خَيْرِ مَا تُسْئَلُ وَخَيْرِمَا تُعْطٰى وَخَيْرِ مَا تُبْدِىْ وَخَيْرِ مَا تُخْفِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا تَجَلّٰى بِهِ النَّهَارُ وَاِنْ كَانَ اللَّيْلُ قَالَ مِنْ شَرِّ مَا دَجٰى بِهِ اللَّيْلُ -

হে আল্লাহ! আমি আপনার নাম ও পরিপূর্ণ বাণীগুচ্ছ সহকারে প্রতিটি সাধারণ ও অসাধারণ বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনার নাম ও আপনার পরিপূর্ণ বাণীগুচ্ছের সাথে আশ্রয় চাইছি আপনার শাস্তি ও আপনার বান্দাদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! আপনার নাম ও চূড়ান্ত কালাম সহকারে আপনার শরণ নিচ্ছি অভিশপ্ত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে। হে আল্লাহ! আপনার নাম ও চূড়ান্ত কালাম সহকারে প্রার্থনা করছি এমন প্রতিটি মঙ্গল, যা দান করা হয়, প্রকাশ করা হয় ও গোপন রাখা হয়। হে আল্লাহ! আমি আপনার নাম ও চূড়ান্ত কালাম-সহকারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন সব জিনিসের অনিষ্ট থেকে, যেগুলির উপর সূর্যের আলো পড়ে। রাতের বেলা হলে বলতে হবে –এমন সব বস্তুর অনিষ্ট থেকে, রাত যেগুলিকে ছেয়ে ফেলেছে।[৪৬]

ইমাম ইব্‌রাহীম নাখঈ (রহঃ)-এর অযীফা

ইমাম ইবরাহীম নাখ্‌ঈ (রহঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলায় দশবার আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌ শাইত্বানির রাজীম বলবে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে হিফাযত করা হবে।[৪৭]

‘বিসমিল্লাহর মোহর

হযরত সফ্‌ওয়ান বিন সালীম (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনরা মানুষের জামা-কাপড় ব্যবহার করে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনও কাপড় তুলবে বা রাখবে, তখন সে যেন বিস্‌মিল্লাহ বলে। কেননা (জ্বিনদের ব্যবহার করতে না দেওয়ার জন্য) বিশেষ মোহর হল 'আল্লাহর নাম'।[৪৮]

ধূর্ত জ্বিনের তদ্‌বীর

(হাদীস) হযরত খালিদ বিন অলীদ (রাঃ)-এর নিবেদনঃ হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! এক ধূর্ত জ্বিন আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে।' জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'তুমি এই দু'আটি পড়বে–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَاَ فِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِى السَّمَاۤءِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ -

হযরত খালিদ বিন অলীদ বলেন– আমি ওই আমল করতে আল্লাহ তাআলা সেই জ্বিনকে আমার থেকে দূর করে দেন।[৪৯]

জ্বিনদের উদ্দেশে নবীজীর সতর্কবার্তা

হযরত আবূ দুজানাহ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অনুযোগ পেশ করি– হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমি (রাতে) নিজের বিছানায় শুয়ে থাকার সময় যাঁতা ঘোরার শব্দ পাই এবং মৌমাছির ভন্‌ভনানিও শুনতে পাই। আর ভয়ভীতির মধ্যে মাথা তুললে একটা কালো ছায়া আমার নজরে পড়ে। ছায়াটা বড় হতে হতে আমার বাড়ির উঠানে ছড়িয়ে পড়ে। তার পর আমি তার দিকে ঝুঁকি এবং তার গায়ে হাত দিই। মনে হয় গা শজারুর মতো। সে আমার দিকে আগুনের গোলা ছোঁড়ে। আমার মনে হয়, ও আমাকেও জ্বালিয়ে দেবে এবং আমার ঘরবাড়িও জ্বালিয়ে দেবে।'

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– 'তোমার বাড়িতে অবস্থানকারী (জ্বিন) দুষ্ট। হে আবু দুজানাহ! কা'বা'র প্রভুর কসম! তোমার মতো ব্যক্তিকেও কি কষ্ট দেওয়া উচিত।' অতঃপর বলেন, 'আমার কাছে দোয়াত ও কলম নিয়ে এসো।'

তাঁর কাছে কলম-দোয়াত পেশ করা হল। তিনি সেগুলি হযরত আলী (রাঃ)-কে দিয়ে বলেন, 'হে আবুল হাসান, লেখো।' হযরত আলী বললেন, 'কী লিখব?' নবীজী বললেন, 'লেখো–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اِلٰى مَنْ طَرَقَ الْبَابَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ ، اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ مَنْعَةً فَاِنْ شَكَّ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا مُقْتَحِمًا اَوْزَاعِمًا حَقًّا مُبْطِلًا ، هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ، اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَرُسُلُنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَكْتُمُوْنَ ، اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى

عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَإِلَى مَنْ يَزْعَمُ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ
شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُغْلَبُوْنَ حٰمٓ لَا
تُنْصَرُوْنَ ، حٰمٓ عٓسٓقٓ تَفَرَّقَ أَعْدَاءُ اللّٰهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللّٰهِ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

হযরত আবূ দুজানাহ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি ও (নবীজীর পক্ষ থেকে লিখিত সতর্কবার্তা)-টি জড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাই এবং মাথার নীচে রেখে নিজের বাড়িতে রাত কাটাই। রাতে এক চিৎকারকারীর চিৎকারে আমি জেগে উঠি। সে বলছিল-হে আবূ দুজানাহ! লাত ও উয্যাহ'র কসম! ওই 'কালিমা' আমাদের জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনাকে আপনার নবীর দোহাই দিয়ে বলছি, এই লেখাটি এখান থেকে সরিয়ে দিন। আর আমরা আপনাকে কষ্ট দেব না। আপনার পাড়া-প্রতিবেশীকেও না। এবং সেই স্থানেও (যাব না), যেখানে এই পবিত্র লিপি থাকবে।'

হযরত আবূ দুজানাহ বলেছেনঃ আমি জবাব দিলাম, 'আমাকে আমার রসূলের হকের কসম (যা আল্লাহ আমার উপর আবশ্যিক করেছেন)! আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত এই লিপিটি এখান থেকে তুলব না।'

হযরত আবূ দুজানাহ্ বলেছেনঃ জ্বিনদের কান্নাকাটি ও চিৎকার-চেঁচামেচির ফলে রাতটা আমার কাছে খুব দীর্ঘ হয়ে গেল। ভোর হতে আমি রওয়ানা হলাম। ফজরের নামায নবীজীর পিছনে আদায় করলাম। তারপর জ্বিনদের থেকে যেসব শুনেছিলাম এবং আমি তাদের যাকিছু উত্তর দিয়েছিলাম সব নবীজীকে নিবেদন করলাম। তখন নবীজী বললেন-' হে আবূ দুজানাহ! তুমি ও পবিত্র লিপিটি জ্বিনদের থেকে তুলে নাও। যিনি আমাকে সত্য সহকারে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই সত্তা (আল্লাহ)-র কসম! ওই জ্বিনদের ক্বিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি হতে থাকবে।[৫০]

'লা-হাওলা অলা কুউওয়াতা'র কার্যকারিতা

(হাদীস) হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ لِأُمَّتِكَ يَقُوْلُوْا : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِا

لِلّٰهِ عَشْرًا عِنْدَ الصُّبْحِ وَعَشْرًا عِنْدَ الْمَسَاءِ وَعَشْرًا عِنْدَ النَّوْمِ
يُدْفَعُ عَنْهُمْ عِنْدَ النَّوْمِ بَلْوَى الدُّنْيَا وَعِنْدَ الْمَسَاءِ مَكَائِدَ
الشَّيْطَانِ وَعِنْدَ الصُّبْحِ أَسْوَأُ غَضَبِيْ

অনন্ত মহান মর্যাদাবান আল্লাহ বলেছেন, (হে নবী!) আপনার উম্মতবর্গকে বলে দিন-তারা যেন সকালে, সন্ধ্যায় ও (রাতে) শোবার সময় দশবার করে লা-হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়ে। তাহলে ঘুমানোর সময় তাদের থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ সরিয়ে দেওয়া হবে। সন্ধ্যায় শয়তানী চক্রান্ত থেকে মুক্ত রাখা হবে। এবং সকালে আমার কঠোর ক্রোধ নির্বাপিত হয়ে যাবে।[৫১]

শয়তানদের থেকে সুরক্ষিত তিনপ্রকার ব্যক্তি

(হাদীস) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

ثَلَاثَةٌ مَعْصُوْمُوْنَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ : اَلذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمُسْتَغْفِرُوْنَ بِالْأَسْحَارِ وَالْبَاكُوْنَ مِنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

তিন প্রকার মানুষ ইব্‌লীস ও তার দলবলের অনিষ্ট হতে মুক্ত থাকবে-১। রাতে দিনে আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীগণ, ২। জাদুর গুনাহ্ থেকে তাওবাকারীগণ এবং ৩। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীগণ।[৫২]

সাদা মোরগের বরকত

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِتَّخِذُوا الدِّيْكَ الْأَبْيَضَ فَإِنَّ دَارًا فِيْهَا دِيْكٌ أَبْيَضُ لَا يَقْرَبُهَا
شَيْطَانٌ وَلَا سَاحِرٌ وَلَا الدُّوْرُ حَوْلَهَا

তোমরা সাদা মোরগ রাখবে। কেননা যে বাড়িতে সাদা মোরগ থাকে, তার কাছে না শয়তান ঘেঁষতে পারে আর না জাদুকর। এমনকী তার (সাদা মোরগ বাড়ির) আশেপাশের বাড়িতেও শয়তান (ও জাদুকার) যায় না।[৫৩]

(হাদীস) হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلدِّيْكُ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ مَنِ اتَّخَذَ دِيْكًا اَبْيَضَ حُفِظَ مِنْ ثَلَاثَةٍ

مِنْ شَرِّ مَحَلِّ شَيْطَانٍ وَسَاحِرٍ وَكَاهِنٍ -

মোরগ নামাযের জন্য আযান দেয়। যে ব্যক্তি সাদা মোরগ রাখে, তাকে তিনটি জিনিস থেকে হিফাযত করা হয়– শয়তানের অনিষ্ট থেকে, জাদুকরের অনিষ্ট থেকে এবং জ্যোতিষীর অনিষ্ট থেকে।[৫৪]

(হাদীস) হযরত আবূ যায়েদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلدِّيْكُ الْاَبْيَضُ صَدِيْقِىْ وَصَدِيْقُ صَدِيْقِىْ يَحْرُسُ دَارَ صَاحِبِهٖ

وَسَبْعَ دُوْرٍ حَوْلَهَا

সাদা মোরগ আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধুরও বন্ধু। এ আপন মনিবের বাড়ি হিফাযত করে এবং হিফাযত করে তার আশেপাশের সাতটি বাড়িও।[৫৫]

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلدِّيْكُ الْاَبْيَضُ الْاَفْرَقُ حَبِيْبِىْ وَحَبِيْبُ حَبِيْبِىْ جِبْرِيْلَ يَحْرُسُ

بَيْتَهٗ وَسِتَّةَ عَشَرَ بَيْتًا مِنْ جِيْرَانِهٖ : اَرْبَعَةً عَنِ الْيَمِيْنِ وَاَرْبَعَةً

عَنِ الشِّمَالِ وَاَرْبَعَةً مِنْ قُدَّامِهٖ وَاَرْبَعَةً مِنْ خَلْفِهٖ -

ঝুঁটিওয়ালা সাদা মোরগ আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধু জিব্‌রাঈলেরও বন্ধু। এ (ঝুঁটিওয়ালা সাদা মোরগ) নিজের বাড়ির হিফাযত করে এবং সেই সাথে হিফাযত করে আপন প্রতিবেশির ষোলোটি ঘরও–হিফাযত করে– চারটি ডানদিক থেকে, চারটি বামদিক থেকে, চারটি সামনে থেকে এবং চারটি পিছন থেকে।[৫৬]

(হাদীস) হযরত ইবনু উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَسُبُّوا الدِّيْكَ الْاَبْيَضَ فَاِنَّهٗ صَدِيْقِىْ وَاَنَا صَدِيْقُهٗ وَعَدُوُّهٗ عَدُوِّىْ

وَاِنَّهٗ لَيَطْرُدُ مَدٰى صَوْتِهٖ مِنَ الْجِنِّ -

সাদা মোরগকে তোমরা ভর্ৎসনা করো না। ও আমার বন্ধু। আমিও ওর বন্ধু। ওর যে শত্রু সে আমারও শত্রু। ওর আওয়াজ যতদূর পৌঁছায়, ততদূর পর্যন্ত ও জ্বিনকে তাড়িয়ে দেয়।[৫৭]

জ্বিন ছাড়ানোর এক বিস্ময়কর ঘটনা

বর্ণনায় ইমাম ইবনুল জ্বাওযী, (রহঃ) এক ত্বালিবে ইল্‌ম্ (মাদরাসা-ছাত্র) সফর করছিল। রাস্তায় একটি লোক তার সহযাত্রী হল। যেতে যেতে লোকটি তার গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে ত্বালিবে ইল্‌মকে বলল, ' তোমার উপর আমার একটা হক আছে। আমি জ্বিন। তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

জ্বিন বলল, 'তুমি অমুকজনের বাড়িতে গেলে অনেক মুরগির মধ্যে একটা মোরগও দেখতে পাবে। তোমার কাজ হল, মোরগের মালিকের সাথে কথা বলে মোরগটা কিনে নেওয়া। তারপর সেটাকে যবাহ্ করে ফেলা।'

তালিবে ইল্‌ম্ তখন বলল, 'আচ্ছা ভাই, তোমাকেও আমার একটা উপকার করতে হবে।'

জ্বিন বলল, 'কী?'

তালিবে ইল্‌ম্ বলল, 'শয়তান যখন কোনও মানুষকে ধরে এবং ছাড়তে না-চায়, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি কোনও কাজে না আসে এবং মানুষকে পেরেশান করে দেয়, তখন তার চিকিৎসা কীভাবে করতে হবে?'

জ্বিন বলল, 'ছোট লেজযুক্ত শিংওয়ালা হরিণের চামড়া ছাড়িয়ে জ্বিনে ধরা মানুষের দুইহাতের দু'টি আঙুল শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। তারপর 'স্থল-সুদাব' { سُدَابٍ بَرِّىْ } এর তেল বের করে তার নাকের ডানছিদ্রে চারবার ও বামছিদ্রে তিনবার দিলে সেই জ্বিন মরে যাবে। এবং অন্য কোনও জ্বিনও তার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

তালিবে ইল্‌ম্ নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছে নির্দিষ্ট বাড়িতে গেল। তো জানতে পারল যে, সেই বাড়িতে একটি মোরগ আছে। বাড়িওয়ালা তার মোরগ বেচতে রাজি হল না। শেষকালে কয়েকগুণ বেশি দাম দিয়ে তালিবে ইল্‌ম্ মোরগটা কিনে নিল। এমন সময় সেই জ্বিন দূর থেকে তালিবে ইল্‌মকে নিজের আকৃতি দেখাল। এবং ইশারায় মোরগটাকে যবাহ করে দিতে বলল। (তালিবে ইল্‌ম্ সেটা যবাহ্ করে দিল।) অমনি সেই বাড়ি থেকে পুরুষ ও মহিলারা বের হয়ে এসে তালিবে ইল্‌মকে মারতে উদ্যত হল। এবং বলল, 'তুমি জাদুকর।'

তালিবে ইল্‌ম বলল, 'আমি জাদুকর নই।' তারা বলল, ' যেই তুমি মোরগটা যবাহ্ করেছ, অমনি আমাদের মেয়ের উপর জ্বিন এসে হামলা করেছে।'

তালিবে ইল্‌ম্ তখন তাদেরকে ছোট লেজযুক্ত শিংওয়ালা হরিণের একটা চামড়া ও স্থূল সুদাবের তেল এনে দিতে বলল। তারা সেগুলো নিয়ে এল জ্বিনটা চেঁচিয়ে উঠল। সে বলল, 'আমি কি তোমাকে এ কাজ খোদ আমার বিরুদ্ধে করার জন্য শিখিয়েছি!'

তালিবে ইল্‌ম্ তার নাকে সেই তেলের ফোটা দিতেই জ্বিনটা মরে গেল। মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠল। এবং তারপর থেকে কোনও জ্বিন শয়তান তার কাছে আসেনি।(৫৮)

ইব্‌লীসও হার মানে যে অযীফার বরকতে

বর্ণনায় হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ্ (রহঃ) হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) খলীফা হওয়ার আগে একবার আমার পিতা হযরত উরওয়াহ্ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর কাছে এসে বলেন– 'গতরাতে আমি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি। আমি আমার বাড়ির ছাদে বিছানায় শুয়েছিলাম। এমন সময় রাস্তায় দুম্‌দাম আওয়াজ শুনতে পেয়ে নীচের দিকে ঝুঁকলাম। দেখতে পেলাম, ওখানে শয়তানরা নামছিল। শেষ পর্যন্ত ওরা আমার বাড়ির পিছনে ফাঁকা জায়গায় জমা হল। তারপর ইবলীস এল। সে এসে চিৎকার করে বলল, কে আমার কাছে উরওয়াহ বিন যুবাইর ((রহঃ)) কে এনে হাজির করবে?' তাদের মধ্যে একদল বলল, 'আমরা ধরে নিয়ে আসব।' সুতরাং তারা চলে গেল। এবং (কিছুক্ষণের মধ্যে) তারা ফিরে এসে বলল, 'আমরা ওকে একটুও কাবু করতে পারিনি। ইব্‌লীস তখন আগের চাইতেও বেশি জোরে চিৎকার করে বলল, কে আমার কাছে উরওয়াহ বিন যুবাইরকে ধরে আনবে। একদল শয়তান বলল, আমরা নিয়ে আসব। তারপর তারা চলে গেল। এবং যথেষ্ট সময় কেটে যাবার পর ফিরে এসে বলল, 'আমরাও ওকে কব্জা করতে পারিনি। ইবলীস তৃতীয়বার চেঁচিয়ে উঠল (এবং এত জোরে চেঁচাল যে,) আমি ভাবলাম, জমিন হয়তো ফেঁটে গেছে। – 'কে আমার কাছে উরওয়াহ্ বিন যুবাইরকে ধরে আনবে?' আরও একদল শয়তান উঠে রওয়ানা দিল। দীর্ঘক্ষণ পর সেই দলটা ফিরে এল। বলল, 'আমাদের ছলাকলাও ওর কাছে খাটেনি। ওকে আমরাও কব্জা করতে পারিনি।' ইবলীস তখন নারাজ হয়ে চলে গেল। সেই জ্বিনরাও তার পিছনে পিছনে গেল।

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মুখে একথা শোনার পর হযরত উরওয়াহ্ বিন যুবাইর বললেন– 'আমার পিতা হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) বলেছেন– আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুনেছি– যে ব্যক্তি রাত ও দিনের সূচনায় (সকাল ও সন্ধ্যায়) এই দুআটি পড়বে, আল্লাহ্ তাকে ইবলীস ও তার বাহিনীর থেকে হিফাযতে রাখবেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ ذِى الشَّانِ عَظِيْمِ الْبُرْهَانِ شَدِيْدِ السُّلْطَانِ مَا شَاءَ اللّٰهُ

مَاكَانَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ -

(দুআটির বাংলা উচ্চারণ) বিস্‌মিল্লাহি যিশ্ শান, আযীমিল বুরহান, হাদীদিস্ সুলতান, মা শা আল্লাহু মা কানা আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বান।(৫৯)

শয়তানকে জব্দ করার আমল

বর্ণনায় হযরত উরওয়াহ্ (রহঃ) বিন যুবাইর (রাঃ) একবার আমি একাকী নবীজীর মসজিদে রোদের মধ্যে বসেছিলাম। এমন সময় এক আগন্তুক এসে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়াব্‌নায় যুবাইর (হে যুবাইরের পুত্র, আপনাকে সালাম)!'

আমি ডাইনে-বাঁমে তাকালাম। কোনও কিছুই নজরে পড়ল না। আমি তার সালামের জবাব দিলাম বটে কিন্তু আমার লোম খাড়া হয়ে গেল।

সে বলল, 'আপনি ঘাবড়াবেন না। আমি অদৃশ্য অঞ্চলের বাসিন্দা। আপনার কাছে আমি এসেছি একটা বিষয় বলতে এবং একটা বিষয় জানতে। – আমি ইবলীসের সাথে তিনদিন যাবৎ ছিলাম। সে এক কালো চেহারা ও নীল চোখওয়ালা শয়তানকে (একদিন) সন্ধ্যাবেলায় বলছিল, 'তুমি ওই মানুষটার ব্যাপারে কী করলে?' শয়তানটা জবাব দিল, 'আমি ওকে কাবু করতে পারিনি। কেননা, ও সকাল-সন্ধ্যায় একটা 'কালাম' পড়ে।' তৃতীয় দিনে সেই শয়তানকে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ইবলীস তোমাকে কার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিল?' সে বলে ও আমাকে উরওয়াহ্ বিন যুবাইরের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করছিল যে, আমি ওকে অপহরণ করার কাজে কতটা এগিয়েছি। কিন্তু উরওয়াহ্ বিন যুবাইর সকালে ও সন্ধ্যায় এমন এক কালাম পড়ে, যার কারণে আমি ওকে অপহরণ করতে সক্ষম হইনি।'

তাই আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি যে, আপনি সকালে ও সন্ধ্যায় কী পড়েন,বলুন।'

হযরত উরওয়াহ্ (রহঃ) বলেন, 'আমি পড়ি এই দুআটি-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَاعْتَصَمْتُ بِهٖ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوْتِ

وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى الَّتِىْ لَا انْفِصَامَ لَهَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

(অনুবাদ) আমি ঈমান এনেছি অনন্ত মহান আল্লাহর প্রতি ও তাঁকে অবলম্বন করছি দৃঢ়ভাবে। এবং অস্বীকার করছি আল্লাহবিরোধী সকল কিছুকেই। আর ধারণ করছি মজবুত রশি, যা ছিন্ন হয় না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বাশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।(৬০)

প্রমাণসূত্রঃ

(১) আল- কোরআন, সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩৬। সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত ২০০।

(২) বুখারী, কিতাবুল অকালাত, বাব ১০; কিতাবু ফাযায়িলুল কোরআন, বাব ১০; কিতাবু বাদউল খল্ক, বাব ১২। ফতহুল বারী ৪ঃ ৪৮৭। দুররুল মানসুর ১ঃ ৩২৬। মিশকাত, হাদীস ২১২৩। কান্‌যুল উম্মাল ২৫৬১। আত্‌হাফ্ আস্-সাদাহ্ আল্-মুত্তাক্বীন ৫ঃ ১৩৩।

(৩) আবূ ইয়া'লা। ইবনু হাব্বান। আবূ আশ্-শায়খ ফিল্-উযমাহ। হাকিম অ-সিহ্‌হাহ। আবূ নুআইম, দালায়িলুন নুবুওঅত। বায়হাক্বী, দালায়িলুন নুবুওঅত ৭ ঃ ১০৮,১০৯।

(৪) ইবনে আবিদ্ দুনইয়া মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, পৃষ্ঠা ৩৩। ত্ববারানী। হাকিম। আবূ নুআইম। মাজমাউয্ যাওয়াইদ ৬ ঃ ৩২১। হাকিম অ সিহ্‌হাহ্ ১ঃ ৫৬৩। দালায়িলুন নুবুওঅত, বায়হাকী ৭ ঃ ১১০। আদ্-দুররুল মানসুর। ১ঃ ৩২৪।

(৫) প্রাগুক্ত।

(৬) তিরমিযী, সাওয়াবুল কোরআন, বাব ও ৩, ৩০৪০। মুসনাদে আহমদ ৫ ঃ ৪২৩। দালায়িলুন্ নুবুউঅত্ বায়হাকী ৭ঃ ১১১। মাকায়িদুশ্ শাইত্বাম (১২), পৃষ্ঠা ৩১। দুররুল মানসুর ১ঃ ৩২৫। ইবনে আবী শায়বাহ্ ১০ ঃ ৩৯৮। ত্ববারানী কাবীর ৪০১২, ৪০১৩, ৪০১৪; ১৯ঃ ২৬৩। মামমাউয্ যাওয়াইদ ৬ ঃ ৩২৩। হাকিম ৩ ঃ ৪৫৯। তারগীব অ তারহীব ২ ঃ ৩৭৪।

(৭) ত্ববারানী আবূ নুআইম। ইবনে আবিদ দুনইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (১৩), পৃষ্ঠা ৩২। দুররুল মানসুর। ১ঃ ৩২৫। হাকিম ৩ ঃ ৪৫৮। মামমাইয্ যাওয়াইদ ৬ ঃ ৩২৩।

(৮) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (১৫), পৃষ্ঠা ৩৫। দুররুল মানসুর ১ ঃ ৩২৭। কিতাবুল উযমাহ্ আবূ আশ্-শাইখ।

(৯) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (১৫), পৃষ্ঠা ৩৫। দুররুল মানসুর ১ঃ ৩২৭।

(১০) তিরমিযী, ফী সাওয়াবিল কোরআন, বাব ২। মুসলিম, হাদীস ২১২, মিনাল মুসাফিরীন। মুসনাদে আহমদ ২ঃ ২৮৪, ৩৩৭, ৩৭৮, ৩৮৮। আবূ দাউদ মানাসিক, বাব ৯৯। মিশ্‌কাত ২১১৯। শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪ ঃ ৪৫৬। কানযুল উম্মাল ৪১৫১১। তারগীব অ তারহীব ২ ঃ ৩৬৯। দুররুল মান্‌সুর ১ ঃ ১৯ ফাতহুল বারী ১ ঃ ৫৩০। যাদুল মাইয়াস্‌সার ১ ঃ ১৯।

(১১) ইবনে আবিদ্ দুনইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (৬৩), পৃষ্ঠা ৮৫। কিতাবুল গরীব, আবূ উবায়দ। দালায়িলুন নুবুওঅত ৭ ঃ ১২৩। দালায়িলুন নুবুওঅত, আবূ নুআইম।

(১২) সুনানু তিরমিযী, সাওয়াবুল কোরআন, বাব ৪। সুনানু দাওরমী, ফাযায়িলুল কোরআন, বাব ১৪। মুসনাদে আহমাদ ৪ ঃ ২৭৪। জামিই সগীর, হাদীস নং ১৭৬৪। ফাইযুল কবীর ২ঃ ২৪৭। বুখারী ৯ ঃ ১৯৬। ত্বারারানী কাবীর ৭ ঃ ৩৪২। মাজমাউয যাওয়াইদ ৬ঃ ৩১২। দুররুল মানসুর ১ ঃ৩৭৮। কানুযুল উম্মাল ৫৮৩,২৫৪১। মিশকাত ২১৪৫, ৫৭০০। মুআলিমুত্ তান্‌যীল, বাগবী ১ঃ ৩১৬। তাফসীর কুরতুবী ৩ ঃ ৪৩৩। শারহুস সুন্নাহ্ ৪ ঃ ৪৬৬। ত্ববারানী সগীর ১ ঃ ৫৫। তারগীব অ তারহীব ২ঃ ৩৭২। তাফসীর ইবনু কাসীর ৪ঃ ২৩৪। আল আসমা অস্-সিফাত ২৩২। কিতাবুল আলাল, ইবনু আবী হাতিম ১৬৭৮। কামিল ইবনু আলী ৭ঃ ২৪৯০।

(১৩) সুনানু তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৭৯। মিশকাত ২১৪৪। কানযুল উম্মাল ৩৫০২। দুররুল মানসুর ১ঃ ৩২৬; ৫ ঃ ২৪৪। আল্-আয্‌কার, নওবী ৭৯।

(১৪) ইবনু আবিদ্ দুনইয়া, মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, রিওয়াইয়াত নং ২১, পৃষ্ঠা ৪২। আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ৯৮।

(১৫) সহীহ্ বুখারী, বাদউল খল্ক, বাব ১১; অদ্ দাঅয়াত, বাব ৬৫। সহীহ্ মুসলিম ফিয্-যিকর, হাদীস নং ২৭। সুনানু তিরমিযী, ফিদ্ দাআয়াত, বাব ৫৯, ৬২। সুনানু ইবনু মাজাহ ফিদ্ দু'আ, বাব ১৪। মুআত্তা মালিক, হাদীস ২০। মুসনাদে আহমাদ ২ ঃ ৩০২, ৩৭৫; ৪ঃ ২২৭। তারগীব অ তারহীব ১ঃ ৪৫১। ফাতহুল বারী ১১ঃ ২৯১। কানযুল উম্মাল ৩৭২১।

(১৬) সুনানু তাফসীর, কিতাবুল আদব, বাব ৭৮,২৮৬৩। মুসতাদ্‌রক ১ ঃ ১১৭, ১১৮,২৩৬, ৪২১। মুসনাদে আহমাদ ৪ ঃ ১৩০, ২০২। ইবনু হাব্বান ১২২২, ১৫৫০। ত্ববারানী কাবীর ৩ঃ ৩২৪। কানযুল উম্মাল ৪৩৫৭৭। ইবনু খুযাইমাহ্ ৯৩০। কিতাবুশ্ শারীআহ্, আজারী ৮। দুররুল মানসুর ১ঃ ১৮১। ইবনু কাসীর ১ঃ ৮৭। তাফসীর কুরতুবী ২ঃ ২০৯। জ্বামিউত্ তাহসীল লিল্ অলায়ী ১৬২, ৩৫২। শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০ঃ ৪৯। তারগীব অ তারহীব ১ ঃ৩৬৬। তবাকাত ইবনু সা'দ ৪ঃ ৩ ঃ ৭৬।

(১৭) আল্-হাওয়াতিফ, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া (১৫৪), পৃষ্ঠা ১১২।

(১৮) মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া (৯), পৃষ্ঠা ২৯।

(১৯) ইবনু আবিদ্ দুনইয়া, মাকায়িদুশ্ শাইত্বান (১৭), পৃষ্ঠা ৩৯।

(২০) সুনানু তিরমিযী, কিতাবুত্ ত্বিব্ব, বাব ১৬। সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল ইস্‌তিআযাহ্, বাব ৩৭। সুনানু ইবনু মাজাহ্, কিত্তাবুত্ ত্বিব্ব, বাব ২৩। মিশকাত, হাদীস ৪৫৬৩। কান্‌যুল উম্মাল ১৮০৩৮। ফাত্‌হুল্ বারী ১০ঃ ১৯৫। কিতাবুল আযকার, হাদীস ২৮৩।

(২১) আবূ দাউদ ৪৭৮৪। দুররুল মানসুর ২ঃ ৭৪। মুসনাদে আহমাদ ৪ ঃ ২২৬। ফাত্‌হুল বারী ১০ ঃ ৪৬৭। আত্ ত্বিব্বুন নববী, যাহাবী ২৪। তারগীব অ তারহীব ৩ঃ ৪৫১। তাখরীজে ইরাক্বী ৩ ঃ ১৬৩। তাফসীর ইবনু কাসীর। তাফসীর কুরত্বুবী। মিশকাত। জামউল জাওয়ামিই। আত্‌হাফুস্ সাদাহ। ত্ববারানী কাবীর। তাফসীর কুরতুবী। শারহুস সুন্নাহ।

(২২) মুস্‌তাদ্‌রাকে হাকিম ৪ঃ ৩১৪। ত্ববারানী, ইবনু মাসউদ (রাঃ)। দুররুল মানসুর ৫ ঃ৪১। কাশফুল খিফা ২ ঃ ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৫৫।

(২৩) মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া (৬৭), পৃষ্ঠা ৮৯। আল্ মাজালিসাহ্ দীনুরী ((রহঃ)) ইহ্ইয়াউল উলুম ৩ঃ ৩৬। দুররুল মানসুর, ১ঃ ৩২৭।

(২৪) ফাযায়িলুল্ কোরআন, ইবনুল য়ুরাইস।

(২৫) মুস্তাদ্রাকে, হাকিম ১ঃ ৫৬০; ২ ঃ ২৫৯। ত্ববারানী, কাবীর ১০ঃ ১০৬, ৩২৩। দুররুল মানসুর ১ ঃ ৩২৬। কানযুল উম্মাল ২৫৫৭। তাফসীর ইবনু কাসীর ১ ঃ ৪৫৪। জামউল জাওয়ামিই ১ ঃ ৫৪৮। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(২৬) সুনানু দারিমী। ইবনুল মুনযির। তবারানী।

(২৭) সুনানু দারিমী, ফাযায়িলুল্ কোরআন। ইবনুয় য়ুরাইস।

(২৮) দাইলামী। আত্হাফ আস্-সাদাহ্ আল্-মুত্তাক্বীন ৫ঃ ১৩২। দুররুল মানুসর ১ঃ ৫। কানুযুল উম্মাল ২৫০২। তাফ্সীর কুরতুবী ১ ঃ ১১১। কাশ্ফুল খিফা ২ ঃ ১০৭।

(২৯) দাইলামী, হাদীস নং ৫১৭৭; ৩ঃ ৩৮৫। আদ্ দুররুল মানসুর ১ ঃ ১৬৩। কান্যুল উম্মাল, হাদীস নং ২৫৫৬। আল জামিউল কাবীর ১ ঃ ৬৭৮।

(৩০) কিতাবুদ দু'আ, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। তারীখে বাগদাদ, খতীব বাগদাদী।

(৩১) তাফ্সীর ইবনু আবী হাতিম।

(৩২) ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। তাফসীর, আবূ আশ-শায়খ।

(৩৩) কিতাবু উযমাহ্, আবূ আশ্-শায়খ।

(৩৪) ফাযায়িলুল্ কোরআন, ইবনু য়ুরাইস।

(৩৫) ইবনু মারদাওয়াহ্। আদ্-দুররুল মানসুর ৬ ঃ ৩০২।

(৩৬) ইবনু মারদাওয়াহ।

(৩৭) দুররুল মানসুর ৪ ঃ ৪১৪। কানযুল উম্মাল, হাদীস ২৫৪০। ইবনু আসাকির।

(৩৮) বুখারী ৬ ঃ ৭১; ৯ঃ ১২৫। ইবনু আসাকির ১ ঃ ৪০৪। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, আবূ নুআইম ১ ঃ ৬০।

(৩৯) এই দু'আটি প্রায় আগেরটির মতোই। তাই অনুবাদ করা হল না।–অনুবাদক।

(৪০) দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী ৭ঃ ৯৫। মুনসাদে আহমাদ ৩ ঃ ৪১৯। দালায়িল, আবূ নুআইম ১ ঃ ৬০। আল্- আস্মা অস্ সিফাত, বায়হাকী, হাদীস নং ২৫,১৮৪, ১৮৫। কান্যুল উম্মাল ৫০১৮, সূত্র ইবনু আবী শাইবাহ্, বাযযার, হাসান বিন সুফইয়ান, প্রভৃতি।

(৪১) ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি অল্-লাইলাহ্, হাদীস নং ৪৯। দারিমী ২ ঃ ৪৫৮। আল্ আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ১২০১।

(৪২) য়ুআফায়ে আকীলী ১ ঃ ২২৫। কিতাবুল আফরাদ। দারেকুতনী। তারীখ, ইবনু আসাকির। তাহ্যীবে তারীখে দামিশ্ক ৫ ঃ ১৫৫। আত্হাফুস্ সাদাহ্ ৫ ঃ ৬৯, ১১২। কামিল, ইবনু আদী ২ ঃ ৭৪০। আল্ বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্ ১ ঃ ৩৩৩। কানযুল উম্মাল ৩৪০৫২। শারহুস্ সুন্নাহ্ ৮১, ৪৪৩। দুররুল মানসুর ৪ ঃ ২৪০। লিসানুল মীযান ২ ঃ ৯২০।

(৪৩) এটি হল কালিমায়ে তামজীদ। এর অনুবাদ কোনও ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। তিনি একাকী। কোনও শরীক নেই তাঁর। সাম্রাজ্য তাঁরই জন্য। যাবতীয় গুণকীর্তনও তাঁরই প্রাপ্য। তাঁরই কুদরতী কব্জায় সকল মঙ্গল। তিনিই জীবিত করেন। তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনিই তো সর্বশক্তিমান।

(৪৪) মুস্নাদে আহমদ। তারগীব অ তারহীব ১ঃ ৩০৭। মাজমাউয্ যাওয়াইদ ১০ ঃ ১০৭। কান্যুল উম্মাল ৩৫৩২। মিশ্কাত ৯৭৫,৯৭৬।

(৪৫) সুনানু তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাঅ্ওয়াত, বাব ৯৭।

(৪৬) ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবুদ দুআ।

(৪৭) ইবনু আবিদ্ দুনইয়া।

(৪৮) কিতাবুল উয্মাহ্, আবূ আশ্-শায়খ।

(৪৯) দালায়িলুন্ নুবুওয়ত ৭ঃ ৯৬। মুস্নাদে আহমাদ ৩ঃ ৪১৯। কিতাবুস্ সুন্নাহ্, ইবনু আবী আসিম ১ঃ ১৬৪। তাজুরীদুত্ তাম্হীদ, ইবনু আবদুল বার্র ১৭৭।

(৫০) বায়হাকী দালায়িলুন্ নুবুওয়ত ৭ঃ ১২০। তায্কিরাতুল মাউযু-আত, ইবনুল জাউযী ২১১। আল্ লালী আল্ মাসনূআহ্ ২ঃ ৩৪৭।

(৫১) মুসনাদ আল্ ফিরদাউস ৫ঃ ২৪৮। যাহ্রুল ফিরদাউস ৪ঃ ২৬৪। জাম্উল জাওয়ামিই ১ঃ ১০০৭। কানযুল উম্মাল ৩৬০৭। আত্হাফুস্ সুন্নিয়াহ্ ৬৬।

(৫২) দাইলামী। কানযুল উম্মাল ৪৩৩৪৩।

(৫৩) মুউজামে আওসাত্, তবারানী। আল্ সদীক ফী আখ্বারিদ্ দীক, সুয়ূতী। মাজ্মাউয্ যাওয়াইদ ৫ ঃ ১১৭। আল্ লালী আল মাসনূআহ্ ২ ঃ ১৪২।

(৫৪) শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। জামিই সগীর ৪২৯৫। কান্যুল উম্মাল ৩৫২৮৮। তায্কিরাতুল মাউযুআত, তাহির পাটনাবী। আল্ আস্রার আল্ মারফুআহ্ ৪৩১।

(৫৫) মুস্নাদে হারিস বিন উসামাহ্। কাশফুল খিফা ১৩২৩। জামিই সগীর ৪২৯৪। কান্যুল উম্মাল ৩৫২৭৭। লালী মাসনূআহ্ ২ ঃ ১২৩। আল আস্রারুল মারফুআহ্ ৪৩০। কিতাবুল মাউযূআত, ইবনুল জ্বাওযী ৩ ঃ ১। কিতাবুল উয্মাহ।

(৫৭) য়ুআফায়ে ইবনু হিব্বান। কিতাবুল উয্মাহ্, আবূ আশ-শায়খ। কিতাবুল মাউযূআত ৩ঃ ৩। আসরারুল্ মারফুআহ্ ২০০, ৪৩০। তাযকিরাতুল মাউযুআত, কইসারানী ৯৬৬।

(৫৮) কিতাবুল আরাইস্, ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ)।

(৫৯) কান্যুল উম্মাল। তারীখে হাকিম। মুস্নাদুল ফিরদাউস, দাউলামী। তারীখে ইবনু আসাকির।

(৬০) দীনূরী, মাজালিস। ইবনু আসাকির, তারীখ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনদের হত্যা করা

এক নববিবাহিত সাহাবী ও সাপরূপী জ্বিন হত্যার ঘটনা

হযরত হিশাম বিন যুহ্‌রার গোলাম হযরত আবুস্ সায়িবের বর্ণনাঃ একবার আমি হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)-র বাড়িতে গিয়ে দেখি, উনি নামায পড়ছেন। তো আমি ওঁর নামায শেষ হবার অপেক্ষায় বসে রইলাম। এমন সময় ঘরের কোণে খেজুর কাঁদিতে নড়াচড়া দেখে আমি সেদিকে মনোযোগ দিলাম। দেখলাম, সেটা ছিল একটা সাপ। সেটাকে মেরে ফেলার জন্য আমি হামলা করতে উদ্যত হলাম। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) আমাকে বসে পড়ার ইঙ্গিত করলেন। তারপর তিনি নামায সমাধা করে বাড়ির একটি কামরার দিকে ইশারা করে বললেন, 'তুমি কি ওই কামরাটি দেখতে পাচ্ছো?' বললাম, 'জী, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' উনি বললেন, 'ওই কামরায় আমাদের এক যুবক থাকত। তার সবে নতুন বিয়ে হয়েছিল। সেই সময় আমরা নবীজীর (সাথে) পরিখা যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিলাম। সেই যুবকটি দুপুরবেলায় নবীজীর থেকে অনুমতি নিয়ে নতুন বউয়ের কাছে আসত। একদিন সে অনুমতি চাইলে নবীজী বললেন, 'সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাও। তোমার ব্যাপারে আমি বনূ কুরাইযাকে নিয়ে চিন্তিত।

সুতরাং যুবকটি নিজের হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। (বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সে দেখতে পেল–) তার নতুন বউ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। (ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত অশোভন মনে হল।) তাই সে নেযাহ্ (অর্থাৎ বর্শা জাতীয় অস্ত্র) নিয়ে আঘাত করার উদ্দেশ্যে নতুন বউয়ের দিকে ঝাঁপিয়ে গেল। তার রাগও প্রচণ্ড ছিল। বউটি বলল, 'নেযাহ্ সামলে নাও এবং বাড়িতে গিয়ে দ্যাখো, কোন্ জিনিস আমাকে বাইরে বের করেছে।'

যুবকটি ঘরের ভিতরে গেল। দেখল, বিছানার উপর একটা বিরাট বড় সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। অমনি সে নেযাহ্ নিয়ে সাপটার উপর হামলা করল। এবং সাপের গায়ে নেযাহ্ বিঁধিয়ে দিল। তারপর সেটাকে তুলে ঘরের দেওয়ালে আছাড় মারল। সাপটাও তাকে পাল্টা আক্রমণ করল। অবশ্য, সেই যুবক ও সাপটার মধ্যে কে আগে মারা গেছে, তা আমরা জানতে পারিনি।

তারপর আমরা নবীজীর কাছে হাজির হয়ে এই দুর্ঘটনার কথা নিবেদন করে বললাম, 'আপনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, যাতে তিনি ওই যুবককে আমাদের জন্য জীবিত করে দেন।'

নবীজী বলেন, 'তোমরা ওই সাথীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো।' তারপর বলেন, 'মদীনায় যে সব জ্বিন ছিল, তারা মুসলমান হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কাউকে

যখন তোমরা দেখবে, তাকে তিনদিন সময় দেবে। তা সত্ত্বেও যদি সে তোমাদের সামনে আসে, তবে তাকে হত্যা করে ফেলবে (তারপর যে ফিরে আসে– সে শয়তান।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ নবীজীর থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে একথারও উল্লেখ আছে–

إِنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوْتِ عَوَامِرُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَاخْرِجُوْا عَلَيْهَا
ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوْهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ

মানুষের বাড়িঘরে জ্বিনেরাও থাকে। ওদের মধ্যে কাউকে তোমরা যখন দেখবে, তো তিনবার তাকে বের করে দেবে। এতে যদি সে চলে যায়, তো ঠিক আছে, অন্যথায় তাকে মেরে ফেলবে। কারণ (যে জ্বিন অমন করে) সে কাফির হয়ে থাকে।[২]

জ্বিন হত্যা কখন জায়েয

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেনঃ অকারণে নরহত্যা যেমন জায়েয নয়, তেমনই অনর্থক জ্বিনহত্যাও জায়েয নয়। জুলুম-অত্যাচার সর্বাবস্থায় হারাম। তাই কোনও ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয় কারোর উপর জুলুম করা, চাই সে কাফিরই হোক না কেন। জ্বিনরা বিভিন্ন রূপ আকৃতি ধরতে পারে। কখনও কখনও বাড়ির সাপও জ্বিন হয়। ওগুলোকে তিনবার বের করে দেওয়া উচিত। তাতে চলে গেলে ঠিক আছে। নতুবা মেরে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে সেটা আসল সাপ হলে, মারা পড়বে। এবং জ্বিন হয়ে থাকলে, সাপের রূপ ধরে মানুষকে ভয়ভীত করার জন্য, অবাধ্য হয়ে প্রকাশ পাবার জিদ্ ধরার দরুন হত্যার যোগ্য বলে গণ্য হবে।

জ্বিন হত্যার বদলায় ১২,০০০ দিরহাম সদকাহ

বর্ণনায় হযরত আবূ মালীকাহ্ (রহঃ) হযরত আয়িশাহ্ (রাঃ)-র কাছে একটা জ্বিন আসা-যাওয়া করত। হযরত আয়িশা (রাঃ) তাকে মেরে ফেলার হুকুম দেন। ফলে তাকে মেলে ফেলা হয়। তারপর হযরত আয়িশা (রাঃ) স্বপ্নে সেই জ্বিনকে দেখেন। সে বলে, 'আপনি আল্লাহর এক মুসলমান বান্দাকে নিহত করালেন।' হযরত আয়িশা বলেন, 'তুমি যদি মুসলমান হতে, তাহলে উম্মত জননীদের কাছে যাতায়াত করতে না।' তাঁকে বলা হয়, 'ও তো আপনার কাছে সেই সময় যেত, যখন আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিকঠাক থাকত এবং ও তো কোরআনপাক শোনার জন্যই যেত।' হযরত আয়িশা (রাঃ) ঘুম থেকে জেগে উঠে বারো হাজার দিরহাম সদকাহ্ করার হুকুম দেন। এবং সেগুলি ফকীর মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়।[৩]

জ্বিন হত্যার বদলায় ৪০ ক্রীতদাসকে মুক্তি

হযরত আয়িশা (রাঃ) ঃ তাঁর কামরায় একবার একটা সাপ দেখতে পেয়ে সেটাকে মেরে ফেলার হুকুম দেন। সুতরাং সাপটাকে মেরে ফেলা হয়। রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, তাঁকে এ মর্মে বলা হয়, যে সাপকে তিনি মেরেছেন, সে ছিল জ্বিন এবং সে ছিল সেই জ্বিনদের অন্তর্গত, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে কোরআনপাঠ (সূরা আল-জ্বিন) শুনেছিল। হযরত আয়িশা (রাঃ) (স্বপ্নের মাধ্যমে একথা জানার পর) কিছু লোককে ইয়ামানে পাঠান, যারা তাঁর জন্য চল্লিশজন গোলাম কিনে আনে। এবং তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন।(৪)

কোন প্রকার 'বাস্তুসাপ' মেরে ফেলা চলবে

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তাঁর এক ত্রিতল (বা ত্রিকোণ) বাড়ির কাছে ছিলেন। এমন সময় সেখানে তিনি এক জ্বিনের চমক দেখতে পান। তিনি বলেন, 'ওই জ্বিনের পিছনে দৌড়াও এবং ওকে শেষ করে দাও।' তো হযরত আবূ লুবাবাহ্ আনসারী (রাঃ) বলেন, 'আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে শুনেছি, তিনি বাড়িতে থাকা জ্বিনদের মারতে নিষেধ করেছেন তবে বিষধর সাপ ও দুষ্ট প্রকৃতির সাপকে মারা চলবে, কেননা ওরা দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।(৫)

বাড়িতে থাকা-জ্বিনকে কখন খতম করতে হবে

(হাদীস) হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ الْهَوَامَّ مِنَ الْجِنِّ فَمَنْ رَأَى فِيْ بَيْتِهٖ فَلْيَخْرُجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

বাড়িঘরে থাকা সাপ বিচ্ছুগুলো জ্বিনদের অন্তর্গত। কেউ তার বাড়িতে ওগুলোকে দেখলে তিনবার বের করে দেবে। তারপরেও যদি সে ফিরে আসে, তবে তাকে মেরে ফেলবে। কেননা সে শয়তান(৬)

(হাদীস) হযরত ইবনু আবী লাইলা (রহঃ) বলেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'বাস্তুসাপ' মেরে ফেলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বলেনঃ

إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِيْ مَسَاكِنِكُمْ فَقُوْلُوْا : أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ

الَّذِيْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوْحٌ أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَلَّا

تُؤْذُوْنَا فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوْهُنَّ ـ

ওসবের মধ্যে কোনও কিছুকে তোমরা তোমাদের ঘরবাড়িতে দেখলে বলবেঃ 'আমরা তোমাদের সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যা তোমরা হযরত নূহের (আঃ) সাথে করেছিলে; এবং সেই চুক্তিও স্মরণ করাচ্ছি, যা তোমরা হযরত সুলাইমানের (আঃ) সঙ্গে করেছিলে। সুতরাং তোমরা আমাদের কষ্ট দিও না।'– তা সত্ত্বেও যদি ওরা ঘরে ঢোকে, তবে ওদের মেরে ফেলবে।(৭)

প্রমাণসূত্রঃ

(১) সহীহ্ মুসলিম, তাফ্‌সীর ২৮ঃ ২৯; ইসলাম, হাদীস নং ১৩৯, ১৪১। সুনানু আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ৬২। মুআত্তা, মালিক, কিতাবুল, ইস্‌তিয়ান, হাদীস ৩৩। তারগীব অ তারহীব ২ঃ ৬২৫। কুরতুবী ১ঃ ২১৬। শারহুস্ সুন্নাহ্ ১২ঃ ১৯৪।

(২) মাজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ ৪ ঃ ৪৮। তারগীব অ তারহীব ৩ঃ ৬২৬। মিশ্‌কাত ৪১১৮। কিতাবুল ইলাল, ইবনু আবী হাতিম ২৪৬৬।

(৩) কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবু আশ্-শায়খ।

(৪) ইবনু আবিদ্ দুন্‌ইয়া।

(৫) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সালাম, হাদীস ১৩৫,১৩৬। সুনানু ইবনু মাজাহ্, কিতাবুত্ ত্বিব্ব ৪৫। সহীহ্ বুখারী, বাদউল খল্‌ক, বাব ১৫। সুনানু আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬২। সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল হাজ্জ, বাব ৮৪। মুআত্তা মালিক। মুস্‌নাদে আহমাদ ২ঃ ১৪৬।

(৬) সুনানু আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬২, হাদীস নং ৫২৫৬। জামউল্ জাওয়ামিই ৫৯৯৯। কান্‌যুল উম্মাল। আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিইয়াহ, ইবনু হাজার মাক্কী ২১।

(৭) সুনানু আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬২, হাদীস ৫২৬০। ত্ববারানী কাবীর ৭ঃ ৯২।

(৮) সুনানু আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬২।

আকাশ থেকে তথ্য চুরি

শয়তান তথ্য চুরি করত কেমনভাবে

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলেছেন যে, তিনি একরাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে বসেছিলেন। এমন সময় একটি উল্কা পড়ে, যা উজ্জ্বলও হয়। জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা ইসলাম (গ্রহণ)-এর আগে

এ বিষয়ে কী বলতে? সাহাবীরা বলেন, 'আমরা বলতাম, আজ রাতে কোনও মানব (শিশু) ভূমিষ্ঠ হয়েছে অথবা কোনও মহান মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। নবীজী বলেন, 'এ (উল্কাপাত) কারোর জন্ম বা মৃত্যুর কারণে করা হয় না। বরং আমাদের পালনকর্তা (আল্লাহ) যখন কোনও বিশেষ ব্যাপারে ফয়সালা করেন, তো আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তারা তখন আল্লাহর গুণকীর্তন (তাসবীহ) দুনিয়ার আসমান অবধি পৌঁছে যায়। যেগুলো জ্বিনেরা চুরি করে (শুনে নেয়) এবং নিজেদের লোক লশকরদের কাছে পৌঁছে দেয়। তারপর তারা তাদের সুবিধামতো যেমন খুশি তেমনভাবে তা বলে বেড়ায়। কথাগুলো সত্য হলেও বলার সময় তারা তাতে অনেক কিছু মিশিয়ে দেয়।' (ফলে কথাগুলো মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মিথ্যার প্রচার-প্রসার যাতে না ঘটে সেজন্য উল্কা বর্ষণ করে দুষ্ট জ্বিনদের তাড়ানো হয়)'[১]

এক কথায় একশ' মিথ্যা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ) আমি একবার নিবেদন করি, হে আল্লাহর রসূল! এই জ্যোতিষীরা যা বলে, তা আমরা সত্য হিসেবেও পাই (এটা কীভাবে হয়)!' তিনি বলেন–

تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ

একথা সত্য (হবার কারণ), জ্বিন তা চুরি করে তার বন্ধুর কানে তোলে, সে তাতে একশ' মিথ্যা মিশিয়ে দেয়।[২]

ইব্‌লীস ঊর্ধ্বজগতে বাধা পেল কবে থেকে

হযরত মাআয বিন খরবুয বলেছেনঃ ইব্‌লীস (প্রথমে) সাত আসমানেই যাতায়াত করত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর তাকে (উপরের) তিন আসমানে যেতে বাধা দেওয়া হয়। ফলে সে কেবল চার আসমান পর্যন্ত যেতে পারত। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব হতে ইব্‌লীসের জন্য সাত আসমানের দরজাই বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৩]

বিশ্বনবীর আবির্ভাবের একটি প্রমাণ উল্কাবর্ষণ

বর্ণনায় হযরত ইমাম শা'বী (রহঃ) যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শুভ আগমণ ঘটে, তখন শয়তানদের উপর তারাখসা (উল্কা) নিক্ষেপ করা হয়। তার আগে উল্কাবর্ষণ করা হত না। ফলে লোকেরা আবদ্‌ ইয়ালীল (নামক এক জ্যোতিষী)-এর কাছে এসে বলে–'অমন তারা (খসে পড়তে) দেখে মানুষ (কাজ-কাম থেকে) হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছে। নিজেদের গোলামদের আজাদ করে

দিয়েছে। এবং পশুগুলোকে বেঁধে ফেলেছে।' তো আবদ্‌ ইয়ালীল পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা তাড়াহুড়ো করো না। বরং লক্ষ্য রাখো, যদি কোনও বিখ্যাত তারা (পতিত) হয়, তবে (জানবে) মানুষের ধ্বংসের সময় এসে গেছে। আর যদি কোনও অখ্যাত তারা (পতিত হয়) তবে জানবে,) কোনও নতুন জিনিস প্রকাশিত হয়েছে।' তারপর তিনি মামুলি তারাখসা পড়তে দেখে বললেন, কোনও অভূতপূর্ব জিনিস সংঘটিত হয়েছে।' এর অল্পকালের মধ্যেই তারা শুনল বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর (আগমন)-সংবাদ।[৪]

বিশ্বনবীর পূর্বেও উল্কাপতন ঘটত

হযরত মুআম্মার বিন আবী শিহাব (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, বিশ্বনবী (সাঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের পূর্বেও কি উল্কাপাত হত? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, হত, তবে (মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে) ইসলাম প্রচারিত হলে বেশি বেশি উল্কাপাত হতে লাগে।'[৫]

'লা হাওলা' বিষয়ক বিস্ময়কর ঘটনা

বর্ণনায় হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ বাজায়ী (রহঃ) 'তাস্‌তার' বিজয়ের পর তার কোনও এক রাস্তা দিয়ে আমি সফর করছিলাম। যেতে যেতে একবার আমি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ –লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলি।

ওখানকার এক বীরপুরুষ তা শুনে বলেন, 'আমি একথা একবার মাত্র আকাশ থেকে শুনেছিলাম। তারপর আর কারোর মুখে শুনিনি।'

আমি বললাম, ' সেটা কীরকম?'

তিনি বললেন, 'আমি ছিলাম একজন রাজদূত। দূত হিসাবে কিস্‌রা (পারস্য সম্রাট)-এর কাছেও যেতাম। যেতাম কাইসার (রোমসম্রাট)-এর কাছেও একবার আমি রাজপ্রতিনিধিদল নিয়ে পারস্য সম্রাটের কাছে গিয়েছি। সেই সময় শয়তান আমার রূপ ধরে আমার স্ত্রীর কাছে থাকতে লাগে। আমি ফিরে এলে আমার স্ত্রী কোনও আনন্দ প্রকাশ করল না, সেমনটা সে আগে করত। তো আমি বললাম, ' তোমার কী হল?' সে (অবাক হয়ে) বলে, 'তুমি আমার থেকে কবে চলে গিয়েছিলে?'

তারপর সেই শয়তান আমার সামনে প্রকাশিত হয়ে বলে, 'তুমি এটা স্বীকার করে নাও যে, তোমার স্ত্রী একদিন তোমার জন্য হবে এবং একদিন আমার জন্য হবে।'

পরে একদিন সেই শয়তান আমার কাছে এসে বলে, 'আমি হলাম সেইসব জ্বিনের অন্তর্গত, যারা (আসমান বা ঊর্ধ্বজগত থেকে) তথ্য চুরি করে। এবং আমাদের চুরি করার পালাও নির্ধারিত আছে। আজ রাতে আমার পালা। তা, তুমিও আমার সাথে যাবে কি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, যাব।'

সন্ধ্যা হতে সে আমার কাছে এল। আমাকে তার পিঠের ওপর বসাল। সেই সময় তার আকৃতি ছিল শুয়োরের মতো। সে আমাকে বলল, 'সাবধান! এবার তুমি বিস্ময়কর আর ভয়ঙ্কর ব্যাপার-স্যাপার দেখবে। তাই আমাকে জোরালোভাবে ধরে থাকবে। তা নাহলে খতম হয়ে যাবে।

তারপর সেই জ্বিনেরা উপরদিকে উঠল। উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত আকাশের প্রায় গায়ে গিয়ে ঠেকল। এমন সময় আমি শুনলাম একজন বলছিল-

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ

আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কোনও শক্তি-ক্ষমতা নেই। আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না।

এরপর সেই জ্বিনদের উপর আগুনের গোলা ছোঁড়া হয়। ফলে তারা লোকালয়ের পিছনে পায়খানায় ও গাছপালায় গিয়ে পড়ে। আমি ওই কথাটা মুখস্থ করে নেই। সকাল হতে নিজের স্ত্রীর কাছে আসি। তারপর থেকে সেই শয়তান যখনই আসত, আমি এই কথাটা বলতাম। যা শুনে সে প্রচণ্ড ঘাবড়ে যেত। এমনকী (ভয়ের চোটে) সে কামরার ঘুলঘুলি দিয়েও বেরিয়ে যেত। আর আমিও ওই দু'আটা পড়তে থাকি। অবশেষে সে আমাকে (চিরতরে) ছেড়ে যায়।(৬)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ শয়তান (আগে) আসমানের দিকে উঠত। এবং অহীর কথাগুলো শুনত। তারপর সেগুলো শুনে নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসত। এবং তাতে ৯ ভাগ মিথ্যা কথা পেত। জ্বিনদের এই কার্যকলাপ বরাবর চালু থাকল। অবশেষে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমণ ঘটতে জ্বিনদেরকে ওই ঔদ্ধত্য থেকে আটকানো হয়। ফলে জ্বিনরা সে কথা ইবলীসকে বলে। শুনে ইবলীস বলে, পৃথিবীতে নিশ্চয় কোনও নতুন বিষয় ঘটেছে।' তারপর ইবলীস জ্বিনদেরকে (সংবাদ সংগ্রহের জন্য পৃথিবীর চতুর্দিকে) ছড়িয়ে দেয়। তো একদল জ্বিন মহানবী (সাঃ)-কে নাখলের দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে কোরআন পাঠরত অবস্থায় পেয়ে বলে, 'আল্লাহর কসম! এই সেই নতুন বিষয় এবং এই কারণেই ওদের উদ্দেশে উল্কা ছোঁড়া হচ্ছে।'(৭)

আকাশ থেকে জ্বিনরা বহিষ্কৃত হয়েছে কবে থেকে

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ জ্বিন সম্প্রদায়ের প্রত্যেক গোত্রের জন্য আসমানে একটি করে বৈঠকখানা থাকত। ওখান থেকে অহী শুনে ওরা জ্যোতিষী জাদুকরদের বলে দিত। মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর ওদেরকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।(৮)

আকাশ থেকে জ্বিনদের বৈঠকখানা উঠল কবে থেকে

বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হযরত ঈসা (আঃ) ও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়পর্বে পৃথিবীর উপরের আসমানে জ্বিনদের ওঠাকে বাধা দেওয়া হত না। (উর্ধ্বজগতের কথাবার্তা) শোনার জন্য আসমানে ওই জ্বিনদের বৈঠকখানা ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নুবুওঅত দেওয়া হলে আসমানের সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় এবং শয়তানদের উদ্দেশে উল্কা ছোঁড়া হতে থাকে।(৯)

বিশ্বনবীর পূর্বে জ্বিনরা বসত আসমানে

হযরত উবাই ইবনু কাওব (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নেবার পর থেকে শয়তানদের উপর কোনও উল্কা নিক্ষেপ করা হয়নি। যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নুবুওঅত দেওয়া হয়, তখন থেকে শয়তানদের উপর উল্কা ছোঁড়া হতে থাকে।(১০)

রমযান মাসে শয়তানের বন্দীদশা

(হাদীস) হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ

যখন রমযানের পয়লা রাত শুরু হয়, শয়তান ও অবাধ্য জ্বিনদের বেঁধে দেওয়া হয়।(১১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর সাহেবযাদা (পুত্র) হযরত আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেনঃ আমি আমার পিতাকে এই (উপরে বর্ণিত) হাদীস সম্পর্কে এ মর্মে প্রশ্ন নিবেদন করি যে, বরকতময় রমযান মাসেও তো মানুষের অসওয়াসাহ হয় এবং মানুষকে জ্বিনে ধরে!

উত্তরে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেনঃ হাদীস শরীফে ওরকমই বর্ণিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ আল্লামা আবদুর রউফ মুনাবী (রহঃ) আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে বলেছেনঃ শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে ফেলা হয় এই জন্য, যাতে ওরা রোযাদারকে অস্অসায় ফেলতে না পারে। এর লক্ষণ হল এই যে, অধিকাংশ মানুষ, যারা (অন্য সময়) পাপে ডুবে থাকে, রমযান মাসে তারা পাপকাজ ছেড়ে মনোযোগী হয় আল্লাহর দিকে।

কিছু মানুষের চালচলনে বা কার্যকলাপে এমন জিনিস দেখা যায়, যা জ্বিন-ঘটিত বলে মনে হয়, তা আসলে অবাধ্য জ্বিনদের প্রভাবজনিত মনোবিকলনের ফসল। অর্থাৎ অবাধ্য জ্বিনরা দুষ্টমতি মানুষদের মন-মগজে এমনভাবে জেঁকে বসে যার

প্রভাব তাদের অনুপস্থিতিতেও চালু থাকে।

কোনও কোনও আলিম এই উত্তর দিয়েছেন যে, অবাধ্য জ্বিনদের সর্দারদের এবং শয়তানী কার্যকলাপের প্রচার-প্রসারকারী জ্বিন ও শয়তানদেরকে শিকলে আবদ্ধ করা হয় (ছোট জ্বিন-শয়তানদের নয়)[১২]

আরও বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি যাবতীয় শর্ত-সহকারে রোযা পালন করে তাকে শয়তান থেকে হিফাযত করা হয়। মতান্তরে, সমস্ত রোযাদারকে শয়তান থেকে হিফাযত করা হয়। তা সত্ত্বেও যে সব পাপাচার হয়, সেগুলো নফস্ বা কুপ্রবৃত্তির কারণে হয়। অথবা, অবাধ্য জ্বিনরা বন্দী থাকলেও অবাধ্যতা করে না-এমন জ্বিনদের দ্বারা সংঘটিত হয় ওই সব পাপাচার।[১৩]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সহীহ্ মুস্‌লিম, কিতাবুস্ সালাম, বাব ৩৫, হাদীস নং ১২৪।

(২) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ ত্বিব্ব, বাব ৪৬৫; কিতাবুত্ তাওহীদ, বাব ৫৭। সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সালাম, হাদীস ১২২, ১২৪। মুসনাদ আহ্‌মাদ ১ ঃ ২১৮; ৬ ঃ ৮৭। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী ২ ঃ ২৩৫। সুনানুল্ কুব্‌রা, বায়হাকী ৮ ঃ ১৩৮। দুররুল মান্‌সূর ৫ ঃ৯৯। শারহুস্ সুন্নাহ্, ১২ ঃ১৮০। ফাত্‌হুল বারী ১০ ঃ ২১৬, ৫৯৫। মিশকাত ৪৫৯৩। তাফ্‌সীর ইবনু কাসীর ৬ ঃ ১৩৮। তাফ্‌সীর কুরতুবী ৭ ঃ ৪।

(৩) যুবায়ের বিন বাক্কার। তারীখ, ইবনু আসাকির।

(৪) ইবনু আব্‌দুল বার্র। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী ২ ঃ ২১৪১। আল্-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্ ৩ ঃ ১৯।

(৫) তাফসীর আব্‌দুর রায্‌যাক।

(৬) ইবনু আবিদ্ দুন্‌ইয়া, কিতাবুল হাওয়াতিফ (৯১), পৃষ্ঠা ৭৪। আকামুল মার্‌জান, পৃষ্ঠা ৭৫। কিতাবুল আজাইব, আবূ আব্‌দুর্ রহ্‌মান হারাবী (রহঃ)।

(৭) দালায়িলুন্ নবুওঅত, বায়হাকী ২ ঃ ২৩৯, ২৪০। আল্-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্ ৩ ঃ ১৮, ১৯, ২০। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ।

(৮) আবূ নুআইম। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী ২ ঃ ২৪০।

(৯) বায়হাকী ২ ঃ ২৪১। সীরাতে ইব্‌নে হিশাম ২ ঃ ৩১।

(১০) দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, আবূ নুআইম।

(১১) তিরমিযী, হাদীস ৬৮২। মুস্‌তাদ্‌রাক ১ ঃ ৪২১। শারহুস্ সুন্নাহ ৬ ঃ ২১৫। মুআলিমুত্ তান্‌যীল, ১ ঃ ১৫৭। আশ্-আরীআতু আজারী, হাদীস ৩৯৩। দুররুল মান্‌সূর ১ ঃ ১৮৩। ফাত্‌হুল্ বারী ৩ ঃ ১১৪। কান্‌যুল উম্মাল হাদীস ২৩৬৬৪। বাইহাকী ৪ ঃ ২০৩। আমালী আশজারী ১ ঃ ২৮৮; ২ ঃ ৩, ৪১। হুল্‌ইয়াতুল আউলিয়া ঃ ৩০৬। কান্‌যুল উমামাল ২৩৭০৩। ইবনু মাজাহ্।

(১২) ফাইযুল ক্বাদীর, শারহু জামিই সগীর, আল্লামা আব্‌দুর রউফ মুনাবী ১ ঃ ৩৪০।

(১৩) ফাইযুল ক্বাদীর, মুনাবী ৪ ঃ ৩৯।

মধ্য পর্ব

জ্বিনদের বিষয়ে আরও কিছু আজব ঘটনা

নবুওয়ত, ইসলাম ও জ্বিন সম্প্রদায়

মদীনায় শেষ নবীর প্রথম খবর দিয়েছিল জ্বিনেরা

বর্ণনা করেছেন হযরত জাবির বিন আব্‌দুল্লাহ (রাঃ) ঃ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিষয়ে মদীনা শরীফে সর্বপ্রথম যে খবর পৌঁছেছিল, তা ছিল এইরকম- মদীনায় এক মহিলা থাকত, যার এক জ্বিন-প্রেমিক ছিল। সেই জ্বিন একবার পাখির রূপ ধরে মেয়েটির কাছে এসে তার বাড়ির দেওয়ালের উপর বসে। মেয়েটি বলে, 'নেমে এসো। আমি তোমাকে কিছু শোনাব এবং তুমি আমাকে কিছু শোনাবে।' জ্বিনটি বলে, এখন আর অমনটি হবে না। কেননা মক্কায় এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে। যিনি আমাদের পরকীয়া প্রেমকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আমাদের জন্য ব্যভিচারও হারাম করে দিয়েছেন।'[১]

বর্ণনা করেছেন হযরত বারঅ্ (রাঃ) ঃ হযরত সাওয়াদ বিন ক্বারিব (রাঃ)-কে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আপনার ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমাদের কিছু শোনান।' তিনি বলেন- 'আমার এক মোড়ল জ্বিন ছিল, যার সকল কথা আমি মানতাম। একরাতে আমি শুয়ে ছিলাম। এমন সময় এক আগন্তুক (জ্বিন) এসে বলে, 'ওঠো, যদি তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক থেকে থাকে, তবে বিচার-বিবেচনা করো। লুওয়াই বিন গালিবের বংশধারায় এক রসূলের আর্বিভাব ঘটেছে।' তারপর সে এই কবিতাটি আবৃত্তি কারে

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَأَنْجَاسِهَا - وَشَدِّهَا الْعِيسَ بِأَحْلَاسِهَا

تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى - مَا مُؤْمِنُوهَا مِثْلَ أَرْجَاسِهَا

فَانْهَضْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ - وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ إِلَى رَأْسِهَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

অবাক আমি জ্বিনজাতি ও তাদের মলিনতা দেখি,
এবং অবাক দামী উটকে তুচ্ছ চটে বাঁধার লাগি।
সঠিক পথের দিশা পেতে এবার চলো মক্কা-প্রতি,
ঈমান সেথা আনছে যারা সামর্থহীন তারা অতি,
বনূ হাশিমের পুঁজি (নবীজী)-র কাছে তুমি দাও হাজিরা,
মস্তক তাঁর নাও গো চুমি তোমার দুটি নয়ন দ্বারা।

তারপর সে (জ্বিনটি) আমাকে জাগিয়ে পেরেশান করে তোলে এবং বলে 'হে সাওয়াদ বিন কারিব! আল্লাহ্ তাআলা একজন নবীর আর্বিভাব ঘটিয়েছেন। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে সুপথের সন্ধান লাভ করো।'

দ্বিতীয় রাতে সে ফের আমার কাছে আসে। এবং জাগিয়ে এই কবিতটি আবৃত্তি করে–

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلَابِهَا - وَشَدِّهَا الْعِيْسَ بِاَقْتَابِهَا
تَهْوِىْ اِلٰى مَكَّةَ تَبْغِى الْهُدٰى - لِيَرْقُدَا بَاهَا كَاذْ نَابِهَا
فَانْهَضِىْ اِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ - وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ اِلٰى نَابِهَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

অবাক আমি হচ্ছি দেখে জ্বিন ও তাদের হয়রানী,
উচ্চ জাতের উটের নাকে তুচ্ছ চটের বন্ধনী!
সত্য-সঠিক পন্থা পেতে চলো এবার মক্কা-পথে,
শরীফ-সুজন হয় কি কভু তুলনীয় পাপীর সাথে।
হাশিম-কুলের নেতার কাছে হাজির এবার হও গো তুমি,
এবং তোমার দু'চোখ দিয়ে মস্তক তাঁর নাও গো চুমি।

তারপর তৃতীয় রাতেও সে (জ্বিন) আমার কাছে আসে। এবং আমাকে জাগিয়ে তুলে এই কবিতাটি আবৃত্তি করে –

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَنْفَارِهَا - وَشَدِّهَا الْعِيْسَ بِاَكْوَارِهَا
تَهْوِىْ اِلٰى مَكَّةَ تَبْغِى الْهُدٰى - لَيْسَ ذَوُ وَالشَّرِّ كَا خَيَارِهَا
فَانْهَضِىْ اِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ - مَامُؤْمِنُوا الْجِنُّ كَكُفَّارِهَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

দারুণ অবাক হচ্ছি আমি জ্বিন ও তাদের পলায়নে,
এবং মেটে উটকে দেখে পাগড়ী-প্যাঁচের বন্ধনে।
মক্কা-পানে চলো তুমি সত্য পথের সন্ধানে,
সমান কভু হয় না আদৌ পাপী এবং পুণ্যবানে,
হাশিম-কুলের মহান নবীর দরবারে তাই করো গমন,
ঈমান আনা-জ্বিনরা তো নয় আবিশ্বাসী কাফির যেমন।

(হযরত সাওয়াদ বিন ক্বারিব (রাঃ)-এর মুখে একথা শুনে) হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন কি তোমরা সেই মুরুব্বী জ্বিন তোমার কাছে আসে?'

উত্তরে সাওয়াদ (রাঃ) বলেন, 'আমি কোরআন পাক পড়া শুরু করতে ও আমার কাছে আসা ছেড়ে দেয়। এবং কোরআন (আমার জন্য) ওই জ্বিনের সর্বোত্তম বিকল্প (বিনিময়) হয়ে দাঁড়ায়।'(২)

আব্বাস বিন মির্‌দাসের ইসলাম কবুলের ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মির্‌দাস (রাঃ) একবার আমি দুপুর বেলায় খেজুরগাছের ঝোপের কাছে ছিলাম। এমন সময় আমার সামনে একটি সাদা উটপাখি আসে। পাখিটার উপরে ছিল সাদা পোশাকধারী এক সাদা আকৃতির সওয়ারী। সে আমাকে বলে, 'ওহে আব্বাস বিন মির্‌দাস! তুমি কি দেখছ না আসমানে পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে! জ্বিনরা ঘাবড়ে গেছে! এবং ঘোড়াগুলো নিজেদের সওয়ারকে নামিয়ে দিয়েছে! যে মহিমাময় সত্তা সোমবার দিনগত মঙ্গলের রাতে আর্বিভূত হয়েছেন, তাঁর উটের নাম ক্বস্‌ওয়া।'

ওই দৃশ্য দেখে আর অমন কথা শুনে আমি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর আমি 'যিমার' নামের এক প্রতিমার কাছে এলাম। ওকে আমরা পুজো করতাম। ওই প্রতিমার ভিতর থেকে কথার আওয়াজ আমরা শুনতাম। ওর কাছে এসে আমি ওর চারদিকে ঝাড়ু দিলাম। তারপর ওই যিমার-মূর্তিকে ছুঁয়ে তাকে চুমু দিলাম। তখন তার ভিতর থেকে জোরালো গলায় কারোর কথার আওয়াজ এল। সে বলছিল ঃ

قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلِّهَا - هَلَكَ الضِّمَارُ وَفَازَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ
هَلَكَ الضِّمَارُ وَكَانَ يَعْبُدُ مَرَّةً - قَبْلَ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
اِنَّ الَّذِىْ وَرِثَ النُّبُوَّةَ وَالْهُدٰى - بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

সুলাইম গোত্রের সবাইকে দাও গো বলে এই কথাটা,
'যিমার' (ঠাকুর) ধ্বংস হল সফল হল মুসলিমরা।
ধ্বংস হল 'যিমার' (ঠাকুর) পূজা করা হত যাকে,
নবী মুহাম্মদের প্রতি কোর্‌আন নাযিল হবার আগে।
লাভ করলেন মীরাস যিনি নুবুওয়ত্ ও হিদায়তের,
মরিয়ম-তনয় (ঈসা)-র পরে, মধ্যে তিনি কুরাইশের।(৩)

নবীজীর ভূমিষ্ঠলগ্নে আবূ কুবাইস পর্বতে জ্বিনদের ঘোষণা

বর্ণনায় হযরত আব্দুর বিন আওফ (রাঃ) মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় 'আবূ কুবাইস' ও তার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে উঠে জ্বিনেরা (আরবী কবিতার মাধ্যমে) একথা ঘোষণা করেছিল–

فَاقْسِمُ لَا اُنْثٰى مِنَ النَّاسِ اِنْجَبَتْ ـ وَلَا وَلَدَتْ اُنْثٰى مِنَ النَّاسِ وَاحِدَةٌ
كَمَا وَلَدَتْ زَهْرِيَّةٌ ذَاتُ مُفْخِرٍ ـ مَجْنَبَةٌ لَؤْمِ الْقَبَائِلِ مَاجِدَةٌ
فَقَدْ وَلَدَتْ خَيْرَ الْقَبَائِلِ اَحْمَدَ ـ فَاكْرَمْ بِمَوْلُوْدٍ وَاَكْرَمْ بِوَالِدَةٍ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

কসম খোদার! মানবকুলে এমন নারী নেই দ্বিতীয়,
এবং এমন রত্ন প্রসব করেনি আর অন্য কেহ।
ধন্য শিশুর জন্ম দিলেন পুণ্যময়ী মা আমিনা,
সকলজনের নিন্দা থেকে উর্ধ্বে তিনি তুলনাহীনা।
বিশ্বসেরা আহ্‌মদের তরে ভাগ্যবতী হলেন তিনি,
যেমন মহান নবজাতক তেমনি মানী তাঁর জননী।

সেই সময় আবূ কুবাইশ পাহাড়ে (আগে থেকে) যেসব জ্বিন ছিল, তারা আবৃত্তি করেছিল এই কবিতা–

يَاسَاكِنِى الْبُطْحَاءِ لَا تَغْلُطُوْا ـ وَمِيْزُوا الْاَمْرَ بِعَقْلٍ مُضِىْءٍ
اِنَّ بَنِى زُهْرَةٍ مِنْ سِرِّكُمْ ـ فِىْ غَابِرِ الدَّهْرِ وَعِنْدَ الْبَدِى
وَاحِدَةً مَعَكُمْ فَهَاتُوا لَنَا ـ فِيْمَنْ مَضٰى فِى النَّاسِ اَوْمَنْ بَقِىَ.
وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِكُمْ مِثْلَهَا ـ جَنِيْنُهَا مِثْلَ النَّبِىِّ التُّقٰى

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে মক্কার বাসিন্দারা, ভুল তোমাদের যেন না-হয়,
কাজ করবে জেনে-বুঝে, জ্ঞান-বৃদ্ধির দীপ্ত বংশধারায়,
প্রাচীন কালেই হোক অথবা হয়ে থাকুক এই জমানায়।
এমন একটি নারী থাকলে দাও আমাদের সামনে এনে,
আগের যুগের হোন অথবা হয়ে থাকুন বর্তমানে।
ভিন্নকুলের মধ্য হতে হলেও আনো এমন নারী,
বিশ্বনবীর তুল্য শিশু করিয়াছেন প্রসব যিনি।(৪)

মাযিন তায়ীর মুসলমান হবার কারণ

বর্ণনায় হিশাম কালুবী ঃ আমাকে তায়ী গোত্রের বেশ কয়েকজন মুরুব্বী বলেছেন যে, হযরত মাযিন তায়ী (প্রথম জীবনে) আম্মান এলাকায় মূর্তি পূজকদের সুবিধার্থে মন্দিরের সেবায়েত হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর নিজেরও একটি মূর্তি প্রতিমা ছিল, যার নাম ছিল 'নাযির'। হযরত মাযিন বলেছেন– একদিন আমি একটা পশু বলি দিলে সেই মূর্তিটার মুখে (জ্বিনের) কথার আওয়াজ শুনি, যে বলছিল–

يَا مَازِنُ اَقْبِلْ اِلَىَّ اَقْبِلْ ـ تَسْمَعْ مَالَا يُجْهَلُ
هٰذَا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ ـ جَاءَ بِحَقٍّ مُنْزَلٍ
فَاٰمِنْ بَذْلِىْ تُعْدَلُ ـ عَنْ حَرِّ نَارٍ تُشْعَلُ
وَقُوْدُهَا بِالْجَنْدَلِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে মাযিন, মাযিন গো, এসো, আমার কাছে এসো।
এবং শোন এমন কথা যা না-শুনে যায় না থাকা।
ইনি রসূল বার্তাবহ, এসছেন খোদার কিতাব-সহ।
ঈমান আনো এই নবীর 'পরে আগুন থেকে বাঁচার তরে,
বড় বড় পাথরখণ্ড যে আগুনের ইন্ধন হবে।।

হযরত মাযিন বলেন– আল্লাহ্‌র কসম! ব্যাপারটা আমার কাছে বড় বিসস্ময়কর মনে হল। এর কয়েক দিন পর আমি অন্য একটি পশু বলি দিলাম। সেই সময় (মূর্তিটার মুখে) আগের চাইতেও পরিষ্কার আওয়াজ শুনলাম। সে বলছিল–

يَامَازِنُ اِسْمَعْ تَسُرُّ - ظَهَرَ خَيْرٌ وَبَطَنَ شَرٌّ

بُعِثَ نَبِيٌّ مِنْ مُضَرَ - بِدِيْنِ اللّٰهِ الْكُبَرِ

فَدَعْ نَحِيْتًا مِنْ حَجَرٍ - تُسْلَمْ مِنْ حَرِّ سَقَرٍ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে মাযিন, বড় সুখবর তোমার জন্য–
পাপ লুকালো আর প্রকাশ পেল পুন্য।
মুযার থেকে হলেন নবী আবির্ভূত,
আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠতম ধর্মসহ।
পাথর-প্রতিমা তাই করো পরিহার,
নরকাগ্নি থেকে যদি চাও উদ্ধার।(৫)

হযরত যুবাব ইব্নুল হারিসের মুসলমান হবার কারণ

বর্ণনায় হযরত যুবাব ইব্নুল হারিস (রাঃ) ইব্নু অকাশা'র একটি বশীভূত জ্বিন ছিল। জ্বিনটি ইব্নু অকাশাহ্কে কিছু কিছু অগাম খবর জানিয়ে দিত। একদিন জ্বিনটি এসে ইব্নু অকাশহ্কে একটি কথা বলে। ফলে ইব্নু অকাশাহ্ আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে–

يَاذُبَابُ يَا ذُبَابُ - اِسْمَعِ الْعَجَبَ الْعُجَابَ

بُعِثَ مُحَمَّدٌ بِالْكِتَابِ - يَدْعُوْ مَكَّةَ فَلَا يُجَابُ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে যুবাব যুবাব গো?
ভারি আজব কথা শোনো–
নবী করা হল মুহাম্মদকে কিতাব-সহ,
ডাক দিচ্ছেন মক্কায় তিনি, সাড়া তাতে দেয় না কেহ।

আমি (হযরত যুবাব) ইব্নু অকাশাহ্কে বললাম, 'একথার মানে-মতলব কী?' সে বলল, 'আমি জানি না। আমাকে (জ্বিনের তরফ থেকে) এরকমই বলা হল।'(৬)

উম্মে মাঅ্বাদের কাছে নুবুউ্য়তের খবর

বর্ণনায় ইবনু ইস্হাক (রহঃ) আমাকে হযরত আসমা বিনতে আবী বক্র (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা হয়েছে যে, যখন মহানবী (সাঃ) ও হযরত আবূ

বাক্র (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন, তখন তিনরাত পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি যে, তাঁরা কোন্ দিকে গিয়েছেন। অবশেষে মক্কার নিম্নভূমির দিক থেকে এক জ্বিন বের হয়, যে একটি আরবী গীতিকাব্য গাইছিল। লোকেরা তার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। এবং তার আওয়াজ শুনছিল কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। সে গাইছিল ঃ

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهٖ - رَفِيْقَيْنِ قَالَا خَيْمَتَىْ اُمِّ مَعْبَدِ

هُمَا نَزَلَا بِالْبِرِّ ثُمَّ تَرَحَّلَا - فَاَفْلَحَ مَنْ اَمْسٰى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ

لِيَهْنِ بَنِىْ كَعْبٍ مَقَامَ فَتَاتِهِمْ - وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِمَرْصَدِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

মানুষের প্রভু আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার প্রদান করুন ওই দুই সঙ্গীকে, যাঁরা অপরাহ্নে বিশ্রাম নিয়েছেন উম্মে মাঅ্বাদের শিবিরে। এঁরা উভয়ে ময়দানে অবতরণ করেছেন, ফের আরোহণ করেছেন। তাই সফল হয়েছেন সেই ব্যক্তি, যিনি সন্ধ্যায় পৌছেছেন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেছন ঃ এই কবিতাটি শোনার পর আমরা জানতে পারি যে তারা কোন্দিকে গিয়েছেন। তাঁরা তখন মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন।(৬)

দুই সাহাবী সাঅ্দ (রাঃ) জ্বিন ও ইসলাম

হযরত মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন জাবার বলেছেন ঃ কুরায়শরা একবার আবূ কুবাইস পর্বতে উচ্চঃস্বরে কাউকে কবিতা বলতে শোনে–

فَاِنْ يُسْلِمِ السَّعْدَانِ يُصْبِحْ مُحَمَّدٌ

بِمَكَّةَ لَا يَخْشٰى خِلَافَ مُخَالِفِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

যদি ইসলাম কবুল করেন উভয় সাঅ্দ, তবে–
মক্কার কারো বিরোধিতার পরোয়া নবীর নাহি রবে।

তো, আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশের সর্দাররা বলে, এই দু-সাঅ্দ কে কে? লোকেরা বলে, সাঅ্দ বিন আবূ বক্র ও সাঅ্দ বিন যায়েদ (মতান্তরে সাঅ্দ বিন কযাআহ্)

দ্বিতীয় রাতে কুরাইশরা ফের আবূ কুবাইস পর্বতের এই (কবিতার) আওয়াজ শোনে–

أَيَا سَعْدَ الْأَوْسِ كُنْ أَنْتَ نَاصِرًا - وَيَا سَعْدُ سَعْدَ الْخَزْرَجِيْنَ الْغَطَارِفِ

أَجِيْبَا إِلٰى دَاعِي الْهُدٰى وَتَمَنَّيَا - عَلَى اللّٰهِ فِي الْفِرْدَوْسِ زُلْفَةَ عَارِفِ

فَإِنَّ ثَوَابَ اللّٰهِ لِطَالِبِ الْهُدٰى - جِنَانٌ فِي الْفِرْدَوْسِ ذَاتَ رَفَارِفِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

'আউস' গোত্রের সা'দ তুমি মদদ করো নবীপাকের
দানী গোত্র 'খয্রয'-এর সা'দ তুমিও পথিক হও ও-পথের।
সুপথ প্রদর্শকের ডাকে সাড়া তোমার দাও গো দু'জন,
এবং করো খোদার কাছে স্বর্গে থাকার আশা পোষণ।
সুপথ-সন্ধানীদের ত্বরে সেরা স্বর্গ ইনাম খোদার,
শয্যা-সামান কুসুম কোমল রেশম দিয়ে তৈরি যাহার,

তখন কুরাইশরা বলে, 'দুই-সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) ও সা'দ বিন মাআয (রাঃ) -কে বোঝানো হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিকী ঃ হযরত আব্দুল মাজীদ বিন আবূ আব্বাস রহ. বলেছেন, একবার রাতের কোনও অংশে মদীনা শরীফের অদৃশ্য থেকে কাউকে বলতে শোনা যায়–

خَيْرُ كَهْلَيْنِ فِيْ بَنِي الْخَزْرَجِ الْغُرِّ - يَسِيْرُوْا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ

اَلْمُجِيْبَانِ إِذَا دَعَا أَحْمَدُ الْخَيْرَ - فَنَالَتْهُمَا هُنَاكَ السَّعَادَةُ

ثُمَّ عَاشَ مُهَذَّبَيْنِ جَمِيْعًا - ثُمَّ لَقَّاهُمَا الْمَلِيْكُ شَهَادَةً

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

বানী খয্রজের মর্যাদাবান মুরুব্বিদের সেরা যে-জন,
উবাদাহ্-তনয় সা'দের কাছে তোমারা সবাই করো গমণ।
নবী যখন দুই রতনকে ইসলামের দিকে করেন আহ্বান,
উভয়ে দেন সাড়া তাতে তাই হয়ে যান মহা ভাগ্যবান।
পরে তাঁরা ভদ্রভাবে আপনাপন জীবন কাটান,
তার পরেতে দুই মনীষী শাহাদাতের মর্যাদা পান।[৭]

হাজ্জাজ বিন ইসাত্বের ইসলাম কবুলের প্রেক্ষাপট

বর্ণনায় হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন আস্কৃত্ব (রাঃ) হযরত হাজ্জাজ বিন ইলাত্ব আল-হাযারী সুল্লামী (রাঃ)-র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এইরকম– একবার ইনি আপন গোত্রের কয়েকজন লোকের সাথে মক্কায় রওয়ানা হয়েছিলেন। যেতে যেতে এক ভয়ংকর প্রান্তরে রাত হয়ে যায়। তাঁকে তাঁর সাথীরা বলে, হে আবূ কিলাব! উঠুন, আপনার এবং আপনার সঙ্গী-সাথীদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। হাজ্জাজ (রাঃ) তখন উঠলেন। সাথীদের চারদিকে চক্কর দিয়ে সীমানা বন্ধ করলেন এবং এই কবিতাটি পড়লেন–

أُعِيْذُ نَفْسِيْ وَأُعِيْذُ صَحْبِيْ
مِنْ كُلِّ جِنِّيٍّ بِهٰذَا النَّقْبِ
حَتّٰى أَؤُوْبَ سَالِمٌ وَرَكْبِيْ

আমি নিজের এবং আমার সঙ্গী-সাথীদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই উপত্যকার সমস্ত জ্বিনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে না ফেরা পর্যন্ত।

হযরত হাজ্জাজ বিন ইলাত্ব (রাঃ) বলেন আমি (ওই কবিতা বলার পর) কাউকে এই আয়াত বলতে শুনি–

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! যদি তোমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তো কর, কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া তোমরা তা পারবে না।[৮]

তারপর হযরত হাজ্জাজ মক্কায় পৌঁছে কুরাইশদের মজলিসে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। শুনে কুরাইশরা বলে, ওহে আবু কিলাব! খোদার কসম! তুমি বিধর্মী হয়ে গেছ! মুহাম্মদ (সাঃ) দাবি করে যে, তার উপর নাকি এই আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত হাজ্জাজ বলেন, আল্লাহর কসম! শুধু আমি একাই শুনিনি, ওকথা আমার এ সঙ্গীরাও শুনেছে।

উনি (কুরাইশদের কাছে) তখনও বসে ছিলেন, এমন সময় সেখানে আসেন আস বিন ওয়াইল। তো কুরায়শী কাফিররা তাঁকে বলল, ওহে আবূ হিশাম! আবূ কিলাব যা কিছু বলেছেন, সে-সব কি আপনি শুনেছেন'?

আস বিন ওয়াইল বলেন, ইনি কী বলছেন?

হাজ্জাজ তখন ফের তাঁর ঘটনা উল্লেখ করেন।

শুনে আস বিন ওয়াইল বলেন, তোমরা এতে অবাক হচ্ছো কেন! যে কথা (আয়াত) ইতিন ওই উপত্যাকায় শুনেছেন তা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর (পবিত্র সুন্দর) মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে।

হযরত হাজ্জাজ বলেছেন, এরপর কুরাইশের সেই কাফিররা আমাকে নবীজীর কাছে পৌছতে বাধা দেয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসা আরো বেড়ে যায়। তখন নবীজীর এক চাচাত্যে ভাই আমাকে বলেন যে, তিনি মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেছেন। আমি তখন নিজের সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে রওয়ানা হয়ে যাই। এবং এক সময় মদীনা শরীফে পৌছে নবীজীর খেদমতে হাজির হই। এবং যা কিছু শুনছিলাম, সে-সব তাঁকে নিবেদন করি। তখন তিনি বলেন–

سَمِعْتُ وَاللّٰهِ الْحَقَّ هُوَ وَاللّٰهِ مِنْ كَلَامِ رَبِّي الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيَّ وَلَقَدْ سَمِعْتَ حَقًّا يَا اَبَا كِلَابٍ ـ

ওহে আবূ কিলাব, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি যা শুনেছ, ঠিকই শুনেছ। আল্লাহর কসম, এ আমার প্রভুর বাণী, যা তিনি আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন।

আমি (হাজ্জাজ) তখন আরজ করি, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আপনি আমাকে ইসলামের শিক্ষা দান করুন। তো তিনি আমাকে ইসলামের শপথ বাক্য (কলেমা) পাঠ করান এবং বলেন–

سِرْ اِلٰى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ اِلٰى مِثْلِ مَا اَدْعُوْكَ اِلَيْهِ فَاِنَّهُ الْحَقُّ

তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমি তোমাকে যেদিকে ডাক দিয়েছি সেই (ইসলামের) দিকে ডাক দাও, কেননা এ হল 'সত্য ধর্ম'।[৭]

অদৃশ্য থেকে জ্বিনদের নির্দেশনা

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) একদিন তাঁর কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদের বলেন, জ্বিনদের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করুন।

তো একজন লোক বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আমার দুই-সঙ্গীর সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। (সেই সফরে) আমি একটা শিংভাঙা-হরিণী ধরেছিলাম। সেই সময় আমরা ছিলাম চারজন। আমাদের পিছন থেকে এক ব্যক্তি এসে বলে, 'এই হরিণীকে ছেড়ে দাও।' আমি বললাম, 'আমার জীবনের দোহাই দিয়ে বলছি, একে কখনোই ছাড়ব না।' সে বলে, 'তুমি আমাকে এই রাস্তায় দেখছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা দশজনেরও বেশি। এবং আমরা (জ্বিনেরা) মানুষদের অপহরণও ক'রে থাকি।'

'হে আমীরুল মুমেনীন! সে ও-কথা বলে আমাকে পাগল করে দিল। শেষ পর্যন্ত আমরা 'দাইর উনাইন' নামক স্থানে গিয়ে পৌছিই। তারপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাই। সে-ও আমাদের সঙ্গে ছিল। এমন সময় আচমকা কোনও এক ব্যক্তি অদৃশ্য থেকে বলে ওঠে (এই কবিতাটি)–

يَا اَيُّهَا الرَّكْبُ السِّرَاعِ الْاَرْبَعَةِ خَلُّوْا سَبِيْلَ النَّافِرِ الْمَرْوَعَةِ

مَهْلًا عَنِ الْعَضْبَاءِ فَفِي الْاَرْضِ سَعَةٌ ـ وَلَا اَقُوْلُ مَاقَالَ كَذُوْبُ اِمَّعَةِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

গতিশীল যাত্রীর চতুষ্টয়, হে–

ছেড়ে দাও এই পলায়নপর ভীত হরিণীকে।

শিংভাঙা এই হরিণীকে দাও ছেড়ে অন্য মিলবে বন থেকে,

মিথ্যাবাদী বাচালের মতো বাজে কথা বলছিনা, হে!

'হে আমীরুল মুমেনীন! তখন আমি সেই হরিণীর গলার দড়ি আমার সওয়ারী পশুর থেকে খুলে দিই। এমন সময় সামনে বহু সংখ্যক মানুষের একটি দল আসে। তারা আমাদের সামনে খানা-পিনার সামগ্রী উপহার দেয়। এরপর আমরা সিরিয়ায় চলে যাই। এবং নিজেদের কাজ-কাম সেরে ফেরার পথে যখন সেই জায়গায় আসি, সেখানে একদল মানুষ আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল, সেখানে দেখি কিছু নেই। হে আমীরুল মুমেনীন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা ছিল জ্বিন। এরপর আমি একটা গীর্জাঘরের কাছে গেলে অদৃশ্য থেকে কেউ গেয়ে উঠল (এই কবিতাটি)

اِيَّاكَ لَا تَعْجَلْ وَخُذْ عَنْ ثِقَةٍ ـ اَسِيْرُ سَيْرَ الْجِدِّ يَوْمَ الْحَقْحَقَةِ

قَدْلَاحَ نَجْمٌ وَاسْتَوٰى بِمَشْرِقَةٍ ـ ذُوْ ذَنَبٍ كَا لشُّعْلَةِ الْمُحْرِقَةِ

يَخْرُجُ مِنْ ظُلْمَاءِ عُسْرٍ مُوْبِقَةٍ ـ اِنِّيْ امْرُؤًا اَنْبَاؤُهٗ مُصَدَّقَةٌ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

অবহেলা নয়, শক্ত করে ধরো আমার নির্দেশনা–

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যথাশীঘ্র দাও রওয়ানা।

পূর্বের গগন মুঠোয় পুরে উদয় হল একটি তারার,
জ্বালাময়ী শিখার মতো সঙ্গে আছে লাঙ্গুল তার।
উঠেছে সে আঁধার ঘেরা ভূমি থেকে।
আমি এমন ব্যক্তি, যাহার খবর সঠিক হয়েই থাকে।

হে আমীরুল মুমেনীন! আমি যখন ফিরে আসি, তখন মহানবী (সাঃ) নুবুওয়তের ঘোষণা করছিলেন। তিনি আমাকে ইস্লামের দাওয়াত দিতে আমি মুসলমান হয়ে যাই।'

এরপর হযরত উমর ফারূক (রাঃ) উদ্দেশে আরেকজন বর্ণনা করেন ঃ 'হে আমীরুল মুমেনীন! আমি ও আমার এক সাথী কোনও এক কাজে সফরে বের হয়েছিলাম। সেই সময় আমরা এক আরোহীকে দেখি। সেই আরোহী 'মুয্জিরুল কাল্ব' নামক স্থানে পৌঁছে জোরালো আওয়াজে এই ঘোষণা করে ওঠে–

أَحْمَدُ يَا أَحْمَدُ ، اَللّٰهُ أَعْلَى وَأَمْجَدُ ، مُحَمَّدٌ أَتَانَا بِالِهِ
يُوْحَدُ ، يَدْعُوْا إِلَى الْخَيْرِ فَإِلَيْهِ فَاعْمَدْ

আহ্মাদ, ওহে আহ্মাদ, আল্লাহ্ মহান ও মহীয়ান। মুহাম্মদ (সাঃ) এসেছেন আমাদের কাছে অদ্বিতীয় প্রভুর দাওয়াত দিতে। ডাক দেন তিনি কল্যাণের দিকে। অতএব তোমরা হাজির হও তাঁর কাছে।

তাঁর ওই কথা আমাদের ঘাবড়ে দিল। ফের সে তার বামদিক থেকে আওয়াজ দিল বলে উঠল–

أَنْجَزَ مَا وَعَدَ مَنْ شَقَّ الْقَمَرَ ـ اَللّٰهُ أَكْبَرُ النَّبِيُّ ظَهَرَ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

চাঁদ দ্বিখণ্ডের প্রতিশ্রুতি রক্ষা তিনি করিয়াছেন,
আল্লাহ মহান, সেই নবীজী আবির্ভূত হইয়াছেন।

যখন আমি ফিরে আসি, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে আমি মুসলমান হয়ে যাই।

এরপর হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি একবার জ্বিনদের জবাহ্-কৃত পশুর কাছে ছিলাম। তার ভিতর থেকে অদৃশ্য গলায় কেউ বলে উঠে–

ওহে যারীহ্! ওহে যারীহ্! সফলতার জন্য আহ্বানকারী। সুপথের জন্য বলেছেন পরিত্রাণকারী **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** – কোন ইলাহ্ নেই কেবলমাত্র আল্লাহ ছাড়া।

আমি ফিরে এসে দেখি, মহানবী (সাঃ) ইতোমধ্যে নবুওয়ত-প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি ইসলামের দিকে আহ্বান করতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।[১০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ ঃ হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ-বিষয়ক অন্য একটি ঘটনা অত্যন্ত বিখ্যাত হলেও এই ঘটনাও তাঁর ইসলাম কবুলের একটি কারণ হতে পারে।– অনুবাদক

খুরাইম বিন ফাতিক 'বাদ্‌রী সাহাবী'র ইসলাম কবুল

বর্ণনায় হযরত খুরাইম বিন ফাতিক (রাঃ) একবার আমার একটা উট হারিয়ে গিয়েছিল। আমি তার সন্ধানে বের হই। যখন 'বারিকুল গুর্রাফ' নামক জায়গায় পৌঁছই, তখন নিজের (সওয়ারী) উটনীকে বসিয়ে দিই এবং তার হাঁটু বেঁধে ফেলি। তারপর বলতে শুরু করি–

أَعُوْذُ بِسَيِّدِيْ هٰذَا الْوَادِي ـ أَعُوْذُ بِعَظِيْمِ هٰذَا الْوَادِي

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

শরণ আমি যাচ্ছি যে তাঁর, নেতা যিনি এ উপত্যকার।
মাগ্ছি শরণ তাঁর সকাশে, যিনি মহাজন এই ঘাটিটার।

তারপর আমি (ঘুমানোর জন্য) নিজের মাথা উটের গায়ে রাখি। রাতের বেলায় অদৃশ্য থেকে কেউ বলে ওঠে–

أَلَا تَعُذْ بِاللّٰهِ ذِي الْجَلَالِ ـ ثُمَّ اقْرَأْ آيَاتٍ مِنَ الْأَنْفَالِ
وَوَحِّدِ اللّٰهَ وَلَا تُبَالِ ـ مَا هَوْلُ الْجِنِّ مِنَ الْأَهْوَالِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

মহাপ্রতাপের মালিক আল্লাহ্, শরণেও স্মরণ করো তাঁকে,
তারপর পড় কিছু আয়াত, কোরআনের সূরা আন্ফাল থেকে।
আল্লাহ্ একক-অদ্বিতীয়– এই কথাটা রেখো মাথায়।
ভয় করো না সে সব কিছুর, যা দিয়ে জ্বিন ভয় দেখায়।

আমি তখন ঘাবড়ে উঠে বসে বলি–

يَا أَيُّهَا الْهَاتِفُ مَا تَقُوْلُ ـ أَرُشْدٌ عِنْدَكَ أَمْ تَضْلِيْلُ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে অদৃশ্য কণ্ঠ, তুমি অমন করে বলছটা কী?
তোমার কাছে যা আছে তা সুপথ-বাণী না গুম্রাহী?

উত্তরে সে বলে–

هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ذُوا الْخَيْرَاتِ ـ بِيَثْرِبَ يَدْعُوْا اِلَى النَّجَاةِ
وَ يَنْزِعُ النَّاسَ عَنِ الْهَنَكِ ـ يَاْمُرُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

উনি হলেন রসূলুল্লাহ্, বহু গুণের মালিক যিনি,
পাক মদীনায় মুক্তির দিকে মানুষকে ডাক দিচ্ছেন তিনি।
দূর করছেন দহন– জ্বালা-দুঃখ আদম জাদার–
এবং আদেশ দান করেছেন নামায-রোযা পালন করার।

তার ওই কবিতার কথাগুলো আমার মনে বেশ দাগ কাটে। আমি তখন আমার উটের কাছে দিয়ে হাঁটুর বাঁধন খুলে দেই। এবং তার পিঠে সওয়ার হয়ে বলি–

أَرْشِدْنَا رُشْدًا هُدِيْتَا ـ لَا جُعْتَ مَا عِشْتَ وَلَا عُرِيْتَا
بَيِّنْ لِي الرُّشْدَ الَّذِيْ اُوْتِيْتَا ؟

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

যাঁর দ্বারা তুমি সোজাপথ পেলে, দাও না আমায় তাঁর ঠিকানা।
যাঁর দ্বারা তুমি তৃষ্ণা মেটালে এবং ঘোচালে নগ্নপনা–
সে সুপথ তুমি লাভ করেছ, বলো আমায় তার ঠিকানা।

উত্তরে সে বলে–

صَاحَبَكَ اللّٰهُ وَسَلَّمَ نَفْسَكَا ـ وَعَظَّمَ الْاَجْرَ وَاَدّٰى رِحْلَكَ
اٰمِنْ بِهٖ اَفْلَحَ رَبِّيْ كَعْبَكَا ـ وَابْذِلْ لَهٗ حَتَّى الْمَمَاتِ نُصْرَكَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

আল্লাহ মন দিয়েছেন তোমার দিকে,
তোমার পূণ্যফল বাড়িয়েছেন তিনি
এবং ঘুরিয়ে দিয়েছেন তোমার বাহনকে।
অতএব তার উপর ঈমান নিয়ে এসো
এবং তাঁর সহায়তা করে যাও আমৃত্যু–
প্রভু তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন আরও।

আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি কে?

সে বলে, আমি নজদ্-বাসীদের সর্দার মালিক বিন মালিক। আমি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে গিয়েছি, ঈমান এনেছি এবং তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করেছি। তিনি আমাকে নজ্দের অভিবাসী জ্বিনদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি তাদেরকে আল্লাহর দ্বাসত্ব আনুগত্যের দিকে আহ্বান করি। হে খুরাইম! তুমিও মুমিনের অন্তর্গত হয়ে যাও। তুমি বাড়ি গিয়ে দেখবে, (যে হারানো উটের খোঁজে তুমি বেরিয়েছ) তোমার সেই উট (তোমার আগেই) পৌছে গেছে। সেটাকে আমি খুঁজে দেব।

হযরত খুরাইম (রাঃ) বলেছেন, এরপর আমি (বাড়ি না গিয়ে সরাসরি) মদীনায় হাজির হই। দিনটি ছিল জুম্আর। আমি চাইছিলাম নবীজীর কাছে হাজির হতে। উনি তখন মিম্বরে ভাষণ (খুত্বাহ্) দিচ্ছিলেন। আমি (মনে মনে) বলি, এখন উটটাকে মসজিদের দরজায় বসিয়ে দেয়া যাক ওনি নামায শেষ করলে ওঁকে নিজের ঘটনা নিবেদন করব।

তো উটকে বসিয়ে হযরত আবূ যর (রাঃ) আমার কাছে এলেন এবং বললেন, হে খুরাইম! স্বাগতম (খোশ আমদেদ) নবীজী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার মুসলমান হবার খবরও তিনি পেয়েছেন। এবং তিনি আপনাকে (মসজিদে গিয়ে) সকলের সাথে নামাযে শরীক হতে বলেছেন।

সুতরাং আমি মসজিদের ভিতরে গিয়ে সাহাবীদের সঙ্গে নামায আদায় করি। তারপর নবীজীর কাছে গিয়ে সব ঘটনা শোনাই। তিনি বলেন–

قَدْ وَفّٰى لَكَ صَاحِبُكَ ، وَقَدْ بَلَغَ لَكَ الْاِبِلُ ، وَهِيَ بِمَنْزِلِكَ

তোমার সাথী (মালিক বিন মালিক) তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছিল তা পূরণ করেছে। তোমার উট পৌছে গেছে তোমার বাড়িতে।(১১)

বদর-যুদ্ধে কাফির-বাহিনীর পরাজয়ের ঘোষণা

বর্ণনায় হযরত কাসিম বিন সাবিত (রহঃ) বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যেদিন কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করেছিলেন, সেই দিন মক্কায় অদৃশ্য থেকে এক জ্বিন গানের সুরে এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিল–

اَزَارَ الْحَنِيْفِيُّوْنَ بَدْرًا وَقِيْعَةً ـ سَيَنْقَضُّ فِيْهَا رُكْنُ كِسْرٰى وَقَيْصَرَا
اَبَادَتْ رِجَالًا مِنْ لُؤَيٍّ وَاَبْرَزَتْ ـ حَرَائِرُ يَضْرِبْنَ التَّرَائِبَ حُسَّرًا
فَيَا وَيْحَ مَنْ اَمْسٰى عَدُوُّ مُحَمَّدٍ ـ لَقَدْ حَادَ عَنْ قَصْدِ الْهُدٰى وَ تَحَيَّرَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

বদর-যুদ্ধে এমন বীর্য দেখিয়েছেন হানীফগণ,
যার প্রভাবে টলে গেছে রোম-ইরানের রাজাসন।
ধ্বংস হয়ে গেছে যত লুওয়াই গোত্রের মানুষজন,
মেয়েরা ওদের বাইরে এসে ঠুকছে মাথা শোকের কারণ।
বড় আক্ষেপ তাদের তরে, যারা মুহাম্মদের দুশমন,
ইচ্ছা করেই সুপথ ছেড়ে বিপদ তারা করছে বরণ।

(কোনও এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ওই হানীফরা কারা? সে বলে, মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ, যাঁরা দাবি করেন যে, তাঁরা হযরত ইব্রাহীমের দ্বীনে হানীফ বা একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারী।) এর কিছুক্ষণের মধ্যেই (মুসলমানদের) বিজয়-সংবাদ এসে পৌঁছায়।[১২]

প্রমাণসূত্র ঃ

(দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী, ২ ঃ ২৬১। তবারানী।

(২) বুখারী শরীফ, মানাক্বিবুল আনসার, বাব ৫৩। ইবনুল জাওযী। আবূ ইয়া'লা। খরায়িত্বী, হাওয়াতিফ। সীরাতে ইবনু ইসহাক। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী, ২ ঃ ২৪৮।

(৩) হাওয়াতিফ, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া, পৃষ্ঠা ৮২। হাওয়াতিফ, খরায়িত্বী, পৃষ্ঠা ৮। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৮ ঃ ২৪৭। আল্-বিদায়াহ্, অন্-নিহায়াহ্, ২ ঃ ৩৪১। দালায়িলুন নুবুয়অ্ত, আবূ নুআইম, ২ ঃ ৩৪।

(৪) আল-হাওয়াতিফ, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া, পৃষ্ঠা ৬৫।

(৫) দালায়িলুন্ নুবুয়য়ত, বায়হাকী, ২ ঃ ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯।

(৬) ইব্নু ইস্হাক। দালায়িলুন নুবুওয়ত্, বায়হাকী। আল্-বিদায়াহ অন্-নিহায়াহ্।

(৭) ইব্নু আব্দুল বার্র। আল্-ইস্তিআব। আল্ হাওয়াতিফ্।

(৮) সূরাহ্ আর্-রাহমান (৫৫) ঃ আয়াত ৩৩।

(৯) ইব্নু আবিদ দুনইয়া, আল্-হাওয়াতিফ্। কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৬৯৭৯।

(১০) ইব্নু আবিদ দুনইয়া, আল্-হাওয়াতিফুল জ্বান (৯৪০, পৃষ্ঠা ৭৬।

(১১) তারীখে মুহাম্মদ বিন উস্মান বিন আবী শায়বাহ। ইবনু আসাকির। তবারানী, কাবীর (৪১৬৫, ৪১৬৬)। আল্-হাওয়াতিফ (৯৪), পৃষ্ঠা ৭৯। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৮ ঃ ২৫। মুস্তাদ্রকে হাকিম, ৩ ঃ ৬২১। উসদুল গাবাহ। ইব্নু আসীর, ৫ ঃ ৪৭-৪৮। আল-আসাবাহ্, ৬ ঃ ৩৩।

(১২) আদ্-দালায়িল। আকামুল মারজান, পৃ. ১৩৭।

জ্বিন-বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনা ও বর্ণনা

মহিলাদের সামনে জ্বিনদের আত্মপ্রকাশ

বর্ণনায় হযরত সাআ্দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) একবার আমি নিজের বাড়ির উঠানে বসেছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী একজন দূতের মাধ্যমে আমাকে বলে পাঠালেন যে, আমি যেন তাঁর কাছে যাই। আমি চিন্তিত মনে ভিতরে গেলাম। উনি বললেন, 'দাঁড়াও।' তারপর (একদিকে) ইঙ্গিত করে বললেন, 'এই একটা সাপ। আমি যখন বাড়ির বাইরে বাগানে প্রাকৃতিক ক্রিয়া করতে গিয়েছিলাম, তখন একে দেখেছিলাম। তারপর এ আর নজরে পড়েনি। এখন আবার একে আমি দেখছি। এ সেই সাপ। একে আমি চিনি।

হযরত সাআ্দ খুতবাহ্ পড়েন এবং আল্লাহর 'হাম্দ্' ও 'সানা' নিবেদনের পর বলেন–

তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম করে বলছি,
এরপর যদি তোমাকে দেখি, তবে তোমাকে কতল করে ফেলব।

একথা শোনার পর সাপটা কামরার দরজা দিয়ে বের হয়। তারপর বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। হযরত সাআ্দ একজন মানুষকে ওই সাপটা কোথায় যায় তা লক্ষ্য করতে বললেন। সুতরাং লোকটা সাপটার পিছু নেয়। শেষ পর্যন্ত সাপটা নবীজীর মসজিদে প্রবেশ করে। তারপর নবীজীর মিম্বরের কাছে আসে এবং মিম্বরের উপর চড়ে উপরের দিকে উঠে। তারপর গায়েব হয়ে যায় (আসলে সে ছিল সাপরূপী জ্বিন)।[১]

জ্বিনদের আক্রমণ থেকে মহিলারা খোদায়ী হিফাযতে

বর্ণনায় হযরত হাসান বিন হুসাইন (রহঃ) একবার আমি রুবাইয়্যিই বিনতে মুআউওয়ায (এক মহিলা সাহাবী (রাঃ))-এর কাছে কিছু জানার জন্য গিয়েছিলাম। (সেই সময়) তিনি আমাকে বলেন– 'একবার আমি আমার বসার ঘরে বসেছিলাম। এমন সময় দেখলাম, আমার ঘরের ছাদ ফেটে গেল এবং উট কিংবা গাধার মতো কোনও জন্তু আমার উপর এসে পড়ল। ওই রকম কালো আর ভয়ংকর কোনও জন্তু আমি আমার জীবনে আর দেখিনি। জন্তুটি আমার কাছাকাছি আসতে এবং আমাকে ধরতে চাইছিল। কিন্তু তার পিছনে পিছনে একটি চিরকুট (কাগজের টুকরো) এল। জন্তুটা সেই চিরকুট খুলে পড়ল। তাতে লেখা ছিল–

مِنْ رَبِّ عَكْبٍ اِلٰى عَكْبٍ اَمَّا بَعْدُ : فَلَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَى الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ بِنْتِ الصَّالِحِيْنَ

'আকব'-এর প্রভুর পক্ষ থেকে 'আকব'-এর উদ্দেশে ঃ পর সমাচার এই যে- তোমার জন্য নেককার পিতামাতার পুণ্যবতী কন্যার উপর কোনও রকম দুর্ব্যহারের অনুমোদন নেই।

চিরকুটটি পড়ার পর জন্তুটি যেখান থেকে এসেছিল সেখান থেকে বের হয়ে গেল। আমি তার বের হয়ে যাওয়া দেখছিলাম।'

হযরত হাসান বিন হুসাইন (রহঃ) বলেন- এরপর তিনি আমাকে সেই চিরকুটটি দেখান, যেটি তখনও তাঁর কাছে মওজুদ ছিল।(২)

সাপরূপী জ্বিনের কাছে চিঠি এল গায়েব থেকে

বর্ণনায় হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (রহঃ) আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহ্মান (রাঃ) (এক মহিলা সাহাবী)-র ইন্তিকালের সময় তাঁর কাছে বহু তাবিঈ সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত উর্ওয়াহ্ বিন যুবাইর, হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ, হযরত আবূ সালামাহ্ বিন আব্দুর রহমান প্রমুখও। এঁরা সবাই হযরত 'আমরাহ্'র কাছেই ছিলেন, এমন সময় তাঁর চেতনা লোপ পায় এবং এরা ছাঁদ ফাটার শব্দ শোনেন। তারপর একটা সাপ পড়ে, যেটা ছিল বড়জাতের খেজুরের মতো (মোটা ও লম্বা)। সাপটা ওই মহিলার দিকে এগিয়ে যায়। অম্নি একটা সাদা কাগজ উপর থেকে পড়ে, যাতে লেখা ছিল-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ رَبِّ عَكْبٍ اِلٰى عَكْبٍ لَيْسَ لَكَ عَلٰى بَنَاتِ الصَّالِحِيْنَ سَبِيْلٌ

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নাম শুরু। আক্বের প্রভুর পক্ষ থেকে আকবের উদ্দেশে- সৎমানুষদের কন্যাদের দিকে হাত বাড়ানোর কোন অধিকার তোমর নেই।

সাপটা ওই চিরকুট দেখামাত্রই উপরের দিকে উঠল এবং যেখান থেকে নেমেছিল, ওখান থেকেই বেরিয়ে গেল।(৩)

ওইরকম আরেকটি ঘটনা

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর বর্ণনা ঃ হযরত আউফ বিন আফরা (রাঃ)-এর কন্যা (মহিলা সাহাবী) একবার নিজের বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে কালো রঙের কদাকার ব্যক্তি তাঁর বুকের উপর চড়ে বসে এবং তার গলায় হাত দেয়। হঠাৎ একটি হলুদরঙা কাগজের টুকরো উপর থেকে নেমে এসে হযরত আউফের কন্যার মাথার উপর পড়ে। সেই ব্যক্তি (জ্বিন) কাগজটা তুলে নিয়ে পড়ে। তাতে লিখা ছিল-

مِنْ رَبِّ لَكِيْنٍ اِلٰى لَكِيْنٍ اِجْتَنِبْ اِبْنَةَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فَاِنَّهٗ لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا

'লাকিন]-এর প্রভুর পক্ষ থেকে লাকীনের উদ্দেশে ঃ সৎমানুষের কন্যা থেকে দূরে থাক। ওর উপর তোমার কোনও পাঁয়তারা চলবে না।

(হযরত আউফের কন্যা বলেন-) তারপর সে উঠে। আমার গলা থেকে নিজের হাত সরিয়ে নেয় এবং তাঁর হাত দিয়ে আমার হাঁটুতে আঘাত করে। যার দরুন হাঁটু ফুলে ছাগলের মাথার মতো হয়ে যায়। পরে আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-র কাছে গিয়ে এই ঘটনা উল্লেখ করি। তিনি বলেন, ওহে চাচাতো বোন, তুমি যখন হায়েয-অবস্থায় থাকবে, নিজের কাপড় সামলে রাখবে। তাহলে, ইন্শা আল্লাহ, ও কখনোই তোমাকে কষ্ট দিতে পারবে না।

(বর্ণনাকারী হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন) আল্লাহ্ তাআলা ওঁকে ওঁর পিতার কারণে হিফাযত করেছেন। কেননা তিনি বদর-যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।(৪)

জ্বিন ফাত্ওয়া দিচ্ছে মানুষকে

বর্ণনায় হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সাবিত (রহঃ) একবার আমি হাফ্স তায়িফীর সঙ্গে মিনায় ছিলাম। (সেখানে দেখলাম) একজন সাদা-দাড়ি-বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধারণ মানুষজনকে ফাত্ওয়া দিচ্ছে। হযরত হাম্বল আমাকে বলেন, ওহে আবূ আইয়ূব! ওই বুড়োকে দেখছ, যে মানুষকে ফাত্ওয়া দিচ্ছে? ও হল ইফ্রীত (জ্বিন)

এরপর হাফ্স তার কাছে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেই বুড়ো, হযরত হাফ্সকে দেখা মাত্রই জুতো হাতে নিয়ে পালাল। লোকেরাও তার পিছু ধাওয়া করল। আর হযরত হাফ্স বলছিলেন, ওহে লোকসকল! ও হল ইফ্রীত (জ্বিন)।(৫)

মানুষের সামনে জ্বিনের ভাষণ

বর্ণনায় হযরত আবূ খলীফাহ্ আব্দী (রহঃ) আমার একটি ছোট বাচ্চা মারা যায়, যার দরুন আমার খুব দুঃখ হয়। সেই সময় অদৃশ্য থেকে কেউ সূরা আলে-ইমরানের শেষের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে আমাকে শোনায়। এবং

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ **(আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম)** পর্যন্ত পৌঁছে সে বলে– 'ওহে আবূ খলীফাহ্‌!' আমি বললাম– 'উপস্থিত'। সে বলল– 'তুমি কি চাও এই দুনিয়াতেই জীবন সীমিত হয়ে থেকে যাক? আচ্ছা, তুমি বেশি মর্যাদা-মাহাত্ম্যের অধিকারী, না হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)? তাঁর পুত্র ইব্‌রাহীম (রাঃ)-ও ইন্‌তিকাল করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন–"দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত, মন-মগজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত, কিন্তু আমাদের এমন কথা উচ্চারণ করা চলবে না যা আল্লাহকে নারাজ করে দেবে।" তুমি কি চাইছ তোমার ছেলের সেই মৃত্যুকে দূর করে দিতে, যা সমস্ত সৃষ্টির জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে? নাকি তুমি চাইছ আল্লাহ্‌র কসম! মৃত্যু যদি না থাকত, তবে পৃথিবী এত বিস্তৃত হত না। এবং দুঃখ যদি না থাকত, তাহলে সৃষ্টিজীব কোনও সুখের দ্বারা উপকৃত হতে পারত না।'

এরপর সে বলে– 'তোমার কোনও প্রয়োজন আছে কি?'

আমি জিজ্ঞাসা করি– 'আল্লাহ্‌ তোমার উপর রহম করুন। তুমি কে, শুনি।'

সে বলে– 'আমি তোমার এক প্রতিবেশী জ্বিন।'(৬)

বিচক্ষণ জ্বিনদের গল্প

বর্ণনায় হযরত ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন আবী ফার্‌ওয়াহ্‌ (রহঃ) একবার কয়েকজন জ্বিন মানুষের রূপ ধরে একজন মানুষের কাছে এসে বলে– 'তুমি নিজের জন্য কি জিনিস পছন্দ করো?'

সে বলে– 'আমি উট পছন্দ করি।'

জ্বিনরা বলে– 'তুমি নিজের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও দীর্ঘ মুসীবত পছন্দ করেছ। তোমার প্রবাসজীবন অবশ্যম্ভাবী, যা তোমাকে তোমার বন্ধুবর্গের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। (কেননা উটওয়ালাদের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটে থাকে।)

এরপর সেই মানুষরূপী জ্বিনের দলটা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য এক মানুষের কাছে যায় এবং তাকে প্রশ্ন করে– 'তুমি নিজের জন্য কোন্‌ জিনিস পছন্দ করো?'

সে বলে– 'আমি ক্রীতদাস পছন্দ করি।'

ওরা বলে– 'তাহলে তো তোমার অনেক মান-মর্যাদা হবে। কীলকের মতো ক্রোধ হবে। ধন-দৌলত অর্জিত হবে। এবং দূর দূরান্তে সফরও করতে হবে।'

তারপর ওরা তাকে ছেড়ে অন্য কোন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে– 'তুমি কী পছন্দ করো?'

সে বলে– 'আমি পছন্দ করি ছাগল।'

জ্বিনরা বলে– 'তোমার জীবিকা হালাল হবে। সাহায্যপ্রার্থীর অভাব পূরণের সৌভাগ্যও জুটবে। তবে যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে না। এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তিও মিলবে না।'

এরপর ওরা তাকে ছেড়ে অন্য একজনের কাছে যায়। এবং তাকে প্রশ্ন করে, 'তুমি নিজের কাছে কোন জিনিস রাখতে পছন্দ করো?'

সে বলে– 'আমি গাছপালা পছন্দ করি।'

জ্বিনরা বলে– 'তিনশ ষাটটি খেজুর সারা বছরের জন্য যথেষ্ট।

তারপর ওরা তাকে ছেড়ে অন্য একটি লোকের কাছে যায় এবং তাকেও যথারীতি প্রশ্ন করে– 'তুমি নিজের জন্য কী পছন্দ করো?'

সে বলে– আমি পছন্দ করি ক্ষেতখামার।'

জ্বিনরা বলে– 'তোমার জীবন-জীবিকা এভাবে নির্ধারিত হয়েছে যে, তুমি চাষবাস করলে, পাবে। আর যদি না করো, তো পাবে না।'

অতঃপর জ্বিনের দলটি তাকে ছেড়ে ফের রওয়ানা দেয়। অন্য একটি লোকের কাছে যায় এবং তাঁকেও সেই একই প্রশ্ন করে। তিনি বলেন– 'প্রথমে তোমরা নিজেদের সম্পর্কে বলো যে, তোমরা কারা, যাতে আমি তোমার কাছে কিছু আশা করতে পারি।'– একথা বলার পর তিনি ওই মানুষরূপী জ্বিনদের কাছে রুটি নিয়ে আসেন।

জ্বিনরা বলে– 'কার্যোপযুক্ত শস্য।'

এরপর তিনি তাদের কাছে মাংস নিয়ে আসেন।

জ্বিনরা বলে– 'এ হল আত্মা, যা আত্মাকে খাবে। এটা যত কম হবে, তত ভাল বেশির থেকে।'

এরপর তিনি খেজুর ও দুধ নিয়ে আসেন।

ওরা বলে– 'খেজুরদের খেজুর আর ছাগলের দুধ। আল্লাহ্‌র নামে খাও।'

খানা-পিনা শেষ করার পর সেই জ্বিনরা মানুষটিকে প্রশ্ন করে– 'আপনি বলুন, কোন্‌ জিনিস বেশি তেজি, কোন্‌ বস্তু বেশি সুন্দর এবং কোন জিনিস সুগন্ধের বিচারে বেশি উৎকৃষ্ট?'

মানুষটি বলেন–'সবচেয়ে তেজি সেই ক্ষুধার্ত দাঁতের পাটি, যা ক্ষুদার্ত পেটে খাবার প্রভৃতি নিক্ষেপ করে। সবচেয়ে সুন্দর সেই বৃষ্টি যা মেঘ করার পর উঁচু জমিতে বর্ষিত হয়।'আর সবচেয়ে সেরা সুগন্ধি সেই ফুল যা ফোটে বৃষ্টির পর।'

এবার জ্বিনরা জানতে চায়– আপনি নিজের জন্য কোন্‌ জিনিস পছন্দ করেন?'

তিনি বলেন– 'আমি মৃত্যুকে পছন্দ করি।'

জ্বিনরা বলে– 'আপনি তো এমন জিনিস পছন্দ করেছেন যা আপনার আগে কেউ-ই করেনি। এখন আপনি আমাদের কিছু উপদেশ দিন এবং সফরের পাথেয়-ও দান করুন।'

লোকটি ওদেরকে এক মশকভরা দুধ দিয়ে বলেন– 'এই তোমাদের সফরের পাথেয়।'

জ্বিনরা বলে কিছু উপদেশ দান করুন।'

উনি বললেন– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে থাকবে। এটি আগে-পিছের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট।' এরপর সেই জ্বিনের দল মানুষটির কাছ থেকে বিদায় নেয়। এবং তাঁকে ওরা জ্বিন ও মানুষের মধ্যে সেরা বলে গণ্য করে।

আবূ নাসর বিন কাসিম বলেছেন ঃ ওই জ্বিনের দলটি যে শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, উনি ছিলেন হযরত উওয়াইমির আবুদ্দারদা (রাঃ)।(৭)

আজব দাওয়াই

বর্ণনায় হযরত যায়েদ বিন অহাব (রহঃ) আমি এক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম। (সম্ভবত ফেরার পথে) এক দ্বীপে নামি। ওখানে ছিল এক বিরাট বড় নির্জন ঘর। (আমাদের) দলের একজন লোক বলে– 'আমি এখানে একটা বড় মাপের নির্জন ঘর দেখেছি। ওই ঘরের বাসিন্দাদের দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি হতে পারে। অতএব তোমরা নিজেদের আগুন এখান থেকে তুলে নাও (অর্থাৎ রাত কাটানোর জন্য এ-জায়গা বাদ দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া হোক)।'

কথাটা যে তার কাছে রাত্রে ওই ঘরের এক বাসিন্দা (জ্বিন) এসে বলে– 'তুমি আমাদের ঘর থেকে তোমার সঙ্গীদের সরিয়ে এনেছ। তাই তোমাকে একটা ডাক্তারি বিদ্যে বাতলে দিচ্ছি। – যখন তোমার কাছে কোন রুগি ব্যথা-বেদনার কথা বলবে, সেই সময় যা তোমার মনে পড়বে তাই তার ওষুধ হবে।(৮)

জ্বিন যখন 'স্টোনম্যান'

বর্ণনায় হযরত আবূ মাইসারাহ্ হারানী (রহঃ) মদীনা শরীফের একটা কুয়ার দখলদারি-সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে কাযী মুহাম্মদ বিন গিলাসাহ্'র আদালতে একবার হাজির হয় একদল জ্বিন ও মানুষ। আবূ মাইসারাহ্'কে প্রশ্ন করা হয়, 'জ্বিনরা কি মানুষের সামনেও এসেছিল?' উনি বলেন, 'সামনে আসেনি বটে, তবে মানুষরা ওদের কথাবার্তা শুনেছিল।' কাযী সাহেব সবকিছু বিচার-বিবেচনার পর এই রায় ঘোষণা করেন যে– সংশ্লিষ্ট কুয়ো থেকে মানুষের সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানি নেবে এবং জ্বিনরা পানি নেবে সূর্যাস্ত থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত।

এই ঘটনার বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে কেউ যদি সূর্য ডোবার পর ওই কুয়ো থেকে পানি নিত, তবে তার উপর পাথর পড়ত।(৯)

বড় আলিম জ্বিনদের মধ্যে না মানব-সমাজে

বর্ণনায় আলী বিন সারাহ্ ঃ একবার কতিপয় জ্বিন একত্রিত হয়ে বলে, 'আমাদের আলিম মানুষদের আলিমের চাইতে বড়।' কেউ কেউ এর বিপরীত মতও ব্যক্ত করে। শেষ পর্যন্ত ওরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য (মানুষ আলিম) কাইফ বিন খস্আমের কাছে যেতে মনস্থ করল। সেখানে তখন এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা এখানে কেন এসেছ?'

জ্বিনরা বলল– 'আমাদের একটা উট হারিয়ে গেছে। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি, যাতে মেহেরবানী করে উটটা খুঁজে দেন।'

বৃদ্ধ বলল– 'আমি তো খুব দুর্বল হয়ে গেছি। আর আমার মন-মগজও আমার দেহের অংশ বিধায় তা-ও দেহের মতো দুর্বল হয়ে গেছে।'

জ্বিনরা বলল– 'আপনি এই অবস্থায় আমাদের সঙ্গে চলুন এবং আমাদের উটটা খুজে দিন।'

বৃদ্ধ বললেন– 'আমি আমার অবস্থার কথা খুলে বললাম তো। তা সত্ত্বেও তোমরা এমন জিদ করছ কেন! আচ্ছা তোমরা আমার ওই খোকাকে নিয়ে যাও। ও তোমাদের উট দেখিয়ে দেবে।'

সুতরাং জ্বিনের দল সেই বাচ্চাকে নিয়ে তাঁবু ছেড়ে বের হল। কিছু দূর যাবার পর তাদের সামনে দিয়ে একটি পাখি গেল। পাখিটা উড়ার সময় তার একটা ডানা উপরের দিকে আর একটা ডানা নিচের দিকে করল। অমনি সেই বাচ্চাটি দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে উঠল– 'ওহে লোক সকল! আল্লাহকে ভয় করো। আমি ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে স্মরণ করছে না। আমি তো ছোট বাচ্চা। অথচ তোমরা! তোমারা আল্লাহকে ভয় করো। আর আমাকে ছেড়ে দাও।'

জ্বিনরা বলল– 'ব্যাপারটা কী? কী এমন ঘটল, অন্তত আমাদের বলো, আমরা শুনি।'

বাচ্চাটা বলল– 'তোমরা ওই পাখিটাকে দ্যাখোনি, যেটা তোমাদের সামনে দিয়েই তো গেল। ওই পাখিটা একটা ডানা তুলেছে এবং অন্য ডানা নামিয়েছে। এর মাধ্যমে ও আমাকে আসমান ও জমিনোর প্রভুর কসম করে বলেছে যে, তোমাদের উট হারায়ণি। তাই নিশ্চয়ই তোমরা জ্বিন। মানুষ নও।'

জ্বিনরা তখন বলে উঠল– 'আল্লাহ তোমাকে ঘৃণিত করুন। যাও, তোমার বাবার কাছে যাও (অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে বড় আলিম আছে মানব সমাজে)।

জ্বিনরা মানুষকে ভয় করে

বর্ণনায় হযরত মুজাহিদ (রহঃ) একরাতে আমি নামাজ পড়ছিলাম। হঠাৎ আমার সামনে একটা ছেলে এসে দাঁড়ায়। আমি তাকে ধরতে যেতেই সে সজোরে লাফ দেয় এবং দেওয়ালের পিছনে গিয়ে পড়ে। তার মাটিতে পড়ার শব্দও আমি শুনতে পাই। এরপর আর কখনোই আমার কাছে আসেনি।

এই জ্বিনরা তোমাদের ওরকম ভয় করে যে-রকম তোমরা ওদের ভয় করো।(১১)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ তোমরা যেমন শয়তানকে ভয় করো, শয়তান তার চাইতেও বেশি তোমাদের ভয় করত। সে তোমাদের সামনে এলে তোমারা তাকে ভয় করো না। তোমরা তাকে ভয় পেলে সে তোমাদের উপর সওয়ার হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি তার মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও, তবে সে পালিয়ে যাবে।(১২)

আবূ শারাআহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাকে (অন্ধকারে) গলি-খুঁজিতে যেতে ভয় করতে দেখে হযরত ইয়াহ্ইয়া জামার (রহঃ) বলেন– আমরা যাদের ভয় করি, তারা তো আরও বেশি আমাদের ভয় করে।(১৩)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) ইব্‌নু দুন্‌ইয়া, আল-হাওয়াতিফ (১৩২), পৃষ্ঠা ১০৫।

(২) ইব্‌নু আবিদ দুন্‌ইয়া, মাকায়িদুশ্‌ শায়ত্বান, পৃষ্ঠা ২৭। মাসায়িবুল ইন্‌সান, পৃষ্ঠা ১৩৩, দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ ঃ ১১৬-১১৭।

(৩) ইব্‌নু আবিদ দুন্‌ইয়া। দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ ঃ ১১৬-১১৭। মাকায়িদুশ শায়তান (৭), পৃষ্ঠা-২৭। মাসায়িবুল ইন্‌সান-পৃষ্ঠা ১৫০।

(৪) ইব্‌নু আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া। মাকায়িদুশ্‌ শায়তান (৮), পৃষ্ঠা-২৮। দালায়িলুন্‌ নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ ঃ ১১৬।

(৫) ইব্‌নু আব্‌দুর রহ্‌মান হারবী।

(৬) ইব্‌নু আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া। আল্‌হাওয়াতিফ (৪০), পৃষ্ঠা-৪২)

(৭) ইব্‌নু আবিদ দুন্‌ইয়া, আল্‌-হাওাতিফ। মাকায়িদুশ্‌ শায়তান, আকামুল মারজান।

(৮) ইব্‌নু আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া, আল-হাওয়াতিফ।

(৯) কিতাবুল আজায়িব, আবূ সুলাইয়ামান মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্‌ বিন জাবির আর-রিব্‌ঈ আলহাফিয। আকামুল মারজান।

(১০) কিতাবুল আজায়িব, আবূ আব্‌দুর রহ্‌মান হারবী।

(১১) ইব্‌নু আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া।

(১২) ইব্‌নু আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া।

(১৩) ইব্‌নু আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া।

জ্বিনদের আরও বহু বিস্ময়কর ঘটনা

ঘড়ায় বন্দী জ্বিন

মূসা বিন নাসীর (রহঃ)-কে হযরত উমর বিন আব্‌দুল আযীয (রহঃ) বলেন– 'আপনার দেখা কিংবা শোনা সমুদ্রের কোনও বিস্ময়কর ঘটনার কথা আমাদের শোনান।' কেননা এই মূসা বিন নাসীর (রহঃ)-কে মুসলিম বাহিনীর সিপাহ্‌সালার বানিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠানো হত। এবং তিনি মরক্কো পর্যন্ত বহু ভূখণ্ড ও রাজ্য জয় করেছিলেন।

সুতরাং হযরত মূসা বিন নাসীর (রহঃ) বলেন ঃ একবার আমরা সমুদ্রের এক দ্বীপে গিয়ে পৌছিই। সেখানে একটা পোড়া বাড়ি আমাদের নযরে পড়ে। সেই বাড়িতে আমরা সতেরটি সবুজ গড়া দেখতে পাই। ঘড়াগুলির উপর হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সীলমোহর মারা ছিল। আমি সেই ঘড়াগুলির মধ্যে মাঝের, ধারের ও উপরের ঘড়া নিয়ে আসার হুকুম দিই। তো ঘড়া ক'টা বাড়ির

উঠানে নিয়ে আসা হয়। একটা ঘড়া আমি খুলতে বললে তাতে ছিদ্র করা হয়। ফলে এই ঘড়ার ভিতর থেকে একটা শয়তান বের হয়। তার হাত গর্দানের সঙ্গে বাঁধা ছিল। সে বাইরে বের হয়েই বলতে থাকে– 'যিনি আপনাকে নবী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন সেই পবিত্র সত্তা (আল্লাহ্‌)-র কসম করে বলছি, আর কক্ষণো আমি যমীনের বুকে ফেত্‌না-ফাসাদ করতে আসব না।'

তারপর সেই শয়তানটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে উঠল– 'আল্লাহ্‌র কসম! না আমি সুলাইমানকে দেখতে পাচ্ছি না তার সাম্রাজ্য।

এরপর সে মাটিতে গোঁত্তা মারল এবং মাটির মধ্যেই গায়েব হয়ে গেল।

বাকি গড়াঘুলো আমার নির্দেশে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হল।[১]

এই ঘটনার অন্য এক বর্ণনা

মূসা বিন নাসীর (রহঃ) একবার জেহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। যেতে যেতে এক সময় তিনি কৃষ্ণসাগরে গিয়ে পৌছেন। এবং নৌকাগুলিকে স্রোতের অনুকূলে ছেড়ে দেন। এরপর তিনি নৌকার কাছে গিয়ে আওয়াজ শোনেন। এবং কৌতূহলী হতে কয়েকটা ঘড়া দেখতে পান। সেগুলোর মধ্যে একটি ঘড়া তুলে নেন। কিন্তু শীলমোহর ভাঙতে ভয় পান। তাই তলায় একটি ছিদ্র করার নির্দেশ দেন। ছিদ্রটা একটা পেয়ালার সমান হতে তার ভিতর থেকে একজনের চিৎকার শুনতে পেলেন। সে চিৎকার ক'রে বলছিল– 'না! আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহর নবী! আগামীতে আর কখনো এমন অন্যায় করব না।'

মূসা বিন নাসীর (রহঃ) বলেন– 'এ সেই শয়তানের অন্তর্গত, যাদেরকে হযরত সুলায়মান বিন দাউদ (আঃ) কয়েদ করেছিলেন।'

এরপর তিনি ঘড়ার সেই ছিদ্রটা বন্ধ করিয়ে দেন। এমন সময় সে নৌকার উপর এক ব্যক্তিকে দেখতে পান, যে তাঁর দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বলছিল– 'আল্লাহর কসম! তুমি সেই ব্যক্তি। তুমি যদি আমার উপকার না করে থাকতে তবে আমি তোমাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারতাম।[২]

জ্বিনদের প্রত্যুপকার

বর্ণনায় ওয়ালীদ বিন হিশাম ঃ উবাইদ বিন আব্‌রস ও তাঁর কয়েকজন সাথী একবার সফরে ছিলেন। সেই সফরে তাঁরা একটি সাপ দেখতে পান। সাপটি গরমের চোটে ছটফট করছিল। তাঁর সাথীদের একজন সাপটিকে মেরে ফেলার মনস্থঃ করলেন। কিন্তু হযরত উবাইদ (তাঁকে বাধা দিলেন এবং) বললেন– 'এক আঁজলা পানির অভাবে এর উপর এমন মুসীবত এসে পড়ছে।' একথা বলার পর তিনি (সওয়ারী পশুর থেকে) নামলেন এবং সাপটির গায়ে পানি ঢেলে দিলেন। তারপর সবাই চলে গেলেন। যেতে যেতে একসময় তারা পুরোপুরি রাস্তা ভুলে

গেলেন। কোনও ক্রমেই তারা রাস্তা পেলেন না। ফলে তাঁরা তখন বড় পেরেশানীর মধ্যে ছিলেন। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিয়ে কেউ বলে ওঠল–

يَا اَيُّهَا الرَّكْبُ الْمُضِلُّ مَذْهَبُهُ ـ ذُوْنَكَ هٰذَا الْبِكْرُمِنَّا فَارْكَبُهُ
حَتّٰى اِذَلَّ اللَّيْلُ تَوَلّٰى مَغْرِبُهُ ـ وَسَطَعَ الْفَجْرُ وَلَاحَ كَوْكَبُهُ
فَخَلَّ عَنْهُ رِحْلَةً وَسَبَبُهُ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে পথহারা কাফেলা,
এই নাও জোয়ান উট এবং
এতে সওয়ার হয়ে যাও তোমরা।
যখন শেষ হবে রাতের আঁধার,
ফুটে উঠবে উষার আলো
এবং উদয় হবে সূর্য
সেই সময় যাত্রা বিরতি দেবে,
পৌঁছে যাবে সমতলে।

সুতরাং তাঁরা ওখান থেকে রাত্রেই বেরিয়ে পড়লেন এবং পুরো দশদিন-দশরাত একটানা চলার পর তাঁরা সূর্যের আলো দেখলেন। সেই সময় উবাইদ বলেন–

يَا اَيُّهَا الْمَرْءُ قَدْ اَنْجَيْتَ مِنْ غَمٍّ ـ وَمِنْ فِيَافٍ يُضِلُّ الرَّاكِبُ الْهَادِىْ
هَلَّا تُخْبِرُنَا بِالْحَقِّ نَعْرِفُهُ ـ مِنَ الَّذِىْ جَادَ بِالنَّعْمَاءِ فِى الْوَادِىْ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে যুবক! তুমি আমাদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছ
এবং মুক্ত করেছ সেই জনহীন অরণ্য থেকে,
যাতে হারিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞ সওয়ারও।
তুমি কি আমাদের দেবে না আপন পরিচয়? যাতে
আমরা জানতে পারি যে, ওই বিপদে
কে আমাদের অনন্য উপকার করেছে।
তখন সেই (জ্বিনটি) উত্তরে বলে–

اَنَا الشُّجَاعُ الَّذِىْ اَبْصَرْتَهُ رَمَضًا ـ فِىْ ضَحْضَحٍ فَازِجٍ يَشْرِىْ بِهِ صَادِىْ
فَجُدْتَ بِالْمَاءِ لَمَّا فَنَّ شَارِبُهُ ـ رُوِيْتَ مِنْهُ وَلَمْ تَبْخُلْ بِاَنْجَدِ
اَلْخَيْرُ يَبْقٰى وَاِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ ـ وَالشَّرُّ اَخْبَثُ مَا اَوْعَيْتَ مِنْ زَادٍ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

আমি হলাম সেই বাহাদুর তুমি দেখিছিলে যাকে,
ধুঁকছে গরম বালুর পরে ধূধূ মরুভূমির বুকে।
সেই সে কঠিন কালে আমার দিয়েছ অমূল্য পানি,
উদারমণে দান করেছ কমে যাবার ভয় করোনি।
উপকার তো স্থায়ী হয় চাই যতকাল হোক্ না গত।
অনিষ্ট সে মন্দ অতি তা যে তোমার নয় পাথেয়।

জ্বিন ও মানুষের মল্লযুদ্ধ

বর্ণনায় হযরত হাইসাম (রহঃ) আমি ও আমার এক সাথী একবার এক সফরে বেরিয়ে ছিলাম। সেই সফরে আমরা এক মহিলাকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। মহিলাটি আমাদের বাহনে আরোহণ করার প্রার্থনা জানায়। আমি আমার সাথীকে বলি, 'তুমি ওকে সওয়ার করে নাও।' সুতরাং আমার সাথী তার (উট বা ঘোড়ার) পিছনে মহিলাটিকে বসিয়ে নেয়। সেই সময় সে নিজের মুখ খুলে আমার সাথীর দিকে তাকায়। তার মুখ থেকে তখন গোসলখানার (পানি গরম করার) চুলোর মতো আগুনের হল্কা বেরুচ্ছিল। তা দেখে আমি মেয়েটির উপর হামলা করি। সে বলে– 'আমি তোমার সাথে কী অপরাধ করেছি' একথা বলে সে চিৎকার করতে থাকে।

আমার সাথী ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলে– 'তুমি এর কাছে কি চাও'? এরপর তারা আবার চলতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর ওর দিকে চোখ পড়তে দেখি, আগের মতো মুখ খোলা রয়েছে এবং সেই মুখ দিয়ে গোসলখানার চুলোর মতো আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। ফলে আমিও ফের তার উপর হামলা করলাম। এবং তাকে জাপ্টে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেললাম। সে তখন বলল– 'আল্লাহ তোমাকে সাবাড় করুন। কী পাষাণ হৃদয় মানুষরে বাবা! আমার এই অবস্থা যে দেখেছে, ভয়ে তার পিলে চম্‌কে গেছে (অথচ তুমি আমাকে ভয় পাওয়ার বদলে আমার সাথে মোকাবিলায় নেমেছ)'![৪]

জ্বিনের প্রস্রাবে মাথার চুল ঝরে গেছে

বর্ণনায় ইমাম আমাঈ (রহঃ) একবার একটি লোক 'হাযরামাউত' এলাকা থেকে (জ্বিনের ভয়ে) পালায়। জাদুকর জ্বিনটি তার পিছে দাওয়া করে। জ্বিন তাকে ধরে ফেলবে দেখে লোকটি এক সময় একটি কুয়ার মধ্যে পড়ে। জ্বিনটি তখন কুয়ায় না নেমে উপর থেকে তার মাথায় প্রস্রাব করে দেয়। পরে লোকটি কুয়া থেকে বের হতে দেখা গেল, তার মাথার চুল ঝরে গেছে। একটাও চুল ছিল না।(৫)

জ্বিনদের গবাদি পশু-১

বর্ণনায় হামীদ বিন হিলাল অথবা অন্য কেউ ঃ আমরা আগে বলাবলি করতাম যে জ্বিনদের গবাদি পশু হল হরিণ। একবার একটি ছেলে, তার কাছে তীর-ধনুক ছিল, সে 'আরতাত্ব' গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে পড়ে। তার মতলব ছিল (ওদিকে আসতে থাকা) একপাল হরিণের মধ্যে কোন একটি শিকার করা। এমন সময় অদৃশ্য থেকে কেউ বলে উঠে–

إِنَّ غُلَامًا ثِقْفَ الْيَدَيْنِ - يَسْعٰى بِكَبدٍ أَوْ بِلِهْذِ مَيْنِ
مُتَّخِذِ الْاَرْطَاةِ جَنَّتَيْنِ - لِيَقْتُلَ النَّيْسُ مَعَ الْعَنْزَيْنِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

পাকাহাতের তীরন্দাজ এক বালক তাহার দু'হাত দিয়ে,
করছে প্রয়াস খুবই কাজের তীর ও ধুনক সঙ্গে নিয়ে।
আড়ালেতে আছে সে ওই 'আরতাত্ব' গাছকে ঢাল বানিয়ে,
ছাগল-গরু-হরিণ শিকার করবে বলে তার অস্ত্র দিয়ে।

হরিণের পাল ওই কবিতা শোনার সাথে সাথেই দৌড়াদৌড়ি ক'রে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।(৬)

জ্বিনদের গবাদি পশু-২

হযরত উমর ফারূক (রাঃ) একবার একটি লোককে মহল্লায় পাঠান। লোকটি এক দুগ্ধবতী হরিণীকে দেখতে পেয়ে তার উপর হামলা করেন। অম্‌নি এক জ্বিন বলে উঠে–

يَاصَاحِبَ الْكَنَانَةِ الْمَكْسُورَةِ - خَلِّ سَبِيلَ الظَّبِيَّةِ الْمَصْرُورَةِ
فَاِنَّهَا لِصَبِيَّةٍ مَضْرُوْرَةٍ - غَابَ اَبُوْهُمْ غَيْبَةً مَذْكُورَةً
فِيْ كُوْرَةٍ لَا بُوْرِكَتْ مِنْ كُوْرَةٍ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে ভাঙ্গা তীরদানওয়ালা,
এই দুগ্ধবতী হরিণীকে ছেড়ে দাও।
এ এমন এক দুঃস্থ বালিকার মালিকানাধীন,
যার পিতার নিরুদ্দেশের খবর সবাই জানে।
এবং সে এমন এক অঞ্চলে গেছে,
যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব।(৭)

নিখোঁজ উটের সন্ধানে জ্বিন

বর্ণনায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর উত্তরসূরী হযরত আবূ বকর তাইমী (রহঃ) আকীল গোত্রের একজন মানুষের মুখে আমি শুনেছিলাম– সে বলেছিল– একবার আমি একটা (বনো) উট ধরে ঘরে এনে বেঁধে রাখি। রাত্রে অদৃশ্য থেকে কাউকে বলতে শুনি, 'ওহে অমুক! তুমি ইয়াতীমের উট দেখেছ কি?' উত্তরে কেউ বলে, 'একজন মানুষ তাকে ধরেছে। আল্লাহর কসম। সে যদি ওর কোনও ক্ষতি করে, তবে আমিও তার ওরকমই ক্ষতি করব।' একথা শোনার পর আমি উটের কাছে গিয়ে তাকে ছেড়ে দেই। এরপর শুনি, কেউ যেন উটকে ডাকছে। কাছে গিয়ে শুনতে পাই আওয়াজটা ঠিক উটের আওয়াজের মতো।(৮)

জ্বিনের উপাসনা করত এক শ্রেণীর মানুষ

বর্ণনায় হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) এক শ্রেণীর মানুষ একদল জ্বিনের উপাসনা করত। জ্বিনের সেই দলটি অবশ্য মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তাদের উপসনাকারী মানুষের দলটি তাদের উপাসনা করতেই থাকে। তাই আল্লাহ নাযিল করলেন এই আয়াত–

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

জ্বিন হত্যা করেছে সাহাবী সাআ্‌দ বিন উবাদাহ-কে

বর্ণনায় হযরত মুহাম্মদ বিন সিরীন (রহঃ) হযরত সাআ্‌দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন। জ্বিনরা তাঁকে হত্যা করেছিল। সেই সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণ (অদৃশ্য থেকে) কাউকে কবিতাও আবৃত্তি করতে শুনেছিল।

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ
رَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ يُخْطِ فُؤَادَهُ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

খযরজ্-পতি উবাদাহ্-তনয় সা'অদ্‌কে মোরা খুন করেছি,
কলিজায় গিয়ে বিঁধে গেছে এমন বাণ ছুঁড়েছি।(১০)

এক মহিলার শয়তান

বর্ণনায় হযরত সালিম বিন আব্‌দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন উমর (রাঃ) হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাঃ)-এর কাছে হযরত উমর (রাঃ)-এর খবর আনয়নকারী জ্বিন একবার তাঁর কাছে আসতে দেরি করলে হযরত আবূ মূসা (রাঃ) এক মহিলার কাছে যান। সেই মহিলার (উপর ভর করে তার) মুখ দিয়ে শয়তান কথা বলত। হযরত আবূ মূসা তাকে (হযরত উমরের সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'আমি দেখেছি উনি সদকার উটগুলো একত্রিত করছিলেন।' হযরত উমর (রাঃ)-এর এই মাহাত্ম্য ছিল যে, যখনই শয়তান তাঁকে দেখত, মুখ গুঁজে পড়ে যেত, ফেরেশ্‌তা তাঁর সামনে থাকত এবং হযরত জিব্‌রাঈল তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলতেন।(১১)

ওই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

বর্ণনায় হযরত সালিম বিন আব্‌দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন উমর (রাঃ) একবার বস্‌রার গভর্ণর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর কাছে (খলীফা) হযরত উমর (রাঃ)-এর বার্তা পৌঁছতে দেরি হয়। বস্‌রায় সেই সময় এক মহিলা ছিল, যার মুখ দিয়ে শয়তান কথা বলত। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) সেই মহিলার কাছে একজন দূত পাঠালেন। দূত দিয়ে মহিলাকে বলল, 'আপনি আপনার শয়তানকে বলুন যে, সে যেন আমীরুল মু'মিনীন (হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর খবরটা এনে দেয়।' উত্তরে সেই মহিলা (-র মুখ দিয়ে শয়তান) বলে, 'তিনি এখন ইয়ামনে আছেন এবং খুব সত্ত্বরেই এসে যাবে। সুতরাং এঁরা প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। ফের সে হাজির হলে তিনি বললেন, 'তুমি আরেকবার গিয়ে হযরত উমর (রাঃ)-এর খবর এনে দাও। কেননা তাঁর খবর পেতে দেরি হওয়ায় আমরা পেরেশান হয়ে পড়েছি।'

শয়তান তখন বলে, 'উনি (হযরত উমর ফারূক (রাঃ)) এমন এক ব্যক্তি, যাঁর কাছে যাবার হিম্মত আমাদের নেই। তাঁর দুই চোখের মধ্যস্থলে রূহুল কুদুস (হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)) আপন দৃপ্তির প্রকাশ ঘটান। আল্লাহ্ তাআলা এমন কোনও শয়তান সৃষ্টি করেননি, যে হযরত উমরের কথা শোনার সাথে সাথে মুখ গুঁজে পরে যায় না।(১২)

জ্বিনদের পিয়ন

হযরত উমর (রাঃ) একবার (জেহাদের উদ্দেশ্যে) একদল সেনাবাহিনী পাঠান। (পরে) এক ব্যক্তি এসে মদীনাবাসীদের কাছে ঘোষণা করেন যে, মুসলমানরা

দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। খবরটা মদীনার মানুষের মুখে মুখে ফিরতে লগল। এ-বিষয়ে হযরত উমর (রাঃ) জানতে চাইলে তাঁর কাছেও উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, 'ও হল আবুল হাইসাম, মুসলমান জ্বিনদের সংবাদ বাহক। খুব সত্বরে মানুষ সংবাদক-বাহকও এসে পৌছতে চলেছে। এর কয়েকদিনের মধ্যেই মানুষও ওই খবর নিয়ে আসে।(১৩)

* মানুষের চেয়ে জ্বিন অতি গতিশীল। হওয়ার কারণে সে যুগে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এত উন্নতি হয়নি বলে মানুষের কয়েকদিন আগেই জ্বিন খবর নিয়ে পৌছে গিয়েছিল।

আটা পেষাইকারী জ্বিন

বর্ণনায় নাউফ আল-বুকালী ঃ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর এক বাঁদী প্রতিরাতে তিন কফীয পরিমাপ বিশেষ পরিমাণ আটা পেষাই করত। তার কাছে শয়তান আসে এবং তাকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে গিয়ে দু'টুকরো করে দেয়। যাঁতাও ছিনিয়ে নেয়। তারপর সেই শয়তান নিজে ওই বাঁদীর মতো আটা নিয়ে যেত এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পিষে এনে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কাছে হাজির করত। হযরত সুলামইমান (আঃ) তার ওই কাজে অবাক হয়ে অন্য এক বাঁদীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বাঁদীটি ইঙ্গিতে শয়তানের কথা বলল। এরপর হযরত সুলায়মান (আঃ) সমুদ্রের ধারে ধারে দেওয়াল গাঁথার কাজ করান। সুতরাং হযরত সুলাইমান (আঃ) হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ওই কাজ করিয়েছেন।(১৪)

ইব্‌লীসের আকাঙ্ক্ষা

বর্ণনায় হযরত মুজাহিদ (রহঃ) (বিখ্যাত তাবিঈ) ঃ ইবলীস আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিল– ১) সে নিজে সবাইকে দেখবে কিন্তু অন্য কেউ (মানুষ) যেন তাকে দেখতে না পায়, ২) সে যেন যমীনের তলা দিয়েও বের হতে পারে, এবং ৩) সে বুড়ো হবার পর যেন ফের জওয়ান হয়ে যায়– ইবলীশের এই তিনটি ইচ্ছাই পূরণ করা হয়।(১৫)

জ্বিনরা শয়তানদের দেখতে পায় না

বর্ণনা করেছেন নুআইন বিন উমার (রহঃ) ঃ মানুষ যেমন জ্বিনদের দেখতে পায় না, জ্বিনরাও তেমনই শয়তানদের দেখতে পায় না।(১৬)

জ্বিন কর্তৃক ইসলাম প্রচারের আজব ঘটনা

বর্ণনায় হযরত কালুবী (রহঃ) খানাফির বিন তাউম নামে এক জাদুকর ছিল। একবার সে এক সবুজ-শ্যামল উপত্যকায় যায়। – কুফরী জীবনে তার এক মুরুব্বি জ্বিন ছিল। মহানবী কর্তৃক ইসলাম প্রচার শুরু হলে জ্বিনটি (কিছুকাল) আত্মগোপন করেছিল। সেই জাদুকর খানাফিরের ভাষায় ঃ আমি তখন ওই

(সবুজ-শ্যামল) উপত্যাকায় ছিলাম। সেই সময় ঈগল পাখির মতো গতিতে সে (জ্বিনটি) আমার কাছে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করি, কে 'শাসার' নাকি?

সে বলে, হ্যাঁ। আমি কিছু কথা বলতে চাই। আমি বললাম, বলো, আমি শুনেছি।

সে বলল, ফিরে এসো (নতুন জীবনে), প্রচুর ফায়দা পাবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এক সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় এবং প্রতিটি সূচনার সমাপ্তি আছে।

আমি বললাম, ঠিক বলেছ।

সে বলল, প্রত্যেক প্রশাসনের একটা আয়ুষ্কাল থাকে। তারপর পতন ঘটে। যাবতীয় ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এবং প্রকৃত সত্য এসে গেছে সত্যিকারেরি ধর্মের দিকে। আমি সিরিয়ার কিছু মানুষকে দেখেছি, যাঁরা উজ্জ্বল বাণীর প্রত্যাশী। এমন বাণী যা রচনা করা কবিতাও নয় এবং কোনও লোকগাথাও নয়। আমি ওঁদের দিকে মনোযোগ দিতে ধমক খেয়েছি। তারপর ফের মনোযোগী হই। এবং উঁকি দিয়ে বলি, আপনারা কোন্ জিনিস পেয়ে আনন্দ করছেন এবং কোন জিনিসের হাত থেকে আশ্রয় চাইছেন।

তাঁরা বলেন, সে এক মহান বাণী। যা এসেছে মহাপরাক্রমশালী সম্রাটের পক্ষ থেকে। সে শাসার! তুমিও সাচ্ছা কালাম শোনো এবং সুস্পষ্ট পথে চলো। ভয়ংকর আগুন থেকে উদ্ধার পাবে।

আমি বলি ওই কালামটি কী?

তাঁরা বলেন, এ কালাম কুফ্র ও ঈমানকে পৃথক করে দেয়। মুযির গোত্রের রসূল (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)) এই কালাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। অতঃপর মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এরপর তিনি এমন নির্দেশনা এনেছেন, যা বাকি সব নির্দেশকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এতে তাদের জন্য উপদেশ আছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

আমি জানতে চাই ওই মহান বাণী সহকারে কে আগমণ করেছেন?

তাঁরা বলেন, হযরত আহ্মাদ (মুহাম্মদ (সাঃ)) যিনি সকল মানুষের মধ্যে সেরা। অতএব, তুমি যদি ঈমান আনো, তবে বড়ই সম্পদ লাভ করবে। আর নাফরমানী করলে, জাহান্নামে যাবে।

ওহে খানাফির! আমি ঈমান এনেছি। তারপর তাড়াহুড়া করে তোমার কাছে এসেছি। যাতে তুমিও সবরকমের কলুষতা ও কুফ্রী থেকে মুক্তি হতে পারো এবং হতে পারো আর সব মুমিনের সহযাত্রী। নতুবা, তোমার-আমার সম্পর্কে এখানেই ইতি।

জাদুকর খানাফির বলছে, এরপর আমি সওয়ারী পশুর পিঠে সওয়ার হয় সান্আয় (ইয়ামানে) হযরত মুআয বিন জ্বাবাল (রাঃ)-এর কাছে হাজির হই এবং ইসিলামে দীক্ষা নিই। এই ঘটনা প্রসঙ্গে আমি কবিতার মাধ্যমে বলেছি–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ عَادَ بِفَضْلِهٖ ـ وَاَنْقَضَ مِنْ نَفْحِ الرَّجِيْمِ خَنَافِرًا

دَعَانِىْ شَصَارُ لِلَّتِىْ لَوْ رَفَضْتُهَا ـ لَاُصْلِيْتُ جَمْرًا مِنْ لَظَى الْهَوْنِ جَائِرًا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

দেখোনি কি তুমি আল্লাহ্পাকের তুলনাবিহীন অবদানকে,
'খানিফির'কে তিনি দূর করেছেন জাহান্নীমের আগুন থেকে।
'শাসার' আমায় ডাক দিয়েছে পবিত্র দ্বীন ইসলামের দিকে,
সাড়া যদি না দিতাম তাতে নরকে ছোঁড়া হত মোকে।[১৭]

জ্বিনদের তরফ থেকে হযরত উস্মান (রাঃ)-হত্যার নিন্দা

বর্ণনায় হযরত নায়িলাহ্ বিন্তে ফারাফিসাহ্ (রহঃ) হযরত উস্মান (রাঃ)-কে শহীদ করার উদ্দেশ্যে কিছু লোক যখন বাড়িতে ঢোকে, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। সেই সময় অদৃশ্য থেকে আততায়ীদের উদ্দেশ্যে কেউ বলে উঠে–

فَاِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تَزُوْلُ عَنِ الْفَتٰى ـ وَيُوْرِثُ دَارَ الْخُلْدِ فَالْخُلْدُ اَفْضَلُ

وَاِنْ يَكُنِ الْاَحْكَامُ يَنْزِلُ بِهَا الْقَضَاءُ ـ فَمَا حِيْلَةُ الْاِنْسَانِ وَالْحُكْمُ يَنْزِلُ

فَلَا تَقْتُلُوْا عُثْمَانَ بِالظُّلْمِ جَهْلَةً ـ فَاِنَّكُمْ عَنْ قَتْلِ عُثْمَانَ تُسْاَلُوْا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

এই যুবকের থেকে যদি দুনিয়াটা চায় সরে যেতে,
কিংবা ইনি যদি বা চান স্বর্গধামের ওয়ারিস হতে,
তবে স্বর্গ সেরা ঠাঁই।
শাহাদতের লিখনসহ নামে যদি খোদার বিধান,
কীইবা উপায় করতে পারে দুর্বল ইন্সান,
বিধির বিধান টলবে নাই।
উসমানকে খুন করো না অজ্ঞ হয়ে জুলুম করে।
এই খুনের হিসাব নেওয়া হবে হাশরের-মাঠে শেষ বিচারে

তা সত্ত্বেও সেই জালিমরা হযরত উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে। তারা ওই অদৃশ্য-হুঁশিয়ারীর কোন পরোয়া করেনি।[১৮]

* **প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ** বর্ণনাকারিণী হযরত নায়িলাহ্ ছিলেন হযরত উস্‌মান (রাঃ)-এর স্ত্রী। ইনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাঁর ঘাতকদের হটানোর চেষ্টা করেছিলেন। এমনকী ঘাতকরা যখন হযরত উস্‌মানকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালায়, হযরত নায়িলাহ্ তখন সেই তলোয়ারের সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়েও প্রিয় স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ঘাতকদের জোরালো তলোয়ারের আঘাতে হযরত নায়িলার হাতের আঙুলগুলো কেটে যায় এবং হযরত উসমান (রাঃ) শহীদ হন। এরপর হযরত নায়িলাহ্ বাইরে বের হয়ে ফরিয়াদ করতে থাকেন। সেই সময় ঘাতকবাহিনী পালিয়ে যায়। – অনুবাদক

মানুষের প্রতি জ্বিনদের ক্রোধের আধিক্য

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবূ হুরাইরা, মিরাজ্-রজনী সম্বন্ধে জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَمَّا نَزَلْتُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظَرْتُ اَسْفَلَ مِنِّىْ فَاِذَا اَنَا بِوَهْجٍ وَدُخَانٍ وَاَصْوَاتٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذِهِ الشَّيَاطِيْنُ يَحُوْمُوْنَ عَلٰى اَعْيُنِ بَنِىْ اٰدَمَ وَلَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَرَاَوُا الْعَجَائِبَ ـ

প্রথম আসমানে অবতরণের পর নীচের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাই আগুন আর ধোঁয়া এবং আওয়াজ। তো আমি বলি, হে জ্বিবরাঈল, এসব কী? তিনি বলেন, এরা শয়তান, এরা শুধু মানুষের চারপাশেই ঘোরে, অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাদ্‌শাহীর বিষয়ে বেবে দ্যাখে না। যদি ওরা এ বিষয়ে ভেবে দেখত, তাহলে বড় বড় বিস্ময়কর বস্তু ওদের চোখে পড়ত।

বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের আশ্চর্য ঘটনা

বর্ণনায় হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের মনস্থ করেন, তখন শয়তানদের বলেন, আল্লাহ আমাকে এমন একটি ইমারত নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন, যার পাথর লোহা দিয়ে কাটা হয়নি।

শয়তানরা বলে, এ-কাজের ক্ষমতা কেবলমাত্র একজন শয়তানের আছে, অন্য কারোর নেই! সমুদ্রের এক বিশেষ জায়গায় সে পানি পান করতে আসে।

হযরত সুলাইমান (আঃ) বলেন, তোমরা (তাকে গ্রেফতার করার জন্য) তার

সেই পান করার জায়গায় যাও, এবং সেখানকার পানি বের করে সেখানে মদ ভরে দাও। (সুতরাং তাঁর নির্দেশ পালিত হল।)

এরপর সেই শয়তান পানি 'খেতে' এসে (মদের) গন্ধ পেল। ফলে (নিজের মনে) কিছু বলল। কিন্তু খেল না। তারপর তার যখন খুব বেশি পিপাসা লাগল, তখন সে সেই মদ খেল। এবং এভাবে (নেশাগ্রস্থ হবার পর) তাকে গ্রেফতার করা হল।

ওই শক্তিশালী শয়তান সাধারণ শয়তানের হাতে বন্দী হয়ে আসার সময় রাস্তায় একটি লোককে পেঁয়াজের বদলে রসুন বিক্রি করতে দেখে হেসে ফেলল। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকা– এক মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে দেখেও সে হাসল।

ওই শয়তানকে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দরবারে পেশ করার সময় রাস্তায় তার দু'বার হাসার কথা বলা হল। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। শয়তানটা বলল, আমি প্রথমে যে মানুষের কাছ দিয়ে আসি, সে অসুখ (পেঁয়াজ)-এর বদলে ওষুধ (রসুন) বিক্রি করছিল, তাই আমি হাসছি। তারপর এক মহিলাকে দেখে হেসেছি এজন্য যে, সে নিজে গায়েবের খবর বলছিল, অথচ তার নীচে ধনভাণ্ডার রয়েছে, এ-খবর সে জানে না।

হযরত সুলাইমান (আঃ) সেই শয়তানকে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের বিষয়ে বিনা লোহায় কাটা-পাথরের কথা বললেন। সে তখন সাধারণ শয়তানদের বলল– বহু লোকেও তুলতে পারবে না এমন একটি বিশালকায় হাঁড়ি তোমরা নিয়ে এসো। তারপর হাঁড়িটা শকুনের বাচ্চার উপর রাখো। সুতরাং শয়তানরা অমন বিশালকায় হাঁড়ি নিয়ে এল বটে, কিন্তু শকুনের বাচ্চার কাছে পৌছবার আগেই সে আকাশের মহাশূন্যে উড়ে গেল। এরপর ফের সে এল। সেই সময় তার চঞ্চুতে একটা কাঠ ধরা ছিল। কাঠটা হাঁড়ির উপর রাখল। ফলে হাঁড়িটা দু'কুটরো হয়ে গেল। অমনি সেই শকুন-শাবক কাঠটার দিকে ছাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তার আগেই সেই শয়তান কাঠটা হাতিয়ে নিল। এবং সেই কাঠ দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণকারীরা পাথর কেটেছিল।(২০)

বিস্‌মিল্লাহ্'র বিস্ময়কর ক্ষমতা

বর্ণনায় হযরত ইবনু উমর (রাঃ) ঃ একবার হযরত উমর বিন খত্তাব (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীদের সঙ্গে মসজিদে বসেছিলেন। এবং নিজেদের মধ্যে কোর্‌আনের ফাযায়িল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, সূরা 'বারাআত'-এর শেষাংশ সর্বোত্তম। আরেকজন বলেন, 'কা-ফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ' ও 'ত্ব-হা সর্বোত্তম। এভাবে প্রত্যেকে আপন আপন জানা তথ্য অনুসারে বিভিন্ন উক্তি ব্যক্ত করেন। ওঁদের মধ্যে হযরত উমর

বিন মাআ্দী কারব্ আয্-যুবাইদী (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ওঁদের মধ্যে হযরত উমার বিন মাআ্দী কারব আয্-যুবাইদী (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনার 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম'-এর বিস্ময়কে বিস্মারিত হলেন দেখছি! আল্লাহ্র কসম! 'বিসমিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম'-এর মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য বিষয় রয়েছে।

একথা শুনে হযরত উমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) সোজা-হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, হে আবূ মাসূর! আপনি আমাদের 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম'-এর বিস্ময়কর বিষয়টি বলুন সুতরাং হযরত উমর বিন মাআ্দী কারব্ (রাঃ) বর্ণনা শুরু করলেন ঃ

হে আমিরুল মুমেনীন! জাহিলিয়্যাতের জামানায় (মহানবী (সাঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের পূর্বযুগে) একবার আমরা কঠিন দুর্ভিক্ষের শিকার হই। সেই সময় একদিন আমি রুজির সন্ধানে জঙ্গলে ঘোড়া নিয়ে যাই। ওই অবস্থায় আমি যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার সামনে একটা ঘোড়া, কিছু গবাদি পশু ও একটা তাঁবু নজরে পড়ে। তাঁবুর কাছে পৌছতে সেখানে একজন খুবই সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পাই এবং এক বৃদ্ধকে তাঁবুর সামনে হেলান দিয়ে পড়ে থাকতে দেখি। আমি তাঁকে বলি, 'তোমার কাছে যা কিছু আছে, আমাকে দিয়ে দাও। তোমার মা তোমাকে ধ্বংস করুক।

সে বলে, 'তুমি যদি আতিথেয়তা চাও, তো নেমে এসো। এবং সাহায্য চাও তো বলো, আমরা তোমাকে সাহায্য করব।'

আমি বললাম, 'তোমার মা তোমাকে ধ্বংস করুক! এগুলো সব আমাকে দিয়ে দাও।'

তখন সে এমন দুর্বল বুড়োর মত উঠল, যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তারপর 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে এল। এবং আমাকে ধরে টানতে লাগল। ক্রমশ আমি নীচে চলে গেলাম এবং সে আমার উপরে চড়ে বসল। সেই সময় সে বলল, 'তোমাকে মেরে ফেলব না ছেড়ে দেব'।

আমি বললাম, 'ছেড়ে দাও।'

সুতরাং সে আমার উপর থেকে উঠে গেল।

আমি মনে মনে বললাম, 'ওহে উমর! তুমি হলে আরবের এক নামকরা বীর। তাই এই বুড়োর থেকে পালানোর চাইতে তোমার মরে যাওয়াই ভালো।' সুতরাং আমার মন-মগজ আমাকে লড়াই করার জন্য ফের উত্তেজিত করল। আমি সেই বুড়োকে বললাম, 'তোমার মা তোমাকে বরবাদ করুক! এই জিনিসগুলো আমাকে দিয়ে দাও।'

তখন ফের সে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে এল। এবং আমাকে এমন জোরে টানল যে, আমি তার নীচে চলে গেলাম এবং সে আমার বুকের উপর চড়ে বসল। বলল, 'তোমাকে হত্যা করব না ক্ষমা করব?'

আমি বললাম, 'ক্ষমা করো।'

(সুতরাং সে আমাকে ছেড়ে দিল।)

ফের আমি বললাম, 'তোমার মা তোমাকে খতম করে দিক! তোমার যাবতীয় মালসম্পদ আমাকে দিয়ে দাও।'

সে ফের 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' বলতে বলতে আমার কাছে এল। তো আমার গা শিউরে উঠল। এবং সে আমাকে এমনভাবে টান মারল যে, আমি একেবারে তার নীচে গিয়ে পড়লাম। তখন আমি বললাম, 'এবারেও আমাকে ছেড়ে দাও।'

সে বলল, 'এই তিন বারের মাথায় তোমাকে তো আমি ছাড়ব না।' এরপর সে বলল, 'ওহে বাঁদী! ধারালো তলোয়ার নিয়ে এসো।' বাদী তলোয়ার নিয়ে বুড়োর কাছে এল, বুড়োর তখন আমার টিকি কেটে দিল। তারপর আমার উপর থেকে উঠে গেল।

হে আমীরুল মুমেনীন! আমাদের এই রীতি ছিল যে, টিকি কেটে দিলে পুনরায় তা না উঠা পর্যন্ত আমরা বাড়ি ফিরতে লজ্জা বোধ করতাম। এজন্য আমি এক বছর যাবৎ সেই বুড়োর সেবা করতে রাজী হয়ে গেলাম।

একবছর পূর্ণ হওয়ার পর সেই বুড়ো আমাকে বলল, 'ওহে উমর, আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে জঙ্গলে চলো।'

তো আমি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। সে এক জঙ্গলের কাছে পৌঁছে, সেখানকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে, 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানীর রাহীম'-এর আওয়াজ দিল। ফলে সমস্ত পাখ-পাখালি আপনা আপনী বাসা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর দ্বিতীয় আওয়াজ দিতে খেজুর গাছের মতো লম্বা পশমের পোশাক পরা এক ব্যক্তিকে দেখা যেতে লাগল। যাকে দেখে আমার গা শিউরে উঠল। সেই বুড়ো তখন আমাকে বলল, 'ওহে উমর! ঘাবড়িও না। আমরা হেরে যাওয়ার মুখোমুখি হলেও বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীমের বদৌলতে জিতে যাব।'

কিন্তু মোকাবিলায় আমরাই হেরে গেলাম। আমি তখন বললাম, 'আমার মনিব লাত ও উয্যার কারণে হেরে গেছেন।' একথা শুনে বুড়ো আমাকে এমন এক থাপ্পড় মারল যে আমার মাথা উপড়ে যাবার যোগাড় হলো। বললাম, 'আর কখনও এমন কথা বলব না।' তারপর মোকাবিলা আমরা জিতে গেলাম। তখন আমি বললাম, 'আমার মালিক 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীমের দৌলতে জিতে গেছেন।'

বুড়ো তখন পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুলে ধরে চারাগাছ পোঁতার মতো মাটিতে পুঁতে দিল। তারপর তার পেট চিরে তার ভিতর থেকে কালো লণ্ঠনের চিম্‌নির মতো কোনও জিনিস বের করল। তারপর বলল, 'ওহে উমর! এই হল এই দুশমনের প্রতারণা ও কুফ্‌র।'

আমি বললাম, 'আপনার সাথে এই হতভাগার দ্বন্দ্বটা কী নিয়ে?'

সে বলল, 'ওই যে, মেয়েকে তুমি তাঁবুর মধ্যে দেখেছ, ও হল নারিআহ্ বিন্‌তে মাস্‌তূরদ্। জ্বিনদের কাছে আমার এক ভাই বন্দী আছে। সে হযরত ঈসা মাসীহ্ (আঃ)-এর দ্বীনের অনুসারী। মেয়েটি ওই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ওদের মধ্যে থেকে একটা করে জ্বিন প্রতি বছর আমার সাথে লড়াই করতে আসে। এবং আল্লাহ্ আমাকে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' এর বরকতে ওদের বিরুদ্ধে জিতিয়ে দেন।

এরপর আমরা ময়দানে-প্রান্তরে চলতে লাগলাম, একসময় সেই বুড়ো আমার হাতে ভর দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তখন তার খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে, তার উপর আঘাত করে, হাটুর নীচ থেকে কেটে দিলাম। সে তখন আমাকে বলে উঠল, 'ওরে গাদ্দার! তুই এত ভয়ানক ধোঁকা দিলি। বুড়োর আর্তনাদে কর্ণপাত না করে আমি তখন টুকরো টুকরো করতে লাগলাম। তারপর তাঁবুর কাছে গেলাম। মেয়েটি আমার সামনে এল। বলল, 'ওহে উমর! বুড়ো শায়খ কী করল?' বললাম, 'জ্বিন তাকে কতল করে ফেলেছে!' সে বলল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ! ওহে বিশ্বাসঘাতক! তুমিই ওকে হত্যা করেছ।' এরপর সে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে কাঁদতে লাগল। এবং কিছু কবিতা বলল। আমি তখন তাকেও খুন করার জন্য তাঁবুর মধ্যে গেলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। মনে হল যমীন তাকে গিলে নিয়েছে।(২১)

বাচ্চাচোর জ্বিন

বর্ণনায় সাআ্‌দ বিন নাসর ঃ একদল জ্বিন বনী আসাদের সর্দারের কাছে (বাইরের মানুষের রূপ ধরে) এসে বলল, 'আমাদের একটা উটনী হারিয়ে গেছে। তা, আপনি যদি (উটনী খোঁজার সুবিধার্থে) সাকীফ গোত্রের কাউকে আমাদের সঙ্গে দেন, তো বড় ভাল হয়।

তিনি এক বালককে ওদের সাথে পাঠালেন। ওদের মধ্যে একজন বাচ্চাটিকে তার পিছনে সওয়ার করে নিল। তারপর রওয়ানা দিল। যাবার পথে তারা একটা ডানাভাঙা ঈগল পাখি দেখতে পেল। বাচ্চাটি তা দেখে কাঁদতে লাগল। জ্বিনেরা জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তোমরা, কাঁদছ কেন?' সে বলল, 'একটা ডানা আমি ভেঙেছি, আর অন্যটা হটিয়ে দিয়েছি। আমি জোর গলায় আল্লাহর কসম করে বলছি– তোমরা মানুষ নও এবং তোমরা উটনী খুঁজতেও বের হওনি!' একথা শুনে জ্বিনরা ছেলেটিকে সেখানেই ছেড়ে দেয় এবং সে ঘরে ফিরে আসে।(২২)

জ্বিনদের পানি খাওয়ানোর সাওয়াব

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত জাবির বিন আব্‌দুল্লাহ (রাঃ) জনাব রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبْدُ حَرِيٍّ مِنْ اِنْسٍ وَجِنٍّ وَلَا سَبْعٍ وَلَا طَائِرٍ اِلَّا اَبَرَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি কূপ খনন করে এবং তার পানি দিয়ে কোনও মানুষ বা জ্বিন কিংবা পশু বা পাখির পিপাসা নিবারণ করে, তার প্রতিদান বা পুরস্কার আল্লাহ্ তাকে প্রদান করবেন কিয়ামতে।(২৩)

শয়তানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা নিষেধ

বর্ণনায় ইমাম ইব্‌নু আসীর (রহঃ) মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দরবারে একবার আরবের এক গোত্রের প্রতিনিধিদল আসে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোন্ গোত্রের অন্তর্গত? তারা বলে, 'বানু নাহ্‌ম।' নবীজী বলেন, 'নাহম তো শয়তান, নাহম তো শয়তানের নাম। (তোমরা শয়তানের বান্দা নও, বরং) তোমরা আল্লাহর বান্দাদের বংশধর।'(২৪)

নবীজী বদলে দিয়েছেন শয়তানী নাম

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত উর্‌ওয়াহ্ রহ্ বিন যুবাইর (রাঃ) মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত আব্‌দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবী (তাঁর নাম বদলে দিয়ে) বলেন, তোমরা নাম রাখা হল 'আবদুল্লাহ্'। কেননা 'হাব্বার' হল শয়তানের নাম। স্মর্তব্য, এই আব্‌দুল্লাহ্‌র পূর্বনাম ছিল 'হাব্বাব'।(২৫)

হযরত খইসামাহ্ বিন আব্‌দুর রহ্‌মান (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি একবার আমার পিতার সঙ্গে নবীজীর খিদমতে হাজির হই। নবীজী আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কি তোমার খোকা?' তিনি বলেন, 'জী হ্যাঁ।' নবীজী বলেন, 'এর নাম কী?' আমার পিতা বলেন, হাব্বাব। নবীজী বললেন 'এর নাম হাব্বাব রেখো না, কারণ হাব্বাব হল শয়তানের নাম।'(২৬)

শয়তানের নাম নাম 'আজ্‌দাআ্'

বর্ণনায় হযরত মাস্‌রূক্ (বিখ্যাত তাবিঈ) ঃ একবার আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর সঙ্গে মুলাকাত করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে? আমি বলি, 'মাস্‌রূক বিন আল্-আজ্‌দাআ্।' তিনি বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আজ্‌দাআ্ শয়তান (-এর নাম) (২৭)

বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে 'শিহাব' (নামে) ডাকতে শুনে বলেন, তুমি হলে 'হিশাম'– 'শিহাব' তো শয়তানের নাম।(২৮)

'আশ্‌হাবও শয়তানের নাম

বর্ণনা করেছেন হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হযরত ইবনু উমর (রাঃ)-এর সামনে একটি লোক হাঁচার পর বলে, 'আশ্‌হাব'। হযরত ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, 'আশ্‌হাব' তো শয়তানের নাম। ইবলীস এটাকে হাঁচি ও 'আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহ্‌'র মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কথাটা মনে রেখো।(২৯)

কবিতা শিখানো জ্বিন

বর্ণনা করেছেন হযরত ইউশা ঃ একবার আমি হাযরা মাউতের (বিখ্যাত আলিম) ক্বাইস বিন মাআ্‌দী কারব্‌' এর কাছে যাবার জন্য বের হই। যেতে যেতে ইয়ামনের মধ্যেই আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলি। সেই সময় বৃষ্টিও শুরু হয়ে যায়। আমি তখন চর্তুদিকে চোখ ঘোরাই। তো আমার চোখ পড়ে পশমের তৈরী এক তাঁবুর উপর। সেদিকে এগিয়ে যাই। তাঁবুর দরজায় এক বুড়োর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে সালাম দিই। সে আমার সালামের জবাব দেয়। তার পর সে আমার উটনীকে তাঁবুর এক কোনে নিয়ে যায়, যেখানে সে নিজে বসেছিল। সে আমাকে বলে, 'তোমার হাওদা খুলে দাও এবং একটু আরাম করে নাও।'

সুতরাং আমি হাওদা খুললাম। সে আমার জন্য কোন এক জিনিস আনল। তাতে আমি বসলাম। সে তখন বলল, 'তুমি কে? এবং কোথায় চলেছ?' বললাম, 'আমি ইউশা।' সে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন।' আমি বললাম, 'আমি যেতে চাই মাআ্‌দী কারব-এর কাছে।' সে বলে, 'আমার ধারণা, তুমি কবিতার মাধ্যমে তার প্রশংসা করেছ।' বললাম, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'তা আমাকেও শোনাও।' সুতরাং আমি কবিতার আবৃত্তি শুরু করলাম–

رَحَلَتْ سُمَيَّةُ غَدْوَةَ اَحْمَالِهَا ـ غَضَبِىْ عَلَيْك فَمَا تقويدالها

সে বলল, ব্যাস, ব্যাস। এই কসীদাহ্‌ কি তুমি রচনা করেছ।' বললাম, 'জী হ্যাঁ।' আমি তখন সবেমাত্র একটাই 'বয়েত' শুনিছি, সে বলে উঠল, 'যার প্রতি তুমি কবিতাকে সম্পৃক্ত করেছ' সেই 'সুমাইয়' কে?' আমি বললাম, 'তা আমি জানি না। ওর মনটা আমার মনে জেগেছে এবং নামটা আমার ভালো লেগেছে। তাই আমি ওকে কবিতার সাথে সম্পৃক্ত করেছি।' সে তখন ডাক দিয়ে বলল, 'ও সুমাইয়া! বাইরে এসো!' অমনি একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। এবং বলল, 'কী ব্যাপার, আব্বা?' সেই বুড়ো বললো, 'তোমার এই চাচার সামনে আমার সেই কসীদাহ্‌ শোনাও, যাতে আমি ক্বাইস বিন মাআ্‌দী কার্‌বের গুণকীর্তন করেছি। এবং যার প্রথম বয়েত সম্পর্কিত করেছি তোমার নামে।' অমনি সেই মেয়েটি তৈরী হল এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা

কসীদাহ্‌টি শুনিয়ে দিল। একটা অক্ষরও ভুল হল না। সম্পূর্ণ কসীদাহ্‌ শোনার পর বুড়ো বলল, 'এবার ভিতরে চলে যাও।' তো সে চলে গেল। বুড়ো তখন আমাকে বলল, 'ও ছাড়াও আরও কিছু কি তুমি বানিয়েছ?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমার ও আমার এক চাচাতো ভায়ের মধ্যে শত্রুতা ছিল, যার নাম ইয়াযীদ বিন মাস্‌হার। এবং উপনাম আবূ সাবিত। (কবিতার মাধ্যমে) আমি তার দোষ বর্ণনা করেছি। এবং তাকে লা-জবাব করে ছেড়েছি।'

বুড়ো বলল, 'তার বিষয়ে তুমি কি বানিয়েছ?'

বললাম, 'একটা গোটা কসীদাহ্‌। তার সূচনা হল–

وَدِّعْ هُرَيْرَةَ وِدَاعًا اَنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلٌ

وَهَلْ تُطِيْقُ وِدَاعًا اَيُّهَا الرَّجُلُ

সবেমাত্র এই একটা বয়েত বলেছি। অম্‌নি সে বলে উঠল, 'ব্যস, ব্যস!' তারপর জানতে চাইল, 'তোমার এই বয়েতে যার নাম উল্লেখ করেছ, সেই 'হুরাই্‌রা' কে?'

বললাম, 'তা আমি জানি না। এটাও ওভাবে উল্লেখ করেছি, যেভাবে সুমাইয়ার নাম উল্লেখ করেছিলাম।'

সে তখন ডাক দিল, 'ও হুরাই্‌রা!' অমনি একটি ছেলে বের হয়ে এল। সে ছিল আগের মেয়েটির সমবয়সী। (অর্থাৎ বছর পাঁচেকের)। বুড়ো তাঁকে বলল, 'তোমার এই চাচাকে আমার সেই কাসীদাহ্‌ শোনাও, যাতে আমি আবূ সাবিত ইয়াযীদ বিন মাস্‌হারের নিন্দা গেয়েছি।'

অম্‌নি বাচ্চা ছেলেটি সেই কসীদাহ্‌ আগাগোড়া নির্ভুলভাবে শুনিয়ে দিল। দেখে শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলম। প্রচণ্ড ভয়ও পেলাম। আমার এই অবস্থা দেখে সেই বুড়ো বলল, 'ওহে আবূ বাসীর! ঘাব্‌ড়িও না। আমি হচ্ছি 'হাহাসীক মাস্‌হাক বিন ইসাসাহ্‌। (অর্থাৎ একজন জ্বিন) আমি তোমার মুখ দিয়ে কবিতার শব্দবের করিয়েছি।'

ওকথা শুনার পর আমি কিছুটা ধাতস্ত হলাম। বৃষ্টিও তখন থেমে গিয়েছিল। তাকে বললাম, 'আমি রাস্তা ভুলে গিয়েছি। আমাকে রাস্তা বলে দাও।' তো সে আমাকে রাস্তা বাতলে দিল। কোন্‌ দিকে দিয়ে যাব তাও বলে দিল। এবং বলল, 'এদিকে-সেদিকে বাঁক নেবে না, সোজা অমুক দিকে এগুবে। তাহলেই কাইসের এলাকায় পৌঁছে যাবে।'(৩০)

নামাযে ঘাড় ঘুরিয়ে দেয় শয়তান

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ কোনও মানুষ যখন নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য কোনও দিকে মন দেয়, শয়তান তখন তার ঘাড় সেদিকে ঘুরিয়ে দেয়।[৩১]

শয়তানের একটি নাম 'খাইতিউর'

ইমাম ইব্‌নু আসীর জাযারী বলেছেন ঃ 'খাইত্বিউর' শয়তানের একটি নাম।[৩২]

*** উল্লেখ্য ঃ** এরপর আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) 'খাইতিউর' সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ আরবী কবিতা উল্লেখ করেছেন। খুব জরুরী না-হওয়ার দরুন সেটি এখানে পরিবেশন করা হলো না।[৩৩]

আবূ হাদ্‌রশ বলছেন ঃ এই খাইত্বিউর ছিল সেইসব জ্বিনের অন্তর্গত, যারা হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্বে পৃথিবীতে বসবাস করত। এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জমানায় তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছিল।[৩৪]

স্বপ্নের শয়তান

(হাদীস) হযতর আবূ সালমাহ বিন আব্‌দুর রহ্‌মান বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

وُكِّلَ بِالنُّفُوْسِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ : اَللَّهُمَّ فَهُوَ يُخَيِّلُ اِلَيْهَا وَيَتَرَاءَ اَنْ يَنْتَهِيَ اِذَا عَرَجَ بِهَا فَاِذَا انْتَهَى اِلَى السَّمَاءِ فَمَا رَأَتْ فَهُوَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَصْدُقُ

নাফসের সাথে এক শয়তান মোতায়েন থাকে, যাকে বলে 'লাহ্‌উ'। সে (ঘুমের সময়) নাফ্‌সে বাজে খিয়াল আনিয়ে দেয় এবং তার সামনে সামনে থাকে। নাফ্‌স্ যদি (ঘুমের মধ্যে) উপরের দিকে ওঠে, তো সেও তার সাথে যায়। এবং যখন নাফস আসমানে পৌঁছে যায়, তখন মানুষ যে স্বপ্ন দেখে তা সত্য হয়। (কেননা আসমানে শয়তান পৌঁছতে পারে না, সে কেবল 'যমীনী স্বপ্নে' তার ধৃষ্টতা মেশাতে পারে।[৩৫]

শয়তানেরও ডানা আছে

হযরত যাহ্‌হাক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, শয়তানের ডানা আছে কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ডানা আছে, যার সাহায্যেই তো ও শূন্যে বেড়ায়।[৩৬]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) কিতাবুল আজায়িব, হাফিয শাক্কার।

(২) কিতাবুল আজায়িব, হাফিয শাক্কার।

(৩) ইব্‌নু আবিদ দুনইয়া, আল্-হাওয়াতিফ (৯২), পৃষ্ঠা ৭৫। আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ১৩৫।

(৪) ইব্‌নু আবিদ দুন্‌ইয়া।

(৫) আল্-আসমাঈ। আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ১১৫।

(৬) ইব্‌নু আবিদ দুন্‌ইয়া, আল্-হাওয়াতিফ্ (৭৯), পৃষ্ঠা ৬৬।

(৭) ইব্‌নু আবিদ দুন্‌ইয়া, আল্-হাওয়াতিফ্ (৭৮) পৃষ্ঠা ৬৫।

(৮) আল্-হাওয়াতিফ, ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া (১২৭), পৃষ্ঠা ১০৩।

(৯) বুখারী, কিতাবুত্ তাফসীর, সূরা আল্-আস্‌রা। মুসলিম। নাসায়ী।

(১০) মুসনাদে আল্-হারিস।

(১১) আল্-হাওয়াতিফ, ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া (১৬৫) ইব্‌নু আসাকির।

(১২) ফাযায়িলুস্ সহাবা, আব্‌দুল্লাহ বিন ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্‌বাল (রহঃ)।

(১৩) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) কর্তৃক উদ্ধৃতিবিহীন।

(১৪) ইই্‌তিলালুল কুলূব, খরায়িত্বী।

(১৫) তাফসীরে আবুশ শায়খ।

(১৬) কিতাবুল উয্‌মাহ, আবুশ্ শায়খ।

(১৭) আল্-আখ্‌বারুল মান্‌সূরাহ্, ইব্‌নু দুরাইদ।

(১৮) তারিখে ইব্‌নু নাজ্জার।

(১৯) মুস্‌নাদে আহমাদ, ২ ঃ ৩৫৩, ৩৬৩, আদ্-দুররুল মান্‌সুর, ৪ ঃ ১৫২, ১৫৩। ইব্‌নু আবী শায়বাহ্। ইব্‌নু মাহাজ। ইব্‌নু আবী হাতিম।

(২০) ফাযায়েলে বাইতুল মুকাদ্দাস, আবু বকর ওয়াসিত্বী।

(২১) আল্-মাজালিসাহ্, দীনূরী।

(২২) আল্-মাজালিসাহ্, দীনূরী।

(২৩) ফাওয়াইদে সামিবিয়াহ্, মুখ্‌তারাহ্, যিয়া মুকদ্দিসী। আল্-জামিই আল্-কাবীর, সুয়ূত্বী, ১ ঃ ৭৭২। কান্‌যুল উম্মাল, ১৫ ঃ ৪৩১৮৯। ইব্‌নু খুযাইমাহ্। তার্‌গীব অ তারহীব, ১ ঃ ১৯৪; ২ ঃ ৭৪।

(২৪) নিহায়াহ্, ইব্‌নু আসীর।

(২৫) ইব্‌নু সাঅ্‌দ।

(২৬) তবারানী, কাবীর।

(২৭) ইব্‌নু আবী শায়বাহ্, ৮ ঃ ৪৭৭। আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫৭। ইব্‌নু মাজাহ্, ৩৭৩১। আহমাদ, ১ ঃ ৩১। হাকিম, ৪ ঃ ২৭৯। তারীখে বাগ্‌দাদ, ১৩ ঃ ২৩২। কান্‌যুল

উম্মাল, ৪৫২৩৭।

(২৮) শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। মাজমাউয যাওয়াঈদ, ৮ ঃ ৫১। আল-আদাবুল মুফরাদ ৮২৫। তবাক্বাতে ইবনু সাআ্দ, ৭ ঃ ১৭। হাকিম, ৪ ঃ ২২৭।

(২৯) ইবনু আবী শায়বাহ্।

(৩০) শারহু দীওয়ান আল্ ইইশা, আহাদী।

(৩১) মুসন্নিফে আব্দুর রায্যাক।

(৩২) নিহায়াহ্, ইবনু আসীর।

(৩৩) অনুবাদক।

(৩৪) আল-মুখ্তার।

(৩৫) নাওয়াদিরুল উসূল, হাকীম তিরমিযী। আল্-জামিই আল্-কাবীর, ১ ঃ ৮৭১। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৭ ঃ ২৮৮। কান্যুল উম্মাল ৪১৪২৯।

(৩৬) ইবনু জারীর।

আল্লাহ্ওয়ালা জ্বিনদের ঘটনাবলী

রাফিযী শীয়াহ্'দের দুশ্মন জ্বিনদের ঘটনা

হযরত সালমাহ্ বিন সুবাইব (রহঃ)-এর বর্ণনা ঃ একবার আমি মক্কা শরীফে উঠে যাবার পরিকল্পনা করি এবং নিজের বাড়ি বেঁচে দিই। তারপর সেই বাড়ি খালি করে ক্রেতার হাতে সঁপে দিয়ে, দরজায় দাঁড়িয়ে (জ্বিনদের উদ্দেশে বলি– 'ওহে বাড়ির বাসিন্দারা! আমরা তোমাদের প্রতিবেশী ছিলাম। আর তোমরা আমাদের বড় ভালো প্রতিবেশী উপহার দিয়েছ। (অর্থাৎ জ্বিন হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট দাওনি।) আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দিন। আমরা তোমাদের থেকে কল্যাণ-ই পেয়েছি। এখন আমরা নিজেদের বাড়ি বেঁচে দিয়েছি। চলে যাচ্ছি মক্কা মুকাররমায়। বিদায় – আস্সালামু আলাইকুম অরহ্মাতুল্লাহি ওবারাকাতুহ্।'

তখন বাড়ির ভিতর থেকে কেউ জবাব দিল– 'আল্লাহ্ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন। আমরাও এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কারণ যে ব্যক্তি এই বাড়ি কিনেছে, সে এক রাফিযী-শীয়াহ্। ওই হতভাগা হযরত আবূ বক্র ও হযরত উমর (রাঃ)-কে গালি দেয়।[১]

চার জ্বিনের মৃত্যু কোরআনের আয়াত শুনে

বলেছেন হযরত খুলাইদ (রহঃ) একবার আমি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করি (প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে) আয়াতটি বার বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকি। এমন সময় কেউ এক জোরালো গলায় বলে উঠে – 'এই আয়াতকে বারবার দোহ্রাবেন না। আপনি আমাদের চারজন জ্বিনকে কতল করে ফেলেছেন, যারা আপনার এই আয়াত পুনরাবৃত্তির কারণে আস্মানের দিকে মাথা তুলতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত মারাই পড়েছে।'

হযরত খুলাইদ (রহঃ)-এর স্ত্রী বলেছেন– এরপর হযরত খুলাইদ এমন আত্মভোলা হয়ে যান যে আমি তাঁকে চিনতেও পারতাম না। মনে হত যেন, উনি অন্য কেউ।[২]

সার্‌রী সাকতী (রহঃ)-কে তাঅ্লীমদাতা জ্বিন

বর্ণনায় হযরত জুনাইদ বাগ্দাদী (রহঃ) আমি শুনেছি, হযরত সার্‌রী সাকতী (রহঃ) বলেছেন– একদিন আমি সফরে বের হই। যেতে যেতে এক পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছতে অন্ধকার রাত নেমে আসে। ওখানে আমার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল না। হঠাৎ সেই রাতের আঁধার থেকে কেউ আমাকে ডাক দিয়ে বলল– 'অন্ধকারের কারণে মন-মগজ খারাপ করা উচিত নয় বরং পরম প্রিয় (আল্লাহ্)-কে না-পাওয়ার আশঙ্কায় মন-মগজ বিগলিত করা উচিত।'

হযরত সার্‌রী (রহঃ) বলেছেন– ওকথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। জানতে চাই, 'কে আমাকে সম্বোধন করল– জ্বিন না মানুষ?' বলা হল, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন জ্বিন। এবং আমার সাথে আমার অন্যান্য (মু'মিন জ্বিন) ভায়েরাও রয়েছে' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওদের মধ্যে কি সেই ঈমান রয়েছে, যা আছে তোমার কাছে?' সে বলল, 'জ্বী হ্যাঁ, বরং ওদের মধ্যে আমার চাইতে বেশি ঈমান রয়েছে।'

সেই সময় ওদের মধ্য থেকে অন্য একজন আমার উদ্দেশ্যে বলল, 'চিরতরে গৃহছাড়া না হওয়া পর্যন্ত দেহ-মন থেকে আল্লাহ ভিন্ন আর সব বিষয়-বস্তু বের হবে না।'

আমি মনে মনে বললাম ওর কথাটা বেশ উঁচুদরের।

এরপর তৃতীয় জ্বিন আমাকে আওয়াজ দিয়ে বলল, 'যে ব্যক্তি অন্ধকারে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে থাকে, তার কোন রকমের চিন্তা ভাবনা থাকে না।'

ওকথা শুনে আমি আর্তনাদ করে উঠি এবং আমার জ্ঞান হারিয়ে যায়। খুশ্বু না-শোকানো পর্যন্ত আমার জ্ঞান ফেরেনি। আমার বুকের উপর একটা ফুল রাখা ছিল। তার সুগন্ধি আমার নাকে যেতে জ্ঞান ফিরে আসে। তখন আমি বলি, 'আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন। তোমরা আমাকে কিছু উপদেশ দাও।' ওরা সবাই তখন বলল, 'আল্লাহ্ তাআলা তাক্বওয়া অবলম্বনকারীদের অন্তরকেই আলো-ঝলমলে করতে চান। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ্র আকাঙ্ক্ষা করবে, তার সেই আকাঙ্ক্ষা অনুপযুক্ত জায়গায় হবে। এবং যে মানুষ সর্বদা ডাক্তারের কাছে ঘুরঘুর

করবে, তার অসুখ লেগেই থাকবে।'

এরপর তারা আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে যায়। আমি সেই সময়ের আলাপনের স্মৃতি সকল সময় আপন অন্তরে অনুভব করি।(৩)

বয়ান-শোনা জ্বিনদের বর্ণনা

বর্ণনায় হযরত আবূ আলী দাক্বাক্ব (রহঃ) আমি তখন নীশাপুর শহরে বয়ান-বক্তৃতা ও ইসলাম প্রচারের জন্য অবস্থান করছিলাম। সেই সময় আমার এক ধরনের চোখের রোগ হয়। তাছাড়া আমার ছেলেপুলেদের সাথে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু একরাতে আমি স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলছে– 'হে শায়খ আপনি এত সত্বরে ফিরে যেতে পারবেন না! কারণ জ্বিনদের একজন যুবক আপনার মজলিসে হাজির হয়ে আপনার ভাষণ শুনছে। এবং এই ভাষণ তারা আর অন্য কোন সময়ে শুনতে প্রস্তুত নয়। তাই ওদের এই চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ না-করা পর্যন্ত আপনি ওদের ছেড়ে যেতে পারবেন না। সম্ভবত আল্লাহ্ তাআলা ওদেরকে চিরকালীন শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন দান করবেন।'

সকাল হতে দেখি, আমার চোখের রোগ পুরোপুরিই সেরে গেছে।(৪)

জ্বিন মহিলার উপদেশ

বর্ণনায় হযরত সালিহ্ বিন আব্দুল করীম (রহঃ) কোনও জ্বিনের সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং তার সাথে কথা বলব– এরকম একটা সখ আমার ছিল। তো একদিন এক মহিলা জ্বিনকে দেখে তার সঙ্গী হলাম এবং তাকে বললাম, 'আমাকে কিছু নসীহত করো।' সে বলল– 'লেখো, গাযালাহ্ বলছে, যাবতীয় কাজের মধ্যে সেরা কাজ হল আল্লাহর ধ্যানে মশ্গুল হওয়া এবং এক মুহূর্তও অমনোযোগী না হওয়া। যদি সেই মুহূর্ত চলে যায়, তবে তা আর কখনও ফিরে আসবে না।'(৫)

'বাস্তুজ্বিন'রা মুসলমান না কাফির

(হাদীস) হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِدَّخِرُوا لِبُيُوْتِكُمْ نَصِيْبًا مِنَ الْقُرْاٰنِ ، فَاِنَّ الْبَيْتَ اِذَا قُرِئَ فِيْهِ اَنِسَ عَلٰى اَهْلِهٖ وَكَثُرَ خَيْرُهٗ وَكَانَ سُكَّانُهٗ مُؤْمِنِى الْجِنِّ وَاِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيْهِ اَوْحَشَ عَلٰى اَهْلِهٖ وَقَلَّ خَيْرُهٗ وَكَانَ سُكَّانُهٗ كَفَرَةُ الْجِنِّ –

তোমরা নিজেদের ঘরবাড়িকে কোরআনের সম্পদে সমৃদ্ধ করো। কেননা যে ঘরে কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, সেই ঘর তার বাসিন্দাদের জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়, সে ঘরে মঙ্গল বাড়তে থাকে এবং তাতে মুমিন জ্বিনরা বসবাস করে। আর কোন বাড়িতে কোরআন পাঠ না করা হলে সেই বাড়ি তা বাসিন্দাদের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সে বাড়ির মঙ্গল কমে যায় এবং কাফির জ্বিনরা তাতে বাসা বাধে।

উল্লেখ্য ঃ উপরোক্ত হাদীসের পর আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) এমন কিছু কবিতা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি জ্বিনরা অদৃশ্য থেকে আবৃত্তি করত। খুব জরুরী নয় বলে সেগুলি এখানে ছেড়ে দেওয়া হল।– অনুবাদক।

বড়পীর সাহেবের খেদ্মতে সাহাবী জ্বিন

হযরত শায়খ আব্দুল কাদীর জীলানী (রহঃ) হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলে তাঁর সঙ্গে তাঁর মুরীদরাও রওনা হন। সেই সফরে তাঁরা যখনই কোনও মঞ্জিলে যাত্রা-বিরতি দিতেন, তাঁদের কাছে সাদা পোষাক পরিহিত এক যুবক হাজির হত। কিন্তু সে তাঁদের সাথে কোন কিছুই খাওয়া-দাওয়া করত না। বড়পীর হযরত আবদুল ক্বাদির জীলানী (রহঃ) আপন মুরীদদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁরা যেন ওই যুবকের সাথে কোন কথা না বলেন।

এভাবে যেতে যেতে তাঁরা এক সময় মক্কা শরীফে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং একটি বাড়িতে উঠলেন।

কিন্তু তাঁরা যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন সেই সময় যুবকটি ঢুকত এবং তাঁরা বাড়িতে ঢোকার সময় যুবকটি বের হয়ে যেত।

একবার সবাই বের হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু একজন তখনও থেকে গিয়েছিলেন পায়খানায়। সেই সময় সেই যুবক জ্বিনটি প্রবেশ করে। তাকে তখন কেউ দেখতে পায়নি। সে ঘরে ঢুকে একটা থলি খুলে গোবর-নাদি বের করে খেতে শুরু করে। সে সময় পায়খানা থেকে যাওয়া-মুরীদ ওই ঘরে প্রবেশ করে। এবং তিনি সেই জ্বিনকে দেখতে পান। তখন জ্বিনটি সেখান থেকে চলে যায় এবং এরপর আর কখনও তাঁদের কাছে আসেনি।

মুরীদটি এ ঘটনার কথা বড়পীর সাহেবের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ও ছিল সেইসব জ্বিনদের অন্তর্গত, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে পবিত্র কোরআন শুনেছিলেন এবং সাহাবী জ্বিন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল।'(৭)

কোরআনের বিষয়ে জ্বিনদের জিজ্ঞাসা

বর্ণনায় হযরত ইব্রাহীম খওয়াস (রহঃ) এক বছর আমি হজ্জের জন্য রওয়ানা হই। যেতে যেতে রাস্তায় হঠাৎ আমার মনে এই খেয়াল আসে যে, আমি যেন সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সাধারণ রাস্তা ছেড়ে, অন্য পথে যাই। সুতরাং আমি

সাধারণ পথ ছেড়ে, অন্য পথে চলতে শুরু করি। সেই পথ ধরে আমি একটানা তিনদিন-তিনরাত চলতে থাকি। সেই সময় আমার না খানা পিনার কথা মনে পড়েছে না অন্য কোনও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক সুজলা-সুফলা জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছই, যেখানে ছিল খুশবুদার ফুল ও সুস্বাধু ফলের গাছ-গাছালি। সেখানে একটা ছোট পুকুরও ছিল। আমি তখন মনে মনে বলি, এ যে দেখছি জান্নাত-তুল্য জায়গা। এমন সময় আমি অবাক হয়ে যাই একদল লোককে সেখানে আসতে দেখে। তাদের চেহারা ছিল মানুষের মতো। বেশ বাস পরিচ্ছন্ন। কোমরে সুন্দর কোমরবন্ধনী। তারা এসেই আমাকে ঘিরে ধরল। এবং সবাই আমাকে সালাম দিল। উত্তরে আমি বললাম, 'অআলাইকুমুস্ সালাম অরাহ্মাতুল্লা-হি অ বারাকাতুহ্।'

এরপর আমার মনে হল ওরা জ্বিন এবং অদ্ভুত ধরনের জ্বিন। সেই সময় ওদের মধ্যে একজন বলল, 'আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জ্বিন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আমরা অন্তত মহান আল্লাহর কালাম তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র মুখে শুনেছি। এবং 'লাইলাতুল আক্বাবা'য় তাঁর সান্নিধ্যে হাজির হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মোবারক বাণী আমাদের থেকে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ নিয়ে নিয়েছে। এবং আল্লাহ্ তাআলা এই জঙ্গলে আমাদের থাকার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।'

আমি প্রশ্ন করি, 'আমার সহযাত্রীরা এখন যেখানে আছেন, সে জায়গা এখান থেকে কত দূরে?'

এ কথা শুনে তাদের মধ্যে একজন হেসে ফেলে বলে, 'হে আবূ ইসহাক! যে জায়গায় আপনি এখন রয়েছেন, এ হল বিশ্বপালক আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত। এখানে আজ পর্যন্ত একজন মানুষ ছাড়া আর কেউ আসেনি। তিনি ছিলেন আপনার সঙ্গীদের অন্তর্গত। তিনি এখানে ইন্তেকাল করেন। দেখুন, ওই তাঁর কবর।'

এই বলে সে একটি কবরের দিকে ইঙ্গিত করল। কবরটি ছিল এক দিঘীর পাড়ে। তার ধারে ছিল ফুল বাগান। বাগানে ফুটে ছিল রঙ-বেরঙের ফুল। অমন সুন্দর ফুল আর মনোরম বাগান আমি কখনও দেখিনি।

এরপর সেই জ্বিনটি বলে, 'আপনার সহযাত্রীদের সাথে আপনার দূরত্ব এত বছরের (মতান্তরে, এত মাসের)।'

আমি সেই জ্বিনদের বলি, 'ওই ব্যক্তির কথা কিছু বলো।'

ওদের মধ্যে একজন বল্ল– 'আমরা এখানে এই দিঘীর পাড়ে আল্লাহ্-প্রেমের কথা আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এখানে আসেন। আমাদের সালাম

করেন। আমরা জবাব দেই। এবং জানতে চাই, 'আপনি কোথায় থেকে আসছেন?' উনি বলেন, 'নীশাপুর থেকে।' আমরা বলি, 'কবে বের হয়েছিলেন?' উনি বলেন, 'সাতদিন আগে।' এরপর আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'বাড়ি থেকে বের হবার কারণ কি?' উনি বলেন, 'কারণ আল্লাহ্র কালামের এই আয়াত أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়ার এবং তোমাদের সাহায্য না করার আগেই তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও।' আমরা জানতে চাই, 'আচ্ছা, ইনাবাত, তাস্লীম ও আযাব শব্দের অর্থ কি?' উনি উত্তর দেন, 'ইনাবাত বলতে বোঝায় আপন প্রভুর দিকে ফিরে তাঁরই অনুগত হয়ে থাকা।' বারী বলেছেন, এই ঘটনায় 'তাস্লীম' এর উল্লেখ নেই। সম্ভবত তাসলীম এর মর্ম হল নিজের জীবনকে আল্লাহ্র কাছে সপেঁ দেওয়া এবং মনে করা যে, আমার চাইতে আল্লাহ-ই এর অধিক, মালিক ও হ্দার।) এরপর তিনি 'আযাব'-এর অর্থ বলতে কেবল 'আযাব' শব্দটি উচ্চারণ করেন। সেই সাথে চিৎকার করে উঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্তিকাল করেন। আমরা তাঁকে এখানে দাফন করেছি। আর, ওই তাঁর কবর। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন।'

(বর্ণনাকারী হযরত ইব্রাহীম খওয়াস (রহঃ) বলেছেন ঃ) ওদের কথাবার্তা শুনে আমি তাজ্জব হয়ে যাই। তারপর আমি সেই কবরের কাছে যাই। দেখি, কবরের মাথার দিকে নার্গিস ফুলের একটি বিশাল বড় ফুলদানী রাখা আছে। আর দেখলাম, একটি ফলকে লেখা আছে– এটি আল্লাহর এক বন্ধুর সমাধি। লজ্জা তথা সূক্ষ্ম কর্যাদাবোধের কারণে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে।' আর একটি পাতায় 'ইনাবাত' শব্দের মর্মার্থ লিখা ছিল। যা কিছু লিখা ছিল সব আমি পড়লাম। সেই জ্বিনের দলও সেসব জানার আবেদন পেশ করল। আমি বয়ান করলাম। তারা বড় খুশি হল। এবং বলল, 'আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি।'

(হযরত ইব্রাহীম খওয়াস (রহঃ) বলেছেনঃ) এরপর আমি শুয়ে পড়ি। এক সময় চেতনা হারাই। তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি, আমি আছি (পবিত্র মক্কায়) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মসজিদের কাছে। আমার কাছে ছিল ফুলের তোড়া। তার সুগন্ধি ছিল টানা এক বছর। তারপর সেটা নিজে থেকেই হারিয়ে যায়।(৮)

এক 'মানব বালক'-এর কাছে হেরে গেলেন জ্বিন মহিলা

('মাকামাতে হারীরী'-রচয়িতা) আল্লামা হারীরী লিখেছেন ঃ

আরবের লোক কথাগুলোর মধ্যে একটি এই যে, একবার এক মহিলা আরবের পণ্ডিতদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মনস্থ করল। তারপর সে বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে যেতে লাগল। কিন্তু যুক্তি প্রমাণে কেউ তার সামনে টিকতে পারল না।

শেষকালে আরবের এক বাচ্চা ছেলে সেই মহিলা জ্বিনের কাছে গিয়ে বলে, আমি আপনার মোকাবেলা করব।

মহিলা ঃ শুরু করো।
বালক ঃ হতে পারে।
মহিলা ঃ বর বাদশাহ্ হয়।
বালক ঃ হতে পারে।
মহিলা ঃ পদাতিক ব্যক্তি আরোহী হয়ে যায়।
বালক ঃ হতে পারে।
মহিলা ঃ উটপাখি পাখি হয়। বাচ্চাটি তখন চুপ করে গেল। মেয়েটি বলল, এবার আমি তোমাকে হারাব।
বালক ঃ বলুন।
মহিলা ঃ আমি অবাক হচ্ছি।
বালক ঃ আপনি অবাক হচ্ছেন যমীনকে দেখে, কারণ এর স্তর কোনও ভাবেই হাল্‌কা হয় না এবং চারণ ভূমি দেখা যায় না।
মহিলা ঃ আমি অবাক হচ্ছি।
বালক ঃ আপনি অবাক হচ্ছেন কাঁকর দেখে, কারণ ছোটগুলো বড় হয় না কেন এবং বড়গুলো বুড়ো হয় না কেন?
মহিল ঃ আমি অবাক হচ্ছি।
বালক ঃ আপনি আপনার সামনে খনন করা খাদ দেখে অবাক হচ্ছেন যে, ওর তলদেশে পৌঁছানো যায় না কেন এবং কেন ওই খাদ ভরা যায় না।

কথিত আছে, ওই জ্বিন মহিলা, বাচ্চাটির মুখে পুরোপুরি উত্তর শুনে লজ্জিত হয়ে চলে যান এবং পরে আর কখনো ফিরে আসনি।[৯]

* **উল্লেখ্য ঃ** এই প্রতিযোগিতার বিষয় বস্তু ছিল, প্রতিযোগীর অন্তরের কথা উপলব্ধি করে ঠিকঠিকভাবে বলে দেওয়া। সুতরাং ছেলেটি, আল্লাহ্-প্রদত্ত মেধার দ্বারা, জ্বিন মহিলার মনের কথা জেনে নিয়ে যথাযথভাবে বলে দিয়ে মেয়েটিকে নিরুত্তর করে দিয়েছিল।

এক জ্বিনের নসীহত

বর্ণনায় হযরত আসমাঈ (রহঃ) আবূ ইমরান ইব্‌নুর আলা'র আংটিতে খোদাই করা ছিল–

দুনিয়া-ই ই শুধু ধ্যান-জ্ঞান যার,
অহমিকা-রাশি হাতে আছে তার।

এ-কথা আংটিতে খোদাই করে রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আবূ ইমরান আমাকে বলেন, একদিন দুপুরে আমি নিজের সম্পদ-সামগ্রীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, সেই সময় কাউকে বলতে শুনলাম, 'কেবল এই ঘরেই (অর্থাৎ এই মাল সামানগুলো কাজে লাগবে কেবল দুনিয়াতেই)।' আমি চারদিকে তাকালাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি জানতে চাইলাম, 'কে আপনি, মানুষ না জ্বিন?' বলা হল, 'আমি জ্বিন।' তখন থেকে এই কথাটা আমি আংটিতে খোদাই করে নিয়েছি।[১০]

চারশ' বছরের কবি জ্বিন

বর্ণনায় সাকীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ঃ একবার আমি আব্‌দুল মালিক বিন মার্‌ওয়ানের মহলের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে হযরত উস্‌মান (রাঃ)-এর নিম্নতন পুরুষদের একজন এসে বলেন, 'হে আমীরুল মুমেনীন! আজ আমি বড়ই আশ্চর্য এক ঘটনা দেখেছি।'

– 'কী দেখেছ তুমি'?

– 'আমি শিকারে বের হয়েছিলাম। এবং শিকার করতে করতে এক তৃণ-লতা-পানি-বিহীন বিরান ময়দানে পৌঁছে যাই। যেখানে এমন এক বুড়ো দেখি, যার ভ্রুর চুল চোখে এসে পড়েছে। এবং লাঠিতে ভর দিয়ে রয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি 'চাচাজী, আপনি কে?' সে বলে, 'নিজের চকরায় তেল দাও। অনর্থক কৌতূহল দেখিও না হে!' আমি বলি, 'তুমি তো আরবদের কবিতাও উল্লেখ করছ!' সে বলে, 'হ্যাঁ, আমি আরবদের মতো কবিতা বলি।' বললাম, 'কই, তোমার কবিতা একটু শোনাও তো দেখি।' সে তখন আবৃতি করল–

اَقُوْلُ وَلِنَجْمٍ قَدْ مَالَتْ اَوَاخِرُهٗ ـ اِلَى الْمَغِيْبِ تَبَيَّنْ حَارٍ

اَلْمَسْحَةُ مِنْ سَنَابَرْقٍ رَأٰى مَصِيْرِىْ ـ اَمْ وَجْهُ نَعْمٍ بَدَالِىْ اَمْ سَنَانَارٍ

بَلْ وَجْهُ نَعْمٍ بَدَا وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ ـ وَلَاحَ بَيْنَ اَثْوَابٍ وَاَسْتَارٍ

আমি বললাম, 'চাচাজী, এ কবিতা তো নাবিগাহ্ বিন যিব্‌ইয়ানের! আপনার অনেক আগেই তিনি এ কবিতা বানিয়েছেন!' আমার কথা শুনে বুড়ো হাসতে হাসতে বলে, 'আল্লাহ্‌র কসম! আবূ হাদির (নাবিগাহ্'র উপনাম) উস্তাদের (অর্থাৎ আমার) থেকে কবিতা শিখে বলত।' এরপর সেই বুড়ো আমার ঘোড়ার ঘাড়ে হেলান দিয়ে বলে, 'তুমি আমাকে ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। আল্লাহ্‌র কসম! এই কবিতাটি আমি রচনা করেছিলাম চারশ' বছর আগে।' তারপর আমি মাটির দিকে তাকিয়ে দেখি, সেই বুড়োর কোনও নাম-নিশানাই নেই।'[১১]

জ্বিনদের বিদ্যাচর্চা

বর্ণনা করেছেন হযরত হাসান বিন কাইসান (রহঃ) একবার আমি রাত জেগে পড়া মুখস্ত করছিলাম। পড়তে পড়তে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি, একদল জ্বিন ফিক্বাহ, হাদীস, গণিত, ব্যাকরণ ও কাব্য নিয়ে আলোচনা করছে। আমি তাদের বলি, 'আপনারাও কি বিভিন্ন বিদ্যাচর্চা করেন?' তারা বলে, 'জ্বী হ্যাঁ, অবশ্যই।' আমি ফের জানতে চাই, 'আচ্ছা আপনার আরবী ব্যাকরণ (নাহ্)-এর বিষয়ে কোন্ ব্যাকরণ বিদদের অনুসরণ করেন?' তারা বলে, 'সীবাওয়াহ্'দের।

এক কবির কাছে মাওসিলের শয়তান

বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আল্লামা ইব্নু দুরাইদ (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার আমি ইরানের এক জায়গায় নিজের সওয়ারী গাধার পিঠ থেকে পড়ে যাই। এবং সারাটা রাত যন্ত্রণায় কাত্রাতে থাকি। একসময় একটু চোখ লেগে গেলে স্বপ্নে আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে, 'শরাবের বিষয়ে কিছু কবিতা বলুন।' আমি বলি, 'আবূ নাওয়াস কি শরাবের বিষয়ে বলতে কিছু বাকি রেখেছেন যে আমি ফের নতুন করে বলব!' সেই আগন্তুক বলে, 'আপনি ওঁর চেয়ে বড় কবি। আপনি এই কবিতা রচনা করেননি–

وَخَمْرٌ اَقْبَلَ لِمَزْجٍ صِفْرًا بَعْدَهُ ـ اَنْتَ بَيْنَ ثَوْبَىْ نَرْجِسٍ وَشَقَائِقٍ

حَكَتْ وَجَنَتِ الْمَعْشُوْقُ حَرْفًا فَسَلِّطُوْاعَلَيْهَا مِزَا جًافَا كْتَسَتْ ثَوْبُ عَاشِقٍ

আমি তখন বলি তুমি কে?' সে বলে, 'মাওসিল-এ' (১৩)

দুই শয়তান জান্নাতে

আবূ আলী আশ্আস-এর 'আস-সুনান' গ্রন্থে এক জ্বিন সাহাবীর উল্লেখ আছে। সেই জ্বিনের নাম 'আব্ইয়ায'। তার বরাত দিয়ে হাফিয ইব্নু হাজার আস্কলানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে বলেন, 'আল্লাহ্ তোমার শয়তানকে ঘৃণিত করুন' (আল-হাদীস)। এই হাদীসে তিনি একথাও বলেন, 'আমার সঙ্গেও এক শয়তান আছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে মুসলমান হয়ে হয়ে গেছে। সেই শয়তানের নাম আব্ইয়ায্। সে এবং (ইবলীসের প্রপৌত্র) হামাহ্ উভয়ে জান্নাতে যাব।(১৪)

আসওয়াদ উন্সী (এক ভণ্ড নবী)-র দুই শয়তান

বর্ণনা করেছেন হযরত নুমান বিন বার্যাখ্ (রহঃ) আস্ওয়াদ যখন নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী করেছিল, সেই সময় তার কাছে দু'দুটো শয়তান থাকত।

একটার নাম সাহীক এবং অন্যটার নাম শাক্বীক্ব। এই দুই শয়তান জনসমাজে যে সব ঘটানা ঘটাত, সেগুলো আস্ওয়াদের কাছে গিয়ে বলত, (যার ভিত্তিতে সে জনগণকে বিভ্রান্ত করত)।(১৫)

শয়তানের বংশে রোমের বাদশাহ্

বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) সেই যুগটা কাছাকাছি এসে গেছে, যে-যুগে 'হামলুয্ যায়িন' বের হবে।' কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে, 'হামলুয যায়িন কী?' তিনি বলেন, 'একজন মানুষ – তার মা-বাপের মধ্যে একজন হবে শয়তান। সে হবে রোমের সম্রাট। এবং সে পঞ্চাশ কোটি সৈন্য ময়দানে নামাবে। সে ময়দানের নাম হবে আমাক।'(১৬)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ যদি এই বর্ণনাটি সঠিক হয়, তবে আজ পর্যন্ত তার প্রকাশঘটেনি। হতে পারে যে, সে ক্বিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে দাজ্জালের বাহিনীরূপে প্রকাশ পাবে। কিংবা এ-ও হতে পারে যে সে নিজেই হবে দাজ্জাল, যে ক্বিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে বের হয়ে খোদায়ী দাবী করবে। আর ওই 'পঞ্চাশ কোটি' সংখ্যাটি হবে তার অনুসারীদের। এবং তারা মুসলমানদের মুকবিলায় ময়দানে নামবে। কেননা, দাজ্জাল শয়তানের ভিতর থেকে হবে (পরবর্তী বর্ণনায় এর উল্লেখ আছে) অথবা তার সাথে পঞ্চাশ কোটি শয়তান থাকবে। কারণ ওই বাদশাহ্'র মা-বাপের মধ্যে একজন শয়তান হবে। তাই তাকে সাহায্য করার ও ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তারা ইসলাম-অনুসারী (মুসলমান)-দের বিরুদ্ধে ময়দানে নামবে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।– অনুবাদক

শয়তানদের মধ্য থেকে দাজ্জাল

বর্ণনায় হযরত কাসীর বিন মুররাহ (রহঃ) দাজ্জাল মানুষ নয় এবং শয়তানের অন্তর্গত হবে।(১৭)

জ্বিনদের সংখ্যাধিক্য

বর্ণনায় হযরত আবুল আত্ইয়াস খওলামী (তাবিঈ, (রহঃ)) ঃ জ্বিন জাতি ও মানবসম্প্রদায়কে দশভাগে বিভক্ত করলে মানুষ হবে এক ভাগ এবং জ্বিনরা হবে দশভাগ।(১৮)

বায়তুল্লাহ্'র তাওয়াফে এক মহিলা জ্বিন

বলেছেন হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) একরাতে আমি হেরম শরীফে প্রবেশ করি। সেই সময় সেখানে কয়েকজন মহিলাকে তাওয়াফ করতে দেখে অবাক হয়ে যাই। তাওয়াফ শেষ করার পর তারা 'বাবুল হুযাবাইন' দিয়ে বের হয়ে যায়। আমি মনে মনে বললাম যে, আমি ওদের পিছনে পিছনে যাব এবং ওদের বাড়ি কোথায় দেখব। সুতরাং ওরা যেতে লাগল। (আর, আমিও অনুসরণ

করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত ওরা এক পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছল। তারপর সেই পাহাড়ের উপরে উঠল। তারপর ওরা পাহাড় থেকে নেমে এক বিরান জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। আমিও পিছনে পিছনে গেলাম, সেখানে দেখলাম কয়েকজন মুরুব্বি গোছের মানুষ বসে আছে। তারা আমাকে বলল, 'হে ইব্‌নু যুবাইর! আপনি এখানে কীভাবে এলেন?' আমি বললাম, 'আপনারা কারা?' তারা বলল, 'আমরা জ্বিন।' আমি বললাম, 'আমি এমন কয়েকজন মহিলাকে কাবাঘরের তাওয়াফ করতে দেখলাম, যাদেরকে অন্য প্রজাতির সৃষ্টি বলে মনে হল। তাই আমি ওদের পিছু নিলাম। এবং ওদের পিছনে পিছনে এখানে এসে পৌঁছে গেলাম।' তারা বলল ওরা ছিল আমাদেরই মহিলা। আচ্ছা হে ইব্‌নু জুবাইর! আপনারা কী ক্ষেতে ইচ্ছা করেন। বললাম, 'আমার মন চাইছে টাটকা খেজুর খেতে।' সেই সময় মক্কা শরীফের কোথাও কোনও টাটকা খেজুরের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা আমার কাছে টাটকা খেজুর নিয়ে এল। আমার খাওয়া হয়ে যাবার পর তারা বলল, 'যেগুলো অবশিষ্ট থেকে গেছে, ওগুলি আপনি নিয়ে যান।

হযরত ইব্‌নু যুবাইর (রাঃ) বলেছেন ঃ এর পর আমি সেখান থেকে উঠি। বাড়ির পথে পা বাড়াই। আমার উদ্দেশ্য ছিল খেজুর গুলো মক্কার লোকদের দেখানো। বাড়ি ফিরে খেজুরগুলো একটা টুক্‌রিতে রাখলাম। টুক্‌রিটা একটা সিন্দুকে রেখে শুয়ে পড়ি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তখন আধাঘুম-আধাজাগা। এমন (তন্দ্রাচ্ছন্ন) অবস্থায়। এমন সময় ঘরের মধ্যে হুটোপাটার আওয়াজ শুনলাম এবং শুননাল এইসব কথাবার্তা–

– হ্যাঁ, হ্যাঁ রেখেছে।

– সিন্দুকে।

– সিন্দুক খোল।

– সিন্দুক তো খুললাম,কিন্তু খেজুর কই?

– টুকরির মধ্যে।

– টুকরি খোলো।

– টুকরি খোলতে পারব না। কারণ, ইব্‌নু যুবাইর 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' বলে টুক্‌রি বন্ধ করেছিলেন।

– তাহলে টুকরি সমেত সঙ্গে নিয়ে চলো।

সুতরাং তারা টুকরি নিয়ে চলে গেল।

হযরত ইব্‌নু যাবাইর (রাঃ) বলছেন ঃ ওরা যখন আমার ঘরের মধ্যেই ছিল, তখন লাফিয়ে কেন যে ওদের ধরিনি,– সে কথা ভাবলে আমার প্রচণ্ড আফ্‌সোস হয়।[১৯]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সিফাতুস সফাওয়াহ্, ইব্‌নুল জাওযী।

(২) সিফাতুস সফাওয়াহ্, ইব্‌নুল জাওযী।

(৩) সিফাতুস সফাওয়াহ্, ইব্‌নুল জাওযী।

(৪) সিফাতুস সফাওয়াহ্, ইব্‌নুল জাওযী।

(৫) প্রাগুক্ত।

(৬) তারীখে ইব্‌নু নাজ্জার। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং ৪১,৫২৫।

(৭) আর্‌জাওয়াতুল জ্বান, ইব্‌নু ইমাদ।

(৮) রওযুর, রিয়াহীন, হিকায়াতুস (সাঃ)-লিহীন, ইমাম ইয়াফি্‌ ইয়ামিনী (রহঃ)

(৯) দুররাতুল খওয়াস, ক্বাসিম হারীরী।

(১০) তারিখে ইব্‌নু আসাকীর।

(১১) ফাওয়াইদুল বাখইরমী।

(১২) তারীখে খতীব বাগ্‌দাদী।

(১৩) তারীখে ইবনু নাজ্জার।

(১৪) আল্‌-আসাবাহ্ ফী মাঅরিফাতিস্ সাহাবাহ, ইব্‌নু হাজার আস্‌কলালী (রহঃ)।

(১৫) সুনানুল কুবরা, বাইহাকী।

(১৬) সুনানুল কুবরা, বাইহাকী।

(১৭) সুনানু নাঈম বিন হাম্মাদ।

(১৮) তারীখে ইব্‌নু আসাকির।

(১৯) তারীখে ইব্‌নু আসাকির।

শেষ পর্ব

অভিশপ্ত শয়তানের বিষয়ে অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনা ও বর্ণনা

অভিশপ্ত ইব্‌লীসের ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত

আল্লাহ কি ইব্‌লীসের সাথে কথা বলেছিলেন সরাসরি

আল্লামা ইবনু আকীল (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা ইবলীসের সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন কি না, সে বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে, নির্ভরযোগ্য গবেষকদের মতে, সঠিক তথ্য হল, আল্লাহ ইবলীসের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননি বরং কোনও ফিরিশ্‌তার মুখ দিয়ে ওর সাথে কথা বলেছিলেন। কেননা কারও সাথে আল্লাহর কথা বলার অর্থ তার উপর রহমত বর্ষণ করা, তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া, তাকে সম্মান জানানো এবং তার মর্যাদা বাড়ানো। আপনারা কি জানেন না, আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য হযরত মূসা (আঃ)-কে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ছাড়া সমস্ত নবী-রসূলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে।[১]

ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্গত ছিল কি

এ বিষয়ে আলিমদের মতভেদ আছে। অধিকাংশ আলিমদের মতে, ইবলীস ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্গত ছিল। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন- فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبۡلِيسَ ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদা করল।[২] – এক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তাদের সঙ্গে ইবলীসের উল্লেখের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, ইবলীসও ছিল ফিরিশ্‌তা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

আবার - إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ ইবলীস ছাড়া (সবাই সাজদা করেছে) সে ছিল জ্বিন[৩]। আল্লাহর এই বাণীর দ্বারা বোঝা যায় যে, ইবলীস (ফিরিশতা নয় বরং) জ্বিনদের অন্তর্গত। এর উত্তরে পূর্বোক্ত আলিমগণ বলেন যে, জ্বিনরাও একশ্রেণীর ফিরিশ্‌তা। কেননা ফিরিশ্‌তাদের একটি শ্রেণীকে বলা হয় কারীবিয়ূন এবং অপর শ্রেণীটিকে বলা হয় রূহানিয়ূন।

ইব্‌লীস 'অভিশপ্ত শয়তান' হল কীভাবে

বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ইবলীস ছিল ফিরিশ্‌তাদের গোত্রগুলির মধ্যে এক গোত্রের অন্তর্গত, যে গোত্রকে 'জ্বিন' বলা হত। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল 'লু'-এর আগুন দিয়ে। ইবলীসের নাম ছিল হারিস। সে ছিল জান্নাতের একজন দারোয়ান। ফিরিশ্‌তাদের এই গোত্র (জ্বিন) ছাড়া বাকি সকলকে সৃষ্টি করা হয়েছিল 'নূর' দিয়ে। আর জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা দিয়ে। পৃথিবীতে সবার আগে এই জ্বিনেরাই বসবাস করত। তারা যমীনের বুকে দাঙ্গা-ফাসাদ করে, রক্তপাত ঘটায় এবং একে অপরকে হত্যা করে। তাদের দমন করার জন্য আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্‌তা বাহিনী দিয়ে ইবলীসকে পৃথিবীতে পাঠান। ইবলীস ফিরিশ্‌তা বাহিনী নিয়ে সেই জ্বিনদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে সাগর-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও পাহাড় পর্বতের দিকে তাড়িয়ে দেয়। একাজ করার পর তার অন্তরে অহংকার এসে যায়। সে বলে, আমি এমন কাজ করেছি, যা আর কেউ করতে পারেনি।

আল্লাহ তাআলা ইবলীসের মনের কথা তো জেনে যান। কিন্তু ফিরিশ্‌তারা জানতে পারেনি। তাই আল্লাহ যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।[৪] তখন ফিরিশ্‌তারা নিবেদন করে আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে দাঙ্গা-ফাসাদ করবে এবং রক্ত বহাবে যেমন জ্বিনরা করেছিল।[৫] উত্তরে আল্লাহ বলেন, আমি এমন কথা জানি যা তোমরা জানো না।[৬] অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি ইবলীসের অন্তরে গর্ব অহংকারের উপস্থিতি দেখেছি, যা তোমরা দেখনি। এরপর আল্লাহ হযরত আদমকে শুকনো খন্‌খনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন। এবং তাঁর সেই মাটির তৈরি দেহকাঠামো চল্লিশ দিন যাবত ইবলীসের সামনে রেখে দেন। ইবলীস, হযরত আদমের সেই দেহকাঠামোর কাছে আসত। সেটিকে পা দিয়ে ঠোকর মারত। মুখ দিয়ে ঢুকে পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যেত এবং পিছন দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত। আর বলত-তোর কোনও গুরুত্ব নেই। তোকে সৃষ্টি করা না হলে কী এমন হত! আমাকে যদি তোর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তোকে আমি ধ্বংস করে দেব। তোর পিছনে আমাকে লাগানো হলে, তোকে আমি নানান অপমানে জড়িয়ে দেব। আল্লাহ তাআলা হযরত আদমের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত করার পর ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দেন আদমকে সাজদা করার। তো সবাই সাজ্‌দা করে। কিন্তু অস্বীকার করে কেবল ইবলীস। তার অন্তরে যে গর্ব অহংকার সৃষ্টি হয়েছিল, তার দরুন সে ঔদ্ধত্য দেখায় এবং বলে-'আমি ওকে সাজ্‌দা করব না। আমি ওর চাইতে সেরা। বয়সে বড় এবং শক্ত-সামর্থ শরীরের মালিক।

সেই সময় আল্লাহ তার থেকে সদগুণগুলো ছিনিয়ে নেন, যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেন এবং তাকে 'অভিশপ্ত শয়তান' বলে অভিহিত করেন।[৭]

ইব্‌লীসের বৈশিষ্ট্য ছিল কতগুলি

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তা সম্প্রদায়ের মধ্যে ইব্‌লীসের খুব উঁচু মর্যাদা ছিল। তার গোত্রও ফিরিশ্‌তাদের গোত্রগুলির মধ্যে সেরা ছিল। ও ছিল জান্নাতের প্রহরী ও ভারপ্রাপ্ত। দুনিয়ার আসমানে তার রাজত্ব চলত। পারস্য আর রোম উপসাগরও তার আয়ত্তে ছিল। একটি পূর্বে প্রবাহিত হত, অপরটি বইত পশ্চিমে। এই পৃথিবীর বাদ্‌শাহীও ইবলীসের ছিল। এতসব বৈশিষ্ট্যের কারণে তার নাফস্‌ তাকে এ বিষয়ে গোমরাহ্‌ করে যে, সে হল আসমানবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চমর্যাদার অধিকারী। এই চিন্তাধারা তার অন্তরে গর্ব অহংকার ভরে দিয়েছিল। একথা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানত না। তারপর যখন (হযরত আদমকে) সাজ্‌দা করার সময় আসে, তখন আল্লাহ তাআলা তার অহংকার প্রকাশ করান এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাকে অভিশপ্ত করে দেন।[৮]

ইবলীস ছিল আস্‌মান-যমীনের বাদশাহ

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'জ্বিন' নামে ফিরিশ্‌তাদের একটি গোত্র ছিল। ইব্‌লীস ছিল সেই গোত্রের অন্তরর্গত। ও ছিল আসমান-যমীনের শাসনকর্তা। তারপর যখন ও আল্লাহর অবাধ্যতা করে, আল্লাহ্‌ ওর উপর অসন্তুষ্ট হন এবং ওকে বিতাড়িত শয়তান বলে অভিহিত করেন।[৯]

, **হযরত ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী বলেছেনঃ** ইব্‌লীসকে প্রথমে আসমানের তত্ত্বাবধায়ক করা হয়েছিল। এ ছিল ফিরিশ্‌তাদের সেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যাকে 'জ্বিন' বলা হত। এই ইবলীস ছিল সেই জ্বিনের অন্তর্গত। একে 'জ্বিন' বলার কারণ, এ ছিল জান্নাতের তত্ত্বাবধানকারী। আর, একারণে এর অন্তরে অহংকার এসে যায়, যার ফলে এ বলে, আল্লাহ আমাকে সমস্ত ফিরিশ্‌তার চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য এই সব মর্যাদা দান করেছেন।[১০]

ইবলীসের দায়িত্বে 'বায়ু সঞ্চালন বিভাগ'ও ছিল

হযরত কাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেছেনঃ যে দশ ফিরিশতা বায়ু সঞ্চালন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই ইবলীসও ছিল একজন।[১১]

ইবলীসের আসল নাম কী

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ইব্‌লীসের আসল নাম ছিল 'আযাযীল'। ও ছিল চারডানাবিশিষ্ট ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে বড় মর্যাদাশালী। পরবর্তীকালে ওকে আল্লাহর রহমত থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।[১২]

হযরত আবুল মাসনা (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীসের নাম ছিল 'নায়িল'। আল্লাহ ওর উপর নারাজ হবার পর ওর নাম রাখা হয় 'শয়তান'[১৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ ইব্‌লীসের যে কয়েকটা নাম উল্লেখ করা হল, এগুলোর সবকটাই ঠিক হতে পারে। যেমন একটা জিনিসের নাম বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন হয়।[১৪]

শয়তানের নাম ইব্‌লীস রাখা হল কেন

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শয়তানকে সবরকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার কারণে ওর নাম রাখা হয়েছে ইবলীস'[১৫]

ইবলীস ছিল ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্গত

বর্ণনায় হযরত যাহ্‌হাক (রহঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ)-এর মধ্যে (ইবলীস জ্বিন না ফিরিশ্‌তা সে বিষয়ে) মতভেদ দেখা দিলে, ওদের মধ্যে একজন (মীমাংসা স্বরূপ) বলেন, ইবলীস ছিল ফিরিশ্‌তাদের সেই গোত্রের অন্তর্গত, যাকে 'জ্বিন' বলা হত।[১৬]

আল্লাহর কালাম إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ কেবল ইবলীস (সাজ্‌দা করেনি) সে ছিল জ্বিনের অন্তর্গত– এর তাফ্‌সীরে হযরত ক্বাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেছেন– ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে এমন একটি শাখা ছিল, যাকে জ্বিন বলা হত (এই ইবলীস ছিল সেই জ্বিনশাখার অন্তর্গত)।

হযরত ইবনু আব্বা (রাঃ) বলেছেনঃ ইবলীস যদি ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত না হত, তবে তাকেও সাজ্‌দা করার নির্দেশ দেওয়া হত না। ও আগে ছিল আসমানের তত্ত্বাবধায়ক।[১৮]

জ্বিনরা জান্নাতীদের জন্য গয়না বানায়

إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ কেবল ইবলীস (সাজ্‌দা করেনি) সে ছিল এক জ্বিন-এই আয়াতের তাফ্‌সীর হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) বলেছেনঃ এই জ্বিনরা ফিরিশ্‌তাদের এমন এক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যারা আদিকাল থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জান্নাতবাসীদের গয়না বানানোর কাজে নিযুক্ত।[১৯]

ইব্‌লীসের প্রকৃত চেহারা বদলে দেওয়া হয়েছে

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ইব্‌লীসকে অভিশপ্ত বলে অভিহিত করেন, তখন তার ফিরিশ্‌তাসুলভ চেহারাও বদলে দেন। সেই সময় সে আর্তনাদ করে ওঠে এবং এত কান্না কাঁদে যে কিয়ামত পর্যন্ত কান্নাকে তার সাথে গণ্য করা যেতে পারে (অর্থাৎ সে কেঁদেছিল দীর্ঘদিন ধরে) দ্বিতীয়বার শয়তান কেঁদেছিল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কা'বা শরীফে নামায পড়তে দেখে। সেই কান্নার কারণে ইবলীসের সাঙ্গপাঙ্গরা তার কাছে এসে জড়ো হয়ে যায়। ইবলীস তাদের বলে, তোমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতদেরকে শিরকে জড়ানোর ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাও, কিন্তু ওদেরকে ওদের ধর্মের বিষয়ে

ফেত্‌নাবাজী করতে পারো এবং ওদের মধ্যে শোক, আহাজারী, মাতম আর (ভিত্তিহীন) কবিতা ঢুকিয়ে দাও।[২০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ এ পর্যন্ত পরিবেশিত সমস্ত বর্ণনায় এ কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস ছিল ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর উল্লেখিত হবে সেইসব গবেষকের বক্তব্য, যাঁদের মতে, ইবলীস ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।– অনুবাদক।

শয়তান ফিরিশ্‌তা না হবার প্রমাণ

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস এক মুহূর্তের জন্যেও ফিরিশ্‌তা ছিল না। সে ছিল আদি জ্বিন। যেমন আদিমানব হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম)।[২১]

ইমাম ইবনু শিহাব যুহ্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস হল সমস্ত জ্বিনের বাপ, যেমন মানুষদের আদিপিতা হযরত আদম (আঃ)। আদম ছিলেন মানব এবং আদিমানব, আর ইবলীস হল জ্বিন এবং আদিজ্বিন।[২২]

জ্বিনদের সাথে ফিরিশ্‌তাদের লড়াই

হযরত শাহার বিন হাওশাব (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস ছিল সেইসব জ্বিনের অন্তর্গত, যাদেরকে ফিরিশ্‌তারা পরাস্ত করেছিল। এবং কতিপয় ফিলিশ্‌তা ইবলীসকে গ্রেফতার করে আসমানে নিয়ে গিয়েছিল।[২৩]

শয়তানের গ্রেফ্‌তারী

হযরত সাআদ বিন মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তারা (জ্বিনদের সাথে) যুদ্ধ করত। তাই (কোনও এক যুদ্ধে) শয়তানকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। ও তখন বাচ্চা ছিল। তারপর সে ফিরিশ্‌তাদের সাথে ইবাদত করতে থাকে।[২৪]

ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তা ছিল না

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা সেইসব মানুষকে ধ্বংস করুন, যারা ধারণা করে যে, ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্গত। আল্লাহ তো স্বয়ং বলেছেন كَانَ مِنَ الْجِنِّ সে ছিল জ্বিনদের অন্তর্গত।[২৫]

শয়তানের অহংকারের আরেকটি কারণ

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা ইব্‌লীসকে পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে উর্বর ও নোনা (উভয় মাটির মিশ্রিত) খামির নিয়ে যাবার জন্য পাঠান। ওই মাটি দিয়েই আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। এবং এই কারণেই ইব্‌লীস বলেছিল أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا আমি কি তাকে সাজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে? (এবং সেই মাটি আমি নিজেই এনেছিলাম!)[২৭]

শয়তানের সঙ্গ দেওয়ায় সাপের দুর্ভাগ্য

হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর দুশ্‌মন ইবলীস পৃথিবীর সমস্ত পশুর কাছে এসে এ-মর্মে অনুরোধ করে যে, কে তাকে তুলবে, যাতে তার সাথে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে এবং হযরত আদমের সাথে কথা বলতে পারে। তো সমস্ত জন্তু-জানোয়ার ইবলীসের ওই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। তারপর ইবলীস সাপের কাছে গিয়ে বলে-'আমি তোমাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাব, এবং তোমার দায়িত্ব নেব, যদি তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।' সাপ তখন তার দাঁত দিয়ে ইবলীসকে তুলে নেয়। অবশেষে শয়তান তার মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর সাপের মুখ দিয়ে সে কথা বলে।[২৮]

এই সাপ সেই সময় চারপায়ে হাঁটত এবং কাপড় পরত। শয়তানের সহযোগিতা করার কারণে আল্লাহ তাআলা ওর কাপড় খসিয়ে দেন, পা-ও ছিনিয়ে নেন এবং বুকে-পেটে ভর দিয়ে চলতে বাধ্য করেন।[২৯]

উট থেকে সাপ হয়েছে শয়তান

এক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেনঃ শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করে চারপেয়ে পশুর আকারে, যেন ঠিক উটের মতো। ওর উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ে। ফলে ওর পাগুলো খসে যায় এবং সাপে পরিণত হয়।

হযরত আবুল আলিয়াহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ কিছু কিছু উট জন্মানোর পর প্রথমদিকে জ্বিন হয়ে থাকত।[৩০]

কাঁখে (কোমরের পাশে) হাত রাখা শয়তানের স্টাইল

হযরত হামীদ বিন হিলাল (রহঃ) বলেছেনঃ নামায পড়ার সময় কাঁখে হাত রাখতে নিষেধ করার কারণ- শয়তানকে যখন পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়, সেই সময় সে ছিল কাঁখে হাত রাখা অবস্থায়।[৩১]

(তাছাড়া শয়তান কাঁখে হাত চলাফেরা করে।)[৩২]

শয়তানকে নামানো হয়েছিল পৃথিবীর কোন্ জায়গায়

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীসকে নামানো হয়েছিল (বর্তমান ইরাকের বস্‌রাহ শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে 'দাশতে মাইসান' নামক স্থানে।[৩৩]

শয়তান মোট কবার কেঁদেছে

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস (খুব কান্না) কেঁদেছে মোট চারবারঃ (১) 'অভিশপ্ত' আখ্যা পাবার সময়, (২) আসমান থেকে নামানোর সময়, (৩) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় এবং (৪) সূরা ফাতিহাহ্ নাযিলের সময়।[৩৪]

সূরা ফাতিহাহ্ নাযিলের সময় শয়তানের কান্না

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ যখন আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহাহ্) নাযিল হয়। সেই সময় শয়তানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সে তখন প্রচুর কান্না কাঁদে এবং প্রচণ্ড দুর্বলতা অনুভব করতে থাকে।(৩৫)

শয়তানের সিংহাসন

(হাদীস) হযরত জাবির (রাঃ) বলেছেন, আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ يَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

ইবলীসের আসন সমুদ্রের উপরে। সে ওখান থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সৈন্য পরিচালনা করে। তার সেনাদের মধ্যে তার কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা সেই পায়, যে সবচেয়ে বড় ফিত্না ছড়ায়। (শয়তানবাহিনী ইব্লীসের কাছে গিয়ে নিজেদের কাজের বিবরণ পেশ করে। যেমন–) তাদের মধ্যে কেউ বলে,–'আমি অমুকের পিছনে লেগে ছিলাম, শেষ পর্যন্ত তার ও তার স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি।' ইবলীস তখন তাকে কাছে টেনে বলে, তুমি তো বিরাট বড় কাজ করেছ!'(৩৬)

শয়তানী সিংহাসনের চতুর্দিকে সাপ

বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার ইবনু সিয়াদ (যাকে সাহাবীগণ মনে করতেন সে-যুগের দাজ্জাল)-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি এখন কী দেখতে পাচ্ছ?' সে বলে, 'আমি দেখছি, পানির উপরে একটি সিংহাসন-অথবা সে বলে, আমি সমুদ্রের উপরে একটি সিংহাসন দেখেছি-যার চারদিকে রয়েছে সাপ।' নবীজী বলেন–'ওটা হল ইবলীসের আসন।'(৩৭)

শয়তান মানবশরীরের কোথায় কোথায় থাকে

বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) শয়তান পুরুষের (দেহের) তিন জায়গায় থাকেঃ চোখে, মনেও পুংদণ্ডে এবং নারীদেহেরও তিন জায়গায় থাকেঃ চোখে, মনে ও নিতম্বে।(৩৮)

শয়তানের হাতিয়ার

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীসকে যখন আসমান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করে। আল্লাহ সেগুলির উত্তর দেন। যেমনঃ

হে প্রভু! আপনি তো আমাকে অভিশপ্ত করলেন, কিন্তু আমার ইল্‌ম কী হবে?

–জাদু।

আমার কোরআন কী হবে?

– কবিতা

আমার কিতাব কী?

– মানুষের শরীরে খোদাই করা চিহ্ন।

আমার খাদ্য কী?

– যাবতীয় মরা প্রাণী এবং যেসব হালাল পশু আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাহ্ করা/মারা হয়।

আমার পানীয় কী?

– মদ।

আমার বাসস্থান?

– গোসলখানা।

বৈঠকখানা?

– হাট-বাজার।

আমার মুআয্যিন কে?

– গায়ক-বাদক।

আমার ফাঁদ বা জাল কী?

– নারী।(৩৯)

শয়তানের সুর্মা ও চাটনি

(হাদীস) হযরত সামুরাহ্ (রাঃ) বলেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلًا وَلَعُوقًا فَإِذَا كَحَلَ الْإِنْسَانُ مِنْ كُحْلِهِ نَامَتْ عَيْنَاهُ عَنِ الذِّكْرِ وَإِذَا لَعِقَهُ مِنْ لَعُوقِهِ ذَرَبَ لِسَانُهُ بِالشَّرِّ -

শয়তানের সুরমাও আছে, চাটনিও আছে। মানুষ যখন শয়তানের সুরমা লাগিয়ে নেয়, তখন আল্লাহর যিক্‌র করা থেকে তার চোখ ঘুমিয়ে যায়, এবং মানুষ যখন শয়তানের চাটনি চেটে নেয়, তখন তার জবান থেকে মন্দকথা বেরোয়।(৪০)

শয়তানের সুর্মা, চাটনি ও সুগন্ধি

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلًا وَلُعُوقًا وَنُشُوقًا : أَمَّا لُعُوقُهُ فَالْكِذْبُ وَأَمَّا نُشُوقُهُ فَالْغَضَبُ وَأَمَّا كُحْلُهُ فَالنَّوْمُ

শয়তানের সুর্মা আছে, চাটনি আছে, সুগন্ধিও আছে। সুর্মা হচ্ছে ঘুমানো, চাটনি হল মিথ্যা বলা এবং সুগন্ধি হল রাগ করা।(৪১)

শয়তান সবচেয়ে বেশি কাঁদে কখন

জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হযরত সাফওয়ান (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ যখন এমন কোনও মুমিন মানুষের মৃত্যু হয়-যার জীবদ্দশায় শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার কাজে সফল হয়নি-তখন শয়তান সবচেয়ে বেশি কাঁদে।(৪২)

শয়তান সর্বপ্রথম কোন্ কাজ করেছে

ইমাম ইবনু সীরীন (রহঃ) ও হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ সর্বপ্রথম 'কিয়াস' করেছে শয়তান।(৪৩)

হযরত মাইমুন বিন মুহ্‌রান (রহঃ) বলেছেনঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করি, সর্বপ্রথম 'ইসা'কে 'আতামাহ্' নাম দিয়েছিল কে? উনি বলেন, শয়তান।(৪৪)

ইমাম বাগবী (রহঃ) বলেছেনঃ শোক-আহাজারী ও মাতম সর্বপ্রথম শয়তান করেছিল।(৪৫)

হযরত জাবির (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে বর্ণনা করেছেনঃ সর্বপ্রথম গান গেয়েছিল শয়তান।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন ইবলীসকে সৃষ্টি করেন, সেই সময় (সর্বপ্রথম) তার নাক ডেকেছিল।(৪৬)

শয়তানের বংশধর

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ শয়তানের পাঁচটা ছেলে। প্রত্যেককে সে একটা একটা কাজে নিযুক্ত করে রেখেছে। তাদের নামগুলো হলঃ সাব্‌রাদ, আঊর, মাসূত, দাসিম ও যিল্‌নাবূর।

* সাবরাদের দায়িত্বে আছে বিপদাপদে ধৈর্য হারানোর কাজ। মানুষের বিপদ বিপর্যয়ের সময় এই শয়তান তাকে অধৈর্য হয়ে মৃত্যুকে ডাকতে, জামাকাপড় ছিঁড়তে বুক-মুখ চাপড়াতে এবং ইসলাম-বিরোধী অজ্ঞসুলভ কথাবার্তা বলতে প্ররোচিত করে।

* আঊর-এর দায়িত্বে আছে ব্যভিচার। এই শয়তান মানুষকে ব্যভিচারের নির্দেশ দেয় এবং ওই কাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

* মাসূত-এর দায়িত্বে আছে মিথ্যা সংবাদ রটানো। যেমন, এই শয়তান মিথ্যা কথা শুনে অন্য লোককে তা বলে। সে আবার তার এলাকার লোকদের কাছে গিয়ে বলে -একজন আমাকে এইসব কথা বলেছে। তার নাম জানি না বটে, তবে সে আমার মুখচেনা।

* দাসিমের কাজ হল মানুষের সাথে সাথে তার বাড়িতে আসা এবং বাড়ির লোকদের দোষের কথাগুলো বলে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলা।

* আর যিল্‌নাবূর-এর দায়িত্বে আছে হাট-বাজার। সে তার (গুমরাহীর) পতাকা পুঁতে রেখেছে হাটে-বাজারে।(৪৭)

শয়তান রক্তপ্রবাহের মতো মানবদেহে চলাচল করে

(হাদীস) হযরত সফিয়্যাহ্ বিনতে হাই (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মতো চলাচল করে।(৪৮)

শয়তানের বিছানা

হযরত কাইস বিন আবী হাযিম (রহঃ) বলেছেনঃ যে ঘরে এমন বিছানা পাতা থাকে, যাতে কেউ শোয় না, তাতে শয়তান শোয়।(৪৯)

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِاِمْرَاَتِهٖ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

প্রথম বিছানা পুরুষের জন্য, দ্বিতীয় বিছানা তার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয় বিছানা অতিথির জন্য, এবং চতুর্থ বিছানা শয়তানের জন্য (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানায় শয়তান থাকে)।(৫০)

শয়তান দুপুরে ঘুমায় না

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেনঃ তোমরা দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। কেননা, শয়তান দুপুরে বিশ্রাম নেয় না।

ইমাম তবারানী (রহঃ) ও ইমাম আবু নুআঈম (রহঃ) উপরোক্ত কথাটি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী হিসাবে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনাসূত্রে গ্রথিত করেছেন।(৫১)

শয়তান কাবা শরীফের রূপ ধরতে পারে না

(হাদীস) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ رَاٰنِىْ فِىْ مَنَامِهٖ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِىْ وَلَا بِالْكَعْبَةِ

যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান না আমার রূপ ধরতে পারে আর না পারে কাবা শরীফের আকার ধরতে।(৫২)

শয়তানের শিং আছে কি?

(হাদীস) হযরত আবদুল্লাহ সনাবাহী (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ اِذَا سْتَوَتْ قَارَنَهَا فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا تَدَلَّتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا فَلَا تُصَلُّوْا هٰذِهِ الْاَوْقَاتِ الثَّلَاثِ

সূর্য যখন উদয় হয়, তার সাথে শয়তানের শিংও থাকে। তারপর যখন সূর্য উপরে উঠে যায়, তখন শয়তানের শিং সরে যায়। ফের যখন সূর্য মাথার উপর আসে (দুপুরে), শয়তানের শিংও তখন তার সামনে থাকে। আবার সূর্য চলে গেলে শিংও সরে যায়। ফের সূর্য অস্ত যাবার সময় নিচে নামলে শিংও তার সামনে চলে আসে। এবং সূর্য ডুবে গেলে শিং হটে যায়। সুতরাং তোমরা এই তিনটি সময়ে নামায পড়বে না।(৫৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ হযরত উমর বিন আবাসাহ কর্তৃক বর্ণিত মারফু হাদীসে এরকম বর্ণনা আছে যে, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান থেকে উদয় হয় এবং দুই শিংয়ের মাঝখানে অস্তও যায়।(৫৪)

শয়তানের শিং কী রকম

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সূর্যোদয়ের সময় আল্লাহর তরফ থেকে এক ফিরিশ্‌তা সূর্যের কাছে এসে তাকে উদয় হবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু শয়তান সূর্যের সামনে এসে তাকে উদয় হতে বাধা দেয়। কিন্তু সূর্য তার দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়েই উদয় হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা শয়তানের নিচের অংশ জ্বালিয়ে দেন। আর সূর্য অস্ত যাবার সময় আল্লাহর সামনে সাজদাবনত হয়। সেই সময়েও শয়তান তার কাছে এসে সাজ্‌দা করতে বাধা দেয়। কিন্তু সূর্য তার দুই শিংয়ের মধ্য দিয়েই অস্ত যায় এবং আল্লাহ তাআলা শয়তানের নিচের অংশ তখনও জ্বালিয়ে দেন। জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণীর মর্মার্থ হল এই। **তিনি বলেছেন–'সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান থেকে এবং অস্তও যায় শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে।'**(৫৫)

শয়তানের বৈঠকখানা

(হাদীস) সাহাবীগণের সূত্র দিয়ে জনৈক ব্যক্তির বর্ণনাঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الضَّحِّ وَالظِّلِّ وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ধূপ ও ছায়ার মধ্যে (অর্থাৎ শরীরের কিছু অংশ রোদে ও কিছু অংশ ছায়ায় রেখে) বসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন-'এটা শয়তানের বৈঠক।'(৫৬)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যে, কিছু অংশ রোদে ও কিছু অংশ ছায়ায় রেখে সবার মানে শয়তানের জায়গায় বসা। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-র বাচনিকেও এরকম বর্ণনা আছে। হযরত কাতাদাহ (রহঃ) ও বলেছেন–শয়তান ধূপ ও ছায়ার মাঝখানে বসে।(৫৭)

শয়তানের শোবার ঘর

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহঃ) বলেছেনঃ শয়তান ঘুমায় ধূপছায়ায়।(৬০)

আযান ও নামাযের সময় শয়তানের অবস্থা

(হাদীস) হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهٗ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءَ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا وَاُذْكُرْ كَذَا بِمَا لَمْ يَكُنْ يُذْكَرُ مِنْ قَبْلُ حَتّٰى يَظَلُّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى -

নামাযের জন্য যখন আযান দেওয়া হয়, সেই সময় শয়তান আযানের কথাগুলো সহ্য করতে না পেরে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পালাতে থাকে, যতক্ষণ না আযানের শব্দসীমার বাইরে যায়। আযান শেষ হয়ে গেলে ফের সে ফিরে আসে। (এবং মানুষের অন্তরে অস্‌অসা দিতে থাকে।) তারপর যখন নামাযের জন্য তাক্‌বীর বলা হয়, তখনও শয়তান পালিয়ে যায়। তাক্‌বীর হয়ে গেলে ফের সে

ফিরে আসে এবং নামাযীর অন্তরে বিভিন্ন খেয়াল আনিয়ে দেয়। আর বলে, অমুক কথা মনে কর, তমুক কথা স্মরণ কর। যে-সব কথা নামাযের বাইরে মনে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত নামাযী মানুষ ভুলে যায়, যে সে কত রাক্আত নামায পড়েছে।(৬১)

শয়তান একপায়ে জুতো পরে

(হাদীস) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِىْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدٍ -

তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একপায়ে জুতো পরে না হাঁটে। কেননা শয়তান চলে এক পায়ে জুতো পরে।(৬২)

শয়তানকে দেখতে পায় গাধা

(হাদীস) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِذَا سَمِعْتُمْ صُرَاحَ الدِّيْكَةِ فَاسْئَلُوْا مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّهَا رَئَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا رَاَتْ شَيْطَانًا ـ

তোমরা মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহর কাছে কল্যাণ (ফয্ল) প্রার্থনা করবে, কারণ ওই সময় সে ফিরিশ্তা দেখতে পায়। আর গাধার ডাক শুনলে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, কেননা ওই সময় সে শয়তানকে দেখে।(৬৩)

শয়তানের রং

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত রাফিই বিন ইয়াযীদ সাকাফী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ فَاِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِىْ شُهْرَةٍ

শয়তান লাল রং পছন্দ করে, অতএব তোমরা লাল রং (এর পোশাক পরা) থেকে নিজেদের বাঁচাবে এবং বিরত থাকবে সমস্ত গর্বসৃষ্টিকারী পোশাক থেকেও।(৬৪)

শয়তানের পোশাক

(হাদীস) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِعْوُوْا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعُ اِلَيْهَا اَرْوَاحُهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا وَجَدَ ثَوْبًا مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ وَاِذَا وَجَدَ مَنْشُوْرًا لَبِسَهُ

(ভাবার্থ) তোমরা নিজেদের পোশাক যথাযথভাবে পরিধান করবে, তাহলে তার সৌন্দর্য বজায় থাকবে। কেননা যথাযথভাবে পোশাক পরলে শয়তান তা পরতে পারে না। কিন্তু খোলা থাকলে শয়তান তা পরে।(৬৫)

শয়তানের পাগড়ী

হযরত ত্বাউস (রহঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঝালর নিচে নামিয়ে মাথার উপরে রাখে, সে শয়তানের মতো পাগড়ী পরে।(৬৬)

শয়তান পানি খায় কীভাবে

(হাদীস) হযরত ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেছেনঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখনই পানি পান করতেন, তিনদমে পান করতেন। একদমে ঢক্‌ঢক্ করে পান করতে তিনি নিষেদ করেছেন। তিনি বলেছেন, এভাবে শয়তান পান করে।(৬৭)

হযরত ইক্‌রিমাহ (রাঃ) বলেছেনঃ একদমে পানি পান করো না। এ হল শয়তানের পান করার পদ্ধতি।(৬৮)

খোলা পাত্রে শয়তান থুতু ফেলে

(হাদীস) হযরত যাযান (রহঃ) বলেছেনঃ কোন পাত্র ঢাকনা ছাড়াই সারা রাত খোলা থাকলে তাতে শয়তান থুতু ফেলে। হযরত আবু জাফর (রহঃ) বলেছেনঃ ওঁর ওই কথা আমি হযরত ইব্‌রাহীম নাখ্ঈ (রহঃ)-র কাছে উল্লেখ করতে, তিনি ওতে এটুকু সংযোজন করেছেন– অথবা ওই খোলা পাত্র থেকে পান করে।(৬৯)

শয়তানের গ্রাস

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ শয়তানের মুখের গ্রাস হল প্লীহা।(৭০)

শয়তানের সওয়ারী

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত খালিদ বিন মিইদান (রহঃ) ঃ একবার কিছু লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে একটা উটনী নিয়ে যায়। সেই উটনীর গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল। তিনি (তা দেখে) বলেন هٰذِهٖ مَطِيَّةُ الشَّيْطَانِ এ হল শয়তানের বাহন। (অর্থাৎ যে সওয়ারী পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা হয়, তার উপর শয়তানের খুব প্রভাব পড়ে।(৭১)

শয়তান কেমন পাত্রে পান করে

(হাদীস) হযরত উমার বিন আবী সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَشْرَبُوْا مِنَ الثُّلْمَةِ الَّتِى تَكُوْنُ فِى الْقَدْحِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا

তোমরা পাত্রের ভাঙা জায়গা থেকে পান করো না। কারণ ওখান থেকে শয়তান পান করে।(৭২)

শয়তান খায় এক আঙুলে

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلْاَكْلُ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ اَكْلُ الشَّيْطَانِ وَبِاِثْنَتَيْنِ اَكْلُ الْجَبَابِرَةِ وَبِالثَّلَاثِ اَكْلُ الْاَنْبِيَاءِ

এক আঙুলে শয়তান খায়, দু আঙুলে জালিমরা খায় আর তিন আঙুলে খান নবীগণ (অর্থাৎ তিন আঙুল দিয়ে খাওয়া নবীদের সুন্নাত)(৭৩)

শয়তানের উস্তাদ কে

আব্দুল গাফ্ফার বিন শুআইব (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাকে হযরত হাস্সান (রাঃ) বলেছেনঃ শয়তানের সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে বলে, আগে আগে তো আমি লোকজনকে (শয়তানী) তা'লীম দিতাম, কিন্তু এখন আমি নিজেই মানুষের থেকে (শয়তানী) তা'লীম হাসিল করি (অর্থাৎ বহু মানুষ এমন আছে, যারা শয়তানী কাজে শয়তানের চাইতেও এগিয়ে গেছে।।(৭৪)

কে শয়তানের সঙ্গী

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِذَا رَكِبَ الْعَبْدُ الدَّابَّةَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى رَدِفَهُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ تَغَنَّ فَاِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ الْغِنَاءَ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ فِى اُمْنِيَتِهِ حَتّٰى يَنْزِلُ

কোনও মানুষ আল্লাহর নাম না-নিয়ে (বিসমিল্লাহ না বলে) সওয়ারী পশুর পিঠে চাপলে শয়তান তার সঙ্গী হয় এবং তাকে বলে, কিছু (গান) গাও। সে ভালো গাইতে না পারলে শয়তান তাকে বলে, কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা করো। সুতরাং সে নানান আশা-আকাঙ্ক্ষার জালেই আটকে থাকে, যতক্ষণ না সওয়ারী থেকে নামে।(৭৫)

শয়তান পাক না নাপাক

ইবনু ইমাদ হামবলী (রহঃ) লিখেছেনঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই বাণী সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করছে যে, ইবলীস 'নাযাসুল আইন' (অর্থাৎ এমন নাপাক, যা খাওয়া-পরা-ছোঁওয়া নাজায়েয)(৭৬) ইমাম বাগবী (রহঃ) শারহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মুশ্‌রিকদের মতো ইবলীসও 'তাহিরুল আইন' ('আপাত-পবিত্র'?)। তাঁর এই মতের সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেছেন- জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়তে থাকা অবস্থায় শয়তানকে ধরেছিলেন অথচ নামায ভাঙেননি। সুতরাং ইব্‌লীস নাপাক হলে নবীজী ওকে নামাযের মধ্যে পাকড়াও করতেন না। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে ইব্‌লীস কার্যকলাপের বিচারে মারাত্মক রকমের অপবিত্র এবং ওর স্বভাব চরিত্রও চরম পর্যায়ের কলুষিত।(৭৭)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) ইবনে জারীর।

(২) আবু আশ্-শায়খ, কিতাবুল আযামাহ্। মাকায়িদুশ্ শায়তান, হাদীস নং ৪। দুররুল মানসুর, ৩ ঃ ৪৭।

(১) কিতাবুল ফুনূন, ইবনু আকীল।

(২) সূরা বাকারা, আয়াত ৩৪।

(৩) সূরা বাকারা, আয়াত ৫০।

(৪) সূরা বাকারা, আয়াত ৩০।

(৫) সূরা বাকারা, আয়াত ৩০।

(৬) সূরা বাকারা, আয়াত ৩০।

(৭) ইবনু জারীর, তবারী।

(৮) ইবনু জারীর, তবারী। ইবনুল মুনযির।

(৯) ইবনু জারীর। ইবনুল মুনযির। কিতাবুল আযামাহ, আবু আশ্-শায়খ। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(১০) ইবনু জারীর তবারী।

(১১) ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(১২) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া (৭২), পৃষ্ঠা ৯১) আদ-দুররুল মানসুর, ১ ঃ ৫৫।

(১৩) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া (৭২), পৃষ্ঠা ৯১। ইবনু আবী হাতিম। আল্ আযদাদ্ ইবনুল আমবারী। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। দুররুল মানসুর, ১ ঃ ৫।

(১৪) অনুবাদক।
(১৫) ইবনু জারীর।
(১৬) ইবনুল মুনযির। কিতাবুল আযামাহ্, আবু আশ-শায়খ।
(১৭) সূরা কাহাফ, আয়াত ৫০।
(১৮) আব্দুর রায্যাক। ইবনু জারীর।
(১৯) ইবনু আবী হাতীম, আবূ আশ্-শায়খ।
(২০) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ দুনইয়া (৩৩), পৃষ্ঠা ৫৩। ইবনু আবী হাতিম। আবুশ শায়খ। হুলইয়াহ, আবু নাঈম ৯ ঃ ৬৩। আদ্ দুররুল মানসুর, ৪ ঃ ২২৭।
(২১) ইবনু জারীর। আবুশ শায়খ।
(২২) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। ইবনু আবী হাতিম। আবুশ শায়খ। মাসায়িবুল ইন্সান, ইবনু মুফলিহ্, মুকদ্দিসী।
(২৩) ইবনু জারীর।ইবনু আবী হাতিম।
(২৪) ইবনু জারীর।
(২৫) ইবনুল মুনযির। ইবনু আবী হাতিম।
(২৬) সূরা বানী ইস্রাঈল, আয়াত ৬১।
(২৭) তবাকাতে ইবনু সাআদ। ইবনু জারীর। ইবনু আবী হাতিম।
(২৮) তাফসীর, আবদুর রায্যাক। তাফসীর, ইবনু জারীর তবারী।
(২৯) তাফ্সীর, আবদুর রায্যাক। তাফ্সীর, ইবনু জারীর তবারী।
(৩০) তাফ্সীর, ইবনু জারীর।
(৩১) ইবনু আবী শায়বাহ।
(৩২) তিরমিযী শরীফ, ২ঃ ২২৩।
(৩৩) ইবনু আবী হাতিম।
(৩৪) কিতাবুল আযামাহ্, আবুশ্ শায়খ। হুলইয়াহ, আবূ নাঈম।
(৩৫) ইবনু জুরাইস, ফাযায়িলুল কোরআন।
(৩৬) মুসলিম, কিতাবুল মুনাফিকীন, হাদীস ৬৬-৬৭। মুসনাদে আহমাদ, ৩ ঃ ২১৪, ৩৩২, ৩৫৪, ৩৮৪। হুলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ ঃ ৯২।
(৩৭) মুসনাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৬৬, ৯৭, ৩৮৮। মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, বাব ৮৮। তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, বাব ৬৩, হাসান-সহীহ্ হাদীস।
(৩৮) কিতাবুল কলাইদ, আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন শায়বাহ।
(৩৯) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া।
(৪০) মাকায়িদুশ শায়তান, ইবনু আবিদ দুনইয়া (৭৭) জামিই সগীর (২৩৮১)। ফাইযুল কদীর, ২ঃ ৪৯৮। মাসাবিউল আখলাক, খরায়িতী (৪৫, ১৩৩)। তবারানী, কাবীর, হাদীস নং ৩৬৮৫৫। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৫ঃ৯৬। হুলইয়াহ, আবূ নাঈম, ৬ঃ ৩০৯। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।
(৪১) মাজমাউয্ যাওয়াইদ।, ২ ঃ ২৬২; ৫ ঃ ৯৬। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৫ ঃ ১৮৫; ৭ ঃ ৫১৬। তাখরীজুল ইরাকী লিইহ্য়াউল উলূম, ১ঃ ৩৫৯; ৩ঃ ১৩৩। কান্যুল উম্মাল,

১২৩৩. ১২৩৪। তারীখে ইসবাহান, আবূ নাঈম, ২ ঃ ২০৪। মীযানুল ইইতিদাল, ২৭৪১। ইবনু আদী। বায়হাকী।
(৪২) মাকায়িদুশ শায়তান, ইবনু আবিদ দুনইয়া (৩১)।
(৪৩) মুসান্নিফ ইবনু আবী শায়বাহ্, কিতাবুল আওয়াইল, ইবনু আবী আরুবাহ্।
(৪৪) তবারানী, কাবীর, ৬ ঃ ৩০৯। মাজ্মাউয্ যাওয়াইদ, ৪ ঃ ৯৯। কান্যুল উম্মাল, ৯৩৩৪। তারীখে বাগ্দাদ, ১২ ঃ ৪২৬।
(৪৫) মূলগ্রন্থে এখানে কোনও 'হাওয়ালা' দেওয়া হয়নি।
(৪৬) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৩৪), ইব্নু আবিদ দুনইয়া।
(৪৭) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৩৫), ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। তালবীসুল ইব্লীস। ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩ ঃ ৩৭। আদ্-দুররুল মান্সুর, ৪ ঃ ২২৭।
(৪৮) বুখারী, কিতাবুল আহ্কাম, বাব ২১; কিতাবু বাদ্উল খল্ক, বাব ১১; কিতাবুল ইইতিকাফ, বাব ১১-১২। মুসলিম। আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সওম, বাব ৭৮। ইব্নু মাজাহ্, কিতাবুল আদাব, বাব ৬৫। দারিমী, কিতাবুর রিকাক, বাব ৬৬। মুস্নাদে আহ্মাদ, ৩ ঃ ১৫৬, ২৮৫, ৩০৯, ৬ ঃ ৩৩৭।
(৪৯) ফাইযুল ক্বাদীর, শার্হু জামিই সগীর, ১ ঃ১১।
(৫০) মুসলিম, কিতাবুল লিবাস, হাদীস ৪১। আবূ দাউদ, কিতাবুল লিবাস, বাব ৪২। নাসায়ী, কিতাবুন্ নিকাহ্, বাব ৮২। মুস্নাদে আহ্মাদ, ৩ ঃ ২৯৩, ৩২৪। মিশ্কাত (৪৩১০)। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৫ ঃ ২৯২।
(৫১) মুউজামে আউসাত, তবারানী। আত্ ত্বিব্ব, আবূ নাঈম। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৮ ঃ ১১২। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৫ ঃ ১৪৩। আত্ ত্বিব্বুন নববী, যাহাবী (১৫)। কান্যুল উম্মাল, ২১৪৭৭। আল্ আহকামুন নাবাবিয়্যাহ্ ফী যিলালাতি, ত্বিব্বিয়্যাহ, ১ ঃ ১১৪। ফাত্হুল বারী, ১১ ঃ ৭০। কুরতুবী, ১৩ ঃ ২৩। কাশ্ফুল খফা, ২ ঃ ১৫৪। কুইসিরানী, ৫৮৩। দুরার, ১২২।
(৫২) তবারানী, সগীর।
(৫৩) মুআত্তায়ে মালিক। মুস্নাদে আহ্মাদ। ইবনু মাজাহ। শারহুস্ সুন্নাহ। বাদায়িউল মানান। সাআতী। সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ। মিশ্কাত। তালখীসুল জিয়ার। মুস্নাদে শাফিঈ। আল্ ইস্তিয্কার। আত্ তাম্হী., ইবনু আব্দুল বার্র। আল্ ফাকীহ্ অল-মুহাফাককিহ্, খতীব বাগ্দাদী।
(৫৪) আবূ দাউদ। সুনানু নাসায়ী। বুখারী। মুসলিম।
(৫৫) কুরতুবী, ১ ঃ ৬৩। তাহ্যীবে তারীকে দামিশ্ক, ইবনু আসাকির, ৩ ঃ ১২৪।
(৫৬) মুস্নাদে আহ্মাদ, ৩ ঃ ৪১৪। আল্ বিদায়াহ্ অন্ নিহায়াহ্, ১ ঃ ৬২।
(৫৭) মুসান্নিফে ইবনু আবী শায়বাহ্। কিতাবুল আদাব, আবূ বকর আল-খিলাল।
(৫৮) মুসান্নিফে ইবনু আবী শায়বাহ্। কিতাবুল আদাব, আবূ বকর আল্ খিলাল।
(৫৯) কিতাবুল আদাব, আবূ বকর আল-খিলাল।
(৬০) মুসান্নিকে ইবনু আবী শায়বাহ। কিতাবুল আদাব, আবূ বকর আল্-খিলাল।
(৬১) বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব ৪; কিতাবুল আমাল ফিস্ সলাত, বাব ১৮। মুসলিম,

কিতাবুস সলাত, হাদীস নং ১৯; কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস ৮৩-৮৪। আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব ৩১। নাসায়ী, কিতাবুল আযান, বাব ৩০। দারিমী, কিতাবুস, সলাত, বাব ১১, ১৭৪। মুআত্তায়ে মালিক, কিতাবুন নিদা, হাদীস ৬। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ৩১৩, ৪৬০, ৫০৩, ৫২২। বায়হাকী, ১ ঃ ৩২১। তাজরীদ, ২৮৩। তারগীব অ তারহীব, ১ ঃ ১৭৭। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ৩২৪। কানযুল উম্মাল, ৩০৮৮৩, ২০৯৪৭, ২০৯৪৯।

(৬২) ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৬১৭। মুশকিলুল আসার, ২ ঃ ১৪১। তাজরীদ, ২৬৭। বুখারী, ৭১৯৯। মুসলিম, কিতাবুল লিবাস, বাব ১১, হাদীস ৬৮। আবূ দাউদ, ৪১৩৬। তিরমিযী, ১৭৭৪। ইবনু আবী শায়বাহ্, ৮ ঃ ২২৮। মিশ্‌কাত, ৪৪১১। ফাত্‌হুল বারী, ১০ ঃ ৩০৯। কান্‌যুল উম্মাল, ৪১৬০২।

(৬৩) বুখারী, কিতাবু, বাদ্‌উল খলক বাব ১৫। মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র, হাদীস ৮২। তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাআত, বাব ৫৬। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ২ঃ ৩০৬, ৩২১, ৩৬৪। আবূ দাউদ, ৫১০২। শারহুস্ সুন্নাহ, ৫ ঃ ১২৬। মিশ্‌কাত, ২৪১৯। আল্ হাবায়িক ফী আখ্‌বারিল মালায়িক, ১৪৯। তাফসীর ইবনু কাসীর, ৬ ঃ ৩৪২। আল্ আদাবুল মুফ্‌রাদ্ ১২৩৬।

(৬৪) আবূ আহ্‌মাদ আল্ হাকিম, ফিল কিনা। কামিল, ইবনু আদী, ১১৭২। ইবনু কানিই। ইবনুস সুকুন। ইবনু মান্‌দাহ। আবূ নাঈম, ফিল-মাঅ্‌রিফাত্। বায়হাকী, ফী শুআবুল ঈমান। আল্-জামিই আস্-সগীর। মাজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ, ৫ ঃ ১৩০। জাম্‌উল জাওয়ামিই, ৫৬১৯। কান্‌যুল উম্মাল, ৪১১৬১। ফাত্‌হুল বারী, ১০ ঃ ৩০৬। মুস্‌নাদুল ফির্‌দাউস, দায়লামী, হাদীস ৩৬৮৮; ২ ঃ ৩৭৯। মারাসীল, আবূ দাউদ। আল-জামিই আল্ কাবীর, ১ ঃ ৮৪।

(৬৫) মুউজামে আউসাত, ত্বাবারানী। আল্-জামিই আল্-কাবীর, ১ ঃ ১১৭। মাজ্ মাউয্ যাওয়াইদ, ৫ ঃ ১৩৫। কান্‌যুল উম্মাল, ৪১০৯৯, ৪১১২৬।

(৬৬) বায়হাকী।

(৬৭) বায়হাকী।

(৬৮) বায়হাকী।

(৬৯) মুসান্নিফে আব্‌দুর রয্‌যাক, মুসান্নিফে ইবনু আবী শায়বাহ।

(৭০) ইবনু আবী শাইবাহ্।

(৭১) ইবনু আবী শায়বাহ্।

(৭২) আবূ নাঈম। জামিই কাবীর, ১ ঃ ৮৯৩। দাইলামী, ৭৩৬৮, ৫ ঃ ৩২। যাহ্‌রুল ফির্‌দাউস, ৪ ঃ ১৮২। কান্‌যুল উম্মাল, ৪১০৮৪।

(৭৩) দায়লামী, হাদীস নং ৪৩৬। ইবনু নাজ্জার। আত্‌হাফুস্ সাদাতুল মুত্তাক্বীন, ৫ ঃ ২৭২। কান্‌যুল উম্মাল, ৪০৮৬৬। জামিই সগীর, ৩০৭৪। জাম্‌উল জাওয়ামিই, ১০১৫২। ফাইযুল ক্বদীর, ৩ ঃ ১৮১।

(৭৪) তারীখ, ইবনু আসাকির।

(৭৫) দায়লামী। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস ২৪৯৯৫। আল্ জাম্‌উল কাবীর, ১ ঃ ৬১।

(৭৬) সিরাজ, আলজাওযাতুল জান্ন।

(৭৭) শার্‌হুস্ সুন্নাহ। ইমাম বাগবী।

নবী-রসূলদের সাথে শয়তানের ঔদ্ধত্য

জান্নাতে হযরত আদমের কাছে শয়তান পৌঁছেছে কীভাবে

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) এবং কতিপয় সাহাবী (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে বলেছিলেন اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো (২ ঃ ৩৫) তখন ইব্‌লীস তাঁদের উভয়ের কাছে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু জান্নাতের প্রহরীরা তাকে আটকে দেয়। শয়তান তখন সাপের কাছে আসে। সেই সময় উটের মতো সাপেরও চারটি পা থাকত। এবং সেই সাপ অন্যান্য পশুদের চাইতে দেখতে খুব সুন্দর হত। শয়তান সেই সাপের সাথে এ-বিষয়ে কথা বলে যে, সে যেন নিজের মুখের মধ্যে তাকে বসিয়ে নেয়, যাতে সে আদমের কাছে পৌঁছতে পারে। সুতরাং সাপটা তার মুখের মধ্যে শয়তানকে পুরে নিল। তারপর প্রহরীদের সামনে দিয়ে দিব্যি জান্নাতে ঢুকে পড়ল। প্রহরীরা বুঝতেই পারল না। কেননা, আল্লাহ যে কাজ করার মনস্থ করে রেখেছেন, তা তো হবেই। তাই শয়তান সাপের মুখ দিয়ে কথা বলল। কিন্তু ওভাবে কথা বলে শয়তান, তার বিচারে, কোনও ফায়দা পেল না। তাই এরপর সে হযরত আদমের কাছে গেল এবং বলল- হে আদম! আমি কি আপনাকে চিরস্থায়ী গাছ ও অবিনশ্বর দেশের সন্ধান দেব না?(১)

হযরত হাওয়াকে শয়তান অস্‌অসা দিয়েছে কেমন করে?

হযরত সাঈদ বিন আহমাদ বিন হাযরমী (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়াকে জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ দেবার পর একদিন হযরত আদম (আঃ) (একা) জান্নাতে ভ্রমণ করতে বের হয়েছিলেন। ইবলীস তাঁর ওই অনুপস্থিতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এবং সে হযরত হাওয়ার কাছে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে ইবলীস এমন সুন্দর সুললিত তানে বাঁশি বাজাতে শুরু করে যে, অমন মনকাড়া সুর কেউ কখনও শোনেনি। সেই বাঁশির সুরে শেষপর্যন্ত হযরত হাওয়ার রন্ধ্রে শিহরণ ঘটে যায়। তারপর শয়তান বাঁশি সরিয়ে বিপরীত দিক থেকে অত্যন্ত করুণ কান্নার সুরে বাজাতে শুরু করে। অমন বিষাদের সুরও কেউ তখনও শোনেনি।

হযরত হাওয়া তখন শয়তানের উদ্দেশে বলেন, তুমি এ কী জিনিস এনেছ?

শয়তান বলে, জান্নাতে আপনাদের অবস্থান আর আল্লাহর দরবারে আপনাদের সম্মান দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি (তাই প্রথমে খুশির সুরে বাঁশি বাজিয়েছি)। তারপর এখান থেকে আপনাদের বের করে দেবার কথা মনে পড়ায় দুঃখিত হয়েছি (সেজন্য কান্নার সুরে বাঁশি বাজিয়েছি)। আচ্ছা, আপনাদের প্রতিপালক তো আপনাদের বলেছেন যে, আপনারা এই গাছের ফল খেলে মারা পড়বেন এবং এই জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবেন। হে হাওয়া, আমাকে দেখুন, আমি এই গাছের ফল খাচ্ছি। খাওয়ার পর যদি আমি মারা পড়ি কিংবা আমার আকার আকৃতি বদলে যায়, তাহলে আপনারা খাবেন না। আমি আপনাদের আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনাদের রব, আপনাদেরকে এই গাছের ফল খেতে মানা করেছেন কেবল এইজন্য, যাতে আপনারা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারেন। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু।(২)

হযরত আদমের হাত ও ইবলীসের হাত

হযরত সাররি বিন ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) বলেছেনঃ যখন হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল গম। আর... এর উপর ইবলীস রেখেছিল তার (অমঙ্গলের) হাত। সুতরাং তার হাত যে জিনিসে পড়েছে, তার ফায়দা উবে গেছে।(৩)

হযরত হাওয়ার সামনে শয়তান

(হাদীস) হযরত সামুরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَمَّا وَلَدَتْ حَوَاءُ طَافَ بِهَا اِبْلِيْسُ وَكَانَ لَا يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيْهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَاِنَّهُ يَعِيْشُ فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَاِنَّهُ يَعِيْشُ فَسَمَّتْهُ عَبْدَالْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَاَمْرِهِ

হযরত হাওয়া একবার বাচ্চা প্রসব করার পর ইবলীস তাঁর চারদিকে ঘোরে। কারণ, তাঁর কোনও বাচ্চা বেঁচে থাকত না। শয়তান বলে, 'আপনি এর নাম রাখুন 'আবদুল হারিস'। তাহলে এ মরবে না।' সুতরাং হযরত হাওয়া সেই বাচ্চার নাম রাখেন আবদুল হারিস। এবং বাচ্চাটি বেঁচে থাকে। তিনি ওই কাজটি করেছিলেন শয়তানের প্ররোচনায় ও তার কথায়।(৪)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ পরে হযরত আদম (আঃ) ওই খবর জানতে পেরে হযরত হাওয়াকে বলেন, যে এই কাজ করেছে, সে ছিল তোমার শত্রু শয়তান। সুতরাং বাচ্চাটির সেই নামও তিনি বদলে দেন।(৫) –অনুবাদক

হাবীল-হত্যায় হযরত আদমের সাথে শয়তানের বিতর্ক

হযরত আদম (আঃ)-এর এক ছেলে (কাবীল) নিজের ভাই (হাবীল)-কে হত্যা করলে হযরত আদম (আঃ) বলেনঃ

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا ـ فَوَجْهُ الْاَرْضِ مُغَبَّرٌ قَبِيْحٌ
تَغَيَّرَ كُلُّ ذِيْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ ـ وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الصَّبِيْحِ
قَتَلَ قَابِيْلُ هَابِيْلًا اَخَاهُ ـ فَوَاجَزَنِيْ مَضَى الْوَجْهِ الْمَلِيْحِ

ঃ বঙ্গায়নঃ

পেরেশান হয়ে পড়েছে সকল জনপদ ও তার বাসিন্দারা,
ধূলির ধরনী হয়েছে মলিন বদলে গিয়েছে তার চেহারা।
সুস্বাদু আর সুদৃশ্য সব বস্তুগুলো বদলে গেছে,
দীপ্তিভরা চেহারাগুলোর সজীবতা হারিয়ে গেছে।
কাবীল তাহার ভাই হাবীলকে নিজের হাতে খুন করল।
পেরেশান আমায় করল সে আর চাঁদের বদন বিদায় নিল।

শয়তান তখন উত্তরে বলেঃ

تَنَحَّ عَنِ الْبِلَادِ وَسَاكِنِيْهَا ـ فَبِيْ فِى الْخُلْدِ ضَاقَ بِكَ الْفَسِيْحُ
وَكُنْتَ بِهَا وَزَوْجُكَ فِيْ رُخَاءٍ ـ وَقَلْبُكَ مِنْ آذَى الدُّنْيَا مَرِيْحٌ
فَمَا اَنْفَكُّتُ مَكَايِدَتِيْ وَمَكْرِيْ ـ اِلٰى اَنْ فَاتَكَ التَّمْرُ الذَّبِيْحُ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

জনপদ ও তার বাসিন্দাদের থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন,
মোর কারণে বিশাল স্বর্গ সঙ্কুচিত তোমার জন্য।
তুমি ও তোমার স্ত্রী ছিলে মজার সাথে জান্নাতে,
এবং তোমার মনটা ছিল মুক্ত ধরার কষ্ট হতে।
আমিও তাই চালিয়ে যাচ্ছি আমার ছলাকলা যত,
শেষ অবধি তোমার থেকে টাটকা খেজুরও লুণ্ঠিত।(৬)

হযরত নূহের (আঃ) কাছে শয়তান

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ) নৌকায় চড়ার পর তাকে এক অচেনা বুড়োকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে?

– আমি শয়তান

– কেন এসছিস এখানে?

– আপনার অনুরাগীদের মন-মগজ খারাপ করতে। ওদের দেহগুলো আপনার কাছে থাকলেও মনগুলো আছে আমার সাথে।

– ওরে আল্লাহর দুশ্মন! বের হয়ে যা এখান থেকে।

– (আমাকে এখন নৌকা থেকে নামাবেন না।) শুনুন, পাঁচটা বিষয় এমন আছে, যেগুলোর দ্বারা আমি মানুষকে গুম্‌রাহ করি। সেগুলোর মধ্যে তিনটে আমি বলে দিচ্ছি আর দুটো গোপন রাখছি। সেই সময় হযরত নূহকে এ মর্মে অহী করা হয় যে, তুমি শয়তানকে বল, মানুষকে গুমরাহ করার যে দুটো জিনিস ও গোপন রাখতে চাইছে, ওই দুটো জিনিসের কথা বলতে। শয়তান বলে, সেই দুটো জিনিসের মধ্যে একটা হল 'হিংসা'– এরই কারণে আমি অভিশপ্ত এবং বিতাড়িত শয়তান হয়েছি। আর দ্বিতীয় জিনিসটা হল 'লোভ'– (আল্লাহ, হযরত আদমের জন্য জান্নাত হালাল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আদম জান্নাতে চিরকাল থাকায় লোভ করেছিলেন। তাই) এরই কারণে আমি নিজের উদ্দেশ্য সফল করেছি।

হযরত নূহের কাছে শয়তানের তওবার ভাঁওতা

হযরত আবুল আলিয়াহ (রহঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকা ছাড়ার সময়, নৌকার পিছন দিকে শয়তানকে উপস্থিত থাকতে দেখে, হযরত নূহ্ বলেন, তুই ধ্বংস হ! তোরই কারণে ডাঙার মানুষেরা ডুবে মরেছে! তুই ওদের সর্বনাশ করেছিস।

ইবলীস বলে, আমি কী করতে পারি?

হযরত নূহ্ বলেন, তুই তওবা কর।

ইবলীস বলে, তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে জেনে দেখুন যে, আমার তওবা কবুল হবার সম্ভাবনা আছে কি না।

তো হযরত নূহ তখন আল্লাহর কাছে ও বিষয়ে দু'আ করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ও যদি আদমের কবরে সাজদা করে, তাহলে ওর তওবা কবুল হতে পারে। হযরত নূহ শয়তানকে বলেন, তোর তাওবার পদ্ধতি ঠিক হয়ে গেছে। শয়তান বলে, কীভাবে? হযরত নূহ বলেন, আদমের কবরে তোকে সাজদা করতে হবে।

শয়তান বলে, জ্যান্ত আদমকে আমি সাজ্‌দা করিনি, এখন মরা আদমকে কীভাবে সাজ্‌দা করতে পারি![৭]

নূহের নৌকায় শয়তান ঢুকেছে কীভাবে

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহের নৌকায় সবার আগে উঠেছিল পিঁপড়ে এবং সবার শেষে উঠেছিল গাধা। ইবলীস উঠেছিল গাধার লেজ ধরে ঝুলতে থাকা অবস্থায়।[৮]

নৌকায় ওঠার সময় শয়তানের ঔদ্ধত্য

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ) তাঁর নৌকায় সবার আগে পিঁপড়েকে তুলেছিলেন এবং সবার শেষে তুলেছিলেন গাধাকে। গাধা তার দেহের সামনের অংশ নৌকায় তোলার পর ইবলীস তার লেজ জড়িয়ে ধরে, যার কারণে গাধা তার পা ভিতরে নিয়ে যেতে পারেনি। হযরত নূহ তখন (গাধার উদ্দেশে) বলেন, তুই ধ্বংস হ! আয়, ভিতরে চলে আয়। গাধাটা তখন পা তোলে। কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না। অবশেষে হযরত নূহ বলেন, তোর সাথে শয়তান থাকলেও পুরোপুরি ভিতরে চলে আয়। হযরত নূহ একথা বলতেই শয়তান গাধার রাস্তা ছেড়ে দেয়। ফলে গাধা ভিতরে ঢুকে যায়। তার সাথেই শয়তানও ঢুকে পড়ে। হযরত নূহ তখন শয়তানকে বলেন, ওরে খোদার দুশমন, কে ঢোকাল তোকে? শয়তান বলল, আপনিই তো (গাধাকে) বললেন, তোর সাথে শয়তান থাকলেও পুরোপুরি ভিতরে চলে আয়। হযরত নূহ বলেন, যা, ভাগ, এখান থেকে। শয়তান বলে, 'আমাকে নৌকায় তুলে নেওয়া আপনার জরুরি। (কেননা আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ আমাকেই এই বন্যার আযাব থেকে এই নৌকারই মাধ্যমে বাঁচাবেন।) সুতরাং শয়তান এরপর সেই নৌকার ছাদে গিয়ে ওঠে।[৯]

গাধার লেজে ইব্‌লীস

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন গাধাকে নৌকায় ওঠানোর ইচ্ছা করেন, সেই সময় হযরত নূহ (আঃ) (নৌকায় তোলার জন্য) গাধার কান ধরে টানেন এবং শয়তানও তখন গাধাটার লেজ ধরে টানতে থাকে। অর্থাৎ একদিকে হযরত নূহ গাধাটাকে তাঁর দিকে টানছিলেন, আর অন্যদিকে অভিশপ্ত ইবলসীসও টানছিল তার নিজের দিকে। একসময় হযরত নূহ (আঃ) (গাধার উদ্দেশ্যে) বললেন, 'ওরে শয়তান, উঠে আয়।' অমনি গাধাটা নৌকার ভিতরে ঢুকে যায় এবং তার সাথে শয়তানও ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারপর নৌকা যখন চলছিল সেই সময় ইবলীস গাধার লেজ থেকে গান গাইতে শুরু করে। হযরত নূহ বলেন, 'তুই ধ্বংস হ! কে তোকে নৌকায় ওঠার অনুমতি দিল?'. শয়তান বলল, 'আপনিই তো দিয়েছেন।' হযরত নূহ বললেন, 'আমি আবার কখন তোকে অনুমতি দিলাম?' শয়তান বলল, 'আপনি তো গাধাকে বলেছেন, 'ওরে শয়তান উঠে আয়।'-আপনার ওই অনুমতি পেয়েই তো আমি উঠেছি।[১০]

ইব্‌লীস বসেছে নৌকার বাঁশে

বর্ণনায় হযরত আত্বা **(রহঃ) ও হযরত যাহহাক (রহঃ)** ঃ নূহের জাহাজে বসার জন্য ইবলীস এলে হযরত নূহ তাকে হাটিয়ে দেন। শয়তান বলে, হে নূহ! আমাকে তো (কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার) সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উপর আপনার কোনও ক্ষমতা চলবে না (অর্থাৎ আপনি আমাকে আটকাতে পারবেন না)। হযরত নূহ ভাবলেন, ও তো ঠিক কথাই বলেছে। তাই ওকে জাহাজের মাস্তলে বসার অনুমতি দেন।[১১]

নূহের নৌকা, শয়তান ও আঙুর

হযরত মুসলিম বিন ইয়াসার (রহঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিল যে, তিনি যেন নিজের সাথে (জাহাজে) এক জোড়া করে প্রতিটি সৃষ্টিবস্তু তুলে নেন। সেগুলির সাথে একজন ফিরিশ্‌তাও থাকবেন। সুতরাং তিনি জোড়ায়-জোড়ায় প্রত্যেক সৃষ্টিকে জাহাজে তোলেন, বাদ পড়ে গিয়েছিল কেবল আঙুর। ইবলীস সেই সময় আঙুর নিয়ে এসে বলল, এগুলোর সবই আমার। হযরত নূহ ফিরিশ্‌তার দিকে তাকালেন। সুতরাং আপনি এর সঙ্গে সুন্দরভাবে ভাগাভাগি করে নিন। হযরত নূহ বললেন, খুব ভালো! তাহলে আঙুরের তিনভাগের দু'ভাগ আমার আর একভাগ ওর। ফিরিশ্‌তাটি বললেন, 'আপিন এর চাইতেও সুন্দরভাবে ভাগ করুন।' তখন হযরত নূহ বলেন, 'অর্ধেক আমার, অর্ধেক ওর।' ইবলীস বলে, 'না, সবই আমার। হযরত নূহ তখন ফিরিশ্‌তার দিকে তাকান। ফিরিশ্‌তা বলেন, এ আপনার অংশীদার। হযরত নূহ বলেন, খুব ভালো। তিনভাগের এক ভাগ আমার এবং তিনভাগের দুভাগ ওর। ফিরিশ্‌তা বলেন, খুবই সুন্দর ভাগ করেছেন আপনি। আপনি পরোপকারী। আপনি এ জিনিস খাবেন আঙুর রূপে। আর ও খাবে তিনদিন ধরে কিশমিস বানিয়ে ও নির্যাস বের করে।[১২]

ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহঃ)-এর সূত্রেও এরকম বর্ণনা আছে। তবে শেষে এ রকম আছে আপনি এ (আঙুর) কে জ্বাল দেবেন, যার দ্বারা তিনভাগের দুভাগ মন্দজিনিস বেরিয়ে যাবে, সেটা হবে শয়তানের, আর বাকি তিনভাগের একভাগ হবে আপনার (অর্থাৎ মানুষের) পান করার জন্য।[১৩]

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ শয়তান আঙুরের গোছা নিয়ে হযরত নূহের সাথে ঝগড়া করে এবং বলে, এটা আমার। হযরত নূহ বলেন, না এটা আমার। অবশেষে এভাবে মীমাংসা হয় যে এক তৃতীয়াংশ হযরত নূহের এবং দুই তৃতীয়াংশ শয়তানের।[১৪]

হযরত মূসার (আঃ) সাথে শয়তানের সাক্ষাৎ

হযরত ইবনু উমর (রাঃ) বলেছেন ঃ হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথেও শয়তান সাক্ষাৎ করেছিল। এবং সে বলেছিল হে মূসা! আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর রসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন। এবং আপনার সঙ্গে তিনি কথাও বলেছেন। তা, আমি তো আল্লাহর এক সৃষ্টি। আমি একটা গুনাহ করে ফেলেছি। এখন তাওবা করতে চাইছি। আপনি আল্লাহর দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমার তাওবা কবুল করেন।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর উদ্দেশে দুআ করেন। আল্লাহ বলেন, ওহে মুসা! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি।

সুতরাং হযরত মুসা (আঃ) ইবলীসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং তাকে বলেন, আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তুই যদি হযরত আদমের কবরে সাজ্‌দা করিস, তবে তোর তাওবা কবুল করা হবে।

শয়তান তখন অহংকারে উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, আমি যাকে বেঁচে থাকাকালে সাজ্‌দা করিনি, মারা যাবার পর তাকে কীভাবে সাজদা করতে পারি! এরপর ইবলীস বলে, হে মুসা! আপনি যেহেতু আমার জন্য সুপারিশ করেছেন, সেহেতু আমার উপর আপনার হক এসে গেছে। তাই বলছি, আপনি তিনটি ক্ষেত্রে আমার কথা স্মরণ করবেন। (অর্থাৎ আমার বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকবেন।) ধ্বংসের সেই ক্ষেত্র বা পরিস্থিতি তিনটি হল এইঃ

(১) যখন রাগ হবে, মনে করবেন, ওটা আমার প্রভাবে হয়েছে, যা আপনার অন্তরে পড়েছে। আমার চোখ সেই সময় আপনার চোখে বসানো থাকে। এবং আমি সেই সময় আপনার রক্তের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকি।

(২) যখন দু'দল সৈন্য পরস্পর যুদ্ধ করতে থাকে, সেই সময় আমিই মুজাহিদের কাছে আসি। এবং তাকে তার বিবি-বাচ্চার কথা মনে পড়িয়ে দিতে থাকি, যতক্ষণ না সে পিছনে ফিরে পালায়।

(৩) না-মাহ্‌রম (যার সঙ্গে বিয়ে অবৈধ নয় এমন) মহিলার সঙ্গে বসা থেকেও বাঁচবেন। কেননা সেই সময় আমি পরস্পরের দূত হিসাবে কাজ করি।[১৫]

হযরত মূসার (আঃ) সাথে শয়তানের বাক্যালাপ

হযরত মূসা (আঃ) একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। সেই সময় অভিশপ্ত ইবলীস তাঁর কাছে আসে। তার মাথায় তখন ছিল একটা রঙচঙের টুপি। হযরত মূসার কাছাকাছি এসে শয়তান টুপিটা খুলে বলে, আস্ সালামু আলাইকা ইয়া মূসা!

হযরত মূসা জানতে চান, তুমি কে হে?

– আমি ইব্‌লীস।

আল্লাহ্ তোর সর্বনাশ করুন। কেন এসেছিস এখানে?

– আপনার হাতে মুসলমান হবার জন্যে। কারণ আপনার মান-মর্যাদা অনেক বেশি আল্লাহর দরবারে।

তোর মাথায় একটু আগে কী যেন দেখছিলাম?

– ওটা দিয়ে আমি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

মানুষ কী কাজ করলে তুই ওকে কাবু করে ফেলিস।

– যখন মানুষ আত্মপ্রশংসায় ডুবে যায় এবং নিজের কাজকে খুব বড় করে দেখে।– আপনাকে আমি তিনটি বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।

(১) যে মহিলা আপনার জন্য বৈধ নয়, তার সঙ্গে নির্জনে থাকবেন না। কারণ যখন কোনও মানুষ না-মাহ্‌রম্ মহিলার সঙ্গে নির্জনে থাকে, সেই সময় আমিও সেখানে উপস্থিত থাকি এবং তাদেরকে পাপকাজে জড়িয়ে দিয়ে তবেই ছাড়ি।

(২) আল্লাহর সঙ্গে আপনি কোনও অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করবেন। কেননা যে মানুষ আল্লাহর কাছে কোনও অঙ্গীকার করে, আমি তার পিছনে লেগে যাই এবং শেষ পর্যন্ত তাকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়েই ছাড়ি।

(৩) আর আপনি যখন দান-খায়রাতের জন্য টাকা পয়সা বের করবেন, তা অবশ্যই খরচ করবেন। কেননা, যে ব্যক্তি দান-খায়রাতের জন্য টাকা-পয়সা বের করে, আমি তার পিছনে লেগে যাই, যাতে সে ওই টাকা-পয়সাগুলো হকদারদের না দেয়।

এরপর শয়তান তিনবার ধ্বংস ধ্বংস ধ্বংস বলে চিৎকার করে চলে যায়। আর হযরত মূসাও জেনে যায় শয়তানের বিষয়ে মানুষকে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।[১৬]

হযরত মূসার (আঃ) কাছে শয়তানের আশা

জনৈক শায়খের সূত্রে হযরত ফুযাইল বিন আইয়াযের বর্ণনাঃ হযরত মূসা (আঃ) এর কাছে ইবলীস সেই সময় এসেছিল, যখন তিনি আল্লাহর কাছে দুআ প্রার্থনা করছিলেন। ফিরিশ্‌তারা ইবলীসকে বলেন, তুই ধ্বংস হয়ে যা! হযরত মূসার কাছে কী চাইতে এসছিস! তাও আবার এমন সময়ে, যখন তিনি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করছেন। শয়তান বলে, আমি তার কাছে সেই আশাই নিয়ে এসেছি, যে আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আদমের কাছে, যখন তিনি ছিলেন জান্নাতে।[১৭]

হযরত ইব্‌রাহীমের মুকাবিলায় শয়তান

হযরত কাআ্‌ব (রাঃ) বলেছেন ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) স্বপ্নে দেখেন যে তিনি নিজের ছেলে হযরত ইস্‌হাক (আঃ)-কে যবাহ্ করছেন। (নবী রসূলদের স্বপ্নও একধরণের অহী। অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীমকে স্বপ্ন অহীর মাধ্যমে ছেলেকে যবাহ্ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।) শয়তান সেকথা জানতে পেরে মনে মনে বলে,

এই এক মস্ত সুযোগ। এই সময় যদি ওদের ফিত্‌নায় ফেলতে না পারি, তবে আর কক্ষণো পারব না।

হযরত ইব্‌রাহীম ছেলেকে নিয়ে যবাহ্ করার জন্য বের হয়ে যাবার পর শয়তান হযরত সারা'র কাছে গিয়ে বলল, ইব্‌রাহীম সাহেব আপনার ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, জানেন?

হযরত সারা কোনও এক দরকারে।

শয়তানঃ না না। কোনও দরকারে নয়। বরং উনি নিয়ে যাচ্ছেন ওকে যবাহ্ করার জন্য।

হযরত সারা নিজের ছেলেকে উনি যবাহ্ করবেন কেন?

শয়তান ঃ ওঁর ধারণা, আল্লাহ ওঁকে ওই কাজ করার হুকুম দিয়েছেন।

হযরত সারা উনি আল্লাহর হুকুম পালন করলে তো ভালই করবেন।

শয়তান তখন হযরত সারার কাছ থেকে (ব্যর্থ হয়ে) হযরত ইসহাকের কাছে গিয়ে বলে, তোমার আব্বা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

হযরত ইস্‌হাক কোনও এক কাজে।

শয়তান ঃ না, কোনও কাজে নয়। উনি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন যবাহ্ করার জন্য।

হযরত ইস্‌হাক ঃ উনি আমাকে যবাহ্ করবেন কেন?

শয়তান ঃ ওঁর ধারণা, আল্লাহ ওঁকে ওই কাজ করার হুকুম দিয়েছেন।

হযরত ইস্‌হাক আল্লাহ যদি ওঁকে ওই হুকুম দিয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহর কসম! উনি অবশ্যই তা পালন করবেন।

হযরত ইস্‌হাকের কাছেও ব্যর্থ হবার পর শয়তান এবার গেল হযরত ইব্‌রাহীমের কাছে। বলল, ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন, জনাব?

হযরত ইব্‌রাহীম ঃ এক দরকারে।

শয়তান ঃ কোনও দরকারে নয়, বরং আপনি তো একে যবাহ্ করতে নিয়ে যাচ্ছেন।

হযরত ইব্‌রাহীম ঃ কেন আমি ছেলেকে যবাহ্ করব?

শয়তান ঃ আপনার ধারণা হয়েছে যে, আল্লাহ আপনাকে ও কাজ করার হুকুম দিয়েছেন।

হযরত ইব্‌রাহীম ঃ আল্লাহর হুকুম তো আমি অবশ্যই পালন করব।

সুতরাং শয়তান হযরত ইব্‌রাহীমের কাছেও ব্যর্থ হল। এবং ওঁদেরকে তার অনুসারী করার বিষয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।[১৮]

হযরত ইব্‌রাহীমের কুরবানীতে শয়তানের বাধা দেওয়া

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে নিজের ছেলে যবাহ্ করার নির্দেশ দিতে তিনি প্রস্তুতি নিলেন।

শয়তান মনে মনে ভাবল, এই একটা মোক্ষম সুযোগ। এই সময়ে আমি ইব্‌রাহীমের পরিজনদের মধ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা সৃষ্টি করতে পারি।

সুতরাং শয়তান হযরত ইব্‌রাহীমের বন্ধু সেজে তাঁর কাছে গেল। বলল, ওহে ইবরাহীম! কোথায় চলেছ?

হযরত ইব্‌রাহীম বললেন, একটা কাজে যাচ্ছি।

শয়তান বলল, আল্লাহর কসম! তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, তার জন্য নিজের ছেলেকে যবাহ্ করতে নিয়ে যাচ্ছ। আরে ভাই, স্বপ্ন কখনও সত্য হয়, কখনও মিথ্যাও হয়। তা ইস্‌হাককে যবাহ্ করা ছাড়া স্বপ্নে তুমি আর কিছু দেখ নি?

কিন্তু হযরত ইব্‌রাহীমকে টলাতে না পেরে শয়তান হযরত ইসহাকের কাছে গেল। বলল, ওহে ইসহাক! কোথায় চলেছ?

– আব্বার সাথে একটা কাজে।

– তোমার আব্বা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন যবাহ করতে।

– আমাকে যবাহ্ করলে ফায়দা কী হবে? তুমি কি কাউকে দেখেছ, নিজের ছেলেকে যবাহ্ করতে?

– উনি তোমাকে যবাহ্ করবেন আল্লাহর (হুকুম পালনের জন্য)।

– উনি যদি আল্লাহর জন্য যবাহ্ করেন, তো আমি সহ্য করব। আর আল্লাহ তো এর হকদার যে, আমি তাঁর জন্য কুরবান হয়ে যাব।

শয়তান যখন ইসহাককেও ভোলাতে পারল না, তো হযরত সারার কাছে গেল। গিয়ে বলল, ইসহাক কোথায় যাচ্ছে?

– ওর আব্বার সাথে একটা কাজে।

– উনি তো ওকে যবাহ্ করবেন।

– তুমি কি কাউকে দেখেছ, নিজের ছেলেকে যবাহ্ করতে?

– উনি ওকে যবাহ্ করবেন আল্লাহর জন্য।

– তাহলে তো কোনও অসুবিধা নেই। কেননা ওঁরা উভয়ে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ্ এমন এক সত্তা, যাঁর জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া যায়।

শয়তান দেখল, হযরত সারার কাছেও তার কোনও ছলচাতুরী খাটল না। তাই সে তখন (মিনা প্রান্তরে) জামারাতুল আকাবার কাছে এল এবং রাগের চোটে এত ফুলল যে, পুরো প্রান্তরে নিজের শরীর বিছিয়ে দিল। সেই সময় হযরত ইবরাহীমের সাথে একজন ফিরিশ্‌তা (হযরত জিব্‌রাঈল) ও ছিলেন। ফিরিশ্‌তা বললেন, হে ইব্‌রাহীম! আপনি (ওই অভিশপ্ত শয়তানকে) সাতবার কাঁকর ছুঁড়ে মারুন এবং প্রত্যেকবার কাঁকর ছোঁড়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলুন।

সুতরাং ওই পন্থায় শয়তান রাস্তা থেকে সরে গেল। এরপর হযরত ইব্‌রাহীম দ্বিতীয় জামরায় পৌছলেন। সেখানেও শয়তান রাগে শরীর ফুলিয়ে পুরো মাঠ ঢেকে রেখেছিল।

ফিরিশ্‌তা তখনও বললেন, হে ইব্‌রাহীম, ফের সাতবার কাঁকর মারুন। সুতরাং তিনি ফের সাতটা কাঁকর ছুঁড়লেন। এবং প্রত্যেক কাঁকর ছোঁড়ার সময় তাকবীর বললেন। যার ফলে শয়তান হটে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

এরপর হযরত ইব্‌রাহীম তৃতীয় জামরায় গেলেন। সেখানেও শয়তান শরীর ফুলিয়ে সব রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। ফিরিশ্‌তা তখনও কাঁকর মারতে বললেন। সুতরাং হযরত ইব্‌রাহীম ফের সাতটা কাঁকর মারলেন। এবং প্রতিটি কাঁকর ছোঁড়ার সময় 'আল্লাহ আকবার' বললেন। এর ফলে অভিশপ্ত শয়তান রাস্তা থেকে সরে গেল। এবং হযরত ইব্‌রাহীম কুরবানীর জায়গা পর্যন্ত গিয়ে পৌছলেন।(১৯)

হযরত ইব্‌রাহীম কাঁকর মেরেছেন শয়তানকে

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রতি যখন কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয় (এবং তিনি ওই নির্দেশ পালনার্থে বের হয়ে পড়েন), সেই সময় মিনা প্রান্তরে শয়তান হযরত ইব্‌রাহীমের পথ আটকায় এবং তাঁর সঙ্গে মুকাবিলা করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম জয়ী হন। এরপর হযরত জিবরাঈল তাঁকে 'জাম্‌রাতুল আকাবা'য় নিয়ে যান। সেখানেও শয়তান বাধা দিতে চায়। তখন হযরত ইব্‌রাহীম তাকে সাতবার কাঁকর মারেন। (ফলে শয়তান রাস্তা ছেড়ে সরে যায়।) তারপর হযরত ইব্‌রাহীম এগিয়ে যান। ফের মধ্য জামরায় গিয়েও শয়তান বাধা দিতে চায়। তখনও হযরত ইব্‌রাহীম তাকে সাতবার কাঁকর মারেন। শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে যায়।(২০)

কুর্‌বান হয়েছেন হযরত ইস্‌মাঈল না ইস্‌হাক (আঃ)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ উপরোক্ত বর্ণনাগুলি থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত ইসহাককে। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব, হযরত আব্বাস, হযরত ইবনু মাসউদ, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর থেকেও এরকমই বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে হযরত আলী (রাঃ)-র বর্ণনায়। কেউ কেউ বলছেন হযরত 'ইসহাককে কুরবানী করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কেউ কেউ বলছেন হযরত ইস্‌মাঈলকে। তাবিঈদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন হযরত ইসহাককে কুরবানী দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আছেন হযরত কাঅ্‌ব, সাঈদ বিন জুবাইর, মুজাহিদ, কাসিম বিন বার্রহ, মাসরূক্ব, কাতাদাহ, ইকরিমাহ্, অহাব বিন মুনাব্বিহ, উবাইদ বিন উমাইর, আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ, আবুল হুযাইল, ইবনু শিহাব যুহরী (রাহমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্‌বল (রহঃ)-ও এই মতের অনুসারী। আল্লামা সুহাইলী (রহঃ) বলেছেন, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর 'যাবীহ' হওয়ার বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই।

আলিমদের আরেকটি দলের মতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কুরবানীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে। এই মতের অনুসারীদের মধ্যে আছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়িহব, (রহঃ) ইমাম শা'অবী (রহঃ) মুহাম্মদ বিন কাঅব (রহঃ) হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) উমর ইবনুল আলা (রহঃ) প্রমুখ।(২১)

কাঁকরের আঘাতে যমীনে পুঁতে গেছে ইব্‌লীস

(হাদীস) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ جِبْرِيْلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيْمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ ثُمَّ أَتَى بِهِ الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ ثُمَّ أَتَى بِهِ الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ -

হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হযরত ইবরাহীমকে নিয়ে জামরাতুল আকাবায় পৌছলে শয়তান তাঁকে বাধা দেয়। তখন তিনি তাকে সাতবার কাঁকর ছুঁড়ে জামরায় গিয়ে পৌছেন। সেখানেও শয়তান বাধা দেয়। হযরত ইব্‌রাহীম ফের তাকে সাতবার কাঁকর ছুঁড়ে মারেন। এবং ফের সে যমীনে পুঁতে যায়। এরপর জিব্‌রাঈল তাঁকে নিয়ে আরেকটি 'জামরায় আসেন। সেখানেও শয়তান তাঁদের বাধা দেয় এবং ফের তিনি সাতবার কাঁকর ছুঁড়ে মারেন। সুতরাং ফের শয়তান মাটির মধ্যে পুঁতে যায়।(২২)

হযরত যুল কিফলের মুকাবিলায় শয়তান

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস (রহঃ) বলেছেন ঃ এক নবী তাঁর সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেছিলেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কখনও রাগ করবে না বলে কথা দেবে এবং (এই গুণের বদৌলতে) আমার মতো মর্যদায় পৌছবে, আর আমার ইন্তিকালের পর আমার কওমের মধ্যে আমার দায়িত্ব পালন করবে?

এক যুবক বলেন, আমি কথা দিচ্ছি।

সেই নবী ফের একবার সেই প্রস্তাব দিলেন।

যুবকটিও একই কথা বললেন।

সুতরাং সেই নবীর ইন্তিকালের পর যুবকটি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। সেই সময় শয়তানও তাঁকে রাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। তখন তিনি একটি লোককে শয়তানকে ধরতে বললেন। লোকটি ফিরে এসে বলল যে, সে তাকে দেখতে পায়নি। শয়তান ফের এসে তাঁকে রাগাতে লাগল। তিনি আরেকজন লোককে বললেন শয়তানকে ধরতে। সেও বলল যে, সে কাউকে দেখতে পায়নি। ফের যখন শয়তান তাঁকে রাগাতে এল, অমনি তিনি নিজেই (রাগ না করে) শয়তানের হাত ধরে ফেললেন। শয়তান তখন (রাগানোর কাজে ব্যর্থ হয়ে) হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার ভিত্তিতে তাঁর নাম হয় 'যুল কিফল'। কেননা তিনি কখনও রাগ প্রকাশ করেন নি।(২৩)

হযরত আইয়ুবের ধৈর্য ও শয়তানের নির্যাতন

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঃ শয়তান আল্লাহর দরবারে আবেদন করেছিল, হে প্রভু! আমাকে (হযরত) আইয়ুব (আঃ)-এর উপর প্রভাব বিস্তার করার অনুমতি দিন।

আল্লাহ বলেন, ওঁর সম্পদ-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির উপর প্রভাব বিস্তার করার অনুমতি তোকে দেওয়া হল কিন্তু ওঁর দেহের উপর নয়।

সুতরাং শয়তান তার বাহিনীকে জড়ো করে বলল, আমাকে (হযরত) আইয়ুব (আঃ)-এর উপর কর্তৃত্ব করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা তোমাদের কৃতিত্ব দেখাও।

তখন শয়তান বাহিনী আগুনের রূপ ধরে সামনে এল। তারপর পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত পানি হয়ে বয়ে গেল।

শয়তান তখন তার একটা বাহিনীকে পাঠাল হযরত আইয়ুবের ক্ষেতের দিকে। একটা বাহিনীকে পাঠাল তাঁর উটগুলোর কাছে। একটা বাহিনী পাঠাল তাঁর গরুর পালের উপর। একটা বাহিনী পাঠাল ছাগপালে। তারপর তাদের উদ্দেশে শয়তান বলল, কেবলমাত্র ধৈর্য সবর ছাড়া (হযরত) আইয়ুব তোমাদের হাত থেকে হিফাযতে থাকতেই পারবে না।

সুতরাং শয়তানের দলবল এরপর হযরত আইয়ুবকে বিপদের পর বিপদে ফেলতে লাগল। ক্ষেতের তত্ত্বাবধায়ক এসে বলল, আপনি দেখেননি, আল্লাহ আপনার ফসলের উপর আগুন নামিয়ে দিয়েছেন, যা আপনার ক্ষেতের ফল ফসলগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

এরপর হযরত আইয়ুবের কাছে উটচালক এসে বলল, আপনি কি দেখেছেন, আল্লাহ আপনার উট পালের উপর মুসীবত নামিয়েছেন, যার কারণে উটগুলো সব মারা গেছে।

তারপর গরু ছাগলের দেখভালকারীরাও হযরত আইয়ুবের কাছে এসে বলল, আপনি দেখবেন চলুন, আল্লাহ আপনার গরু-ছাগলের উপর দুশমন পাঠিয়েছেন, তারা ওগুলোকে সাবাড় করে দিয়েছে।

অর্থাৎ হযরত আইয়ুবের তখন সম্পদ-সম্পত্তি শেষ হয়ে গেল। রইলেন কেবল তিনি আর তাঁর সন্তান-সন্ততি।

শয়তান একদিন হযরত আইয়ুবের সব ছেলেকে একটা বড় বাড়িতে জড়ো করল। তারপর তারা সবাই যখন একসাথে খানা-পিনায় ব্যস্ত হল, সেই সময় শয়তান এমন জোরে বাতাস (ঝড়) চালাল যে, বাড়িটার থামগুলো উপড়ে গেল এবং গোটা বাড়িটাকে হযরত আইয়ুবের ছেলেদের উপর ফেলল।

এরপর শয়তান একটা ছেলের রূপ ধরে, কানে বালা পরে, হযরত আইয়ুবের কাছে গিয়ে বলল, আপনি কি আপনার পালনকর্তার ব্যবহার দেখেছেন? আপনার ছেলেরা সবাই যখন বাড়িতে একত্রিত হয়ে খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত ছিল, সেই সময় উনি এমন জোরে ঝড় চালিয়েছেন যে, বাড়ির খুঁটিগুলো পর্যন্ত উপড়িয়ে দিয়েছেন এবং গোটা বাড়িটা আপনার ছেলেদের উপর হুড়মুড় করে ভেঙে ফেলিয়েছেন। আপনি যদি ওদেরকে খাবার জিনিসপত্র আর রক্তে মাখামাখি অবস্থায় দেখতেন, তাহলে না-জানি আপনার কী অবস্থা হত।

হযরত আইয়ুব জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তখন কোথায় ছেলে? শয়তান বলে, আমি তো ওদের সাথেই ছিলাম।

হযরত আইয়ুব বলে, তা তুমি কীভাবে বেঁচে গেলে? শয়তান বলল, এই এমনিই।

হযরত আইয়ুব বলেন, তাহলে তুই শয়তান। এরপর হযরত আইয়ুব বলেন, আমি এখন সেই অবস্থায় আছি, যখন আমার মা আমাকে প্রসব করেছিলেন।

একথা বলে তিনি উঠে পড়েন। মাথা ন্যাড়া করান। তারপর নামাযের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যান।

সেই সময় শয়তান (নিজের ব্যর্থতা আর হযরত আইয়ুবের ধৈর্য সবর দেখে) এমনভাবে কেঁদেছিল যে, তার সেই কান্না আকাশ পৃথিবীর সবাই শুনেছিল।

এরপর শয়তান আসমানে গিয়ে (সেই সময় শয়তানের পক্ষে আসমানে যাবার অনুমোদন ছিল) আল্লাহকে বলে, হে প্রভু! (হযরত) আইয়ুব তো আমার হাত থেকে নিরাপদে বেরিয়ে গেল। এবার আপনি আমাকে খোদ ওর শরীরের উপর হামলা করার অনুমতি দিন। কেননা আপনার অনুমতি ছাড়া আমি ওর উপর চড়াও হতে পারব না।

আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, যা, আমি তোকে ওর শরীরের উপর হামলা করার অনুমতি দিলাম।

শয়তান তখন ফের হযরত আইয়ুবের কাছে এল এবং তাঁর পায়ের তলায় এমনভাবে ফুঁক দিল যে তাঁর আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। তারপর তাঁর সারা গায়ে ফোঁড়া হল, একসময় তাঁকে ছাইয়ের গাদায় রাখা হল। শেষ পর্যন্ত তাঁর পেটের নাড়ি-ভুঁড়িও বের হয়ে পড়ল।

সেই কঠিন সময়ে একজন স্ত্রীই তাঁর সেবা-যত্ন করতেন। একদিন তাঁর সেই স্ত্রী তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার সেবা যত্ন করার ও অনাহারে থাকার কারণে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আমার যাবতীয় দামি জিনিসপত্র অন্নের বিনিময়ে বেচে দিয়ে আপনাকে খাইয়েছি। আপনি দুআ করুন না, যেন আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করেন। কিন্তু ধৈর্য সবরের মূর্তপ্রতীক হযরত আইয়ুব বলেন, আমরা সত্তর বছর যাবত আল্লাহর নিআমাতে (আরাম-আয়েশে) ছিলাম। এখন ধৈর্য সবর করো, যাতে দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সত্তর বছর কাটাতে পারি।

সুতরাং সেই অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের পরীক্ষার মধ্যেও তিনি সত্তর বছর কাটিয়ে দেন।[২৪]

হযরত আইয়ুবের যন্ত্রণায় শয়তানের আনন্দ

হযরত তালহা বিন মুসররফ, (রহঃ) বলেছেন ঃ অভিশপ্ত ইবলীস বলেছে- (হযরত) আইয়ুবকে দেখে আমি একটুও খুশি হতাম না, কেবল যখন সে যন্ত্রণায় কাত্‌রাতো তখনই আমার ভালো লাগত। ভাবতাম, আমি ওকে ভালই কষ্ট দিতে পেরেছি।[২৫]

হযরত আইয়ুবের স্ত্রীকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা

হযরত অহাব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ ইবলীস একবার হযরত আইয়ুবের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের উপর এমন বিপদ বিপর্যয় কেমন করে এল?

হযরত আইয়ুবের স্ত্রী বলেন, আল্লাহর কুদরতে।

শয়তান বলে, আপনি আমার পিছনে পিছনে আসুন (বিপদ থেকে উদ্ধারের একটা উপায় বের করছি)।

সুতরাং হযরত আইয়ুবের স্ত্রী (ভালোমানুষরূপী) শয়তানের পিছনে পিছনে যান। শয়তান তাঁকে একটা মাঠে নিয়ে গিয়ে (তাঁদের হারানো) সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি জড়ো করে দেখায়। তারপর বলে, আপনি আমাকে কেবল একবারই সাজদা করুন, আমি এসব কিছুই আপনাদের ফিরিয়ে দেব।

হযরত আইয়ুবের স্ত্রী বলেন, আমার স্বামীর অনুমতি নেবার পর আমি সাজদা করব। সুতরাং তিনি হযরত আইয়ুবের কাছে এসে সবকথা বলেন। শুনে হযরত আইয়ুব তাঁর স্ত্রীকে বলেন, এখনও তুমি বুঝতে পারনি যে, ও ছিল শয়তান!— যদি আমি সুস্থ হয়ে উঠি, তাহলে এর বদলে (শয়তানের ফাঁদে পা দেওয়ার কারণে) ১০০ বেত মারব তোমাকে।[২৬]

ওই বিষয়ে আরেকটি ঘটনা

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ অভিশপ্ত ইবলীস একবার (ডাক্তার সেজে) পথের ধারে বসে, সিন্দুক খুলে, মানুষের চিকিৎসা করছিল। হযরত আইয়ুবের স্ত্রী সেই সময় তার কাছে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! এখানে একজন মানুষ এই এই অসুখে ভুগছেন। আপনি কি তাঁর চিকিৎসা করবেন?

শয়তান বলে, অবশ্যই করব, তবে শর্ত হল, আমার চিকিৎসায় রুগি সেরে উঠলে, আপনাকে শুধু বলতে হবে, আপনিই ওকে সারিয়ে দিয়েছেন, ব্যস, আর কোনও ফীস আমি নেব না।

তো হযরত আইয়ুবের কাছে তাঁর স্ত্রী এসে ওকথা উল্লেখ করলেন। শুনে হযরত আইয়ুব বললেন, আফসোস তোমার জন্য! ও তো শয়তান। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আরোগ্যদান করলে (শয়তানের চালে পা দেওয়ার জন্য) তোমাকে ১০০ বেত মারব।[২৭]

হযরত আইয়ুবকে বিপদে ফেলা শয়তানের নাম

হযরত নাউফ বুকালী (রহঃ) বলেছেন ঃ যে শয়তান হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে কষ্ট দিয়েছিল, তার নাম ছিল 'সিয়ূত্ব'।[২৮]

হযরত ইয়াহ্ইয়ার সামনে শয়তান

হযরত ওয়াহাইব ইবনুল আরদ (রহঃ) বলেছেনঃ আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, অভিশপ্ত ইবলীস একবার হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আলাইহিমাস সালাম)-এর সামনে এসে বলে, আপনাকে আমি কিছু উপদেশ দিতে চাই। হযরত ইয়াহইয়া বলেন, মিথ্যুক কোথাকার! তুই কি আমাকে উপদেশ দিবি। তুই বরং মানুষদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বল।

তখন শয়তান বলে, আমাদের কাছে মানুষ তিন প্রকারঃ

(১) এক প্রকার মানুষ এমন আছে যারা আমাদের কাছে খুব কঠিন। আমরা তাদেরকে পাপের কাজে জড়িয়ে দিয়ে খুশি হই। কিন্তু তারা একসময় আমাদের জাল থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাওবা ইসতিগ্‌ফার করে নেয়। এভাবে তারা আমাদের সমস্ত মেহ্‌নত বেকার করে দেয়। ফের আমরা ওদের পেছনে লাগি এবং ফের ওদেরকে পাপের কাজে জড়িয়ে ফেলি। আবার ফের ওরা পাপকাজ ছেড়ে তাওবা করে। আসলে, আমরা ওদের ব্যাপারে যেমন কখনও নিরাশ হই না, তেমনি ওদের দিয়ে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্যও পূরণ করতে পারি না। ওদের গুমরাহ্ করার কাজে আমাদের বেশ চিন্তা ভাবনা করতে হয়।

(২) আর একশ্রেণীর মানুষ এমন আছে, যাদের নিয়ে আমরা তেমনভাবে খেলা করি, যেমনভাবে আপনাদের বাচ্চারা হাতে বল নিয়ে খেলা করে। আমরা যেভাবেই খুশি, ওদের শিকার করি। ওদের জন্য আমরা যথেষ্ট।

(৩) আর এক শ্রেণীর মানুষ এমন আছেন, যাঁরা যাবতীয় পাপ থেকে পুরোপুরি পবিত্র। তাঁদেরকে আমরা কাবু করতে পারি না একটুও।

একথা শুনে হযরত ইয়াহইয়া বলেন, আচ্ছা, আমার উপরেও তুই কি কখনও শয়তানী চাল চালতে পেরেছিস?

শয়তান বলে, হ্যাঁ, মাত্র একবার। আপনি তখন খানা খাচ্ছিলেন। আর আমি আপনার ক্ষিধে বাড়াতে থাকছিলাম। তাই খেতে খেতে আপনি অনেক বেশি খেয়ে ফেলেন। ফলে আপনার ঘুমের আবেগও বেশি হয়। সেজন্য অন্যান্য রাতে যেমন উঠে নামায পড়েন, সে-রাতে অমনভাবে উঠতে পারেননি।

হযরত ইয়াহইয়া বলেন, আমি এবার নিজের জন্য জরুরী করে নিলাম যে, আগামীতে আর কখনও পেটভরে আহার করব না।

শয়তান বলে, এরপর আমিও কখনও মানুষকে উপদেশ দেব না।[২৯]

হযরত সুলাইমানের সাথে শয়তানের মুলাকাত

সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হযরত শুজাআ্ বিন নাসর (রহঃ)-এর বর্ণনা ঃ একবার হযরত সুলাইমান (আঃ) এক দুর্ধর্ষ জ্বিন (ইফরীত্ব)-কে বলেন, তুই ধ্বংস হ! বল, ইবলীস কোথায় থাকে?

সে বলে, হে আল্লাহর নবী! ওর বিষয়ে আপনি কোনও নির্দেশ পেয়েছেন কি? হযরত সুলাইমান বলেন, নির্দেশ পাইনি। তুই বল না সে কোথায় থাকে! তখন ইফরীত্ব বলে, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার সঙ্গে চলুন। (আমি আপনাকে ওর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।)

সুতরাং ইফরীত্ব সামনে দৌড়ে দৌড়ে যেতে লাগল। আর হযরত সুলাইমান (আঃ) তার সাথে সাথে যেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একটা সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে দেখলেন, শয়তান বসে আছে, পানির উপরে। হযরত সুলাইমানকে দেখে শয়তান ভয়ের চোটে কাঁপতে লাগল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হযরতের সাথে মুলাকাত করল এবং বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি আমার সম্বন্ধে কোনও নতুন নির্দেশ পেয়েছেন।

হযরত সুলাইমান বললেন, না! আমি তোর কাছে কেবল একথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, তোর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ কী, যে কাজ আল্লাহর কাছেও সবচেয়ে অপ্রিয়?

ইবলীস বলে— আল্লাহর কসম! আপনি স্বয়ং যদি আমার কাছে না আসতেন, তবে আমি কক্ষণো একথা ফাঁস করতাম না। শুনুন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে খারাপ কাজ হল পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর কুকর্ম (সমকামিতা) করা।[৩০]

হযরত যাকারিয়াকে শয়তান হত্যা করিয়েছে কীভাবে

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঃ যে রাতে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মিরাজ (প্রচলিত বানান 'মেরোজ') করানো হয়, সেই রাতে তিনি আস্‌মানে হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কে দেখেন। তিনি ওঁকে সালাম করেন এবং বলেন, হে আবু ইয়াহ্‌ইয়া! আপনাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সে ঘটনা শোনাবেন? এবং বানী ইস্‌রাঈলরা আপনাকে কেনই বা হত্যা করেছিল?

তিনি (হযরত যাকারিয়া) বলেন, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! ইয়াহইয়া ছিল তার যুগের সবচেয়ে সজ্জন মানুষ এবং সে খুব সুন্দর ও সুদর্শন ছিল। সে ছিল এমন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন وَكَانَ سَيِّدًا وَّحَصُوْرًا সে ছিল দ্বীনের অনুসারী ও (অত্যন্ত সংযমী)। কিন্তু বনী ইস্‌রাঈলের (তৎকালীন) বাদশাহ'র স্ত্রী ইয়াহইয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। সে ছিল ব্যাভিচারিণী। সে ইয়াহ্‌ইয়ার কাছে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ ইয়াহইয়াকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। সে ওর প্রস্তাবে সাড়া দেয় নি এবং ওর কাছে যেতে অস্বীকার করেছে। ও তখন ইয়াহ্‌ইয়াকে হত্যা করার পাক্কা সিদ্ধান্ত নেয়।

ওরা সে যুগে বছরে একবার ঈদ উৎসব উদ্‌যাপন করত। এবং ওদের বাদশাহ'র এই গুণ ছিল যে, সে কথা দিলে কথা রাখত। অর্থাৎ অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত না। এবং মিথ্যা কথাও বলত না।

একবার সেই বাদশাহ ঈদ-উৎসবে অংশ নেবার জন্য বের হয়, এমন সময় তার সেই স্ত্রী তাকে বিদায় জানাতে এল। তা দেখে বাদশাহ অবাক হল। কারণ বেগম কখনও অমন করত না। তো বিদায় জানাবার পর বাদশাহ তার বেগমকে বলে, আমার কাছে কী চাইবে, চাও। আজ যা চাইবে, তাই-ই দেব।

বেগম তখন বলে– আমি ওই যাকারিয়ার ছেলে ইয়াহইয়ার খুন চাই।

বাদশাহ বলে– আরও কিছু চাও।

বেগম বলে– আমি শুধু ইয়াহ্‌ইয়ার খুন চাই।

বাদশাহ বলে– ঠিক আছে, ইয়াহইয়ার খুন তোমাকে উপহার দিলাম।

এরপর বাদশাহ কিছু সৈন্য পাঠাল ইয়াহ্‌ইয়ার কাছে। ইয়াহইয়া তখন তার মিহ্‌রাবে নামায পড়ছিল। আমিও তার সাথে একদিকে নামায পড়ছিলাম। ওরা সেই সময় ইয়াহ্‌ইয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা বড় পাত্রে কতল করে। তারপর তার রক্ত ও মাথা কেটে নিয়ে বেগমের সামনে পেশ করে।

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশ্ন করেন, সেই সময় আপনার ধৈর্য সবরের অবস্থা কীরূপ ছিল?

হযরত যাকারিয়া (আঃ) বলেন– আমি আমার নামায ভাঙিনি। ইয়াহইয়ার পবিত্র মাথা বেগমের সামনে পেশ করতে সে খুব খুশি হয়। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই আল্লাহ তাআলা সেই বাদশাহকে পরিবার পরিজন ও চাকর বাকর সমেত মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দেন।

সকাল হতে বণী ইসলাঈলরা বলাবলি করে, ওই যাকারিয়ার কারণে যাকারিয়ার খোদা রেগে গিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। অতএব, এসো, আমরা বাদশাহর খাতিরে যাকারিয়াকে খুন করি।

সুতরাং ওরা আমাকে খুন করার জন্য বের হল। (ওদের আগে) আমার কাছে এসে একজন সতর্ক করে দিল। আমি ওদের থেকে পলায়ন করলাম। শয়তান ইবলীস ছিল ওদের সামনে। সে ওদের কাছে আমার খবর দিচ্ছিল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, ওদের থেকে নিজেকে লুকোতে পারব না, তখন এক (বড়) গাছকে আওয়াজ দিলাম। গাছ বলল- 'আমার মধ্যে চলে আসুন।' সুতরাং গাছটি ফেটে গেল। আমি তার ভিতরে ঢুকে গেলাম। ইবলীসও তখন সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল এবং আমার চাদরের একটা কিনারা ধরে ফেলেছিল। সেই সময়ে গাছটা (আমাকে তার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে) সমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার চাদরের একটা কোনা গাছের বাইরে রয়ে গেল। বানী ইসরাঈলরা সেখানে পৌঁছতে শয়তান তাদের বলল-তোমরা দেখতে পাওনি, যাকারিয়্যা এই গাছের মধ্যেই ঢুকে গেছে। এই দ্যাখো তার চাদরের কোণ। জাদুর জোরেই ও গাছের ভিতরে ঢুকে লুকিয়েছে।

ওরা বলল, গাছটাকে আমরা আগুনে পুড়িয়ে দেব।

ইবলীস বলল, না, বরং তোমরা ওকে করাত দিয়ে দু'টুকরো করে দাও। সুতরাং আমাকে গাছ সমেত করাত দিয়ে দু'টুকরো করে দেওয়া হয়।[৩১]

হযরত ঈসাকে হত্যা করার শয়তানী চক্রান্ত

হযরত তাউস (রহঃ) বলেছেন ঃ শয়তান একবার হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, হে মারইয়াম তনয়। আপনি যদি সাচ্চা (নবী) হন, তবে ওই উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ুন (এবং বেঁচে থেকে দেখান)। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, তুই ধ্বংস হয়ে যা! আল্লাহ কি মানুষকে বলেন নি, তুমি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে আমার পরীক্ষা করো না; কারণ আমি যা চাই, তাই-ই করি।[৩২]

হযরত ঈসার কাছে শয়তানের প্রশ্ন

হযরত আবূ উসমান (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ) একবার এক পাহাড়ের উপরে নামায পড়ছিলেন। সেই সময় ইবলীস তাঁর কাছে এসে বলে, আপনি তো বলে থাকেন, সবকিছুই আল্লাহর কুদরতে ও আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পন্ন

হয়, তা আপনি এই পাহাড় থেকে নিচে পড়ুন এবং বলুন তো দেখি, হে আল্লাহ! আপনার কুদরতের নমুনা দেখান!

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন-ওরে অভিশপ্ত! আল্লাহ তাআলা বান্দাদের পরীক্ষা করতে পারেন, কিন্তু বান্দার এই অধিকার নেই যে, সে আল্লাহর পরীক্ষা নেবে।(৩৩)

শয়তানকে দেখে হযরত ঈসার উক্তি

হযরত সাঈদ বিন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ) একবার শয়তানকে দেখে এ মর্মে বলেন– এই পৃথিবী হল শয়তানের সাম্রাজ্য। মানুষ জান্নাত থেকে নেমে এখানেই এসেছে এবং এর বিষয়েই (আখেরাতে) জিজ্ঞাসিত হবে। আমি তাই এই পৃথিবীর কোনও বস্তুর অংশীদার হব না। এখানকার কোনও পাথরও মাথার নিচে (বালিশ হিসেবে) ব্যবহার করব না এবং এখানে থেকে কখনও হাসবও না, যতক্ষণ না আমাকে এখান থেকে ডেকে নেওয়া হবে।(৩৪)

হযরত ঈসার বালিশ দেখে শয়তানের আপত্তি

ইবলীস একদিন হযরত ঈসার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় হযরত ঈসা একটা পাথরকে বালিশ বানিয়ে রেখেছিলেন। এবং তখন তিনি ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলেন। শয়তান তাঁকে বলে– আপনি তো বলেছিলেন যে, দুনিয়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবেন না, তবুও কেন এই দুনিয়ার পাথরকে (বালিশ বানিয়ে) রেখেছেন?

হযরত ঈসা (আঃ) তখন উঠে বসেন এবং পাথরটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, (ওরে শয়তান) দুনিয়ার সাথে এই তোর পাথরটাও ত্যাগ করলাম।(৩৫)

হযরত ঈসার কাছে পাহাড়কে রুটি বানাবার আবেদন

হযরত অহাব (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার হযরত ঈসা (আঃ)-কে শয়তান বলে, আপনি নাকি মৃতকে জীবিত করেন বলে দাবি করেন, যদি তাই হয়, তবে এই পাহাড়টাকে রুটি বানিয়ে দেবার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন তো দেখি।

হযরত ঈসা বলেন– সমস্ত জীব কি রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে'?

শয়তান বলে– আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি যদি সাচ্ছা রসূল হন, তো এই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ুন, ফিরিশ্তারা আপনাকে ধরে নেবেন (মাটিতে পড়তে দেবেন না)।

হযরত ঈসা বলেন– আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন নিজের নফসের পরীক্ষা না নিই। কেননা আমার জানা নেই যে অমন করলে আমি নিরাপদ থাকব কি না।(৩৬)

এক নবীর সাথে শয়তানের বাক বিনিময়

হযরত ইয়াযীদ বিন কুসাইত (রহঃ) বলেছেন ঃ নবীদের মসজিদ হত শহর বা জনপদের বাইরে। কোনও নবী যখন আল্লাহর কাছে কোনও বিশেষ বিষয়ে জানতে চাইতেন, তো মসজিদে চলে যেতেন এবং নামায আদায় করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থনা করতেন। একবার এক নবী ওই উদ্দেশ্যে মসজিদে ছিলেন। এমন সময় ইবলীস তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং তাঁর ও কিব্‌লার মাঝখানে বসে যায়। তখন সেই নবী তিনবার আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বলেন।

শয়তান তখন বলে, আপনি আমাকে বলুন যে, আপনি আমার হাত থেকে কোন পদ্ধতিতে নিরাপদ হয়ে যান।

সেই নবী বলেন, বরং তুই বল যে, তুই কীভাবে মানুষকে ফাঁদে ফেলিস?

এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে লাগল। একসময় সেই নবী বললেন, আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ

আমার বান্দাদের উপর তোর কোনও ক্ষমতা চলবে না কেবলমাত্র তাদেরই উপর চলবে, বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে।(৩৭)

ইবলীস তখন বলে, ওকথা তো আমি আপনার জন্মের আগে থেকেই শুনে রেখেছি।

নবী বলেন, আল্লাহ তাআলা একথাও বলেছেনঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

যদি তোমার (মনে) কোনও অস্‌অসা হয় শয়তানের তরফ থেকে, তবে বিতাড়িত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে।(৩৮)

তাই, আল্লাহর কসম করে বলছি, তোর উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্রই আমি তোর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

শয়তান বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন। এইজন্যই আপনি আমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যান।

তখন সেই নবী বলেন, এবার তুই বল যে, কীভাবে তুই মানুষকে কাবু করিস?
শয়তান বলে, আমি মানুষকে কাবু করি তার রাগ ও উত্তেজনার সময়।(৩৯)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) ইবনু জারীর। ইবনু আবী হাতিম।

(২) ইবনু মুনযির।

(৩) ইবনু আবী হাতিম। আবুশ্ শায়খ (কিতাবুল আযামাহ্)।

(৪) মুস্নাদে আহমাদ। তিরমিযী। ইবনু জারীর। ইবনু আবী হাতিম। ইবনু মারদাবিয়াহ হাকিম। আল্ বিদায়াহ্ অন্ নিহায়াহ্ ১ঃ ৯৬। দুররুল মানসুর, ৩ঃ ১৫১। তাফসীর, ইবনু কাসীর, ৫ঃ ১২৯।

(৫) অনুবাদক।

(৬) তারীখে বাগ্দাদ। তারীখে দামিশ্ক, ইবনু আসাকির।

(৭) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। দুররুল মানসুর, ৩ঃ ৩৩। মাসায়িবুল ইন্সান।

(৮) গ্রন্থকার কর্তৃক সূত্রবিহীন।

(৯) ইবনু জারীর। ইবনু আবী হাতিম।

(১০) তাফসীর আবু আশ্ শায়খ।

(১১) তারীখ, ইবনু আসাকির।

(১২) ইবনু আবী হাতিম।

(১৩) তাফসীর, ইবনু মুনযির।

(১৪) সুনানু নাসায়ী।

(১৫) ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়তান (৪৪) তালবীসুল ইবলীস। ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩ ঃ ৩১। দুররুল মানসুর, ১ ঃ ৫১। মাসায়িবুল ইন্সান।

(১৬) মাকায়িদুশ্ শাইতান (৭৪), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। তালবীসুল ইবলীস। ইহ্ইয়াউল উলুম, গাযালী, ৩ঃ ৩১-৯৭।

(১৭) মাকিয়াদুশ্ শায়তান (৪৮), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। তালবীসুল ইবলীস।

(১৮) আবদুর রায্যাক। ইবনু জারীর। হাকিম। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(১৯) ইবনু আবী হাতিম।

(২০) ইবনু আবী হাতিম। ইবনু মারদাবিয়াহ্। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(২১) আকামুল মার্জান ফী আহকামিল জান, আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ শিবলী হানফী।

(২২) মুস্নাদে আহমাদ, ১ঃ ৩০৬। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৩ঃ ২৫৯। কান্যুল উম্মাল, হাদীস নং ১২১৫৪।

(২৩) যাম্মুল গদ্বব, ইবনু আবিদ দুনইয়া। ইবনু জারীর। ইবনু মুন্যির। ইবনু আবী হাতিম।

(২৪) কিতাবুয্ যুহ্দ, ইমাম আহমাদ। তাফসীর, ইবনু আবী হাতিম। আকামুল মার্জান।

(২৫) যাওয়াইদুয্ যুহ্দ, আবদুল্লাহ বিন আহমাদ। মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। দুররুল মান্সুর, ৪ঃ ৩৩০।

(২৬) মাকায়িদুশ্ শায়তান। (৫০), ইবনু আবিদ্ দুনইয়া।

(২৭) কিতাবুয্ যুহ্দ, ইমাম আহমাদ। আব্দ ইবনু হামিদ। ইবনু আবী হাতিম।

(২৮) ইবনু আবী হাতিম।

(২৯) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৫২), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৩০) তাহ্রীমুল ফাওয়াহিশ্, তরতুসী।

(৩১) আল্ মুবতাদা, ইসহাক ইবনু বাশার। ইবনু আসাকির।

(৩২) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (৫৬) ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। মাসায়িবুল ইন্সান।

(৩৩) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৫৬), ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। হুলইয়াহ্, আবু নুআইম, ৪ ঃ ১২। মাসায়িবুল ইন্সান।

(৩৪) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৫৭), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। যাম্মুদ্ দুন্ইয়া, ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৩৫) তারীখে দামিশ্ক, ইবনু আসাকির।

(৩৬) কিতাবুস্ যুহ্দ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল।

(৩৭) সূরা আল হিজর, আয়াত-৪২।

(৩৮) আল্-কোরআন।

(৩৯) ইবনু জারীর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে শয়তানের চক্রান্ত

বিশ্বনবীর উদ্দেশে শয়তানের হামলা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবুদ্ দারদা (রাঃ) ঃ একবার জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়ার জন্য দাঁড়ান, সেইসময় আমি তাঁকে বলতে শুনি اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ আমি তোর (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি। এরপর তিনি তিনবার বলেন– তোর উপর আমি আল্লাহর অভিশাপ দিচ্ছি। এরপর তিনি এমনভাবে হাত বাড়ান, যেন কোনও জিনিস ধরতে চাইছেন। তারপর তিনি নামায শেষ করলে, আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার থেকে (নামাযরত অবস্থায়) এমন কথা শুনেছি, যা আপনি আগে কখনও বলেন নি। তাছাড়া আপনি হাতও বাড়িয়েছিলেন! (এর কারণ কী?)
নবীজী বলেন, আল্লাহর দুশ্মন ইবলীস আগুনের শিখা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল এবং তা আমার মুখে দিতে চেয়েছিল। তাই আমি বলেছি, আঊযু

বিল্লাহি মিনকা– তোর থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাইছি– তবুও সে পিছু হটেনি। তখন আমি (তিনবার) অভিশাপ দিই। তবুও সে সরেনি। সেই সময় তাকে আমি গ্রেফতার করতে মনস্থ করি। যদি আমার ভাই সুলাইমান (আঃ)-এর দুআ না থাকত, তবে ও সকালে বাঁধা অবস্থায় থাকত এবং মদীনার বাচ্চারা ওকে নিয়ে খেলত।(১)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরকম বর্ণনা আছেঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– শয়তান আমার সামনে এসে, আমার নামায খারাপ করে দেবার জন্য, বাধা সৃষ্টি করতে চাইলে, আল্লাহ তাআলা ওর উপর আমাকে প্রবল করে দেন। ফলে আমি ওকে আছড়ে ফেলি। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, ওকে একটা খুঁটির সাথে বেঁধে দিই, যাতে তোমরা সকালে ওকে দেখতে পাও। কিন্তু ফের আমার মনে পড়ে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর এই দুআ।(২)

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ

সুতরাং আল্লাহ তাকে ব্যর্থ করেই ফিরিয়ে দেন।(৩)

হযরত সুলাইমান (আঃ) এই দুআ করেছিলেন– 'হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন, যার অধিকারী আর কেউ হতে পারবে না।' উপরের আয়াতের অর্থও তাই। যেহেতু হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সাম্রাজ্যে জ্বিন শয়তানরাও অনুগত ছিল, তাই মহানবী (সাঃ) শয়তানকে গ্রেফতার করেননি, যাতে ওই বৈশিষ্ট হযরত সুলাইমানেরই অধিকারে থাকে।(৪)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একবার জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। সেই সময় তাঁর কাছে শয়তান আসে। তিনি ওকে আছাড় মারেন এবং ওর জিভের শীতলতা নিজের হাতে অনুভব করেছি। যদি সুলাইমান (আঃ)-এর দুআ না থাকত, তবে ও সকলে বাঁধা অবস্থায় থাকত এবং লোকেরা ওকে দেখতে পেত।(৫)

নবীজীর সন্ধানে স্বয়ং শয়তান

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন (আনুষ্ঠানিকভাবে) নুবুওঅত পান, সেদিন সকালে দেখা গেল, মূর্তি প্রতিমাগুলো মুখ গুঁজে পড়ে আছে। শয়তানরা ইবলীসের কাছে গিয়ে ওই খবর জানাল। ইবলীস বলল– 'কোনও নবীর আর্বিভাব ঘটেছে। তার সন্ধান করো।' শয়তানরা বলল– 'আমরা খোঁজাখুজি করেছি কিন্তু পাইনি।' ইব্‌লীস বলল– ঠিক আছে, আমি নিজেই খোঁজ নিচ্ছি।' সুতরাং ইবলীস তখন ওখান থেকে একথা বলতে বলতে চলে গেল– 'আমি ওই নবীর সাথে জিব্‌রাঈলকেও (রক্ষী হিসেবে) দেখেছি।(৬)

নবীজীর গলা টিপে ধরার শয়তানি প্লান

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) ঃ একবার জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কাশরীফে সাজদারত অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় ইব্‌লীস এসে পৌছয় এবং নবীজীর পবিত্র গলা টিপে ধরার কুমতলব আঁটে। তখন হযরত জিব্‌রাঈল ইবলীসের গায়ে এমন ফুঁক মারেন যে, ও দাঁড়িয়ে থাকা দূরের কথা, জর্ডানে গিয়ে পড়ে।(৭)

আগুন নিয়ে নবীজীর পিছনে ধাওয়া করেছে শয়তান

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ (রহঃ) ঃ 'মিরাজ'-এর রাতে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পিছনে পিছনে এক বিশালকায় শয়তানকে আগুনের মশাল নিয়ে যেতে দেখেন। যখনই তিনি পিছনে তাকিয়েছেন, তাকে দেখতে পেয়েছেন (সঙ্গী) হযরত জিব্‌রাঈল (নবীজীকে) বলেন– আমি কি আপনাকে এমন কলিমা শিখিয়ে দেব না, যা পড়লে ওর মশাল নিভে যাবে এবং ও ব্যর্থ হয়ে যাবে?

নবীজী বলেন– অবশ্যই বলে দিন। হযরত জিব্‌রাঈল বলেন, আপনি বলবেন–(৮)

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُ هُنَّ
بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا
وَمِنْ شَرِّ مَاذَرَاَفِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ -

নবীজীর বিরুদ্ধে শয়তানের প্রোপাগাণ্ডা

জনৈক সাহাবীর বর্ণনা ঃ আমরা যখন 'লাইলাতুল আকাবা'য় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) নিই, সেই সময় শয়তান আকাবার এক টিলার উপর থেকে এমন জোরে চিৎকার করে যে, অমন জোরালো আওয়াজ আমি কখনও শুনিনি। সে চিৎকার করে বলে– 'ওহে মক্কার বাসিন্দারা! তোমরা মুযাম্মাম (কাফিরদের দেওয়া নবীজীর বিকৃত নাম) ও তার বিধর্মী সাথীদের জব্দ করতে পারছ না! ওরা যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একতাবদ্ধ হচ্ছে।'

তখন নবীজী বলেন– এটা 'আযাব্বুল আকাবা' (শয়তান)-এর আওয়াজ।–এরপর নবীজী শয়তানকে সম্বোধন করে বলেন–ওহে উযাইবাল আকাবাহ্! ওরে আল্লাহর দুশ্‌মন। আমার কথা মন দিয়ে শুনে রাখ, আমিও তোর সাথে অবশ্যই হেস্তনেস্ত করব।(৯)

নবীজীর খুনের চক্রান্তে শয়তান শামিল

বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঃ কুরাইশদের সব গোত্রের সর্দাররা একবার তাদের পরামর্শসভায় জমা হয়। অভিশপ্ত ইবলীসও একজন বয়স্ক মুরুব্বির রূপ ধরে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। কুরাইশের সর্দাররা তাকে দেখার পর জানতে চায়, আপনি কে?

শয়তান বলে, আমি নজদ্ এলাকার এক বুজুর্গ। আপনারা যে উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন, তা আমি শুনেছি। তাই আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আপনারা আমার কাছ থেকে পাবেন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও মতামত। কাফিররা বলে– ঠিক আছে, আপনি এই সভায় শরীক হয়ে যান। সুতরাং শয়তান সেই সভায় প্রবেশ করে এবং বলে, আপনারা ওই ব্যক্তি (নবীজী)-র বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। আল্লাহর কসম! সেই সময় কাছাকাছি এসে গেছে, যখন ও আপনাদের ওপর প্রবল হয়ে যাবে।

কুরাইশদের এক সর্দার বলে– ও (নবীজী)-কে প্রথমে মজবুতভাবে বন্দী করতে হবে। তারপর কষ্ট দিতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না মারা যায়। যেমন ওর আগের নবীরা মারা গিয়েছিল তেমনই এই যুহাইরার পরিণতিও ওদের মতো হবে। (নাউযুবিল্লাহ।)

আল্লাহর দুশমন নজদের শায়খরূপী শয়তান বলে– আল্লাহর কসম! এটা কোনও কাজের কথা নয়। কেননা ও (নবীজী)-র কথা কয়েদখানা থেকে বের হয়ে ওর সঙ্গী সাথী (সাহাবী)-দের কাছে পৌঁছাবে এবং ওরা সঙ্গে সঙ্গে এসে আপনাদের উপর হামলা করে ওকে আপনাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। ফলে আপনাদেরকে আপনাদের এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দেবে কিনা সে বিষয়ে আমি কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারি না। সুতরাং আপনারা অন্য কোন পন্থা ভাবুন।

তখন অন্য এক সর্দার বলল– ও (মুহাম্মদ (সাঃ))-কে দেশ থেকে বের করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা হোক। কারণ ও এদেশ থেকে চলে গিয়ে অন্য কোথাও যা খুশি করুক গে, তাতে আপনাদের কোনও ক্ষতি হবে না। আপনাদের থেকে ওর অনিষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং আপনারা সুখে-স্বস্তিতে থাকতে পারবেন। আর ওর অনাচার অন্যদের সামনেই হবে।

শয়তান তখন ফের বলে– আল্লাহর কসম! আপনার এই প্রস্তাবও কোনও গুরুত্ব রাখে না। আপনারা কি ও (নবীজী)-র কথার মাধুর্য আর ভাষার কারুকার্য লক্ষ্য করেননি! আপনারা কি দেখেননি ওর কথাবার্তা শ্রোতাদের মন-মগজে কেমনভাবে সাড়া ফেলে! তাই আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনারা যদি অমন করেন, তবে ও অন্য অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার মানুষজনকে ডাক দিতে শুরু

করবে এবং তারা ওর ডাকে সাড়া দেবে। তারপর এক সময় তাদের নিয়ে ও আপনাদের উপর চড়াও হবে এবং আপনাদের দেশছাড়া করবে ও আপনাদের সর্দারদের কতল করবে।

তখন কুরাইশের সর্দাররা বলে হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এই শায়খ (শয়তান) ঠিকই বলেছে। অতএব আপনারা অন্য কোনও উপায়ের কথা চিন্তা ভাবনা করুন।

আবূ জাহ্ল বলে– আমিও একটা প্রস্তাব পেশ করছি, যা আমার মাথায় আসছে। আশা করি আপনারা আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করবেন। এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর হতেই পারে না।

কাফির সর্দাররা বলল– কী সেই প্রস্তাব?

আবূ জাহ্ল বলল– প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী ও সাহসী যুবক নিয়ে একটা টিম গড়তে হবে এবং তাদের হাতে থাকবে একটা করে ধারালো তলোয়ার। তারা সবাই ও (নবীজী)-র উপর এককোপে খুন করার মতো তলোয়ার চালাবে। এভাবে ওকে হত্যা করা হলে, তার দায় সমস্ত গোত্রের উপর পড়বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এভাবে হত্যা করলে (নবীজীর গোত্র) বনী হাশিম বদলা নেবার জন্য কুরাইশের সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। তা সত্ত্বেও যদি ওরা আমাদের সাথে যুদ্ধ বাধায়, তবে আমরা ওদেরকে কতল করে দেব এবং এভাবে ওদের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যাব।

শয়তান বলে– আল্লাহর কসম! এই হল একটা প্রস্তাব। যা ওই যুবক বলেছে। আমারও এই মত। এছাড়া অন্য কিছু নয়।

ওই প্রস্তাবে সবাই একমত হবার পর সভা বরখাস্ত হয়।

এবং ঠিক সেই সময় জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হযরত জিব্রাঈল গিয়ে নিবেদন করেন– আজ আপনি আপনার বিছানায় আরাম করবেন না। – তারপর তিনি কাফিরদের চক্রান্তের কথাও তাঁকে বলেন এবং আল্লাহ তাঁকে সেই সময় হিজরতের নির্দেশ দেন।(১০)

বদর-যুদ্ধ শয়তানের অংশ নেওয়া ও পালিয়ে যাওয়া

বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঃ বদর যুদ্ধে শয়তান এসেছিল তার এক বাহিনী নিয়ে, ঝাণ্ডা উঁচিয়ে, মুদ্লিজ্ গোত্রীয় মানুষদের রূপ ধরে। সেদিন সে নিজে ছিল সারাক্বহ্ বিন মালিক বিন জা'শামের ছদ্মবেশে। মক্কার কাফির বাহিনীর উদ্দেশে সে বলছিল–আজ মুসলমানদের কেউ-ই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আজ আমি তোমাদের মদদ্গার (সাহায্যকারী)

সেই সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) শয়তানের দিকে ফেরেন। শয়তান যখন তাঁকে দেখতে পায়, তখন তার হাত ছিল এক মুশরিকের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে

শয়তান নিজের হাত টেনে নিয়ে পিছন ফিরে পালাতে লাগে। তার শয়তানী সেনাবাহিনীও পালাতে শুরু করে।

তখন সেই মুশরিক বলে– ওহে সারাক্বহ্! তুমি তো আমাদের মদদ্গার (অথচ এখন পালাচ্ছ কোথায়)?

শয়তান পালাতে পালাতে বলে– আমি যা কিছু দেখছি, সেসব তোমরা দেখতে সক্ষম হবে না, অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ বড়ই কঠিন শাস্তিদানকারী।[১১]

বদর যুদ্ধে ইব্লীসের ব্যাকুলতা

হযরত রিফাআহ্ বিন রাফিই আনসারী (রাঃ) বলেছেনঃ বদর যুদ্ধে ফিরিশ্তাদেরকে মুশরিকদের হত্যা করতে দেখে ইব্লীস ভয়ের চোটে জান বাঁচানোর জন্যে পালাতে শুরু করে। হারিস বিন হিশাম (আবু জাহল) ইবলীসকে সারাক্বহ্ বিন মালিক ভেবে ধরতে যায়। ইব্লীস তখন আবূ জাহলের বুকে এমন এক ঘুসি মারে যে, সে পড়ে যায়। তারপর ইবলীস ওখান থেকে পালিয়ে নিজেকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলে এবং হাত তুলে এই দুআ চায়- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ نَظْرَتَكَ اِيَّاىَ হে আল্লাহ! (ক্বিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার) যে অবকাশ আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি তা ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।[১২]

হযরত মা'মার (রহঃ) বলেছেনঃ (যুদ্ধশেষে) মক্কার কাফিররা সারাক্বহ্ বিন মালিকের কাছে গিয়ে তার উপর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসার অভিযোগ চাপালে সে তা অস্বীকার করে বলে, অমন কোনও কথা তো আমি বলিনি।[১৩]

হুনাইনের যুদ্ধে নবীজীর নিহত হবার গুজব রটিয়েছে শয়তান

হযরত যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন ঃ হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে জনৈক ঘোষক এই বলে ঘোষণা করেছিলঃ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীরা হেরে গেছে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কতল করা হয়েছে। (নাউযু বিল্লাহ)।[১৪]

শয়তান ইব্লীস ওই ঘোষণা করেছিল।[১৫]

শয়তান নবীজীর রূপ ধরতে অক্ষম

(হাদীস) হযরত আবূ কতাদাহ্ (রাঃ) বলেছেন যে, জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَتَرَاىَ بِىْ

যে ব্যক্তি (স্বপ্নে) আমাকে দেখে, সে প্রকৃতই আমাকে দেখে, কারণ শয়তান আমার রূপ ধরে নিজেকে দেখাতে পারে না।[১৬]

নবীজীর দরবারে শয়তানের প্রশ্ন

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু উমর (রাঃ)ঃ একবার আমরা জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় কদাকার চেহারার এক আগন্তুক এল। তার পোষাকও ছিল অত্যন্ত ময়লা এবং তার থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। সকলের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে বসল। তারপর প্রশ্ন করতে লাগল; আপনাকে কে সৃষ্টি করেছেন?

মহানবীঃ আল্লাহ।

আগন্তুকঃ আসমান সৃষ্টি করেছেন কে?

মহানবীঃ আল্লাহ।

আগন্তুকঃ পৃথিবীর স্রষ্টা কে?

মহানবীঃ আল্লাহ।

আল্লাহঃ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে?

মহানবীঃ আল্লাহর সত্তা এ থেকে পবিত্র (অর্থাৎ আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেনি)।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের কপাল ধরে মাথাটি একটু নিচু করেন।

সেই ফাঁকে আগন্তুক উঠে চলে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাথা তুলে বলেন– ওকে ধরে নিয়ে এসো।

আমরা তাকে খোঁজাখুজি করলাম। কিন্তু ও তখন হাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

এরপর নবীজী বলেন, ও ছিল ইব্লীস। ইসলামের বিষয়ে তোমাদের মনে সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও তোমাদের কাছে এসেছিল।[১৭]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং ৪০। নাসায়ী, কিতাবুস্ সাহ্ব, বাব ১৯। দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ঃ ৯৮।

(২) আল-কোরআন, সূরাহ, ছোয়াদ, আয়াত ৩৫।

(৩) বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, বাব ৭৫; কিতাবুল আমাল, বাব ১০; কিতাবুত্ তাফসীর, সূরাহ ৩৮। মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস ৩৯। মুস্নাদে আহমাদ, ২ ঃ ২৯৮। দালায়িলুন্ নুবুওঅত, বায়হাক্বী, ৭ ঃ ৯৭।

(৪) অনুবাদক।

(৫) নাসায়ী, কিতাবুস সাহ্ব, বাব ১৯।

(৬) দালায়িলুন্ নুবুওঅত, আবূ নুআইম ইস্বাহানী।

(৭) মাকাদিদুশ্ শায়তান (৬২), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। দালায়িলুন্ নুবুওঅত, আবূ নুআইম, ১ঃ ৬০। মু'জামে আওসাত্, তবারানী। আবুশ্ শায়খ।

(৮) মুআত্তা, কিতাবুল জামিই, ২ ঃ ২৩৩। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ ঃ ৯৫। কিতাবুল আসমা অস্ সিফাত, বায়হাকী। সুনানু নাসায়ী। মুস্নাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৪১৯।

(৯) দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ২ঃ ৪৪৮। সীরাত, ইবনু হিশাম, ২ ঃ ৫৭। ইবনু ইস্হাক।

(১০) ইবনু ইস্হাক। ইবনু জারীর। ইবনু মুনযির। ইবনু আবী হাতিম। আবূ নুআইম। দালায়িলুন নুবুওঅত, বায়হাকী।

(১১) তাফসীর, ইবনু জারীর (সূরা আল্-আনফাল)। ইবনু মুনযির। ইবনু আবী হাতিম। ইবনু মারদাবিয়াহ। দুররুল মানসুর, ৩ ঃ ১৬৯। দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৩ ঃ ৭৮-৭৯।

(১২) তবারানী। আবূ নুআইম।

(১৩) আবদুর রায্যাক।

(১৪) ইবনু জারীর তবারী।

(১৫) তবকাত, ইবনু সাত্দ।

(১৬) বুখারী, কিতাবুল ইল্ম, বাব ৩৮, কিতাবুত তাত্বীরুল রুউইয়া, বাব ১০। মুসলিম, কিতাবুর রুউইয়া, হাদীস নং ১১। মুস্নাদে আহ্মাদ, ৩ ঃ ৫৫; ৫ঃ ৩০৬। মাজ্মাউয্ যাওয়াঈদ ৭ঃ ১৮১। দালায়িলুন নুবুওয়ত, বাইহাকী, ৭ঃ ৪৫। তারীখে বাগ্দাদ, ৭ ঃ ১৭৮। মিশ্কাত শরীফ, ৪৬১।

(১৭) দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ঃ ১২৫।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহাবীদের মুকাবিলায় শয়তান

হযরত আবূ বক্‌রের রূপ ধরতে পারে না শয়তান

(হাদীস) হযরত হুযাইফাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন

مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِىْ وَمَنْ رَاٰى اَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهٖ

যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে আমাকেই দেখেছে, কেননা শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না। আর যে আবূ বক্‌রকে দেখেছে, সে প্রকৃতই ওঁকে দেখেছে, কারণ শয়তান ওঁরও রূপ ধরতে অক্ষম।(১)

হযরত উমরকে প্রচণ্ড ভয় করে শয়তান

(হাদীস) হযরত সাত্দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেন–

اِيْهِ يَاابْنَ الْخَطَّابِ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

ওহে খত্ত্বাব-নন্দন, (উমর (রাঃ))! যাঁর আয়ত্তে আমার জীবন, তাঁর কসম! – রাস্তায় চলার সময় কখনও তোমার সাথে শয়তানের ভেট হয় না, শয়তান (তোমাকে এত ভয় করে যে) তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।(২)

(হাদীস) হযরত বুরাইদাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ

ওহে উমর! শয়তান তোমাকে ভয় পায়।(৩)

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ), জনাব রসূলুল্লাহকে বলেছেনঃ

اِنِّىْ لَاَ نْظُرُ اِلٰى شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ

জ্বিন ও মানুষের শয়তানদের আমি দেখেছি উমরের থেকে (ভয়ে) পালাতে।(৪)

(হাদীস) হযরত হাফ্স (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ مَا لَقِىَ الشَّيْطَانُ عُمَرَ مُنْذُ اَسْلَمَ اِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهٖ

উমরের ইসলাম কবুলের পর থেকে
যখনই শয়তান ওঁর মুখোমুখি হয়েছে,
মুখ গুঁজে পড়ে গেছে।(৫)

হযরত আম্মার লড়াই করেছেন শয়তানের সাথে

(হাদীস) হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মানুষের বিরুদ্ধে যেমন লড়েছি, তেমনি জ্বিনের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছি।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, জ্বিনের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়েছেন?

তিনি বলেন, এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। (যেতে যেতে) এক জায়গায় যাত্রাবিরতি দিলাম। এবং আমি পানি আনার জন্য আমার মশক ও ডোল তুললাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'তোমার সামনে পানির কাছে কেউ আসবে। সে তোমাকে পানি নিতে মানা করবে। তুমি ওর থেকে

সাবধান থাকবে। 'সুতরাং আমি কুয়োর বেড়ের কাছে পৌছতে এক কালো কুচকুচে লোককে দেখতে পেলাম। দেখতে ঘোড়ার মতো। সে আমাকে বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আজ তুমি এই কুয়ো থেকে এ ডোল পানিও নিতে পারবে না।' এভাবে তার ও আমার মাধ্যে সংঘর্ষ বাধল। আমি তাকে চিৎ করে ফেললাম এবং একটা পাথর তুলে নিয়ে তার নাক ও মুখ ভেঙে দিলাম। তারপর আমার মশক ভরে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পানির জায়গায় তোমার কাছে কেউ কি এসেছিল?' আমি নিবেদন করলাম, 'জী হ্যাঁ।' এরপর আমি পুরো ঘটনা তাঁকে শুনালাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি জান, ও কে ছিল?' বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন, 'ও ছিল শয়তান।'(৬)

*** হযরত আলী (রাঃ)-র বর্ণনাসূত্রে ওই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ** আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জমানায় জ্বিন ও মানুষের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। কেউ প্রশ্ন করে, উনি জ্বিনের সাথে যুদ্ধ করলেন কীভাবে? হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি হযরত আম্মার (রাঃ)-কে বলেন, 'যাও আমার জন্য খাবার পানি নিয়ে এসো।' সুতরাং তিনি চলে গেলেন। সেই সময় শয়তান এক কালো-নিগ্রো মানুষের রূপ ধরে এসে তাঁর ও পানির মধ্যে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দু'জনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। হযরত আম্মার (রাঃ) তাকে চিৎ করে ফেলেন। শয়তান বলে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, পানি নিতে আর বাধা দেব না।' তো হযরত আম্মার তাকে ছেড়ে দেন। কিন্তু শয়তান ফের পাঁয়তারা করে। ফলে হযরত আম্মার ফের তাকে চিৎ করে ফেলে দেন। শয়তান ফের কাকুতি-মিনতি করে। হযরত আম্মার আবার তাকে ছেড়ে দেন। কিন্তু আর তাঁর সাথে মুকাবিলার হিম্মৎ শয়তানের হয়নি।

ওদিকে জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, শয়তান কালো হাব্‌শীর রূপ ধরে আম্মার ও পানির মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আল্লাহ্ আম্মারকে বিজয়ী করে দিয়েছেন।

(হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ) এরপর আমরা আম্মারের কাছে গেলাম। এবং তাঁকে বললাম, হে আবুল ইয়াকজান! আপনি তো শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপনার সম্পর্কে এই এই কথা বলেছেন।'

হযরত আম্মার (রাঃ) বলেন, আমি যদি জানতাম যে, ও ছিল শয়তান, তবে আমি কতল করেই ছাড়তাম। আর ওর গা থেকে যদি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ না বের হত, তবে অবশ্যই আমি ওর নাক কেটে দিতাম।(৭)

সাহাবীদের ক্ষেত্রে শয়তানের চাল চলে না

হযরত সাবিত বানানী (রহঃ) বলেছেন ঃ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আনুষ্ঠানিকভাবে নবী করার পর শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে সাহাবীদের কাছে

পাঠায়। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলে, শয়তান প্রশ্ন করে, 'ব্যাপারটা কী, তোমরা ওদের গুমরাহ্ করলে না কেন?' শয়তানবাহিনী বলে, 'আমরা এমন কওমের পাল্লায় কক্ষণো পড়িনি।' শয়তান বলে কিছু কাল অপেক্ষা করো, এমন এক সময় কাছাকাছি আসছে যখন ওরা দুনিয়া জয় করবে, সেই সময় তোমরা শয়তানী কাজে সফলতা অর্জন করতে পারবে।(৮)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) তারীখে বাগদাদ। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৭ ঃ ১৭৩ ঃ ১৮১।

(২) বুখারী, ফাযায়েলে আসহাবুন্ নাবী, বাব ৬; কিতাবুল আব, বাব ২৮; বাদ্‌উল খল্‌ক, বাব ১১। মুসলিম ফাযায়িলুস্ সাহাবাহ্, হাদীস ২২। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ১১৭, ১৮২, ১৮৭।

(৩) তিরমিযী, কিতাবুল মুনাকিব, বাব ১৭। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ ঃ ৩৫৩। বায়হাকী, ১ ঃ ৭৭। কান্‌যুল উম্মাল, ৩৫৮৩৯। ফাত্‌হুল বারী, ১১ ঃ ৫৮৮। নাসায়ী।

(৪) তিরমিযী, কিতাবুল মুনাকিব, বাব ১৭, হাদীস ৩৬৯১। কান্‌যুল উম্মাল, ৩২৭২১। নাসায়ী।

(৫) ইব্‌নু আসাকির। আত্‌হাফুস্ সাহাদ্, ৭ ঃ ২৮৬। কান্‌যুল উম্মাল, ৩২৭২৪।

(৬) তবাকত, ইব্‌নু সাআ্‌দ, ৩ ঃ ১৭৯। মুস্‌নাদে ইস্‌হাক বিন রাজইয়াহ্। মাকায়িদুশ্ শায়তান (৬৪), ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া। মাসায়িবুল ইন্‌সান।

(৭) কিতাবুল আযামাহ্, আবুশ্ শাইখ। দালায়িলুন্ নবুউঅত, আবু নুআইম।

(৮) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৩৯), ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া। তাল্‌বীসুল ইব্‌লীস। ইহ্‌য়াউল্ উলূম, ৩ ঃ ৩৩। যাম্মুদ দুন্‌ইয়া, ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া (১৭০)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অলীদের পিছনে শয়তানের চাল

ইমাম আহ্‌মাদের মৃত্যুকালে শয়তানের চক্রান্ত

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্‌বাল (রহঃ)-এর পুত্র হযরত সালিহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে তাঁর অন্তিমকালে বারবার একথা বলতে শুনেছি– 'এখন নয় পরে, এখন নয় পরে।' – তখন আমি নিবেদন করি, 'আব্বাজী! এ আপনি কী বলছেন?' উনি বলেন, 'শয়তান আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এবং বলছে 'ওহে আহমদ আমার অমুক প্রশ্নের উত্তর দাও! অমুক মাস্‌আলা বাতলে দাও।' আর আমি বলছি– 'এখন নয় পরে, এখন নয় পরে।'(১)

জুনাইদ বাগ্‌দাদীর সাথে শয়তানের আলাপন

হযরত আবুল কাসিম জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ পনের বছর ধরে আমি নামাযের সময় আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা করেছি যে, তিনি যেন আমাকে ইব্‌লীসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন।

একদিন আমি গরমকালে দুপুরবেলায় দরজার দুই কপাটের মাঝখানে বসে তাস্‌বীহ্ পড়ছিলাম, সেই সময় একজন আসে। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কে?' সে বলে, 'আমি।' ফের জানতে চাই, 'কে?' সে বলে, 'আমি'। তৃতীয়বার প্রশ্ন করি, 'কে?' সে বলে, 'আমি।' তখন আমি বলি, 'তুই কি ইব্‌লীস?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' তখন আমি উঠে দরজা খুলে দিই। ভিতরে ঢোকে একজন বুড়ো। তার মাথায় ছিল পশমের টুপি। পরনে পশমের জামা। হাতে ছিল এমন লাঠি, যার নিচের দিকে লাগানো ছিল ফলমূল।

ইব্‌লীস ঘরে ঢোকার পর আমি ফের সেই দরজার দুই কপাটের মাঝখানে গিয়ে বসি। সে বলে, 'আপনি আমার জায়গা থেকে উঠুন। কারণ, দুই-কপাটের মাঝখানে আমার বসার জায়গা।'

সুতরাং আমি ওখান থেকে উঠলাম। সে ওখানে বসল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তুই কীভাবে মানুষকে গুম্‌রাহ করিস?'

সে তার আস্তিন থেকে একটা রুটি বের করে বলল, 'এর দ্বারা।'

আমি জানতে চাইলাম, 'খারাপ কাজকে তুই মানুষের সামনে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে দেখাস কীভাবে?'

তো সে একটা আয়না বের করে বলল, 'আমি মানুষের সামনে খারাপ কাজকে এই আয়নার সাহায্যে ভাল করে দেখাই।

এরপর সে বলে, 'আপনি কী জানতে চান, খুব সংক্ষেপে বলুন।'

আমি বললাম, 'হযরত আদম্‌কে সাজ্‌দা করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তুই ওঁকে সাজ্‌দা করিস্‌নি কেন?'

সে বলল, 'ওকে সাজদা করতে আমার আত্মমর্যাদায় বেধেছিল।'

এরপর সে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আমি আর তাকে দেখতে পাইনি।[২]

ইবনু হান্‌যালার সঙ্গে শয়তানের সাক্ষাৎ

বর্ণনায় হযরত সফ্‌ওয়ান বিন সালীম (রহঃ) ঃ মদীনার বাসিন্দা হযরত আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বিন হানযালাহ্ (রাঃ)-র. সঙ্গে মসজিদের বাইরে একবার শয়তানের সাক্ষাৎ হয়। শয়তান বলে, হে হান্‌যালাহ্‌'র পুত্র! আমাকে চেনেন?

আবদুল্লাহঃ হ্যাঁ চিনি।

শয়তানঃ বলুন তো, আমি কে?

আবদুল্লাহঃ তুই শয়তান।

শয়তানঃ আপনি আমাকে কীভাবে চিনলেন?

আবদুল্লাহঃ আমি মসজিদ থেকে বের হবার সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করছিলাম। কিন্তু তোকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোযোগ তোর দিকেই ঘুরে যায়। এ থেকেই বুঝেছি যে, তুই শয়তান।

শয়তানঃ হে হান্‌যালাহ্‌'র পুত্র! আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনাকে একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার এই কথাটা স্মরণ রাখবেন।

আবদুল্লাহঃ তোর কথা শোনার আর স্মরণ রাখর কোন প্রয়োজন আমার নেই।

শয়তানঃ আগে তো কথাটা শুনুন। সঠিক হলে মানবেন। আর বেঠিক হলে ঠুক্‌রে দেবেন। হে ইব্‌নে হান্‌যালাহ্! আপনার পছন্দের জিনিস মহিমান্বিত আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে চাইবেন না। এবং এ বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, ক্রোধের সময় আপনার অবস্থা কেমন হয়।[৩]

আলিম ও আবিদের সাথে শয়তানের শিক্ষণীয় ঘটনা

জনৈক বাস্‌রীর সূত্রে হযরত আলী বিন আসিন (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এক আলিম ও এক আবিদ (ইবাদতকারী) আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালোবাসতেন। শয়তানরা ইব্‌লীসের কাছে গিয়ে বলে, আমরা অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও এ দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারিনি।

অভিশপ্ত ইব্‌লীস বলে, ওদের জন্যে আমিই যথেষ্ট। এরপর ইব্‌লীস সেই আবিদের যাতায়াতের রাস্তায় গিয়ে পৌঁছল। আবিদ যখন কাছাকাছি এল, ইব্‌লীস তখন এক বয়স্ক মানুষের রূপ ধরে, কপালে সাজ্‌দার চিহ্ন নিয়ে, তার সঙ্গে দেখা করল। সেই সময় ইব্‌লীস, আবিদকে বলল, আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে, তাই আমি চাইছি আপনার থেকে উত্তরটা জেনে নিতে।

আবিদ বলল, কী প্রশ্ন করতে চান করুন, আমার জানা থাকলে বলে দেব।

শয়তান বলল, একটা ডিমের মধ্যে আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, সাগর-নদীকে – ডিমকে বড় না করে এবং সৃষ্টিগুলোকে ছোট না করে– ঢুকিয়ে দেবার ক্ষমতা কি আল্লাহ্‌র আছে?

আবিদ অবাক হয়ে জানতে চাইল, ছোট ডিমকে না বাড়িয়ে তার মধ্যে বিশাল সৃষ্টিকে না ছোট করে কীভাবে ঢোকানো যেতে পারে?– আবিদ সাহেব ভারি ভাবনায় পড়ে গেল।

শয়তান বলল, আপনি এবার যেতে পারেন।

এরপর শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্দেশে বলে, দেখলে তো, আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহে ফেলে দিয়ে আমি ওই আবিদকে ধ্বংস করে দিলাম।

এরপর শয়তান আলিম সাহেবের পথে গিয়ে বসল। আলিম সাহেব কাছাকাছি আসতে শয়তান তাঁকে সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, হযরত! আমার মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। তাই আমি চাই, তার উত্তরটা আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে।

আলিম সাহেব বললেন, কী প্রশ্ন করতে চাও, করো, জানা থাকলে উত্তর দেব।
শয়তান বলল, একটা ডিমের মধ্যে আসমান-যমীন, পাহাড়-পরবত, গাছ-পালা, সাগর-নদীকে – ডিমকে বড় না করে এবং ওই সৃষ্টিগুলোকে ছোট না করে – ঢুকিয়ে দেবার ক্ষমতা কি আল্লাহ্'র আছে?
আলিম বললেন, অবশ্যই আল্লাহ্র ও ক্ষমতা আছে।
শয়তান অস্বীকারের সুরে বলল, ডিমকে বড় না করে এবং সৃষ্টিগুলোকে ছোট না করেও?
আলিম বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই। এরপর আলিম সাহেব এই আয়াতটি উল্লেখ করেন– إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
তাঁর সৃষ্টিকলা তো এই যে, যখন তিনি কোনও কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন 'হও'– আর অমনি তা হয়ে যায়।[৪]
এরপর ইব্লীস তার সাঙ্গপাঙ্গদের সম্বোধন করে বলল, এই উত্তরটা শোনাবার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের এখানে এনেছি (অর্থাৎ আবিদ যে কোন মুহূর্তে ঈমানহারা হতে পারে কিন্তু আলিম নয়।[৫]

শয়তানের মুকাবিলায় ফকীহ ও আবিদ

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইব্নু আব্বাস (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

ইসলামের যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী একজন ব্যক্তি শয়তানের কাছে এক হাজার (মূর্খ) ইবাদতকারীর চাইতেও শক্তিশালী।[৬]

অলীদের বিরুদ্ধে শয়তানের শেষ চাল

বর্ণনা করেছেন হযরত ইব্নু মাস্উদ (রাঃ) ঃ আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ, উল্লেখ, আলোচনা)-র মজলিসে অংশ নেওয়া মানুষকে ফিত্নায় লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে শয়তান ওইসব মজলিসে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ও কাজে সফল হতে না পারলে শয়তান সেইসব আড্ডায় যায়, যেখানে লোক দুনিয়ার যিকর করে। তাদেরকে শয়তান একে অপরের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে থাকে। এবং শেষপর্যন্ত তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ বাধিয়ে দেয়। সেই সময় আল্লাহ্র যিক্রকারীরা বিবাদকারীদের মধ্যে এসে তাদেরকে আটকান। এভাবে শয়তান আল্লাহ্র যিক্রকারী মানুষজনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় (অর্থাৎ, ওরা যিক্র ছেড়ে মানুষের মন্দ থামাতে লেগে যান)।[৭]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূত্রবিহীন।
(২) তারীখে ইব্নু নাজ্জার।
(৩) মাকায়িদুশ শায়তান (৬৫), ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া। ইব্নু আসাকির। ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ৩৪। আল-ইসাবাহ্, ৪ ঃ ৫৯। মাসায়িবুল ইন্সান, পৃষ্ঠা ১৩৩।
(৪) আল্-কোরআন, ৩৬ ঃ ৮২।
(৫) মাকায়িদুশ শায়তান (৩০) ইব্নু আবিদ্ দুনইয়া। মাসায়িবুল ইন্সান, ইব্নু মুফ্লিহুল মুকদ্দাসী।
(৬) তিরমিযী, কিতাবুল ইল্ম, বাব ১৯। ইব্নু মাজাহ্, মুকদ্দামাহ্, বাব ১৭। জামিই বায়ান আল্-ইল্ম অ ফাদলিহ্, ১ ঃ ২৬। দুররুল মান্সুর, ১ ঃ ৩৫০। মাজ্মাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ১২১। তারীখে বাগ্দাদ, ২ ঃ ৪০২। আল্ আস্রারুল মারফূআহ্, ৩৫১। তায্কিরতুল মাউযূআত। কাশ্ফুল খিফা, ২ ঃ ২০৬।
(৭) কিতকাবুয্ যুহ্দ, ইমাম আহ্মাদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিশপ্ত শয়তানের ভয়ংকর শয়তানী

শয়তানের কার্যবিবরণী

হযরত আবূ মূসা আশ্আরী (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন সকাল হয়, সেই সময় শয়তান তার বাহিনীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয় এবং তাদের উদ্দেশে বলে, যে (শয়তান) কোনও মুসলমানকে গুম্রাহ্ করে আসবে তার মাথায় আমি মুকুট পরাব। (তারপর শয়তানের দলবল দিনভর শয়তানী কার্যকলাপ করার পর সন্ধ্যায় ইব্লীসের কাছে গিয়ে এভাবে নিজেদের কার্যবিবরণী পেশ করে ঃ)
এক শয়তান বলে, অমুক মানুষের পিছনে আমি লেগেই ছিলাম। শেষ পর্যন্ত সে তার বউকে তালাক দিয়ে ফেলেছে।
ইব্লীস বলে, ও তো ফের বিয়ে করে নেবে। (তার মানে তুমি তেমন কিছু করোনি।)
অন্য এক শয়তান বলে, আমি লেগেছিলাম অমুক মানুষের পিছনে। শেষ পর্যন্ত সে বাপ-মায়ের অবাধ্যতা করেছে।
ইব্লীস বলে, পরে সে ওদের সাথে ভালো ব্যবহারও করতে পারে।
অন্য এক শয়তান বলে, আমি লেগেছিলাম অমুক মানুষের পিছনে। শেষ পর্যন্ত

ব্যভিচার করিয়েছি তাকে দিয়ে।

ইবলীস বলে, ভালোই করেছ।

আরেক শয়তান বলে, আমি লেগেছিলাম অমুক লোকের পিছনে। শেষ পর্যন্ত মদ খাইয়ে ছেড়েছি তাকে।

ইব্‌লীস বলে, তুমিও ভালোই করেছ।

অন্য এক শয়তান বলে, আমি লেগেছিলাম অমুকের পিছনে। এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ খুন করিয়েছি তাকে দিয়ে।

ইব্‌লীস বলে, হ্যাঁ, তুমিই হলে বড় শয়তান (শয়তানী কাজে সবাইকে টপ্‌কে গিয়েছ তুমি)।(১)

শয়তানের হাতিয়ার নারী

(হাদীস) হযরত ইব্‌নু মাস্‌উদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

নারী আবরণ-যোগ্য, যখন সে বাইরে,
বের হয় শয়তান তার পিছনে লেগে যায়।(২)

রমণী শয়তানের আধাবাহিনী

হযরত হাসান বিন স্বালিহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি শুনেছি, শয়তান নারীকে সম্বোধন করে বলেছিল – তুই আমার আধাবাহিনী। তুই আমার এমন তীর, যা লক্ষ্যভেদ করে, ব্যর্থ হয় না। তুই আমার রহস্যভূমি এবং আমার সমস্যা-সঙ্কটে তুই হচ্ছিস বার্তাবাহী।(৩)ঃ

শয়তানের জাল

হযরত সাঈদ বিন দীনার (রহঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়ার মুহব্বত যাবতীয় অমঙ্গলের মূল এবং নারী শয়তানের জাল। শয়তানের পক্ষে নারীর চাইতে বেশি মজবুত জাল আর কিছু নেই।(৪)

হযরত মালিক ইব্‌নুল মুসায়্যিব (রহঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পাঠানো কোনও নবীকে নারীর মাধ্যমে ধ্বংস করার ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়নি (কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে মান্যবর নবী-রসূলগণ নারীঘটিত শয়তানী ফিত্‌না থেকে সুরক্ষিত ছিলেন।(৫)

শয়তানের আরেকটি জাল

হযরত সাবিত বানানী (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)-এর সামনে ইব্‌লীস আত্মপ্রকাশ করে। ইব্‌লীসের পিঠে সব রকম জিনিসপত্রের বোঝা দেখে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) জিজ্ঞাসা করেন, ওরে ইব্‌লীস, তোর পিঠে যে বোঝাটা দেখিছি, এটা কীসের বোঝা?

ইবলীস বলেম এগুলো হল কামনা-বাসনা। এগুলো দ্বারা আমি মানুষ শিকার করি।

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) বলেন, আচ্ছা এগুলোর মধ্যে কোন জিনিসের বাসনা আমি করেছি কি?

ইব্‌লীস বলে, না।

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ফের প্রশ্ন করেন, তুই কি কখনও আমার বিরুদ্ধে সফল হয়েছিল? ইব্‌লীস বলে, যখন আপনি তৃপ্তির সাথে পেট ভরে আহার করেন, সেই সময় আমি আপনাকে নামায ও যিক্‌র থেকে আটকানোর জন্য অলস করে দিই।

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া জানতে চান, এছাড়া আর কিছু?

ইব্‌লীস বলে, না আর কোনও সুযোগ পাইনি।

তখন হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ক্বসম! আগামীতে আর কখনও আমি পেটভরে আহার করব না।

ইব্‌লীস তখন বলে ওঠে, আমিও আর কখনও কোনও মুসলমানকে উপদেশ দিতে যাব না।(৬)

মানুষ কখন শয়তানের শিকার হয়

হযরত অহাব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ এক ছিলেন সাধক পর্যটক। শয়তান তাঁকে বিপথগামী করার জন্য অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু কোনও বারেই সে সফল হয়নি। অবশেষে শয়তান সেই সাধকের কাছে গিয়ে বলে, আমি কি আপনাকে সেইসব বিষয়ে কথা বলব না, যেগুলোর দ্বারা আমি মানুষকে বিপথগামী করি?

সাধক বললেন, কেন বলবি না, অবশ্যই বল্, যাতে আমিও সেগুলো থেকে বাঁচতে পারি, যেগুলোর দ্বারা তুই মানুষকে বিপথগামী করিস।

শয়তান বলল– লোভ, ক্রোধ ও কৃপণতা। মানুষ যখন লোভী হয়, আমি তখন তার চোখে তার নিজের মাল সম্পদকে কম করে দেখাই এবং অপরের ধন-দৌলতকে বেশি করে দেখাই। আর মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, সেই সময় আমি তাকে নিয়ে এমনভাবে খেলি, যেভাবে বাচ্চারা বল নিয়ে খেলা করে। এমনকী সে দুআ করে মৃতকেও বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা রাখলেও আমি তার কোনও পরোয়া করি না। এবং যখন মানুষ নেশাগ্রস্ত হয় সেই সময় আমি তাকে সকল রকমের কামনা-বাসনা-উত্তেজনার দিকে ঘুরিয়ে দিই, যেভাবে ছাগলের কান ধরে ঘুরিয়ে দেয়া হয়।(৭)

হযরত উবাইদুল্লাহ্ বিন মুওয়াহ্‌হিব (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার জনৈক নবীর সামনে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুই মানুষকে তোর খপ্পরে ফেলিস কোন্ পদ্ধতিতে?

শয়তান বলে, আমি মানুষকে কাবু করি তার ক্রোধ ও যৌন উত্তেজনার সময়।(৮)

শয়তানের পছন্দ-অপছন্দের মানুষ

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন খুবাইক্ব (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) একবার শয়তানকে তার আসল রূপে দেখেন। সেই সময় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) বলেন– ওরে ইব্‌লীস, মানুষের মধ্যে তোর সবচেয়ে পছন্দের কে এবং অপছন্দেরই বা কে?

ইবলীস বলল– আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দের মানুষ সেই মুমিন, যে বখীল-কৃপণ এবং সবচেয়ে অপছন্দের মানুষ সেই ফাসিক-গুনাহ্গার, যে উদার-দানশীল।

হযরত ইয়াহ্ইয়া প্রশ্ন করেন, এর কারণ কী?

শয়তান বলে, কৃপণের কৃপণতাই আমার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দানী ফাসিকের বিষয়ে আমার আশঙ্কা হয় যে, আল্লাহ্ ওর উদারতা দেখে যদি তা কবূল করে নেন।

এরপর শয়তান একথা বলতে বলতে চলে যায়। আপনি যদি ইয়াহ্ইয়া না হতেন, তবে আপনার কাছে এই রহস্য কখনই ফাঁস করতাম না।[৯]

শয়তান সর্বদা মানুষের সর্বনাশে

কথিত আছে ঃ শয়তান বলে থাকে– মানুষ কীভাবে আমার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে! যখন সে আনন্দিত হয়, তখন আমি তার অন্তরে চেপে বসি এবং যখন সে ক্রুদ্ধ হয়, তখন আমি উড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে সওয়ার হয়ে যাই।[১০]

অতিরিক্ত স্রাবে শয়তানের চাল

(হাদীস) হযরত হাম্‌নাহ্ বিন্‌তে জাহাশ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমার মাসিক স্রাব হত অতিরিক্ত। সেকথা আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে তিনি বলেন– إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ

এটা হল শয়তানের চালগুলোর মধ্যে একটা চাল।[১১]

কবরেও শয়তানের পাঁয়তারা

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেছেন ঃ (কবরে) যখন মৃতকে প্রশ্ন করা হয় তোমার রব কে?– সেই সময় শয়তান তাকে নিজের আকৃতি দেখিয়ে, নিজের দিকে ইশারা করে বলে আমিই তোমার রব্ব (মৃতব্যক্তি কাফির প্রভৃতি হলে তাকেই রব বলে উল্লেখ করে, অন্যথায় তার ফিত্‌না হতে সুরক্ষিত থাকে)।[১২]

বাজার ও শয়তান

(হাদীস) হযরত সালমান ফারিসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَاتَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَلَا اٰخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهُ مَعْرِكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا نُصِبَ رَايَتُهُ وَفِيْ لَفْظٍ فَفِيْهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَخَ ـ

তুমি সর্বপ্রথম বাজারে গমনকারী ও সর্বশেষ বাজার থেকে বহির্গমনকারী হবে না। কেননা ওটা হচ্ছে শয়তানের পাঁয়তারার জায়গা। ওখানে পোঁতা আছে শয়তানের ঝাণ্ডা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, ওখানে শয়তান ডিম পেড়েছে এবং ওখানেই সে বাচ্চা দিয়েছে।[১৩]

মানবশিশু ভূমিষ্ঠকালে শয়তানের শয়তানী

(হাদীস) হযতর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

مَامِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا

প্রত্যেক মানবশিশুর ভূমিষ্ঠলগ্নে শয়তান তাকে খোঁচা দেয়, যার কারণে সেই বাচ্চা সজোরে কেঁদে ওঠে, কেবল মরিয়ম ও তাঁর পুত্র (হযরত ঈসা) এ থেকে মুক্ত ছিলেন।[১৪]

হাদীসটি বর্ণনার পর হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন–

যদি ইচ্ছা হয়, তো আল্লাহ্‌র এই আয়াতটি পড়ে নাও–

وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

(হযরত মরিয়মের মা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বলেছিলেন ...) হে আল্লাহ! আমি মরিয়ম ও তার সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয়ে সঁপে দিলাম।[১৫]

হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌র অন্য এক বর্ণনায় এরকম আছে ঃ প্রত্যেক মানবশিশুর ভূমিষ্ঠকালে তার পাঁজরে শয়তান আঙুলের খোঁচা দেয়। পারেনি কেবল হযরত ঈসার বেলায়। তাঁকেও সে খোঁচা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু লেগেছিল পর্দায়।[১৬]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন ঃ বাচ্চা সেই সময় চিৎকার করে, যখন শয়তান নড়া-চড়া করে।[১৭]

হযরত কাযী আইয়ায (রাঃ) বলেছেন ঃ হযরত ঈসার ওই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমস্ত নবী-রসূলও অন্তর্গত (অর্থাৎ সমস্ত নবী-রসূলও জন্মলগ্নে শয়তানের অনিষ্ট থেকে মুক্ত ছিলেন।[১৮]

শয়তানের একটা জঘন্য কাজ

হযরত ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈ (রহঃ) বলেছেন ঃ কথিত আছে, শয়তান (নামাযের সময়) মানুষের যৌনাঙ্গের ছিদ্র দিয়ে চলাচল করে এবং মলদ্বারে ডিম পাড়ে। এর কারণে মানুষের মনে এই খেয়াল আসা অবশ্যম্ভাবী যে, হয়তো তার উযূ ভেঙে গেছে। তাই তোমাদের মধ্যে কোন মুসলমানই যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ু নিঃসরণের শব্দ না শুনবে, কিংবা দুর্গন্ধ না পাবে, অথবা ভিজে না দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন নামায না ভাঙে।[১৯]

শয়তানের গেরো

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ -

শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের মাথার বালিশে শোবার সময় তিনটি গেরো দেয় এবং প্রত্যেক গেরোর সময় বলে, দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তুমি ঘুমিয়ে থাক। তারপর যদি সেই ব্যক্তি (মাঝ রাতে বা ভোরে) ঘুম থেকে উঠে আল্লাহ্‌র নাম নেয়, তবে তার একটা গেরো খুলে যায়। ফের যদি সে উযূ করে, তাহলে তার দ্বিতীয় গেরো খুলে যায়। তারপর যদি সে নামাযও পড়ে নেয়, তবে তার সবক'টা গেরোই খুলে যায় এবং তার সকাল হয় ঝরঝরে মেজাজে-কর্মোদ্যমের সাথে। অন্যথায়, তার সকাল হয় বিষণ্ন মনে-অলসতার সাথে।[২০]

শয়তানের পেশাব মানুষের কানে ঃ

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইব্‌নু মাস্‌ঊদ (রাঃ) ঃ নবী করীম (সাঃ) -এর সামনে একবার একজনের সম্পর্কে বলা হল যে, সে সকাল পর্যন্ত শুয়েই থাকে, নামাযের জন্যেও ওঠে না। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنِهٖ

অমন মানুষের কানে শয়তান পেশাব করে।

স্বপ্নেও শয়তানের হানা

(হাদীস) হযরত আবূ কতাদাহ্ (রহঃ) বলেছেন, আমি শুনেছি; জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهٗ فَلْيَنْفُثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ عَنْ يَسَارِهٖ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهٗ

ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং কুস্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখবে, তো জেগে উঠে বাঁ দিকে তিনবার থুথু ফেলবে এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইবে। (অমনটা করলে) ওই স্বপ্নের দ্বারা তার কোনও ক্ষতি হবে না।[২২]

স্বপ্ন মূলত তিন প্রকার

(হাদীস) হযরত আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ : مِنْهَا تَهَاوِيْلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ابْنَ اٰدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِىْ يَقْظَتِهٖ فَيَرَاهُ مَنَامَهٗ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

স্বপ্ন তিন প্রকার ঃ সেগুলোর মধ্যে এক প্রকার হয় শয়তানের তরফ থেকে, মানুষকে কষ্ট দেবার জন্য। আরেক প্রকার তাই, যার কথা মানুষ জেগে থাকার সময় ভাবনা-চিন্তা করে, ঘুমের মধ্যে তাই স্বপ্নে দেখে। এবং আরেক প্রকার স্বপ্ন হয় (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যা উৎকর্ষতার বিচারে) নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।[২৩]

যালিম বিচারক শয়তানের আওতায়

(হাদীস হযরত আব্‌দুল্লাহ্ বিন আবী আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ مَعَ الْقَاضِىْ مَا لَمْ يَجُرْ فَاِذَا جَارَ تَخَلّٰى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ

বিচারক জোর-যুলুম না করা পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহ্ (-র সাহায্য থাকে; কিন্তু যখন সে জলুম-অত্যাচার করে, তার থেকে ওই সুবিধা চলে যায় এবং শয়তান তাকে কাবু করে নেয়।

মানুষের সাজ্দায় শয়তানের আক্ষেপ

(হাদীস) বর্ণনায় **হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ**

اِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِىْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَهُ اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ـ

কোন মানুষ যখন সাজ্দার আয়াত পড়ার পর সাজ্দা করে, শয়তান তখন তার থেকে দূরে সরে যায় এবং কেঁদে কেঁদে বলে, হায় আফ্সোস! মানুষকে সাজ্দার নির্দেশ দেওয়া হলে, সে সাজ্দা করেছে, ফলে তার জান্নাত পাওনা হয়ে গেছে, কিন্তু আমাকে সাজ্দার নির্দেশ দেওয়া হলে, আমি অবাধ্যতা করেছি, ফলে আমার ভাগ্যে জাহান্নাম জুটেছে।(২৫)

*** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ হযরত উবাইদুল্লাহ্ বিন মুকসিম্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এরকম আছে যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ**

তুমি যখন শয়তানকে অভিশাপ দাও, শয়তান বলে, 'অভিশপ্তকে অভিশাপ দিলে!' যখন ওর থেকে আশ্রয় দাও, ও বলে আমার কমর ভেঙে দিলে!' আর যখন তুমি সাজদা করে, সেই সময় শয়তান বলে হায় আক্ষেপ! মানুষকে সাজ্দার হুকুম, দেওয়া হতে সে পালন করেছে এবং শয়তান সেই হুকুম পেয়ে অবাধ্যতা করেছে। সুতরাং মানুসের জন্য জানাত ঠিক হয়েছে আর শয়তানের জন্য হয়েছে জাহান্নাম।(২৬)

নামাযে শয়তানের হস্তক্ষেপ

হযরত ইব্নু মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ শয়তান নামাযের সময় তোমাদের আশেপাশে নামায ভেঙে দেবার জন্য ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু নামায ভাঙানোর ব্যাপারে সে যখন নিরাশ হয়ে যায়, তখন সে নামাযীর মলদ্বারে ফুঁক দেয়, যাতে

নামাযী মনে করে যে তার অযূ ভেঙে গেছে। সুতরাং (বায়ু নিঃসরণের) শব্দ বা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ যেন নামায না ভাঙে।(২৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইব্নু মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহের মতো দৌড়াদৌড়ি করে। এমনকী সে তোমাদের নামাযের অবস্থাতেও আসে এবং নামাযীর মলদ্বারে ফুঁক দেয় ও যৌনাঙ্গ সিক্ত করে দেয়। তারপর (নামাযীকে) বলে, 'তোমার নামায ভেঙে গেছে।' সুতরাং তোমরা শুনে রাখো– তোমাদের মধ্যে কেউ যেন (নামাযরত অবস্থায় বায়ু নিঃসরণের) দুর্গন্ধ না পাওয়া কিংবা শব্দ না শোনা এবং (প্রস্রাবের ক্ষেত্রে) ভিজে অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নামায না ভাঙে।(২৮)

নামাযে তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে

হযরত ইব্নু মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ যুদ্ধের সময় তন্দ্রা আল্লাহর তরফ থেকে (সাহায্য ও করুণা (হিসেবে) এবং নামাযে তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে নামায নষ্ট করানোর জন্যে।(২৯)

নামাযে হাই-হাঁচি শয়তানের কারসাজি

হযরত ইব্নু মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় হাই ও হাঁচি আসে শয়তানের তরফ থেকে।(৩০)

শয়তান-ঘটিত আরও কিছু কাজ

হযরত দীনার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِى الصَّلٰوةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَىْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ

নামাযে হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই এবং মাসিক স্রাব, বমি ও নাসা (নাক দিয়ে রক্ত পড়া) শয়তনের থেকে হয়।(৩১)

শয়তানের বিশেষ শিশি

হযরত আব্দুর রহ্মান বিন ইয়াযীদ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাকে একথা জানানো হয়েছে যে, শয়তানের একটা বিশেষ শিশিও আছে, যেটা দিয়ে শয়তান নামাযীকে নামাযের সময় শোঁকায়, যাতে তার হাই ওঠে (এবং নামায থেকে মনোযোগ সরে যায়)।(৩২)

মুসান্নিফে আব্দুর রায্যাকে আছে এরকম বর্ণনা ঃ শয়তানের একটা বিশেষ শিশি আছে, যাতে কিছু ছিটানো জিনিস থাকে। মানুষ যখন নামাযে দাঁড়ায়, শয়তান সে শিশিটা নামাযীদের শোঁকায়। ফলে নামাযীরা হাই তুলতে থাকে। তাই নামাযের সময় কারও হাই উঠলে, নাক-মুখ চেপে তা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।(৩৩)

তাড়াহুড়োর মূলে শয়তান

হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْاِنَاةُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

(মানুষের পক্ষে কোন কাজ) ধীরে সুস্থে করা অন্যন্ত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তাড়াহুড়া করা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।(৩৪

মসজিদওয়ালাদের বিরুদ্ধে শয়তানের চক্রান্ত

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَاكَانَ فِى الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَاَنَسَ بِهٖ كَمَا يَاْنَسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهٖ فَاِذَا سَكَنَ لَهٗ رَتَقَهٗ اَوْاَلْجَمَهٗ

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মসজিদে থাকে, সেই সময় শয়তান তার কাছে যায় এবং এমনভাবে বশীভূত করে, যেভাবে মানুষ তার সওয়ারী পশুকে বশ করে। তারপর শয়তান যখন তার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন তার গলায় ফাঁস পরায় অথবা মুখে লাগাম লাগিয়ে দেয়।(৩৫)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা তা প্রত্যক্ষও করতে পারো–গলায় ফাঁস ওয়ালারা মাথা নিচু করে ঝুঁকে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে না, আর লাগামওলাদের মুখ খোলা থাকে, কিন্তু সে-মুখে আল্লাহ্‌র যিক্‌র থাকে না।

নামাযের কাতারে শয়তানের অনুপ্রবেশ

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

رَاصُّوْ صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوْا مِنْهَا وَحَاذُوْا بَيْنَ الْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهُ الْحَذَفُ ـ

তোমরা (নামাযের) কাতারে দাঁড়াবে পাশাপাশি গায়ে-গাঁ-ঘেঁষে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। যাঁর কব্জায় মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন, সেই সত্তা (আল্লাহ্)-র কসম! আমি দেখি, শয়তান নেকড়ে বাঘের বাচ্চার মতো কাতারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢোকে।(৩৬)

শয়তান কর্তৃক কারূনকে গুমরাহ করার ঘটনা

ইব্‌নে আবুল হাওয়ারী বলেছেন ঃ আমি আবূ সুলাইমান (রহঃ) প্রমুখের থেকে শুনেছি, অভিশপ্ত ইব্‌লীস কারূনকে গুমরাহ করার জন্য যখন তার কাছে গিয়েছিল, তার আগে কারূন চল্লিশ বছর যাবৎ পাহাড়ে ইবাদত করেছিল এবং বনী ইস্‌রাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইবাদতের বিচারে সবাইকে টপকে গিয়েছিল। তাকে গুম্‌রাহ্ করার জন্য ইব্‌লীস বহু শয়তান পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেউই তাকে গুম্‌রাহ্ করতে পারেনি। শেষকালে খোদ ইব্‌লীস যায় কারূনকে গুম্‌রাহ্ করার জন্য।

ইব্‌লীস গিয়ে কারূনের সাথেই একই পাহাড়ে ইবাদত করতে লাগল। কারূন রোযা করত, ইফতারও করত। কিন্তু ইব্‌লীস ইফ্‌তার না করে একটানা রোযা রেখে দেখাত এবং কারূনের সামনে ইব্‌লীসের কাছে নগণ্য হয়ে গেল। অবশেষে কারূন গিয়ে (ছদ্মবেশী সাধক) ইব্‌লীসের আস্তানায় হাজির হল।

ইব্‌লীস বলল, ওহে কারূন! তুমি এই ইবাদতেই আত্মতুষ্ট হয়ে বসে গেছ! তুমি বনী ইস্‌রাঈদের জানাযাতেও অংশ নাও না এবং তাদের সাথে জামাআতেও শরীক হও না। আশ্চর্য"!

এভাবে শয়তান তাকে প্রভাবিত করল এবং পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে গীর্জাঘরে ঢুকিয়ে দিল। বনী ইস্‌রাঈলরা ওদের (কারূন ও শয়তানের) খাবার দাবার আনতে লাগল।

একদিন শয়তান বলল, ওহে কারূন! আমরা কি এতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। আমরা তো বনী ইস্‌রাঈলদের কাছে বোঝা হয়ে গেলাম।

কারূন বলল, তাহলে কী করা যায়?

শয়তান বলল, আমরা সপ্তাহে একদিন মেহ্‌নত (করে উপার্জন) করব এবং বাকি ৬ দিন ইবাদতে কাটাব।

কারূন বলল, ঠিক আছে তাই হবে।

(কিছুদিন পরে) শয়তান ফের বলল, আমরা তো এতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছি! অথচ আমরা দান খয়রাত করছি না কেন! এবং দান খয়রাতের জন্য কেনই বা বেশি উপার্জন করছি না!

কারূন বলল, তা আপনি কী বলেন, আমরা কী করব?

শয়তান বলল, আমরা একদিন ব্যবসা করব এবং একদিন উপবাস করব।

কারূন যখন ওইরকম শুরু করল, শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল। তারপর কারূনের সামনে দুনিয়ার ধন-দৌলত জড় হতে লাগল। (শেষ পর্যন্ত কারূন হযরত মুসা (আঃ)-এর মুকাবিলায় নেমে পড়ে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার

করে। তাই আল্লাহ্ তাআলা ওকে ওর যাবতীয় ধন-দৌলত সমেত মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দেন।)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শয়তান থেকে এবং তার অনিষ্ট থেকে হিফাযত করুন।(৩৭)

শয়তান শিখিয়েছে খুন করার পদ্ধতি

হযরত ইবনু জুরাইজ (রহঃ) বলেছেন ঃ আদম (আঃ)-এর পুত্র তার ভাইকে খুন করার ইচ্ছা তো করেছিল, কিন্তু জানত না যে তাকে কীভাবে খুন করবে। সেই সময় শয়তান তার সামনে একটি পাখির রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর সে একটা পাখি ধরে তার মাথাটা দুটো পাথরের মাঝখানে রেখে ফাটিয়ে দেয়। এভাবে শয়তান তাকে খুন করার পদ্ধতি শেখায়।(৩৮)

হাই তোলা ও শয়তান

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ـ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ : هَاءَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ـ

আল্লাহ্ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচে এবং তারপর 'আল-হামদু লিল্লাহ্' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্'রই জন্য) বলে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপর জরুরী হয়ে যায়, যে তা শুনবে, তাকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' (আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন) বলা। আর হাই উঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যখন কারও হাই উঠবে, সে যেন সাধ্যমতো তা আটকায়। কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ (হাই তোলার সময় মুখ খুলে) 'হা' বললে, শয়তান খুশি হয়ে হাসে।(৩৯)

হাইওয়ালার পেটে শয়তান হাসে

(হাদীস) হযরত আবূ হুরইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْعُطَاسُ مِنَ اللّٰهِ وَالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : آهُ ، آهُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ ، وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ

হাঁচি আসে আল্লাহ্র তরফ থেকে এবং হাই ওঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কারও যখন হাই উঠবে, সে যেন নিজের হাত মুখের উপর রেখে তা আটকায়। কেননা (হাই ওঠার সময়) কেউ 'আহ্-আহ' বললে, শয়তান তার পেটের ভিতর থেকে হাসে। আল্লাহ্ হাচি পছন্দ করেন এবং হাই অপছন্দ করেন।(৪০)

হাই ওঠার সময় শয়তান মানুষের পেটে ঢুকে পড়ে

(হাদীস) হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ ـ

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাই তুলবে, সেই সময় যেন সে নিজের হাত মুখের উপর রাখে। কেননা শয়তান হাইয়ের সাথে ভিতরে ঢুকে পড়ে।(৪১)

জোরালো হাঁচি ও হাই শয়তানের প্রভাবে

(হাদীস) হযরত উম্মে সালমাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْعَطْسَةُ الشَّدِيْدَةُ وَالتَّثَاؤُبُ الشَّدِيْدُ مِنَ الشَّيْطَانِ

জোরালো হাঁচি ও দীর্ঘ হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।(৪২)

জোরালো হাঁচি ও ঢেকুর শয়তান পছন্দ করে

(হাদীস) হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত (রাঃ) হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) ও হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন আস্ক্বঅ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا تَجَشّٰى أَحَدُكُمْ أَوْ عَطَسَ فَلَا يَرْفَعَنَّ بِهِمَا الصَّوْتَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَ بِهِمَا الصَّوْتَ

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঢেকুর তুলবে অথবা হাঁচবে, তো ওই দুই ক্ষেত্রে যেন জোরালো শব্দ না করে। কেননা শয়তান ঢেকুর ও হাঁচির জোরালো শব্দ পছন্দ করে।(৪৩)

প্রত্যেক ঘুঙুরের পিছনে শয়তান থাকে

হযরত আলী বিন আবী লাইলা (রহঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক ঘন্টা-ঘুঙুরের পিছনে শয়তান থাকে।(৪৪)

মুমিনের সাথে শয়তানের ভীরুতা ও নির্ভীকতা

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَاعِرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ مَاحَفِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَاِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ وَاَوْقَعَهُ فِى الْعِظَامِ وَطَمَعَ فِيْهِ

যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন মানুষ যথাযথভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, শয়তান তার থেকে দমে থাকে; কিন্তু যখন সে ওই নামায নষ্ট করে, শয়তান তার প্রতি নির্ভীক হয়ে যায় এবং তাকে বড় বড় পাপে জড়িয়ে দেয় ও তাকে গুম্‌রাহ করার লোভ করতে থাকে।(৪৫)

শয়তানের ঘাঁটি

(হাদীস) হযরত নুমান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِى وَفُخُوْخًا ، وَاِنَّ مِنْ مَصَالِيْهِ وَفُخُوْخِهِ اَلْبَطَرُ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ وَالْفَخْرُ بِعَطَاءِ اللّٰهِ وَالْكِبْرُ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ وَاتِّبَاعُ الْهَوٰى فِى غَيْرِ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

শয়তানের কিছু গোপন ঘাঁটি ও আক্রমণের জায়গা আছে। সেগুলোর মধ্যে (থেকে শয়তানী আক্রমণের) কয়েকটি (লক্ষণ) হল ঃ আল্লাহ্‌র কোনও নিঅ্‌মাত (নেয়ামত) পেয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা, আল্লাহ্‌র কোনও বিশেষ দান পেয়ে গর্ব করা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে অহংকার করা এবং অনন্ত মহান-মর্যাদাবান আল্লাহ্‌'র বিধানের বিপরীতে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা।(৪৬)

শয়তানের কব্জায় মানুষ কখন যায়

(হাদীস) হযরত কাতাদাহ্ বিন আইয়াশ্ আল্-জার্‌শী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَنْ يَزَالَ الْعَبْدُ فِى فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ ، فَاِذَا شَرِبَهُ خَرَقَ اللّٰهُ عَنْهُ سِتْرَهُ ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَلِيَّهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَرِجْلَهُ ، يَسُوْقُهُ اِلٰى كُلِّ شَرٍّ ، وَيَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ -

কোন মানুষ মদপান না করা পর্যন্ত আপন দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থাকে, কিন্তু যখন সে মদপান করে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে আপন হিফাযতের দায়িত্ব সরিয়ে নেন ও শয়তান তার বন্ধু হয়ে যায়। শুধু তাই নয় শয়তান তখন তার চোখ, কান ও পা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে সবরকমের মন্দকাজের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ও যাবতীয় সৎকাজ থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেয়।(৪৭)

প্রতারণার এক আজব কাহিনী

হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমাদের এক বন্ধু রাতের বেলায় নিজের বাড়িতে নফল নামায পড়তেন। যখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলতেন, সেই সময় সাদা পোশাক পরে এক আগন্তুক তার কাছে এসে নামায শুরু করে দিত।

সেই আগন্তুকের রুকূ-সাজ্‌দা আমাদের বন্ধুটির রুকূ-সাজ্‌দার চাইতে ভালো হত। আগন্তুক বন্ধুটিকে (তার সুন্দর নামায দেখিয়ে) অবাক করে দেয়। বন্ধুটি সে কথা তার অন্য এক বন্ধুকে বলেন। সেই দ্বিতীয় বন্ধু কথাটা আমার কাছে উল্লেখ করে জানতে চান অমনটা কেমন করে হয়?

আমি বলি, আপনি সেই নামাযীকে বলুন (নামাযে) সূরাহ্ বাকারাহ্ পড়ে দেখতে। তা সত্ত্বেও যদি সেই আগন্তুক দাঁড়িয়ে থাকে তবে সে বুঝতে হবে এটা ফিরিশতা এবং এটা তার জন্য ভাল। (আর সূরা বাকারা শুনে) পালিয়ে গেলে বুঝতে হবে সে শয়তান।

দ্বিতীয় বন্ধু কথাটা সেই প্রথম বন্ধুকে বললেন। যথাসময়ে তিনি নামায শুরু করলেন। আগন্তুকও এসে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল তার সাথে। তারপর তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করলেন। অমনি সেই শয়তান পিঠটান দিল।(৪৮)

রাস্তা ভুলিয়ে দেওয়া শয়তান

(হাদীস) হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ لِاِبْلِيْسَ مَرَدَةً مِنَ الشَّيَاطِيْنِ يَقُوْلُ لَهُمْ : عَلَيْكُمْ بِالْحُجَّاجِ وَالْمُجَاهِدِيْنَ فَاَضِلُّوْهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ -

ইব্‌লীসের শয়তান-বাহিনীতে কিছু মারাদাহ্ (নামের অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান) আছে। ইব্‌লীস তাদের বলে, তোমরা হাজী ও মুজাহিদদের কাছে যাও এবং তাদের রাস্তা ভুলিয়ে দাও।(৪৯)

শয়তানের এক বন্ধুর চারটি বিস্ময়কর ঘটনা

(এক)

মুহাম্মদ বিন ইস্‌মাত (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি বাগ্‌দাদে জনৈক শায়খের মুখে আব্‌দুল্লাহ্ বিন হিলাল (কুফার এক জাদুকর)-এর এই ঘটনা শুনেছি ঃ একদিন সে কুফার এক গলি দিয়ে যায়। সেখানে কোন এক মানুষের মধু পড়ে গড়িয়ে গিয়েছিল। ছেলেরা জড়ো হয়ে তা চাটছিল। এবং বলছিল, 'আল্লাহ ইব্‌লীসকে ঘৃণিত করুন! আল্লাহ্ ইব্‌লীসকে ঘৃণিত করুন।'

আব্‌দুল্লাহ্ বিন হিলাল ছেলেদের বলে, তোমরা ওরকম বলো না এবং বলো, 'আল্লাহ আমাদের তরফ থেকে ইব্‌লীসকে পুরস্কৃত করুন, সে মধু ফেলিয়েছে এবং আমাদের তা চাটার ভাগ্য হয়েছে।'

কথিত আছে, সেই সময় ইব্‌লীস আব্‌দুল্লাহ বিন হিলালের কাছে এসে তাকে বলে– 'তুমি আমার উপকার করেছ। কেননা তুমি বাচ্চাদেরকে আমাকে গালি দিতে মানা করেছ। আমি তোমাকে এর প্রতিদান দিতে চাই।'

এরপর ইব্‌লীস তার একটা আংটি নিয়ে আবদুল্লাহ বিন হিলালকে বলে, 'তোমার যে প্রয়োজনই পড়ুক, এর দ্বারা তা পূরণ করে নিও।'

সুতরাং আব্‌দুল্লাহ বিন হিলালের কোনও কিছুর দরকার পড়লে সেই শয়তানী আংটির মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ হয়ে যেত।(৫০)

(দুই)

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (জালিম প্রশাসক)-এর এক বাঁদী ছিল, যাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। একদিন এক শ্রমিক হাজ্জাজের অন্দরমহলে কাজ করে। শ্রমিকটার চোখ পড়ে যায় সেই বাঁদীর দিকে। ফলে সে পড়ে যায় তার প্রেমে।

এরপর শ্রমিকটা যায় আবদুল্লাহ্ বিন হিলালের কাছে। লোকটা আবদুল্লাহ্ বিন হিলালেরও সেবাযত্ন করত। ওর কাছে গিয়ে সে তার মনের কথা খুলে বলল।

ইবনু হেলাল বলল, আজই আমি সেই বাঁদীকে তোমার কাছে এনে দেব।

সুতরাং রাতের অন্ধকারে ইবনু হিলাল সেই বাঁদিকে নিয়ে লোকটার কাছে পৌঁছেদিল। বাঁদীর কাছে রাতভর থাকল। এরপর থেকে ইবনু হিলাল রোজ রাতের বেলায় সেই বাঁদীকে লোকটার কাছে এনে দিত।

ক্রমশ ভয়ে-ভাবনায় আর রাত জাগার কারণে বাঁদীর রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একদিন সে হাজ্জাজের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলল, যখন মানুষ-জন ঘুমিয়ে পড়ে (অর্থাৎ গভীর রাতে), আমার কাছে একজন লোক আসে এবং আমাকে

নিয়ে এক যুবকের ঘরে যায়। রাতভর আমি তার ঘরে থাকি। কিন্তু সকাল হলে নিজেকে নিজের মহলেই দেখি।

কথিত আছে, হাজ্জাজ একটা জাফরানী রঙের সুগন্ধি থালা আনিয়ে সেটা বাঁদীর হাতে দিয়ে বললেন, তুমি সেই লোকটার ঘরে পৌঁছে গেলে এই থালাটা তার দরজায় লাগিয়ে দিও।

বাঁধী ওরকমই করল।

এদিকে হাজ্জাজ কিছু পাহারাদারও পাঠিয়ে দিলেন। তারা এক সময় সেই যুবককে ধরে আনল। হাজ্জাজ তাকে বললেন, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি, সত্যি কথা বল, ব্যাপারটা কী?

সে তখন সমস্ত ঘটনা শোনাল।

হাজ্জাজ, আবদুল্লাহ বিন হিলালকে তলব করে বললেন, ওরে আবদুল্লাহ! সারা দুনিয়া ছেড়ে কেবল আমার সাথে এই পাঁয়তারা করার দরকার পড়েছিল তোর?

এরপর হাজ্জাজ (আবদুল্লাহ্ বিন হিলালকে কতল করার জন্য) তলোয়ার ও চামড়ার ফরাশ আনার হুকুম দিলেন।

কথিত আছে, আবদুল্লাহ সেই সময় সুতোর একটা গুলি বের করে এবং সুতোর একটা কিনারা হাজ্জাজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, আমাকে কতল করার আগেই আমি আপনাদের একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছি। এরপর সে নিজেকে সেই সুতোয় জড়িয়ে সুতোর গুলিটা উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। অম্‌নি সে উপরে উঠতে থাকে। উঠতে উঠতে সে মহলের সবচেয়ে উপরের তলার সমান উঁচুতে পৌঁছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'ওহে হাজ্জাজ! তুমি আমার কিচ্ছু করতে পারবে না!' এরপর সে ফেরার হয় যায়।(৫১)

(তিন)

হাজ্জাজ একবার ঘটনাচক্রে আব্‌দুল্লাহ বিন হিলালকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্ধি করে দেয়। জেলের ভিতর দিয়ে আবদুল্লাহ্ মাটিতে একটা নৌকার ছবি আঁকে। তারপর অন্যান্য কয়েদীদের বলে, যারা বসরায় যেতে চাও তারা আমার সাথে এই নৌকায় সওয়ার হয়ে যাও। কিছু লোক কথাটা তামাশা ভেবে উড়িয়ে দেয়। আবার কিছু লোক সত্যি সত্যি সেই নৌকায় উঠে পড়ে। তারপর কেউ তাদেরকে সেই জেলে আর দেখতে পায়নি।(৫২)

(চার)

আহ্‌মাদ বিন আব্‌দুল মালিক (রহঃ) বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ বিন হিলাল ছিল শয়তানের বন্ধু। শয়তানের খাতিরে সে আসরের নামায পড়ত না। ওই সময়ে তার কাজ সম্পূর্ণ হত। একবার একটা লোক তার কাছে এসে বলে, আমার এক

ধনী প্রতিবেশী আছেন। তিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি উপকার করেন। তাঁর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। মেয়েটিকে আমি ভালোবাসি। আমি চাইছি, তুমি আমার জন্য ইবলিশের কাছে সুপারিশ লিখে দাও। যাতে সে কোনও শয়তানকে আমার জন্য ওই মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়।

কথিত আছে, আব্দুল্লাহ্ বিন হিলাল ইব্লীসকে এরকম চিঠি লেখে 'যদি তুমি তোমার ও আমার চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট কাউকে দেখতে চাও, তবে এই পত্রবাহককে দেখে নাও এবং এর কাজটা করে দাও।'

এরপর আবদুল্লাহ বিন হিলাল সেই লোকটাকে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলে, তুমি এই জায়গায় দেখ। তারপর তার চারদিকে একটা বৃত্ত এঁকে দিয়ে বলে, যখন তুমি কাউকে দেখতে পাবে, তাকে এই চিঠিটা দেবে।

সুতরাং লোকটা ওরকম করল। এক সয় তার সামনে দিয়ে শয়তানদের একটা দল গেল। অবশেষে তার সামনে বসে থাকা এক পাকা বুড়ো এল। আসনটা চারটে শয়তান উঁচু করে ধরে রেখেছিল। লোকটা শয়তান (বুড়ো)-কে দেখতে পেয়ে দূর থেকে চিঠিটা দেখাল। শয়তান তার কর্মীদের দিয়ে চিঠিটা নিয়ে নিল। তারপর সেটা পড়ল। পড়ার পর তাতে চুমু দিয়ে মাথার উপর রাখল। ফের সেটা পড়ল। তারপর চিৎকার করে উঠল। বুড়ো শয়তানের চিৎকার শুনে আগে চলে যাওয়া শয়তানরাও তার কাছে ফিরে এল এবং পিছনের শয়তানরাও এসে জড়ো হল। সবাই জানতে চাইল, ব্যাপার কী?

শয়তান বলল, এটা আমার এক বন্ধুর চিঠি। সে এতে লিখেছে ঃ 'যদি তুমি তোমার ও আমার চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট কাউকে দেখতে চাও, তবে এই পত্রবাহককে দেখে নাও এবং এর কাজটা করে দাও।'– সুতরাং তোমার আমার কাছে একটা বোবা, কালা ও অন্ধ শয়তানকে নিয়ে এসো এবং তাকে সেই (ধনী) ব্যক্তির বাড়িতে পাঠাও, যাতে সে তার মেয়েকে বিয়ের পয়গাম দিয়ে আসে।(৫৩)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু দুন্ইয়া। তাল্বীসুল ইব্লীস, সূত্র ইবনু আবিদ দুন্ইয়া ও ইব্নু হিব্বান। মুস্তাদ্রাকে হাকিম, ৪ ঃ ৩৫০। মাজ্মাউয যাওয়াদ, ১ ঃ ১১৪। মুসলিম (২৮১৩)। আহ্মাদ, ৩ ঃ ৩৩৬। আবূ নূআইম, ৭ ঃ ৯২, হিল্ইয়াহ্।

(২) তির্মিযী, কিতাবুর্ রিযাঅ, বাব ১৮, হাদীস ১১৭৩। সহীহ্ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৬৮৬। কান্যুল উম্মাল, হাদীস ৪৫০৪৫। নাস্বুর রাইয়াহ্, ১ ঃ ২৯৮। দুররুল মানসূর, ৫ ঃ ১৯৬। সহীহ্ ইব্নু হিব্বান, ৩৩৯।

(৩) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া/ তাল্বীসুল ইব্লীস। ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ৯৭।

(৪) যাম্মুদ দুনইয়া, ইব্নু আবিদ দুনইয়া। শুআবুল ঈমান, বায়হকী। তারীখে মিসর, ইব্নু ইয়ূনুস। মুসনাদ আল্ ফির্দাউস। তারীখে ইব্নু আসাকির। হুল্ইয়াতুল আউলিয়া, ৬ ঃ ৩৮৮। জামিই সগীর, হাদীস ৩৬৬২। ইহ্ইয়াউল উলূম ৩ ঃ ১৯৭, ৪০১। আত্-তায্কিরাহ্, যার্কাশী, বাব আয্-যুহ্দ। আদ্-দুররুল মুন্তাশিরাহ্, হাদীস ১৮৫। ফাইযুল জাওযী কদীর, মুনাবী, ৩ ঃ ৩৬৮। আল্-আস্রারুল মার্ফুআহ্, ১৬৩।

(৫) মাকায়িদুশ শায়তান, ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া। তাল্বীসুল ইব্লীস, ইবনুল জাওযী। ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ৯৭।

(৬) কিতাবুয্ যুহ্দ, ইমাম আহ্মাদ। শুআবুল ইমান, বায়হাকী।

(৭) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৮) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৯) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইব্ন আবিদ্ দুন্ইয়া। ইহ্ ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ৩৮।

(১০) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(১১) মুস্নাদে আহ্মাদ, ৬ ঃ ৪৩৯, ৪৬৪। আবূ দাউদ, কিতাবুত্ ত্বাহারত্, বাব ১০৯, হাদীস ১২৮। তিরমিযী, কিতাবুত্ ত্বহারাত্, বাব ৯৫। সুনানু দারিমী, কিতাবুল উযু, বাব ৯৪। মুআত্তা মালিক, কিতাবুল হাজ্জ্, হাদীস ১২৪।

(১২) নাওয়াদিরুল উসূল, হাকীম তির্মিযী।

(১৩) তবারানী।

(১৪) বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৪৪। মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস ১৪৬। মিশকাত ৬৯। কান্যুল উম্মাল, ৩২৩২৫। তাফ্সীর ইব্নু জারীর, ৩ ঃ ১৬২।

(১৫) সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৩৬।

(১৬) বুখারী, কিতাবু বাদ্য়িল খল্ক, বাব ১১। মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ৫২৩।

(১৭) সহীহ্, মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস ১৪৮।

(১৮) শারহু মুস্লিম, নাওবী।

(১৯) মুসান্নিফে আব্দুর রায্যাক। মুসান্নিফে ইব্নু আবী শায়বাহ্। কিতাবুল অস্অসাহ, ইবনু আবী দাউদ।

(২০) বুখারী, কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ, বাব ১২। মুস্লিম হাদীস ২০৭, মিনাল মুসাফিরীন, আবূ দাউদ, ফিত্-তাত্বউউউ্, বাব ১৮। ইব্নু মাজাহ্, ইকামাত্, বাব ১৭৪। মুআত্তা মালিক, হাদীস ৯৫, মিনাস্ সাফার, মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ২৪৩। বায়হাকী, ২ ঃ ৫০১; ৩ ঃ ১৫। ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১১৩১। মুসনাদে হামীদী, হাদীস ৯৬০।

(২১) বুখারী, ৪ ঃ ১৪৮। মুসলিম, সলাতুল মুসাফিরীন, বাব ২৮। নাসায়ী, ৩ ঃ ২০৪। মুস্নাদে আহ্মাদ, ১ ঃ ৪২৭। বায়হাকী, ৩ ঃ ১৫। ইবনু আবী শায়বাহ্, ২ ঃ ২৭১। কানযুল উম্মাল, ৪১৩৮২। আল্-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্, ১ ঃ ৬৩। হিল্ইয়াহ্, আবূ নূআইম, ৯ ঃ ৩২০। ইবনু মাজাহ্, বাব ৭৪, ফিল-ইমামাত।

(২২) বুখারী, তাঅ্বীরুর্ রুউ্উয়া, বাব– ৩,৪,১০,১৪। মুসলিম, ফির্-রুউ্ইয়া, হাদীস ২০১। আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ৮৮। তির্মিযী, কিতাবুর্, বাব ৫। ইব্নু মাজাহ্,

কিতবুর্ রুউইয়া, বাব ৫। দারিমী, কিতাবুর্ রুউইয়া, বাব ৫।

(২৩) ইব্‌নু মাজাহ্, কিতাবুর্ রুউইয়া, বাব ৩। তবারানী, কাবীর, ১৮ ঃ ৬৪। তাম্‌হীদ ইব্‌নু আব্‌দুল বার্র। ফাত্‌হুল বারী / কান্‌যুল উম্মাল।

(২৪) সুনানু তির্‌মিযী, কিতাবুল আহ্‌কাম, বাব ৪। সুনানু ইব্‌নু মাজাহ্, কিতাবুল আহ্‌কাম, বাব্ ২। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ ঃ ২৬। জাম্‌উল জাওয়ামিই, হাদীস ৯৬৭৪। ফাত্‌হুল বারী, ১৩ ঃ ১২০।

(২৫) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ৪৪৩। ইব্‌নু মাজাহ্, কিতাবুল ইকামাত, বাব ৭০, ১০৫২। মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস ১৩৩। বায়হাকী, ২ ঃ ৩১২। সহীহ্ ইব্‌নু খুযাইমাহ্, ৫৪৯। শারহুস্ সুন্নাহ্, ৩ ঃ ১৭৪। মিশ্‌কাত্, ৮৯৫। নাস্‌বুর রাইয়াহ্, ২ ঃ ১৭৮। হিল্‌ইয়াহ্, ৫ ঃ ৬০। তার্‌গীব, ২ ঃ ২৫৬। তাখ্‌রীজে ইহ্‌ইয়াউল উলূম ইরাকী, ১ ঃ ১৪৯। যুহ্‌দে ইব্‌নে মুবারক, ৩৫৩। ইবনে কাসীর, ৫ ঃ ৩৩৯। দুররুল মান্‌সুর, ৩ ঃ ১৫৮। তারীখে বাগ্‌দাদ, ৭ ঃ ৩২৪। আত্‌হাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৩ ঃ ১৯। কান্‌যুল উম্মাল, ৩১০৮। আল-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্, ১ ঃ ৯১।

(২৬) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্‌নু অবিদ দুন্‌ইয়া। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস ২১২৭।

(২৭) মুসান্নিফে আব্‌দুর্ রায্‌যাক। ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া।

(২৮) মুসান্নিফে আব্‌দুর রায্‌যাক।

(২৯) তবারানী।

(৩০) তবারানী। ইব্‌নু আবী শায়বাহ্।

(৩১) তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, বাব ৮৭৭, হাদীস ৪৭৪৮। মিশ্‌কাত ৯৯৯। হাবিউল লিলফাতাওয়া, ১ ঃ ৫৩৫। কান্‌যুল উম্মাল, ১৯৯৫২। মুস্‌তাদ্‌রাকে হাকিম, ৪ ঃ ২৬৪। মুস্‌নাদে হামীদী ১১৬১। ইব্‌নু খুযাইমাহ্, ৯২১। আত্‌হাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৬ ঃ ২৮৭। কান্‌যুল উম্মাল, ২৫৫২৯। আমালুল ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্ ইব্‌নুস্ সুন্‌নী, ২৬০। কাশ্‌ফুল খিফা, ২ ঃ ৯৭।

(৩২) ইব্‌নু আবী শায়বাহ্।

(৩৩) আব্‌দুর্ রায্‌যাক।

(৩৪) তির্‌মিযী, কিতাবুল বির্র্, বাব ৬৬।

(৩৫) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ২৩০। মাজ্‌মাউয্ যাওয়াঈদ, ১ ২৪২। জাম্‌উল্ জাওয়ামিই, ৬১১৫। কান্‌যুল উম্মাল ১৭৭২। তাফ্‌সীর ইব্‌নু কাসীর, ৮ ঃ ৫৫৯।

(৩৬) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ২৬০। নাসায়ী, ২ ঃ ৯২। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস ২০৫৮০।

(৩৭) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্‌নু আবিদ দুন্‌ইয়া।

(৩৮) ইব্‌নু জুরাইজ।

(৩৯) বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব ২৫, ১২৮। আবূ দাউদ, ৫০২৮। তির্‌মিযী, কিতাবুল আদাব, বাব ৭। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ২৬৫, ৪২৮, ৫১৭। বায়হাকী, ২ ঃ ২৮৯। মুস্‌তাদ্‌রাক্, ৪ ঃ ২৬৩, ২৬৪। জাম্‌উল জাওয়ামিই, হাদীস ৫২০৩, ৫২০৪। কান্‌যুল উম্মাল, ২৫৫১১, ২৫৫২৬, ২৫৫৪০। ইব্‌নু খুযাইমাহ্, ৯২২। মিশ্‌কাত, ৩৭৩২ আল্-আয্‌কার, নাওবিয়াহ্। শারহুস্ সুন্নাহ্।

(৪০) তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, বাব ৭। মুস্‌তাদ্‌রাক, ৪ ঃ ২৬৪। মুস্‌নাদে হামিদী, ১১৬১। ইব্‌নু খুযাইমাহ্, ৯২১। আত্‌হাফুস্ সাদাহ্, ৬ ঃ ২৮৭। কানযুল উম্মাল, ২৫৫২৯। আমালুস্ ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্, ইব্‌নুস সুন্‌নী ২৬০। কাশ্‌ফুল খিফা, ২ ঃ ৯৭।

(৪১) বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব ১২৮। মুসলিম, কিতাবুয্ যুহ্‌দ, হাদীস ৫৭, ৫৮, ৫৯। মুসনাদে আহ্‌মাদ ২৪২২; ৩ ঃ ৩৭; ৯৩, ৯৬। আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ৮৯। তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, বাব ৭। ইব্‌নু মাজাহ্, কিতাবুল ইকামাত্, বাব ৪২। দারিমী, কিতাবুস্ সলাত্, বাব ১০৬। মুসন্নিফে আব্‌দুর্ রায্‌যাক, ৩৩২৫। শারহুস্ সুন্নাহ্, ১২ ঃ ৩১৫। কান্‌যুল উম্মাল, ২৫৫৩৫, ২৫৫৩৭, আল্-আদাবুল মুফ্‌রাদ্, ৯৪৯। ফাত্‌হুল বারী, ১০ ঃ ৬১২। কামিল, ইব্‌নু আদী ৪ ঃ ১৪৬১।

(৪২) আমালুল ইয়াউমি আল্-আদাবুল মুফ্‌রাদ্, ৯৪৯। ফাত্‌হুল বারী, ১০ ঃ ৬১২। কামিল, ইব্‌নু আদী ৪ ঃ ১৪৬১।

(৪২) আমালুল ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্, ইব্‌নুস্ সুন্নী, হাদীস নং ২৬৪।

(৪৩) আবূ দাউদ। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। আত্‌হাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৬ ঃ ২৮৭। কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৫৫৩২।

(৪৪) ইব্‌নু আবী শায়বাহ্।

(৪৫) আবূ নুআইম। আল্-জামিউল কাবীর, ১ ঃ ৯২৯। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং ১৯০৬১, খণ্ড ৭।

(৪৬) মাকারিমুল্ আখলাক, ইব্‌নু লাল। ইব্‌নু আসাকির। আল্ জামিউল কাবীর, ১ ঃ ২৬৪। তারীখে কাবীর, বুখারী, ৮ঃ ৩২১। দুররুল মান্‌সূর, ৪ ঃ ১১৬। কান্‌যুল উম্মাল, ১২৩৯। আল-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্, ৮ ঃ ২৪৫। দাইলামী, ২০৮, হাদীস নং ৭৯৩। জাম্‌উল জাওয়ামিই, ৭০১৭। বায়হাকী।

(৪৭) তবারানী, কাবীর, ১৯ ঃ ১৫। আল্-জামিই আস্‌সগীর, ৭৩৮৯। ফাইযুল কৃদীর, ৫ ঃ ৩০২।

(৪৮) হিকায়াতুস সুফিয়্যাহ্, আবূ আব্‌দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন বাকূবাহ্, শীরাযী।

(৪৯) জামিউল কাবীর, ১ ঃ ২৫৪। মাজ্‌মাউয্ যাওয়াঈদ, ৩ ঃ ২১৫। আত্‌হাফুস্ সাদাতিল মুত্তাকীন, ৭ ঃ ২৮৮। ত্বারানী কাবীর, ১১ ঃ ১৬২। কান্‌যুল উম্মাল, ১১৭৯৪, ১১৮৫৪।

(৫০) কিতাবুল আজায়িব, মুহাম্মদ বিন মুন্‌যির। লিসানুল মীযান, ইব্‌নু হাজার আস্‌কালানী, ৩ ঃ ৩৭২।

(৫১) কিতাবুল আজায়িব, আবূ আব্‌দুর রহ্‌মান মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুন্‌যির হারাবী। লিসানুল মীযান, ৩ ঃ ৩৭৩।

(৫২) কিতাবুল আজায়িব। লিসানুল মীযান, ৩ ঃ ২৭৩।

(৫৩) কিতাবুল আজায়িব। লিসানুল মীযান, ৩ ঃ ২৭৩, ২৭৪।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হযরত জিব্‌রাঈলের থাপ্পর খেয়েছে শয়তান

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়া (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে ইব্‌লীস তাঁকে বলে, আপনার ব্যক্তিত্ব এত উন্নত যে আপনি প্রভুত্বের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। আপনি শৈশবে, কোলে, থাকা-অবস্থায়, কথা বলেছেন। আপনার আগে কেউই ওই বয়সে কথা বলেনি।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, প্রভুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য কেবল আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি আমার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, ফের মৃত্যু দেবেন, ফের জীবিত করবেন।

শয়তান বলে, আপনিই তো প্রভুত্বের উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন, শুধু তাই নয়, আপনি মৃতকেও তো জীবিত করে দিয়েছেন।

হযরত ঈসা বলেন, না, বরং যাবতীয় প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যিনি আমাকেও মৃত্যু দেবেন এবং তাকেও মৃত্যু দেবেন, যাকে আমি (আল্লাহর হুকুমে) জীবিত করেছি। তারপর তিনি ফের আমাকে জীবিত করবেন।

শয়তান বলে আল্লাহর কসম! আপনি আসমানেরও খোদা এবং পৃথিবীরও খোদা! সেই সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) তাঁর ডানা দিয়ে শয়তানকে এমন থাপ্পড় মারলেন যে, সে সূর্যের কাছে গিয়ে পড়ে। তারপর হযরত জিব্‌রাঈল ফের এক থাপ্পড় মেড়ে তাকে সাত সমুদ্রের তলদেশে পাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।

সেখান থেকে শয়তান একথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসে– (হযরত) ঈসার থেকে যে অপমান আমি পেয়েছি, এমন অপমান কেউ কখনও কারও কাছ থেকে পায়নি।(১)

শয়তানকে আরও একবার জিব্‌রাঈলী প্রহার

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ অহী নাযিল হবার সময় শয়তান তা শুনত। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নুবুওয়ত দিয়ে পাঠানোর পর আল্লাহ্ তাআলা শয়তানদের অহী শোনা বন্ধ করে দেন। শয়তানরা তখন ইব্‌লীসের কাছে গিয়ে অহী শুনতে না পারার কথা জানায়। ইব্‌লীস বলে, নিশ্চয়ই কোন বড় ধরনের কিছু ঘটেছে। এরপর সে (মক্কায় আবূ কুবাইশ পর্বতে উঠে, নবী করীম (সাঃ)-কে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দেখতে পেয়ে বলে, আমি এক্ষুণি গিয়ে ওর ঘাড় মটকে দিয়ে আসছি। সেই সময় হযরত জিব্‌রাঈল নেমে এসে এমন থাপ্পড় মারেন যে, সে বহুদূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে।(২)

শয়তান থেকে 'অহী' সুরক্ষার্থে ফিরিশতাদের অবতরণ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

(আল্লাহ্ তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না ...) ... তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ রসূলের সামনেও পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।(৩)

অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অহী অবতীর্ণের সময় যাতে শয়তানরা তা শুনে নিয়ে কাউকে না বলে দিতে পারে কিংবা কোন অস্‌ওসার প্রসার ঘটাতে না পারে সেজন্য আল্লাহ্ ওয়াহ্‌য়ীর সাথে পাহারাদার ফেরেশতাদের পাঠান। নবী করীম (সাঃ)-এর এরকম পাহারাদার ফেরেশ্‌তা ছিলেন চারজন।(৪)

জামাআত-বিচ্ছিন্ন মুসলমান শয়তানের শিকার

(হাদীস) হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ ـ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের আরাম-আয়েশ পেতে চায়, সে যেন অবশ্যই জামাআত-বদ্ধ হয়ে হয়ে থাকে। কেননা একা থাকা-ব্যক্তির সাথে শয়তান থাকে, দু'জনের সাথে থাকে খুব।(৫)

(হাদীস) হযরত উর্‌ওয়াহ্ (রাঃ) বলেছেন, আমি শুনেছি, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَالشَّيْطَانُ مَعَ مَنْ يُخَالِفُ الْجَمَاعَةَ

আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহযোগিতা থাকে জামাআতের সাথে, আর জামাআতের বিরোধিতা যে করে, তার সাথে শয়তন।(৬)

(হাদীস) হযরত উসামাহ্ বিন শারীক (রাঃ) বলেছেন, আমি জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ

يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا اشَذَّ الشَّاذُّ مِنْهُمْ اِخْتَطَفَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ كَمَا يَخْتَطِفُ الذِّئْبُ الشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ

আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহযোগিতা থাকে জামাআতের সাথে; যখন কেউ জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন শয়তান তাকে পাক্‌রাও করে এমনভাবে, যেভাবে নেকড়ে বাঘ পাকড়াও করে দলছুটা ছাগলকে।(৭)

(হাদীস) হযরত ইব্‌নু মাস্‌উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে একটি সরল রেখা অঙ্কন করার পর বলেন–

هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ـ

এই সোজা রাস্তাটি হল আল্লাহ্‌র পথ। তোমরা এর অনুসরণ করবে। অন্যপথে চলবে না। তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[৮]

(হাদীস) হযরত মাআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّيَاهَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاصِيَةَ فَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ

শয়তান হল মানুষের নেকড়ে, যেমন আছে ছাগলের নেকড়ে, যে (দলছুট) ছাগলকে শিকার করে কাছ থেকেও দূরে থাকে। সুতরাং তোমরা নিজেদের বাঁচাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া থেকে এবং নিজেদের জন্য জরুরী করে নাও জামাআত, জনসমাজ ও মসজিদকে।[৯]

মুমিনের সাফল্যে ফেরেশতাদের অভিনন্দন

আব্‌দুল আযীয বিন রফাঈ (রহঃ) বলেছেন ঃ মুমিন মানুষের রূহ্‌ যখন আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়, ফেরেশতারা বলে, সুব্‌হানাল্লাহ! ইনি শয়তানের হাত থেকে বেঁচে এসেছেন। বাহ্‌বা ইনি বড় সফলতা পেয়েছেন।[১০]

মৃত্যুপথযাত্রীকে শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচানোর উপায়

(হাদীস) হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন আস্‌ক্বঅ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اُحْضُرُوْا اَمْوَاتَكُمْ وَلَقِّنُوْهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَبَشِّرُوْهُمْ بِالْجَنَّةِ فَاِنَّ الْحَكِيْمَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَتَحَيَّرُ عِنْدَ ذٰلِكَ الْمَصْرَعِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ عِنْدَ ذٰلِكَ الْمَصْرَعِ ـ

তোমরা তোমাদের মরণোন্মুখ ব্যক্তিদের কাছে উপস্থিত থাকবে এবং তাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র তালক্বীন করবে ও তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে। কেননা মৃত্যুর ওই বিভীষিকার সময় বড় জ্ঞানী-গুণী নারী-পুরুষও হতভম্ব হয়ে

যায় এবং মৃত্যুর ওই কঠিন মুহূর্তে শয়তান (ঈমান লুঠ করার জন্য) মানুষের খুব কাছাকাছি এসে যায়।[১১]

নামাযী থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় মালাকুল মউত

জাঅ্‌ফর বিন মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, মালাকুল মউত নামাযের সময় (নামাযী) মানুষদের সাথে মুসাফাহা করেন। জান কব্‌য্ করার সময় মালাকুল মউত সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে দেখতে থাকেন এবং যদি তাকে নামায আদায়কারী দেখেন, তবে তার কাছাকাছি গিয়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন এবং তিনি নিজেই তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র তালক্বীন করেন।[১২]

শয়তানদের থেকে হিফাযতের তদবীর

(হাদীস) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِذَا كَانَ جَنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَاَغْلِقُوْا اَبْوَابَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَخَمِّرُوْا اٰنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَوْ اَنْ تَعْرِضُوْا عَلَيْهَا شَيْئًا وَاَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ ـ

যখন রাত শুরু (অর্থাৎ সন্ধ্যা) হয়, তখন তোমরা নিজেদের বাচ্চাদের (বাইরে বের হওয়া থেকে) আটকে রাখবে। কেননা ওই সময় শয়তানরা (ফিতনা ছড়ানোর জন্য) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর কিছু সময় (ঘণ্টাখানেক) কেটে গেলে বাচ্চাদের বেড়ে ছেবে এবং (রাতের বেলায়) তোমাদের ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দেবে, (বন্ধ করার সময়) 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলবে। কেন না বন্ধ দরজা শয়তান খুলতে পারে না। (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করলে শয়তান ঢুকতে পারে না।) আর নিজেদের পাত্রগুলো ঢেকে দেবে এবং (সেগুলো ঢাকার সময়) আল্লাহ্‌র নাম নেবে (বিস্‌মিল্লাহ বলবে), চাই তাতে যাই হোক। আর (শোবার সময়) প্রদীপ নিভিয়ে দেবে (যাতে কোনও জ্বিন অথবা ইঁদুর প্রভৃতির কারণে কোনও কিছুতে আগুন না লাগে।[১৩]

শয়তানের অনিষ্ট নিবারণে পায়রা ব্যবহার

(হাদীস) হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِتَّخِذُوا الْحَمَامَاتِ الْمَقْصُوْصَاتِ فِى الْبُيُوْتِ فَاِنَّهَا تُلْهِى الشَّيْطَانَ عَنْ صِبْيَانِكُمْ

তোমরা বাড়িতে ডানাকাটা পায়রা রাখবে। ওগুলো তাদের বাচ্চাদের পরিবর্তে নিজেদের সাথে শয়তানদের মশগুল রাখবে।[১৪]

(হাদীস) হযরত ইব্নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِتَّخِذُوْا هٰذِهِ الْمَقَاصِيْصَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّهَا تُلْهِى الْجِنَّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ

তোমরা নিজেদের বাড়িতে ডানা কাটা পায়রা রাখবে, ওগুলো তোমাদের বাচ্চাদের থেকে জ্বিনকে সরিয়ে নিজেদের দিকে মনোযোগী করবে।

*** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুনাবী (রহঃ) বলেছেনঃ** কবুতর, ঘুঘু, ও এ জাতীয় অন্যান্য সুন্দর পাখি, বিশেষত লাল পায়রা, সৌন্দর্যের কারণে জিনদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে। ফলে জ্বিনরা বাচ্চাদের বদলে ওগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং এভাবে বাচ্চারা জ্বিন ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে।[১৬]

শয়তানদের দাওয়াই আযান

ইমাম মালিক বিন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত যায়েদ বিন আস্লাম (রহঃ) কে বানী সুলাইমের খনি এলাকার দায়িত্বভার দেওয়া হয়। এই খনি এলাকাটি ছিল এমন, যেখানে জ্বিনরা মানুষের উপর চড়াও হত। ওই এলাকার দায়িত্ব পাবার পর লোকেরা হযরত যায়েদ বিন আসলামের কাছে গিয়ে জ্বিনের বিষয়ে অভিযোগ করে। তিনি ওদের জোরালো আওয়াজে আযান দিতে বলেন। সুতরাং লোকেরা (জ্বিনের প্রভাব দেখা মাত্রই) আযান দিতে থাকে। ফলে সেই বিপদ দূর হয়ে যায়।[১৭]

শয়তানকে গালি দিতে মানা

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوْا بِا للّٰهِ مِنْ شَرِّهٖ

তোমরা শয়তানকে গালি দিও না বরং তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাও।[১৮]

মসজিদ থেকে বের হবার সময় বিশেষ দুআ

(হাদীস) হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَدَاعَتْ جُنُوْدُ اِبْلِيْسَ وَاَجْلَبَتْ وَاجْتَمَعَتْ كَمَا يَجْتَمِعُ النَّحْلُ عَلٰى يَعْسُوْبِهَا فَاِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اِبْلِيْسَ وَمَجُنُوْدِهٖ فَاِنَّهٗ اِذَا قَالَهَا لَمْ تَضُرَّهٗ ـ

তোমাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হতে চাইলে ইবলীসের সৈন্যরা একে অপরকে ডাকাডাকি করে, ফলে মৌমাছিদের চাকে জড়ো হওয়ার মতো শয়তানের দলবল দৌড়াদৌড়ি করে তার কাছে গিয়ে জড়ো হয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মসজিদ থেকে বের হবে, সে যেন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে– 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ইব্লীসা আ জুনূদিহী'– (হে আল্লাহ্, ইব্লীস ও তার দলবলের থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাইছি)! এই দুআ পড়লে শয়তানরা তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।[১৯]

শয়তানদের থেকে সুররক্ষার একটি পদ্ধতি

(হাদীস) হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَجِيْفُوْا اَبْوَابَكُمْ وَاكْفِئُوْا اٰنِيَتَكُمْ وَاَوْكِئُوْا اَسْقِيَكُمْ وَاطْفِئُوْا سُرُجَكُمْ فَاِنَّهُمْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ ـ

তোমরা (আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, অর্থাৎ বিস্মিল্লাহ বলে) দরজা বন্ধ করবে, পাত্র ঢেকে দেবে, মশকের মুখ বাঁধবে ও চেরাগ নিভিয়ে ফেলবে। তাহলে জ্বিন-শয়তানদেরকে তোমাদের ওইসব জিনিসে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।[২০]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া।

(২) দালায়িলুন নবুওত, আবূ নূআইম।

(৩) সূরা জ্বিন, আয়াত ২৭।

(৪) তাফসীরে বায়ানুল কোর্আন, সূরা জ্বিন, আয়াত ২৭।

(৫) মুস্নাদে আহ্মাদ, ১ ঃ ২৬। তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, বাব। মুস্তাদরাকে হাকিম,

১ ঃ ১১৪। নাস্‌বুর রায়াৎহ্ ৪ ঃ ২৫০। কান্‌যুল উম্মাল, ৩২৪৮৮। আশ্‌-শরীআহ্, ইমাম আজারী (রহঃ) হাদীস নং ৭। তাল্‌বীসুল ইব্‌লীস, ৫।

(৬) ইব্‌নু সায়িদ। তাল্‌বীসুল ইব্‌লীস ৬। তবারানী, কাবীর, ১৭ ঃ ১৪৪।

(৭) দারেকুত্বনী। তির্‌মিযী। কাশ্‌ফুল খিফা, ২ ৫৪৭, হাদীস ৩২২৩। তবারানী কাবীর, ১ ঃ ১৫৩।

(৮) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ৪৬৫। আশ-শারীআহ্, ইমাম আজারী, ১০, ১২। দুররুল মানসূর, ৩ ঃ ৫৬

(৯) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ ঃ ২৩৩, ২৪৩। মাজ্‌মাউয্ যাইয়াঈদ, ২ ঃ ২৩, ৫ ঃ ২১৯। জাম্‌উল জাওয়ামিই্, ২৬৩৮। কান্‌যুল উম্মাল, ১০২৬, ২০৩৫৫। মিশ্‌কাত, ১৪৮। তাফ্‌সীর, ইব্‌নু কাসীর, ৪ ঃ ৬২। তাল্‌বীসুল ইব্‌লীস, ৭। হুল্‌ইয়াতুল আউ্‌লিয়া, ২ ঃ ২৪৭। আত্‌হাফুস্ সাদাতিল মুত্তাকীন, ৬ ঃ ৩৩৭। তার্‌গীব অত তার্‌হীব, ১ ঃ ২১৯। ইব্‌নু মাজাহ্, মুকাদ্দমাহ্।

(১০) যাওয়াইদুয্ যুহ্‌দ, ইমাম আব্‌দুল্লাহ বিন আহ্‌মাদ।

(১১) হিল্‌ইয়াহ্, আবূ নূআইম।

(১২) ইব্‌নু আবী হাতিম।

(১৩) বুখারী, বাদ্‌উল খল্‌ক, বাব ১৬, ১১, প্রভৃতি। মুস্‌লিম, কিতাবুল আশ্‌রাবাহ্, হাদীস ২২। তিরমিযী, কিতাবুল আতআমাহ্, বাব ১৫; আল্‌-আদাবা, বাব ৭৪। দারিমী, কিতাবুল আশ্‌রাবাহ্, বাব্ ২৬। মুআত্তা মালিক, বাব সিফাতুন নাবী, হাদীস ২১। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ২ ঃ ৩৬৩, ৩ ঃ ৩০১, ৩১৯, ৩৭৪, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৫; ৫ ঃ ৫২। মিশ্‌কাত, ৪২৯৪। কান্‌যুল উম্মাল, ৪৫৩২২। শার্‌হুস্ সুন্নাহ্, ১১ ঃ ৩৯০।

(১৪) মাসায়িলাহ্, কির্‌মানী। তারীখে বাগ্‌দাদ, ৫ ঃ ২৭৯। আল্‌-মাজ্‌রূহীন, ইব্‌নু হিব্বান, ২ ঃ ২৫০। মীযানুল ইই্‌তিদাল, ৫৫৬৪, ৭৫৪৭।

(১৫) আল-ইল্‌কাব, শারীযী। তারীখে বাগ্‌দাদ, ৫ ঃ ২৭৯। মুস্‌নাদে ফিরদাউস, দাইলামী (২৬০), ১ ঃ ৮৩। আল্‌-জামিউল আস্‌-সগীর (১০২)। ফাইযুল কদীর, ১ ঃ ১১১। ইব্‌নু আদী। মাজ্‌রূহীন, ইব্‌নু হিব্বান, ২ ঃ ২৫০। মীযানুল ইহ্‌তিদাল, ৫৫৬৪, ৭৫৪৭। আল-মীনারুল মুনীফ, ইব্‌নুল কই্‌নুল কইয়িম, ১৯৮।

(১৬) ফাইযুল কদীর, শার্‌হু আল-জ্বামিই আস্‌-সগীর, ১ ঃ ১১১।

(১৭) তবাকাত, ইব্‌নু সাঅদ।

(১৮) আল্‌-মুখলিস্। কানজুল উম্মাল, হাদীস নং-২১২০।

(১৯) আমালুল্ ইয়াউ্‌মি অল্‌-লাই্‌লাহ্, ইব্‌নুস্ সুন্নী, হাদীস নং ১৫৫। আত্‌হাফুস্ সাদাহ্, ৯ ঃ ৫৯২। জাম্‌উল জাওয়ামিই, হাদীস নং-৬১-৭। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং-২০৭৮৬।

(২০) কামিল, ইব্‌নু আদী, ৬ ঃ ২০৫৫। মাজ্‌মাউয্ যাওয়াঈদ, ৮ ঃ ১১১। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ ঃ ২৬২।

সমাপ্ত